মহান
আল্লাহর
নাম
ও
গুণাবলী
আবদুল হামীদ ফাইযী

আব্দুল হামীদ মাদানী

সূচীপত্র

'আল্লা নামের শিরণী তোরা কে নিবি কে আয়।
মোরা শিরণী নিয়ে পথে হাঁকি (নিতে) কেহ নাহি চায়।।
এই শিরণীর গুণে ওরে শোন্
শিরিন্ হবে তোর তিক্ত মন
রাঙা হবে ভাঙা হৃদয় এই শিরণীর মহিমায়।।'
---*কবি নজরুল*

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

সাবালক মানুষের উপর সর্বপ্রথম যে জিনিস ফরয হয়, তা হল ইল্‌ম, অতঃপর আমল, অতঃপর প্রচার এবং এই তিনে সবর।

ইল্‌ম অনুসন্ধান করার ব্যাপারে কুরআন আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে। মহান আল্লাহ বলেন,

{فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} (١٩) سورة محمد

অর্থাৎ, জানো, শেখো ও শিক্ষা কর যে, আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) উপাস্য নেই। *(সূরা মুহাম্মাদ ১৯ আয়াত)*

কুরআন কারীমের প্রথম আদেশ ছিল 'পড়'। কিন্তু কোন্ বিষয় দিয়ে পড়া শুরু করবেন? সর্বপ্রথম কোন্ বিষয় আপনার জানা ও পড়ার জন্য প্রাধান্য পাবে?

নিশ্চয় যে জিনিস আপনার কাছে সবচেয়ে বড়, তা-ই আপনার কাছে সর্বপ্রথম শিক্ষণীয় হওয়া দরকার। আপনি বিশ্বাস করেন, 'আল্লাহু আকবার' (আল্লাহ সবার চেয়ে বড়), অতএব আল্লাহ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ আপনার কাছে সবার চেয়ে বেশী এবং সবার আগে প্রাধান্য পাওয়া প্রয়োজন।

'আল্লাহ' সম্বন্ধে জ্ঞান ঈমানের প্রথম রুকন্। তাঁর নাম ও গুণাবলী সম্বন্ধে সঠিক ধারণা না হলে ঈমান সঠিক হয় না। আর ঈমান সঠিক না হলে হৃদয়ের জঞ্জাল দূর হয় না। আর তা না হলে তো বিপদ বটেই। মহান আল্লাহ বলেন,

{يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ (٨٨) إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} (٨٩) سورة الشعراء

অর্থাৎ, যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না; সেদিন উপকৃত হবে কেবল সেই; যে আল্লাহর নিকট সুস্থ অন্তঃকরণ নিয়ে উপস্থিত হবে। *(সূরা শুআরা ৮৮-৮৯ আয়াত)*

মহান আল্লাহ ঈমানদারগণকে ঈমান আনার আদেশ দিয়ে বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِيَ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا} (١٣٦) سورة النساء

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহতে, তাঁর রসূলে, তিনি যে কিতাব তাঁর রসূলের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন তাতে এবং যে কিতাব তিনি পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন তাতে বিশ্বাস কর; আর যে কেউ আল্লাহ, তাঁর ফিরিশ্তাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রসূলগণ এবং পরকালকে অবিশ্বাস করে, সে পথভ্রষ্ট হয়ে সুদূরে চলে যায়। *(সূরা নিসা ১৩৬ আয়াত)*

আর তাঁর প্রতি ঈমান আনার মৌলিক বিষয় হল তাঁর সত্তা, নামাবলী, গুণাবলী ও কর্মাবলী সম্বন্ধে সঠিক বিশ্বাস রাখা।

এ পুস্তিকার অবতারণা এই গুরুত্বের কথা খেয়াল করেই।

তাছাড়া যে জিনিসের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য যত বেশী জানা যাবে, তত তার কদর বৃদ্ধি পাবে, তার প্রতি ভক্তি ও আগ্রহ বর্ধিত হবে। মহান আল্লাহর গুণাবলী সম্বন্ধে মুসলিম ওয়াকিফ-হাল হলে অবশ্যই তার ঈমান বৃদ্ধি পাবে, তাঁর প্রতি তার ভক্তি ও আগ্রহ, আশা ও ভরসা, ভয় ও মান্যতা বর্ধিত হবে।

যে আল্লাহর আমরা ইবাদত করি, যাঁকে আমরা আপদে-বিপদে আহবান করি, সেই আল্লাহর মা'রিফাত বড় মধুর জিনিস। মালেক বিন দীনার বলেন, 'দুনিয়াবাসীরা দুনিয়া থেকে বিদায় নিল, অথচ তার মধ্যে সবচেয়ে ভাল জিনিসের স্বাদ ভক্ষণ করল না।' লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, 'হে আবূ ইয়াহয়্যা! তা কি?' উত্তরে তিনি বললেন, 'আল্লাহ আয্যা অজাল্লার মা'রিফাত।' *(হিল্য়্যাহ, আবূ নুআইম ২/৩৫৮)*

মহান আল্লাহ তাঁর সুন্দর নামাবলী ধরে ডেকে দুআ ও প্রার্থনা করতে আদেশ করেছেন এবং মহানবী ﷺ সুসংবাদ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি তাঁর ৯৯টি নাম মুখস্থ রাখবে, সে বেহেশ্তে যাবে।

মহান আল্লাহর নামাবলী অর্থসহ জানা থাকলে তার ফল ও পরিণাম বড় সুন্দর হয়। যেমন, ঈমানের মিষ্টতা পাওয়া যায়। আল্লাহর ইবাদতে বেশী মনোযোগ সৃষ্টি হয়। পদে পদে তাঁর জ্ঞান, দৃষ্টি ও আধিপত্যের কথা স্মরণ হলে তাঁর প্রতি ভয়, ভক্তি, তা'যীম ও

ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। পাপকাজে পা বাড়াতে লজ্জাবোধ হয়। মহান আল্লাহর প্রতি সাক্ষাৎ-কামনা বাড়ে। তাঁর করুণা হতে নিরাশা দূর হয়। তাঁর প্রতি সুধারণা, ভরসা ও নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়। মনের অহংকার ও ঔদ্ধত্য দূর হয়।

এ বই লেখার অন্য এক কারণ হল, এ বিষয়ে বই-পুস্তক কম, মুসলিমের চর্চাও কম। আর তফসীর ইত্যাদির নামে যা আছে, তার অধিকাংশ এ ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ অল-জামাআহর পরিপন্থী আকীদায় পরিপূর্ণ। উদাহরণ স্বরূপ ঃ-

"আল্লাহ আরশে আরূঢ় আছেন" অর্থাৎ, কুদরতের সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া আছেন। *(তফসীর, মওলানা আকরাম খাঁ, সূরা আ'রাফ ৫৪, ইউনুস ৩, রা'দ ২, ত্বাহা ৫ আয়াত)*

'আরশ' শব্দের শাব্দিক অর্থ ছাদবিশিষ্ট কিছু। সৃষ্টির ব্যাপার-বিষয়াদির পরিচালন-কেন্দ্রকে আল্লাহর 'আরশ' বলা হয়। *(কোরআন শরীফ, মাওলানা মোবারক করীম জওহর ১০৭পৃঃ)*

(আরশ মানে) সিংহাসন---আকাশ ও পৃথিবী জুড়ে অবস্থিত, যা বিশ্বাসীদের অন্তরে অবস্থিত---। *(কোরআন শরীফ, ডক্টর ওসমান গনী ১১৫পৃঃ)*

বুখারী শরীফের হাদীসকে অগ্রাহ্য ক'রে মহান আল্লাহর পদনালী সম্পর্কে মওলানা আকরাম খাঁ সাহেব লিখেছেন, 'এই পদের ব্যবহারিক তাৎপর্যের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া এবং আরবী সাহিত্যের সর্ব্ববাদীসম্মত বাক্‌ধারাকে অগ্রাহ্য করিয়া, একদল লেখক উহার অর্থ করিয়াছেন ঃ- "যেদিন আল্লাহর পায়ের পিণ্ডলিকাকে উন্মুক্ত করা হইবে।" কিন্তু ইয়া আরবী ভাষার একটা ইডিয়ম। কোনও গুরুতর পরিস্থিতি উপস্থিত হইলে আরবরা ঐ ইডিয়মটা ব্যবহার করিয়া থাকে।' *(তফসীর ৫/৫৮৭)*

বলা বাহুল্য, সহীহ হাদীস অগ্রাহ্য ক'রে আক্কেল-ছুটানো বহু তফসীর তাঁর গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। অবশ্য তিনি তা আকলানী মযহাবধারী মু'তাযেলী, আশআরী ও জাহমী বিভিন্ন তফসীরকারদের নিকট থেকে নকল করেছেন।

উক্ত পদনালীর অর্থে 'কঠিন সঙ্কট'-এর কথা শুধু তাঁর তফসীরেই নয়, বরং মওলানা মওদূদী, মুবারক করীম জওহর, ডঃ ওসমান গনী, আব্দুল মাতীন সালাফী প্রমুখ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত কুরআন মাজীদেও ঐ একই কথা লিখা হয়েছে।

আমাদের দেশের মাদ্রাসা কোর্সে যে 'তফসীরে জালালাইন' পড়ানো হয়, তাতেই মহান আল্লাহর গুণাবলীর অপব্যাখ্যা করার রোগ ঢুকে আছে।

উদাহরণ স্বরূপ দেখুন ঃ-

মহান আল্লাহ বলেছেন, "তারা কি এরই প্রতীক্ষা করে যে, তাদের নিকট ফিরিশ্তা আসবে কিংবা তোমার প্রতিপালক আসবেন কিংবা তোমার প্রতিপালকের কিছু নিদর্শন আসবে?" *(সূরা আনআম ১৫৮ আয়াত)*

তফসীরে বলা হয়েছে, 'তোমার প্রতিপালক আসবেন ঃ অর্থাৎ, তাঁর সেই নিদর্শন আসবে, যার দ্বারা কিয়ামত জানা যাবে।'

মহান আল্লাহ বলেছেন, "যখন তোমার প্রতিপালক আগমন করবেন আর সারিবদ্ধভাবে ফিরিশ্তাগণও (সমুপস্থিত হবে)।" *(সূরা ফাজর ২২ আয়াত)*

তফসীরে বলা হয়েছে, 'যখন তোমার প্রতিপালকের নির্দেশ আগমন করবে আর সারিবদ্ধভাবে ফিরিশ্তাগণও (সমুপস্থিত হবে)।' (উক্ত দুই জায়গায় মহান আল্লাহর 'আগমন'কে অস্বীকার করা হয়েছে।)

মহান আল্লাহ বলেছেন, "বল, 'তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর। ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন।" *(সূরা আলে ইমরান ৩১ আয়াত)*

তফসীরে বলা হয়েছে, 'ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে সওয়াব দান করবেন।' (এখানে মহান আল্লাহর 'ভালবাসা'কে অস্বীকার করা হয়েছে।)

মহান আল্লাহ বলেছেন, "তবে জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ অবিশ্বাসীদেরকে ভালবাসেন না।" *(ঐ ৩২)*

তফসীরে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ অবিশ্বাসীদেরকে শাস্তি দেবেন।' (এখানে মহান আল্লাহর 'ভাল না বাসা' বা 'গযব'কে অস্বীকার করা হয়েছে।)

মহান আল্লাহ বলেছেন, "সৎবাক্য তাঁর দিকে আরোহণ করে।" *(সূরা ফাত্বির ১০)*

তফসীরে বলা হয়েছে, 'সৎবাক্য তিনি জানেন।'

মহান আল্লাহ বলেছেন, "তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, আকাশে যিনি রয়েছেন, তিনি তোমাদেরকে সহ ভূমিকে ধসিয়ে দেবেন না?" *(ঐ ১৬ আয়াত)*

তফসীরে বলা হয়েছে, 'তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, আকাশে যাঁর আধিপত্য ও ক্ষমতা রয়েছে, তিনি তোমাদেরকে সহ ভূমিকে ধসিয়ে দেবেন না?' (উক্ত দুই আয়াতে মহান আল্লাহর 'ঊর্ধ্বে আকাশে থাকা'কে অস্বীকার করা হয়েছে।)

মহান আল্লাহ বলেছেন, "তোমার প্রতিপালক বললেন, 'হে ইবলীস! আমি যাকে নিজ দুই হাত দিয়ে সৃষ্টি করেছি, তাকে সিজদা করতে তোমাকে কে বাধা

দিল?" *(সূরা স্বাদ ৭৫ আয়াত)*

তফসীরে বলা হয়েছে, 'হে ইবলীস! আমি যাকে নিজ তত্ত্বাবধানে সৃষ্টি করেছি তাকে সিজদা করতে তোমাকে কে বাধা দিল?'

মহান আল্লাহ বলেছেন, "কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী তাঁর হাতের মুঠোয় থাকবে এবং আকাশমন্ডলী থাকবে তাঁর ডান হাতে গুটানো।" *(সূরা যুমার ৬৭ আয়াত)*

তফসীরে বলা হয়েছে, 'কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী তাঁর কবজায় (মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণে) থাকবে এবং আকাশমন্ডলী থাকবে তাঁর কুদরতে একত্রিত।'

মহান আল্লাহ বলেছেন, "মহা মহিমান্বিত তিনি সর্বময় কর্তৃত্ব যাঁর হাতে।" *(সূরা মুলক ১ আয়াত)*

তফসীরে বলা হয়েছে, 'মহা মহিমান্বিত তিনি সর্বময় কর্তৃত্ব যাঁর নিয়ন্ত্রণে।' (এ সকল আয়াতে মহান আল্লাহর 'হাত'কে অস্বীকার করা হয়েছে।)

এ ছাড়া আরো বহু সিফাতের 'তা'বীল' বা অপব্যাখ্যা করা হয়েছে উক্ত তফসীর-গ্রন্থে এবং বাইযাবী ও কাশ্শাফ তফসীরেও, যা আমাদের দেশের আলেমগণ ছাত্র জীবন থেকেই রপ্ত ক'রে নেন। আর সেখান থেকে সমাজে সেই 'আক্বীদা' রাজ্য চালায়, যা আহলুস সুন্নাহ অল-জামাআতের নয়।

বড় দুঃখের বিষয় যে, বিভিন্ন তফসীর গ্রন্থ ছাড়াও হাদীসের ব্যাখ্যা-গ্রন্থও এই সিফাতের অপব্যাখ্যার কাজে কম অংশ নেয়নি। ইবনে হাজার, নওবী প্রমুখ ইমামগণও মহান আল্লাহকে পবিত্র ঘোষণা করতে গিয়ে সেই অপব্যাখ্যায় শামিল হয়ে গেছেন। আল্লাহ তাঁদেরকে ক্ষমা করুন। আমীন।

তারই ফলশ্রুতি স্বরূপ মহান আল্লাহর হাত-পা-চোখ ইত্যাদি শুনে অনেকে বলেন, "আল্লাহ কি মানুষের মতো নাকি? আল্লাহ আল্লাহর মতো। কোন মাখলূকের সঙ্গে তিনি তুলিত নন। চোখ ছাড়াই তিনি দেখেন, কান ছাড়াই তিনি শোনেন।................

আল্লাহর হাত আছে, আল্লাহর পা আছে, আল্লাহ জাহান্নামে পা রেখে জাহান্নামের পেট ভরাবেন, আল্লাহ আরশে সমাসীন হন, কুরসীতে পা রাখেন --- এ সব মানবীয় গুণাবলীর কথা শুধু মানুষকে বুঝানোর জন্য। ছোট্ট শিশুকে কি এম. এ. ক্লাশের অঙ্ক বুঝানো যায়? তাকে অঙ্ক বুঝাতে হলে নেমে আসতে হবে তার বৌদ্ধিক ধারণ ক্ষমতার স্তরে। বলতে হবে, 'একটা চকোলেটের সঙ্গে আর একটা চকোলেট দিলে দুটো চকোলেট হয়।'

আল্লাহর অসীম জ্ঞানের তুলনায় মানুষের জ্ঞান তো 'ইল্লা ক্বালীল', শিশুর মতোও নয়। তাই মানুষের বৌদ্ধিক সীমানার স্তরে নেমে এসে, -- মানুষের অতি পরিচিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কথা উল্লেখপূর্বক -- আল্লাহর হাত-পা- বসা-শোনা-দেখা ইত্যাদির কথা বলা!"

সুবহানাহ! মহান আল্লাহর গুণাবলী সম্বন্ধে এমন দুর্বল ঈমানের অবস্থা দর্শন ক'রে এই পুস্তিকা লিখিত হল। আশা করি এর দ্বারা তাঁর সম্পর্কে আকীদার অনেক ভুল দূরীভূত হবে। অনেকের ঈমান নবায়ন হবে। আর তা হলেই আমার শ্রম সার্থক হবে।

আল্লাহর কাছে দুআ, তিনি যেন আমাদের ঈমান নবায়ন করেন এবং তাঁর প্রতি সঠিক ঈমান রাখার তওফীক দান করেন। আমীন।

ইতি --

আব্দুল হামীদ মাদানী

আল-মাজমাআহ

২০/৭/২০০৯

মহান আল্লাহর নামাবলী সম্বন্ধে মৌলিক নীতিমালা

এ কথা বিদিত যে, মহান আল্লাহ যে সকল গুণে নিজেকে গুণান্বিত করেছেন এবং তাঁর রসূল ﷺ তাঁকে যে সকল বিশেষণে বিশেষিত করেছেন, আমরা প্রকৃতার্থেই সেই সকল গুণ ও বিশেষণ তাঁর আছে বলে বিশ্বাস করব; তাতে কোন প্রকার হেরফের ঘটাব না, নিষ্ক্রিয় গুণ ধারণা করব না, তার কোন অপব্যাখ্যা করব না, তার কোন বাস্তবিক অথবা কাল্পনিক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করব না। যেহেতু তিনি তাঁর গুণাবলীতে ঠিক সেই রূপ, যে রূপ তিনি তাঁর সত্তায়। অর্থাৎ, সত্তায় যেমন তাঁর কোন নযীর নেই, তেমনি তাঁর গুণাবলীতেও তাঁর কোন নযীর নেই। তাঁর সত্তা ও গুণাবলীর কোন দৃষ্টান্ত, সমকক্ষ, সমতুল্য, শরীক ও সদৃশ নেই।

{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} (١١) سورة الشورى

অর্থাৎ, কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। *(সূরা শূরা ১১ আয়াত)*

মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ব্যাপারে কিছু নিয়ম-নীতি আছে, ঈমান ঠিক রাখার জন্য সেগুলি মনে রাখা মু'মিনের খুবই প্রয়োজন। নচেৎ তাতে পদস্খলন ঘটতে পারে; যেমন অনেকের ঘটেছে। সেই নীতিমালা নিম্নরূপ ঃ-

১। মহান আল্লাহর সকল নামই সুন্দর; বরং সুন্দরতম। অর্থাৎ শেষ পর্যায়ের সুন্দর। যেহেতু তাতে আছে পূর্ণাঙ্গ গুণাবলী। তাতে কোন প্রকার কমি ও ত্রুটি নেই।

মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে সে কথা চার জায়গায় ঘোষণা করেছেন,

{وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} (١٨٠) سورة الأعراف

অর্থাৎ, উত্তম নামসমূহ আল্লাহরই। সুতরাং তোমরা সে সব নামেই তাকে ডাকো। আর যারা তাঁর নাম সম্বন্ধে বক্রপথ অবলম্বন করে, তাদেরকে বর্জন কর, তাদের কৃতকর্মের ফল তাদেরকে দেওয়া হবে। *(সূরা আ'রাফ ১৮০ আয়াত)*

{قُلِ ادْعُواْ اللّهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الأَسْمَاء الْحُسْنَى} (١١٠)

অর্থাৎ, বল, তোমরা 'আল্লাহ' নামে আহবান কর অথবা 'রহমান' নামে

আহবান কর, তোমরা যে নামেই আহবান কর, তাঁর রয়েছে সুন্দর নামাবলী। *(সূরা বানী ইসরাঈল ১১০ আয়াত)*

{اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى} (٨) سورة طـه

অর্থাৎ, আল্লাহ, তিনি ছাড়া অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই, সমস্ত উত্তম নাম তাঁরই। *(সূরা ত্বাহা ৮ আয়াত)*

{هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى} (٢٤) سورة الحشر

অর্থাৎ, তিনিই আল্লাহ সৃজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা। সকল উত্তম নাম তাঁরই। *(সূরা হাশ্‌র ২৪ আয়াত)*

২। মহান আল্লাহর নামসমূহ নামও এবং গুণও।

পক্ষান্তরে মানুষের নাম কেবল তার নামই, গুণ নয়। যেমন যার নাম আলীম, সে জাহেল হতে পারে। হুদা নামের লোক বেহুদা, আমীন নামের লোক খিয়ানতকারী, জামীল নামের লোক কুৎসিত হতে পারে। কিন্তু মহান আল্লাহর ক্ষেত্রে তা নয়। তাঁর ক্ষেত্রে নামের যে অর্থ পাওয়া যায়, তিনি তাই। তাঁর প্রত্যেক নাম সার্থক।

৩। মহান আল্লাহর নাম যদি সকর্মক গুণাবলী নির্দেশ করে, তাহলে তাতে তিনটি বিষয় সাব্যস্ত হবে ঃ-

(ক) সে নাম আল্লাহর, তা বিশ্বাস করতে হবে।

(খ) সে গুণ তাঁর আছে, তাও মানতে হবে।

(গ) সে অর্থের নির্দেশ ও দাবী বিশ্বাস করতে হবে।

যেমন, 'আস-সামী' মহান আল্লাহর একটি নাম। 'শোনা' তাঁর কর্মগত একটি গুণ। আর তার দাবী হল, প্রকাশ্য ও গোপন সকল প্রকার কথা তিনি শোনেন।

৪। আল্লাহর নাম তাঁর গুণ বুঝাবে সামগ্রিক অর্থে, আংশিক অর্থে অথবা অনিবার্য অর্থে।

যেমন, 'আল-খালিক্ব' তাঁর নাম। সামগ্রিক অর্থে আল্লাহকেই সৃষ্টিকর্তা বুঝায়। তিনি যে সৃষ্টি করেন, সামগ্রিক অর্থে সে গুণের কথাও বুঝায়। কেবল সত্তা অথবা গুণ বুঝায় আংশিক অর্থে এবং তাঁর জ্ঞান ও মহাশক্তির কথা বুঝায় অনিবার্য অর্থে।

৫। মহান আল্লাহর নাম (সহীহ) দলীল-সাপেক্ষ। জ্ঞান বা অনুমিতি দ্বারা কোন নাম নির্ধারণ করা যাবে না।

যেহেতু মহান আল্লাহ কোন্ নামের উপযুক্ত, তা কারো জ্ঞান নির্ধারণ করতে পারে না। আর মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً } (٣٦) سورة الإسراء

অর্থাৎ, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই সেই বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়ো না। নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় ওদের প্রত্যেকের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হবে। *(সূরা বানী ইস্রাঈল ৩৬ আয়াত)*

{قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ } (٣٣)

অর্থাৎ, বল, 'আমার প্রতিপালক নিষিদ্ধ করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতাকে, পাপাচারকে ও অসংগত বিদ্রোহকে এবং কোন কিছুকে আল্লাহর অংশী করাকে, যার কোন দলীল তিনি প্রেরণ করেননি এবং আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলাকে (নিষিদ্ধ করেছেন), যে সম্পর্কে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই।' *(সূরা আ'রাফ ৩৩ আয়াত)*

অনুরূপ তাঁর কোন গুণ বা কর্ম থেকে তাঁর নাম নির্ধারণ করা যাবে না। যেমন কোন যয়ীফ বা জাল হাদীস দ্বারাও কোন নাম প্রমাণিত হবে না। *('মহান আল্লাহর অপ্রমাণিত নাম' শিরনামা দ্রঃ)*

৬। মহান আল্লাহর নাম কোন নির্দিষ্ট সংখ্যায় সীমাবদ্ধ নয়।

যেহেতু মহানবী ﷺ তাঁর দুআয় বলতেন,

اَللّهُمَّ إِنِّيْ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِيْ بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاءُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِيْ كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَداً مِّنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِيْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيْعَ قَلْبِيْ، وَنُوْرَ صَدْرِيْ وَجَلاَءَ حُزْنِيْ وَذَهَابَ هَمِّيْ.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! নিঃসন্দেহে আমি তোমার দাস, তোমার দাসের পুত্র ও তোমার দাসীর পুত্র, আমার ললাটের কেশগুচ্ছ তোমার হাতে। তোমার বিচার আমার জীবনে বহাল। তোমার মীমাংসা আমার ভাগ্যলিপিতে ন্যায়সঙ্গত। আমি তোমার নিকট

তোমার প্রত্যেক সেই নামের অসীলায় প্রার্থনা করছি---যে নাম তুমি নিজে নিয়েছ। অথবা তুমি তোমার গ্রন্থে অবতীর্ণ করেছ, অথবা তোমার সৃষ্টির মধ্যে কাউকে তা শিখিয়েছ, অথবা তুমি তোমার গায়বী ইলমে নিজের নিকট গোপন রেখেছ, তুমি কুরআনকে আমার হৃদয়ের বসন্ত কর, আমার বক্ষের জ্যোতি কর, আমার দুশ্চিন্তা দূর করার এবং আমার উদ্বেগ চলে যাওয়ার কারণ বানিয়ে দাও। *(মুসনাদে আহমদ ১/৩৯১)*

তিনি আরো বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহর এমন ৯৯টি নাম রয়েছে, যে কেউ তা (দুআতে) গণনা করবে (বা মুখস্ত ক'রে তার অর্থ ও দাবী অনুযায়ী আমল করবে) সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" *(বুখারী, মুসলিম ২৬৭৭নং)*

এ হাদীস এ কথা বুঝায় না যে, তাঁর ৯৯টিই নাম আছে। বরং বুঝায় যে, তাঁর অনেক নাম আছে। কিন্তু তার মধ্যে ৯৯টি নাম এমন আছে, যে কেউ........।

তা না হলে বাক্যটি এরূপ হত, "নিশ্চয় আল্লাহর নাম ৯৯টি......।" বুঝা গেল যে, তাঁর নামাবলী নির্দিষ্ট সংখ্যায় সীমাবদ্ধ নয়।

৭। মহান আল্লাহর নামে বক্রপথ অবলম্বন করা যাবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ } (١٨٠) سورة الأعراف

অর্থাৎ, উত্তম নামসমূহ আল্লাহরই। সুতরাং তোমরা সে সব নামেই তাকে ডাকো। আর যারা তাঁর নাম সম্বন্ধে বক্রপথ অবলম্বন করে, তাদেরকে বর্জন কর, তাদের কৃতকর্মের ফল তাদেরকে দেওয়া হবে। *(সূরা আ'রাফ ১৮০ আয়াত)*

তাঁর নামে বক্রপথ অবলম্বন বিভিন্ন ধরনের হতে পারে ঃ-

(ক) আল্লাহর কোন নামকে অস্বীকার করা। অথবা সেই নামের অর্থ যে গুণ বুঝায় তা অস্বীকার করা। অথবা তার নির্দেশ ও দাবী অস্বীকার করা। যেমন হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তি লেখার সময় কাফেররা 'আর-রাহমান' ও 'আর-রাহীম' নামকে অস্বীকার করেছিল। মু'তাযিলা প্রভৃতি ফির্কার লোকেরা বলে থাকে, আল্লাহ বিনা ইলমে 'আলীম'।

(খ) মহান আল্লাহর নামে যে গুণ পাওয়া যায়, তা কোন সৃষ্টির গুণের মত মনে করা। অথচ তিনি বলেন,

{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ } (١١) سورة الشورى

অর্থাৎ, কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। *(সূরা শূরা ১১ আয়াত)*

(গ) যে নাম আল্লাহ নেননি, মনগড়াভাবে তাঁর সেই নাম উদ্ভাবন করা। খুদা, জগৎ-পিতা, বিধাতা-পুরুষ ইত্যাদি।

(ঘ) তাঁর নাম থেকে বাতিল মা'বূদের নাম উদ্ভাবন করা। যেমন 'ইলাহ' থেকে 'লাত', 'আযীয' থেকে 'উযযা' ইত্যাদি। *(বিরোধীদের পদ্ধতি দ্রঃ)*

৮। শব্দের একই ধাতু থেকে উৎপত্তি একাধিক নামকে একই নাম মনে করা যাবে না। কারণ প্রত্যেক শব্দের পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য আছে এবং সেই হিসাবে প্রত্যেক নামের কিছু না কিছু পৃথক অর্থও আছে।

যেমন, 'আল-ক্বা-দির, আল-ক্বাদীর, আল-মুক্বতাদির এবং 'আল-আলী, আল-আ'লা, আল-মুতাআল' ইত্যাদি।

৯। বিপরীতার্থবোধক যুগ্ম নাম পৃথক পৃথক নাম গণ্য করা হবে। কিন্তু অর্থের দিক দিয়ে একটি নামের মত ধরা হবে। যেমন 'আল-ক্বা-বিয---আল-বা-সিত্ব, আল-মুক্বাদ্দিম---আল-মুআখ্খির ইত্যাদি। এই শ্রেণীর নাম দ্বারা দুআ-যিক্র করলে একটি ছেড়ে অন্যটি দ্বারা করা যাবে না। যেহেতু তাতে সে নামের মাহাত্ম্য ও মহান আল্লাহর পূর্ণ প্রশংসা ফুটে উঠবে না।

১০। যে শব্দে মহান আল্লাহর গুণে কোন ত্রুটি প্রকাশ হয় না এমন শব্দ দিয়ে তাঁর গুণাবলী প্রকাশ করা দূষণীয় নয়। যেমন, 'আল-ক্বাদীম, ওয়াজিবুল অজূদ, ওয়াজিবুয যাত' ইত্যাদি। কিন্তু তা নাম গণ্য করা যাবে না।

১১। আল্লাহর সমস্ত নামাবলী আল্লাহর কালাম ও গুণ। তা সৃষ্ট নয়। সুতরাং তাঁর সকল নামের কসম খাওয়া যাবে।

আল্লাহর নামে মানুষের নাম

মহান আল্লাহর নামের পূর্বে আব্দ, উবাইদ বা গোলাম যোগ ক'রে মানুষের নাম রাখা যাবে। কিন্তু সরাসরি আল্লাহর নাম কোন মানুষের নাম হতে পারে কি না?

যে নাম মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য উপযুক্ত নয়, সে নাম কোন গায়রুল্লাহর রাখা বৈধ নয়। যেমন ঃ 'আল্লাহ, আর-রাহমান, আল-খালিক্ব, আল-বারী, আল-ক্বাইয়ূম' প্রভৃতি। (আলিফ-লামযুক্ত হোক অথবা না হোক।) যেহেতু এ সকল নাম কেবল তাঁরই জন্য খাস।

সুতরাং 'আল্লাহ' কোন সৃষ্টির নাম হতে পারে না। তেমনি 'আর-রাহমান' বা

রহমান কোন মানুষের নাম হতে পারে না। পূর্বে 'আব্দ' যোগে রাখলে তা ছেড়ে কেবল 'রহমান, খালেক, কাইয়ূম' ইত্যাদি বলে ডাকা বৈধ নয়। বরং 'আব্দুর রহমান.....' ইত্যাদি বলেই ডাকতে হবে।

আল্লাহর নাম বান্দার জন্য রেখে যদি তার আসল অর্থ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে (আলিফ-লামযুক্ত হোক অথবা না হোক) তা বৈধ নয়।

যেমন আল্লাহর নবী ﷺ বিচারক এক সাহাবীর উপনাম 'আবুল হাকাম' পরিবর্তন ক'রে বলেছিলেন, "নিশ্চয় আল্লাহই 'হাকাম' (বিচারক), সকল বিচার-ফায়সালা তাঁরই।" *(আবু দাঊদ, নাসাঈ, হাকেম, ইবনে হিব্বান)*

এ ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে আল্লাহর নামে বান্দার নাম রাখায় দোষ নেই।

অতএব 'রহীম, রঊফ, করীম, আযীয, আলী, সাইয়েদ, মওলা, মালেক প্রভৃতি আল্লাহ ছাড়া কোন মানুষকে বলাতেও দোষ নেই। যেহেতু সেসব নামের অর্থগত সেই গুণ উদ্দেশ্য নয়, যা আল্লাহর নামে পাওয়া যায়। তাই তো সাহাবাদের মধ্যে অনেকের 'হাকীম, আলী' ইত্যাদি নাম ছিল। তাই তো মহান আল্লাহ নিজেকে 'আল-আযীয' বলেছেন এবং বলেছেন,

{قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ } (٥١) سورة يوسف

নিজেকে 'রাঊফ-রাহীম' বলেছেন এবং নিজের নবীকেও তাই বলেছেন,

{لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ } (١٢٨) سورة التوبة

নিজেকে 'মওলা' বলেছেন এবং অপর সম্বন্ধেও তাই বলেছেন,

{وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لاَ يَقْدِرُ عَلَىَ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُّ لاَ يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ } (٧٦) سورة النحل

{إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ } (٤) سورة التحريم

নিজের সম্বন্ধে বলেছেন 'আল-জাব্বার, আল-মুতাকাব্বির' এবং মানুষের জন্যও তাই বলেছেন,

{كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ} (٣٥) سورة غافر

বলাই বাহুল্য যে, "উত্তম নামসমূহ আল্লাহরই"--এ কথার উদ্দেশ্য এই নয় যে, সে নাম আর কারো হতে পারে না। অবশ্য এ কথা সত্য যে, তাঁর নামের মত সেই সার্থক নাম কোন সৃষ্টির হতেই পারে না।

মহান আল্লাহর গুণাবলী সম্বন্ধে মৌলিক নীতিমালা

মহান আল্লাহর গুণাবলী সম্বন্ধেও নিয়ম-নীতি রয়েছে, যা মেনে না চললে পদস্খলন ঘটা স্বাভাবিক। যেমন ঃ-

১। মহান আল্লাহর (ইতিবাচক ও নেতিবাচক) সমস্ত গুণাবলী প্রশংসনীয় ও ত্রুটিবিহীন। তাতে কোন প্রকার নিন্দা ও ত্রুটির লেশমাত্র থাকতে পারে না।

{لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَىَ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}

অর্থাৎ, যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের জন্য নিকৃষ্ট উদাহরণ। আর আল্লাহর জন্য রয়েছে উৎকৃষ্টতম উদাহরণ এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। *(সূরা নাহল ৬০ আয়াত)*

অর্থাৎ, তাঁর প্রত্যেক গুণ সৃষ্টির গুণের তুলনায় মহত্তর। যেমন তাঁর জ্ঞান অপরিসীম, তাঁর শক্তি অতুলনীয়, তাঁর দানশীলতা দৃষ্টান্তবিহীন, অনুরূপ সকল গুণাবলী। অথবা এর অর্থ হল, তিনি শক্তিশালী, সৃষ্টিকর্তা, রুযীদাতা, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা ইত্যাদি (তিনি সর্বগুণনিধি।) *(ফাতহুল ক্বাদীর)* অথবা নিকৃষ্ট উপমা বলতে ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অসম্পূর্ণতা, আর উৎকৃষ্টতম উপমা বলতে সর্বতোমুখী পরিপূর্ণতা সর্বদিক দিয়ে আল্লাহর জন্যই। *(ইবনে কাসীর)*

পক্ষান্তরে যে গুণ কখনো কখনো নিন্দনীয়, তা মহান আল্লাহর শানে শোভনীয় নয়। অবশ্য প্রশংসনীয় অর্থে তা দোষাবহ নয়। যেমন, কৌশল, চক্রান্ত, ধোঁকা, উপহাস ইত্যাদি। এগুলি নিন্দনীয় হলেও, অপরের মুকাবিলায় অথবা প্রতিশোধে যখন তা করা হয়, তখন তা প্রশংসনীয় হয় এই জন্য যে, বিরোধীর মুকাবিলায় জয়ী হওয়া যায়। মহান আল্লাহর শানে এই শ্রেণীর গুণ প্রশংসনীয়ভাবেই বর্ণিত হয়েছে। যেমন,

{وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ} (٥٤) سورة آل عمران

অর্থাৎ, অতঃপর তারা ষড়যন্ত্র করল এবং আল্লাহও কৌশল প্রয়োগ করলেন। বস্তুতঃ আল্লাহ সর্বোত্তম কৌশলী। *(সূরা আলে ইমরান ৫৪ আয়াত)*

{إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلاَّ قَلِيلاً} (١٤٢) سورة النساء

অর্থাৎ, নিশ্চয় মুনাফিক (কপট) ব্যক্তিরা আল্লাহকে প্রতারিত করতে চায়। বস্তুতঃ তিনিও তাদেরকে প্রতারিত ক'রে থাকেন এবং যখন তারা নামাযে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সাথে নিছক লোক-দেখানোর জন্য দাঁড়ায় এবং আল্লাহকে তারা অল্পই স্মরণ ক'রে থাকে। *(সূরা নিসা ১৪২ আয়াত)*

{إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا} (١٥) {وَأَكِيدُ كَيْدًا} (١٦) سورة الطارق

অর্থাৎ, নিশ্চয় তারা ভীষণ চক্রান্ত করে। এবং আমিও ভীষণ কৌশল করি। *(সূরা ত্বারিক্ব ১৫- ১৬ আয়াত)*

{وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكْمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُونَ (١٤) اللّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ} (١٥)

অর্থাৎ, যখন তারা বিশ্বাসিগণের সংস্পর্শে আসে, তখন বলে, 'আমরা বিশ্বাস করেছি।' আর যখন তারা নিভৃতে তাদের দলপতিগণের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে, 'আমরা তো তোমাদের সাথেই রয়েছি; আমরা শুধু তাদের সাথে উপহাস ক'রে থাকি।' আল্লাহ তাদের সাথে উপহাস করেন, আর তাদের অবাধ্যতায় তাদেরকে বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াবার অবকাশ দেন।

২। মহান আল্লাহর নামাবলী অপেক্ষা গুণাবলী অনেক ব্যাপক।

যেহেতু প্রত্যেক নামের মধ্যেই মহান আল্লাহর এক অথবা একাধিক গুণ আছে। তার উপর মহান আল্লাহর কর্মাবলীও এক একটি গুণ। তাঁর কর্মাবলীর কোন সীমা নেই, তেমনি তাঁর বাক্যাবলীরও কোন শেষ নেই। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (٢٧) سورة لقمان

অর্থাৎ, পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি কলম হয় এবং এ যে সমুদ্র এর সাথে যদি আরও

সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয়, তবুও আল্লাহর বাণী (লিখে) শেষ হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। *(সূরা লুক্বমান ২৭ আয়াত)*

মহান আল্লাহর কর্মগত গুণ যেমন ঃ আসা, অবতরণ করা, গ্রহণ করা, নেওয়া, পাকড়াও করা, কষ্ট পাওয়া, হাসা, অবাক হওয়া, কথা বলা ইত্যাদি।

৩। মহান আল্লাহর গুণাবলী দুই শ্রেণীর; ইতিবাচক ও নেতিবাচক।

ইতিবাচক গুণাবলী তা-ই, যা তিনি নিজের কিতাবে অথবা রসূলের মুখে 'আছে' বলে ব্যক্ত করেছেন। সে সকল গুণাবলী পরিপূর্ণ প্রশংসনীয় গুণ, তাতে কোন প্রকার ত্রুটি বা নিন্দার লেশমাত্র নেই। যেমন ঃ তাঁর জীবন, জ্ঞান, শক্তি, আরশে আরোহণ, পৃথিবীর আকাশে অবতরণ, তাঁর মুখমন্ডল, হাত ইত্যাদি।

এ সকল গুণ তাঁর প্রকৃতার্থেই তাঁর জন্য যেভাবে শোভনীয় সেইভাবে 'আছে' বলেই বিশ্বাস করতে হবে। যেহেতু এ বিশ্বাস আল্লাহর প্রতি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ যা নিজের জন্য 'আছে' বলেন, আমরা তাঁর জবাবে 'নেই' বলে এ কথা প্রকাশ করতে পারি না যে, 'আল্লাহ তুমি জান না, আমরা জানি, ঐ গুণ তোমার নেই। তোমার ঐ গুণ থাকতে পারে না; কারণ তা সৃষ্টির!'

৪। ইতিবাচক গুণাবলী প্রশংনীয় পরিপূর্ণতামূলক গুণ। সুতরাং সে গুণ যত বেশী হবে এবং তার অর্থ যত ভিন্ন হবে, তত মহান আল্লাহর প্রশংসা ও পরিপূর্ণতা প্রকাশ পাবে। এই জন্য তাঁর নেতিবাচক গুণাবলীর তুলনায় ইতিবাচক গুণাবলী অনেক অনেক বেশী।

মহান আল্লাহর নেতিবাচক গুণ তা-ই, যা তাঁর 'নেই' বলে খন্ডন করা হয়েছে। আমাদেরকে তা 'নেই' বলেই বিশ্বাস করতে হবে এবং তাতেও মহান আল্লাহর প্রশংসা ও পরিপূর্ণতা ব্যক্ত হবে। যেমন ঃ-

{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} (١١) سورة الشورى

অর্থাৎ, কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। *(সূরা শূরা ১১ আয়াত)*

{اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ} (٢٥٥) سورة البقرة

অর্থাৎ, আল্লাহ! তিনি ব্যতীত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সব কিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। *(সূরা বাক্বারাহ ২৫৫ আয়াত)*

{وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ}

অর্থাৎ, আমি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যস্থিত সব কিছু সৃষ্টি

করেছি ছয় দিনে; আমাকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করেনি। *(সূরা ক্বাফ ৩৮ আয়াত)*

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾

অর্থাৎ, বল, তিনিই আল্লাহ একক (অদ্বিতীয়)। আল্লাহ স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাঁর কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারো সন্তান নন এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই। *(সূরা ইখলাস)*

৫। মহান আল্লাহর ইতিবাচক গুণাবলী দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; সত্তাগত গুণ এবং কর্মগত গুণ।

(ক) সত্তাগত বা সাত্ত্বিক গুণে তিনি পূর্বে গুণান্বিত ছিলেন, বর্তমানে আছেন এবং ভবিষ্যতে থাকবেন। যেমন, জ্ঞান, শক্তি, সম্মান, প্রবলতা, মুখমন্ডল, দুই হাত, দুই চোখ ইত্যাদি।

(খ) কর্মগত গুণ তাঁর ইচ্ছা ও এখতিয়ারভুক্ত। যেমন ঃ কথা বলা, দেখা, শোনা, সৃষ্টি করা, হিদায়াত করা, রুযী দান করা, জীবন-মৃত্যু দান করা প্রভৃতি।

৬। মহান আল্লাহর গুণাবলীতে বিশ্বাস রাখার সময় তা কোন কাল্পনিক অথবা বাস্তবিক জিনিসের মত ভাবা যাবে না। কারণ তাঁর মত কোন কিছুই নেই; না বাস্তবে, না কল্পনায়। তিনি বলেন,

{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} (١١) سورة الشورى

অর্থাৎ, কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। *(সূরা শূরা ১১ আয়াত)*

তার প্রকৃতত্ব জানার চেষ্টা করা বৃথা। যেহেতু যেমন মহান আল্লাহর সত্তা আমাদের জ্ঞানের বাইরে, তেমনি তাঁর সকল গুণাবলীর প্রকৃতত্বও আমাদের জ্ঞানের নাগালের বাইরে। তিনি বলেন,

{يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء}

অর্থাৎ, তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে, তা তিনি অবগত আছেন। যা তিনি ইচ্ছা করেন তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। *(সূরা বাক্বারাহ ২৫৫ আয়াত)*

{يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا} (١١٠) سورة طـه

অর্থাৎ, তাদের সামনে ও পেছনে যা কিছু আছে, তা তিনি অবগত। কিন্তু ওরা জ্ঞান দ্বারা তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না। *(সূরা ত্বাহা ১১০ আয়াত)*

{هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا} (٦٥) سورة مريم

অর্থাৎ, তুমি কি তাঁর সমনাম কাউকেও জান? *(সূরা মারয়্যাম ৬৫ আয়াত)*

৭। মহান আল্লাহর সকল গুণাবলী কুরআন ও সহীহ হাদীসের দলীল-সাপেক্ষ। কারো জ্ঞান বা অনুমিতি দ্বারা তা প্রমাণ ও বর্ণনা করা যাবে না।

সুতরাং যা আছে বলে প্রমাণিত, তা আমাদেরকে বিনা কৈফিয়তে বিশ্বাস করতে হবে, যা নেই বলে প্রমাণিত, তা নেই বলেই বিশ্বাস করতে হবে এবং যা 'আছে' অথবা 'নেই' কিছু বলে প্রমাণিত নেই অর্থাৎ, কুরআন-হাদীস যে গুণের ব্যাপারে চুপ আছে, আমাদেরকেও সে বিষয়ে চুপ থাকতে হবে। তার ব্যাপারে 'আছে' অথবা 'নেই' বলা যাবে না। যেমন,

'তিনি অসীম, তিনি সীমা-পরিধির উর্ধ্বে।

তিনি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও সাজ-সরঞ্জাম নিরপেক্ষ।

অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর ন্যায় ষষ্ঠ দিক তাঁকে বেষ্টন করতে পারে না।' *(আক্বীদাহ ত্বাহাবিয়াহ)*

অথচ আমরা জানি যে, মহান আল্লাহ উর্ধ্বে আছেন এবং তিনি আরশে আছেন।

মহান আল্লাহ শোনেন, তাঁর السمع (শ্রবণশক্তি) আছে ---এ কথা প্রমাণিত; কিন্তু তাঁর الأذن (কান) আছে ---এ কথা প্রমাণিত নয়। সুতরাং কান আছে কি না, তা বলা যাবে না। বলা যাবে না যে, তিনি কান দ্বারা শোনেন অথবা কান ছাড়া শোনেন। বরং এসব বিষয়ে বলতে হবে, আল্লাহই ভাল জানেন।

মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর দলীল বিষয়ক নীতিমালা

(১) কোন নাম বা গুণ কুরআন অথবা সহীহ হাদীসের প্রমাণ ছাড়া সাব্যস্ত করা যাবে না।

(২) নাম ও গুণ বিষয়ক শব্দের প্রকাশ্য অর্থই বুঝতে হবে; তার অপব্যাখ্যা করা যাবে না। শব্দ শুনতেই যে অর্থের প্রতি আমাদের মস্তিষ্ক দৌড় দেয়, তাই হল তার প্রকাশ্য অর্থ, তাই আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ ঃ 'হাত' মানে শক্তি বা কবজা ইত্যাদি প্রায় সব ভাষাতেই

ব্যবহার হয়। কিন্তু সেটা তার আসল ও প্রকাশ্য অর্থ নয়, সেটা তার রূপক বা আলঙ্কারিক অর্থ। মহান আল্লাহর সিফাতের ব্যাপারে রূপক বা আলঙ্কারিক অর্থ গ্রহণ করা বৈধ হবে না।

(৩) নাম ও গুণ বিষয়ক শব্দের অর্থ এক হিসাবে আমাদের জানা। কিন্তু অন্য হিসাবে আমাদের অজানা। যেহেতু সে গুণের প্রকৃতত্ব ও কেমনত্ব আমাদের জ্ঞানের নাগালের বাইরে।

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء} (٢٥٥) سورة البقرة

অর্থাৎ, যা তিনি ইচ্ছা করেন, তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। *(সূরা বাক্বারাহ ২৫৫ আয়াত)*

বলা বাহুল্য, যদি কেউ আপনাকে প্রশ্ন করে, 'আল্লাহ কোথায়?'

আপনি বলুন, 'আকাশে।'

যদি বলে, 'আল্লাহ কেমন?'

আপনি বলুন, 'আল্লাহ কেমন তা তো বলা যাবে না। কারণ তিনি তাঁর কেমনত্বের কথা বলেননি; বরং বলেছেন, তাঁর মত কোন কিছুই নেই। আর মানুষের জ্ঞান তাঁর কেমনত্বের নাগাল পেতে পারে না।'

যদি বলে, 'আল্লাহ কখন?'

আপনি বলুন, 'আল্লাহই প্রথম, তাঁর পূর্বে কিছু নেই। আর তিনিই শেষ, তাঁর পরে কিছু নেই।'

যদি বলে, 'আল্লাহ কয়জন?'

তাহলে আপনি বলুন, 'আল্লাহ এক। আল্লাহ স্বয়ংসম্পূর্ণ। তিনি জন্ম দেননি, জন্ম নেনও নি। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।'

মহান আল্লাহর কর্ম ও গুণাবলীর উপমা

মহান আল্লাহর কোন সদৃশ নেই, কোন দৃষ্টান্ত নেই, তাঁর কোন উপমা নেই। তিনি অনুপম, নিরুপম, অতুলনীয়, নযীরবিহীন। তাঁর প্রত্যেক কর্ম ও গুণও তাই। মহান আল্লাহ বলেন,

{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} (١١) سورة الشورى

অর্থাৎ, কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। *(সূরা শূরা ১১ আয়াত)*
তিনি আরো বলেন,

{فَلاَ تَضْرِبُواْ لِلّهِ الأَمْثَالَ إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ } (٧٤) سورة النحل

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর সদৃশাবলী স্থির করো না। নিশ্চয় আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না। *(সূরা নাহল ৭৪ আয়াত)*

যেমন, মুশরিকরা উদাহরণ দিয়ে থাকে যে, যদি রাজার সাথে সাক্ষাৎ করতে হয় বা তাঁর নিকট থেকে কোন কাজ নিতে হয়, তাহলে রাজার নিকট সরাসরি যাওয়া যায় না; বরং তাঁর নিকটতম লোকেদের সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ করতে হয়, (উকিল ধরতে হয়,) তবেই রাজার নিকট পৌঁছনো সম্ভব হয়। অনুরূপ আল্লাহ অত্যন্ত মহান ও বিশাল রাজা। তাঁর নিকট পৌঁছনোর জন্য আমরা এই সব উপাস্যদের উপাসনা করি বা বুযুর্গদেরকে অসীলা ও মাধ্যমরূপে ব্যবহার করি। মহান আল্লাহ এর উত্তরে বলেন, তোমরা আল্লাহকে নিজেদের উপর অনুমান করো না এবং তাঁর জন্য কোন উপমা, দৃষ্টান্ত বা সদৃশ পেশ করো না। কারণ তিনি অনুপম; তাঁর কোন উপমা নেই। তিনি একক; তাঁর কোন সদৃশ নেই। তারপর মানুষ রাজা না গায়বী খবর জানে, আর না সে সব সময় সবার নিকট উপস্থিত, না সে সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা যে, বিনা কোন মাধ্যমে প্রজাদের অবস্থা ও তাদের প্রয়োজন জানতে সক্ষম। অন্যথা মহান আল্লাহ প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, দৃশ্য-অদৃশ্য প্রত্যেক বস্তুর খবর রাখেন। রাত্রির অন্ধকারে সংঘটিত কর্মও তিনি দেখতে পান। প্রত্যেকের অভাব-অভিযোগও জানতে-শুনতে সক্ষম। অতএব কিভাবে একজন পার্থিব রাজা ও শাসকের সাথে মহান রাজা আল্লাহর তুলনা ও সাদৃশ্য হতে পারে?

পক্ষান্তরে মহান আল্লাহ বলেন,

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الأَعْلَى فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾ سورة الروم

অর্থাৎ, আর তিনিই যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি পুনর্বার একে সৃষ্টি করবেন; এ তাঁর জন্য সহজ। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ গুণ (বা সর্বোৎকৃষ্ট উপমা) তাঁরই এবং তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। *(সূরা রূম ২৭ আয়াত)*

অর্থাৎ, তাঁর প্রত্যেক গুণ সৃষ্টির গুণের তুলনায় মহত্তর। যেমন তাঁর জ্ঞান অপরিসীম, তাঁর শক্তি অতুলনীয়, তাঁর দানশীলতা দৃষ্টান্তবিহীন, অনুরূপ সকল

গুণাবলী। অথবা এর অর্থ হল, তিনি শক্তিশালী, সৃষ্টিকর্তা, রুযীদাতা, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা ইত্যাদি (তিনি সর্বগুণনিধি।) *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

অথবা নিকৃষ্ট উপমা বলতে ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অসম্পূর্ণতা, আর উৎকৃষ্টতম উপমা বলতে সর্বতোমুখী পরিপূর্ণতা সর্বদিক দিয়ে আল্লাহর জন্যই। *(ইবনে কাসীর)*

সুতরাং সুন্দর উপমা দিয়ে আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর কোন কর্ম ইত্যাদি বুঝানো দূষণীয় নয়। উদাহরণ স্বরূপ ঃ-

যেমন বাতাস, কারেন্ট্ ইত্যাদি না দেখে বিশ্বাস করি, তেমনি আল্লাহকে না দেখে বিশ্বাস করা যায়।

বাদশার সামনে একজন রক্ষীর মাথায় মুকুট দিলে, বাদশা যেমন রাগান্বিত হন, তেমনি আল্লাহকে ছেড়ে অন্যকে সিজদা করলে আল্লাহ রাগান্বিত হন।

একজন স্বামী যেমন স্ত্রীর পক্ষ থেকে তার প্রেমে শরীক পছন্দ করে না, মহান আল্লাহও তেমনি তাঁর ইবাদতে কোন শরীক পছন্দ করেন না।

এগুলি আসলে আল্লাহর উদাহরণ নয়; বরং তাঁকে না দেখে বিশ্বাস এবং তাঁর শির্ক অপছন্দ করা ও তাতে রাগান্বিত হওয়ার উদাহরণ। আর এ কথায় কোন সন্দেহ নেই যে, তাঁর রাগ বা অপছন্দনীয়তা কোন সৃষ্টির মত নয়। তাই এই শ্রেণীর উপমা বর্ণনা করতে গিয়ে উলামাগণ বলেন, 'আল্লাহর আছে সর্বোৎকৃষ্ট উপমা।'

মহান আল্লাহর ইস্মে আ'যম

মহান আল্লাহর সুন্দর নামাবলীর মধ্যে একটি নাম আছে যেটি তাঁর ইস্মে আ'যম (সবচেয়ে মহান নাম), যে নাম ধরে তাঁকে ডাকলে তিনি সাড়া দেন; অর্থাৎ, সেই নাম নিয়ে দুআ করলে তিনি তা কবুল করেন।

কিন্তু তাঁর নামাবলীর মধ্যে কোন্ নামটি ইস্মে আ'যম (সবচেয়ে মহান নাম), তা নিয়ে মতভেদ আছে।

১। অনেকে ধারণা রাখে যে, সে নাম কেবল আল্লাহর সেই ওলী জানেন, যাঁর কারামতী আছে।

অথচ এ ধারণা ভুল। যেহেতু মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর নামাবলী জানতে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং তা (অর্থসহ) জেনে যে দুআ ও যিক্র করবে,

তার প্রশংসা করেছেন এবং তাকে বেহেশ্ত্ দানের ওয়াদা দিয়েছেন, সেহেতু সে নাম এমন গুপ্ত হবে কেন?

২। মহান আল্লাহর সকল নামই ইস্মে আ'যম। এর মধ্যে আযীম ও আ'যমের কোন পার্থক্য নেই।

৩। ইস্মে আ'যম সেই নামাবলীর অন্তর্ভূত, যা মহান আল্লাহ নিজের গায়বী ইল্মে গুপ্ত রেখেছেন; যেমন শবেকদর, জুমআর দিন দুআ কবুল হওয়ার নির্দিষ্ট সময়, মধ্যবর্তী নামায প্রভৃতি সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ঘোষণা দেননি।

৪। ইস্মে আ'যম হল, 'হু' বা 'হুয়া'। যেহেতু বিরাট মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির নাম না নিয়ে আদবের সাথে 'হু' বা 'উনি'ই বলতে হয়। এ মত হল সূফীবাদীদের। এই জন্য তাদের একটি যিক্র হল ঐ 'হু' বা 'হুয়া' নামের। অথচ তা একটি বিদআত।

৫। ইস্মে আ'যম হল, 'আল্লাহ'। কারণ এ নামই হল সাত্ত্বিক আসল ও মূলনাম, অবশিষ্টগুলি গুণগত উপনাম।

৬। ইস্মে আ'যম হল, 'আল্লাহুর রাহমানুর রাহীম'।

৭। ইস্মে আ'যম হল, 'আর্রাহমানুর রাহীমুল হাইয়্যুল ক্বাইয়্যুম'।

যেহেতু সহীহ হাদীসে এরূপ বর্ণিত হয়েছে। *(দেখুন সিলসিলাহ সহীহাহ ৭৪৬নং)*

৮। ইস্মে আ'যম হল, 'আল-হাইয়্যুল ক্বাইয়্যুম'।

এটিও একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। *(ইবনে মাজাহ, হাকেম, সিলসিলাহ সহীহাহ ৭৪৬নং)* তাছাড়া এ নাম মহান আল্লাহর প্রতিপালকত্বের মহৎ গুণাবলীর কথা ঘোষণা করে।

৯। ইস্মে আ'যম হল, 'আল-মান্নান, বাদীউস সামাওয়াতি অল-আরয্বি যুল-জালালি অল-ইকরাম, ইয়া হাইয়্যু ইয়া ক্বাইয়্যুম'।

যেহেতু একটি সহীহ হাদীসে এটিকে ইস্মে আ'যম বলা হয়েছে। *(আবূ দাউদ ১৪৯৫, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ৩৮৫৮, আহমাদ, হাকেম, ইবনে হিব্বান)*

১০। 'আল্লা-হু, লা ইলা-হা ইল্লা আন্তাল আহাদুস স্বামাদুল্লাযী লাম ইয়ালিদ অলাম ইউলাদ, অলাম য়্যাকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ।'

এটিও ইস্মে আ'যম বলে সহীহ হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে। *(আবু দাউদ ১৪৯৩, তিরমিযী ৩৪৭৫, ইবনে মাজাহ ৩৮৫৭, আহমাদ, হাকেম, ইবনে হিব্বান)*

হাফেয ইবনে হাজার (রঃ) বলেন, এ বিষয়ে উল্লিখিত হাদীসের মধ্যে সনদের দিক দিয়ে এটিই সবচেয়ে বলিষ্ঠ। *(ফাতহুল বারী ১৮/২১৫, তুহফাতুল আহওয়াযী ৮/৩৭৮)*

১১। আয়েশা ও ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত আছে, ইস্মে আ'যম হল, 'রাব্বি, রাব্বি'। *(হাকেম, ইবনে আবিদ্দুনয়্যা)*

১২। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)র অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'মা-লিকুল মুল্ক'। কিন্তু বর্ণনাটি জাল। *(সিলসিলাহ যয়ীফাহ ২৭৭২নং)*

১৩। অন্য এক দুর্বল বর্ণনা মতে ইস্মে আ'যম হল, দুআয়ে ইউনুস 'লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা ইন্নী কুন্তু মিনায যা-লিমীন।' *(নাসাঈ, হাকেম, সিলসিলাহ যয়ীফাহ ২৭৭৫নং)*

১৪। যাইনুল আবেদীন থেকে বর্ণিত ইস্মে আ'যম হল, 'আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়া রাব্বুল আরশিল আযীম।'

১৫। কাযী ইয়াযের মতে ইস্মে আ'যম হল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।'

১৬। ইমাম যারকাশীর মতে তা হল, 'আল্লাহুম্মা'। তিনি বলেন, 'আল্লাহু' তাঁর সত্তার প্রতি ইঙ্গিত করে, আর 'ম্মা' (মীম) বাকী সকল সিফাত (গুণাবলী)র প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। অনুরূপ বর্ণিত আছে ইমাম হাসান বাসরী ও নাযুর বিন শুমাইল হতে।

১৭। ইবনে মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)র মতে 'আলিফ-লাম-মীম' হল আল্লাহর ইস্মে আযম। *(ইবনে জারীর)* ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)র এক অন্য মতও তাই। *(ইবনে আবী হাতেম)*

১৮। এক যয়ীফ হাদীস মতে ইস্মে আযম হল, সূরা হাশরের শেষ ৬টি আয়াত। *(সিলসিলাহ যয়ীফাহ ২৭৭৩নং)*

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তাঁর সকল নামই সুন্দর, সকল নামই মহান এবং ইস্মে আ'যমও সেই সকলেরই অন্তর্ভূত। অতএব সঠিক কথা এই যে, যে একক নামে তাঁর সমস্ত সুন্দর ও পরিপূর্ণ গুণাবলী সন্নিবিষ্ট আছে, সেই নামই মহানতম নাম; আর তা হল 'আল্লাহ'।

অথবা যাতে আছে একাধিক নামের সমষ্টি এবং তাতে প্রধান প্রধান সত্তা ও কর্মগত বহু গুণাবলীর উল্লেখ আছে, সেই নামই হল ইস্মে আ'যম।

অথবা যে নামের কথা সহীহ হাদীস দ্বারা সমর্থিত, সেই নামই ইস্মে আ'যম।

ভক্তের উচিত, ভক্তিভাজন আল্লাহর সেই নাম বেছে নিয়ে দুআ করা। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, অন্য নাম ধরে দুআ করা যাবে না। তবে এ কথা নিশ্চিত যে, যয়ীফ বা জাল হাদীসে উল্লিখিত নাম দ্বারা অথবা কারো মনগড়া নাম দ্বারা তাঁকে ডাকা বৈধ নয়।

মহান আল্লাহর নামাবলীর মাহাত্ম্য

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلِلّٰهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنىٰ فَادْعُوْهُ بِهَا﴾

অর্থাৎ, আল্লাহর জন্যই যাবতীয় সুন্দর নাম। সুতরাং তোমরা সেই সব নাম ধরেই তাঁকে ডাক। *(সূরা আ'রাফ ১৮০ আয়াত)*

রসূল ﷺ বলেন,

((لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ)).

অর্থাৎ, আল্লাহর এমন ৯৯টি নাম রয়েছে যে কেউ তা মুখস্থ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

((إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلاَّ وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ)).

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহর এমন এক কম একশ' ৯৯টি নাম রয়েছে যে কেউ তা গণনা করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। *(বুখারী, মুসলিম ২৬৭৭নং)*

উক্ত হাদীসে ৯৯টি নামের মাহাত্ম্য ঘোষণা করা হয়েছে। ঐ সকল নামের অসীলায় বেহেশ্‌ত পাওয়া যাবে। কিন্তু শর্ত হল ঃ-

১। তা মুখস্থ ও গণনা করতে (পড়তে) হবে।

২। তার অর্থ বুঝতে হবে।

৩। সেই অর্থের দাবী অনুযায়ী আমল করতে হবে। যেমন, যখন জানবেন যে, মহান আল্লাহর একটি নাম 'আর-রায্‌যাক্ব' এবং তার মানে রুযীদাতা, তখন এ কথা মানবেন যে, তিনিই আপনাকে রুযী দান করবেন। যখন জানবেন, তাঁর একটি নাম 'আল-অকীল' এবং তার মানে কর্মবিধায়ক, তখন আপনি তাঁরই উপর ভরসা করবেন। যখন জানবেন, তাঁর একটি নাম 'আর-রাক্বীব' এবং তার মানে পর্যবেক্ষক, তখন আপনি তাঁর দৃষ্টিকে ভয় করবেন ইত্যাদি।

৪। ঐ সকল নাম ধরে দুআ করতে হবে এবং তাতে বক্রতা বর্জন করতে হবে। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} (١٨٠) سورة الأعراف

অর্থাৎ, অর্থাৎ, উত্তম নামসমূহ আল্লাহরই। সুতরাং তোমরা সে সব নামেই তাকে ডাকো। আর যারা তাঁর নাম সম্বন্ধে বক্রপথ অবলম্বন করে, তাদেরকে বর্জন কর, তাদের কৃতকর্মের ফল তাদেরকে দেওয়া হবে। *(সূরা আ'রাফ ১৮০ আয়াত)*

উক্ত হাদীস থেকে এ কথা বুঝা যায় না যে, আল্লাহর নাম কেবল ৯৯টি। বরং বুঝা যায় যে, তাঁর নামসমূহের মধ্যে ৯৯টি নাম এমন আছে, যা মুখস্থ ও গণনা করলে বেহেশ্‌ত লাভ হবে।

মহান আল্লাহর নাম যে সীমিত নয়, সে কথা 'আসমা ও সিফাতের ব্যাপারে মৌলিক নীতিমালা'তে বলা হয়েছে। অতএব যে কোন (শুদ্ধভাবে প্রমাণিত) ৯৯টি নাম মুখস্থ করলে উক্ত ফযীলত লাভ হবে ইন শাআল্লাহ।

কুরআন মাজীদ ও সহীহ সুন্নাহ থেকে সেই নামাবলী নিম্নরূপঃ-

মহান আল্লাহর সুন্দর নামাবলী

(অর্থ ও ব্যাখ্যা সহ)

اللّٰهُ

(আল্লা-হ)

'আল্লাহ' শব্দটি একটি বিশেষ্য। এটি একটি নামবাচক শব্দ। অন্য কোন শব্দ থেকে এ শব্দের উৎপত্তি হয়নি। সুতরাং এই নাম তিনি ছাড়া আর অন্য কারো জন্য উপযুক্ত নয়। এই শব্দের 'আলিফ-লাম' দূর করা বৈধ নয়; যেমন আর্রাহমান, আর্রাহীম প্রভৃতি নামের 'আলিফ-লাম' দূর করা যায়।

মতান্তরে الله (আল্লাহ) শব্দটি আসলে إله (ইলাহ) ছিল। পরবর্তীতে তার 'হামযা'র স্থলে 'আলিফ-লাম' প্রয়োগ করা হয়েছে।

অথবা শব্দটি أَلَهَ-يَأْلَهُ থেকে উদ্ভূত। أَلَهَ الرَّجُلُ يَأْلَهُ إِلَيْهِ إِذَا فَزِعَ إِلَيْهِ مِنْ أَمْرٍ نَزَلَ بِهِ ، فَأَلَهَهُ أَيْ أَجَارَهُ وَآمَنَهُ অর্থাৎ, লোকটি কোন বিপদে ভয় পেয়ে তার নিকট আশ্রয় নিয়েছে। সুতরাং সে তাকে আশ্রয় দিয়েছে ও নিরাপত্তা দান করেছে। সেই প্রেক্ষিতে সে 'ইলাহ' হয়েছে। যেমন কেউ ইমামতি করলে এবং লোকেরা তার অনুসরণ করলে তাকে 'ইমাম' বলা হয়। অতঃপর সেই শব্দটি যেহেতু মহান সত্তার সাথে সম্পৃক্ত, সেহেতু তা বুঝাবার উদ্দেশ্যে তার উপর 'আলিফ-লাম' প্রয়োগ করা হয়েছে। সুতরাং

তা হয়ে দাঁড়িয়েছে الإِلَـــه (আল-ইলাহ)। পরবর্তীতে শব্দের মাঝে 'হামযা'র উচ্চারণ জিহ্বায় ভারী হওয়ায় 'হামযা'কে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং তার ফলে তা الله (আল্লাহ) শব্দে পরিণত হয়েছে।

কোন কোন আভিধানিক বলেছেন, وَلَـــه (অলাহা) শব্দ থেকে الله শব্দটি গঠিত হয়েছে। সুতরাং إِلَـــه আসলে وِلَاه ছিল। পরবর্তীতে তার 'ওয়াউ'কে 'হামযা' দ্বারা পরিবর্তন করা হয়। ফলে إِله হয়ে যায়। যেমন وِسَادَة কে إِسَادَة এবং وِشَـــاح কে إِشَـــاح বলা হয়।

وَلَـــه শব্দের অর্থ বিপদে আহবান করা। যেহেতু সেই সত্তাকে বিপদে আহবান করা হয়, তাই তার নাম হয়েছে 'আল্লাহ'। যেমন তিনি বলেছেন,

{ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ } (٥٣) سورة النحل

অর্থাৎ, যখন দুঃখ-দৈন্য তোমাদেরকে স্পর্শ করে, তখন তোমরা তাঁকেই ব্যাকুলভাবে আহবান কর। *(সূরা নাহল ৫৩ আয়াত)*

অবশ্য গ্রামারের রীতি অনুসারে শব্দটি إِلَـــه না হয়ে مَـــأْلُوه হওয়া দরকার ছিল। কিন্তু রীতি উল্লংঘন ক'রে যেমন مَكْتُوب কে كِتَاب এবং مَحـــسُوب কে حِـــسَاب বলা হয়, তেমনি مَأْلُوه কে إِلَه বলা হয়েছে এবং সেখান থেকে الله শব্দের উৎপত্তি ঘটেছে।

অনেকের মতে 'ইলাহ' তথা আল্লাহ শব্দটি أَلَهَ الرَّجُلُ يَأْلَـــهُ إِذَا تَحَيَّـــرَ থেকে গঠিত হয়েছে। যার অর্থ অবাক-হতবাক হওয়া। যেহেতু মানুষ তাঁর ব্যাপারে ভাবতে অবাক-হতবাক হয়ে যায়, সেহেতু তাঁর এই নাম হয়েছে।

অনেকের মতে শব্দটি أَلَهَ يَأْلَهُ إِلاهَةً بِمَعْنَى عَبَدَ يَعْبُدُ عِبَادَةً থেকে এসেছে। বর্ণিত আছে যে, ইবনে আব্বাস رضي الله عنه সূরা আ'রাফের ১২৭নং---

{وَقَالَ الْمَلأُ مِن قَوْمِ فِرْعَونَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ}

এই আয়াতটির آلِهَتَك শব্দটিকে إِلَهَتَك পড়তেন। যার অর্থ عِبَادَة। অর্থাৎ, আল্লাহ, তিনি ইলাহ, তিনি মা'লূহ, অর্থাৎ মা'বূদ। তিনি ইবাদত ও উপাসনার যোগ্য। তিনি সকল প্রকার ইবাদতের একমাত্র অধিকারী। সকল প্রকার দাসত্ব

ও বন্দেগী তাঁরই প্রাপ্য।

আল্লাহ তাঁর সবচেয়ে মহান নাম। এই নামের মধ্যেই আছে যাবতীয় সুন্দর নাম। এই নামেই আছে যাবতীয় উচ্চ গুণ।

সকল সৃষ্টি যাঁর উলূহিয়্যাত মেনে চলে, তিনিই আল্লাহ। বিশ্বচরাচরের প্রতিটি জিনিস যাঁর ইবাদত করে, তিনি আল্লাহ। বিপদে-আপদে বালা-মুসীবতে যাঁকে আহবান করা হয়, তিনি আল্লাহ। সকল সৃষ্টির যিনি আশা-ভরসা, তিনি আল্লাহ। বঞ্চনায় যাঁর নিকট প্রার্থনা করা হয়, তিনি আল্লাহ। সারা সৃষ্টি যাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি আল্লাহ।

কেউ কেউ বলেছেন, الله শব্দের আসল ছিল هُ (হু)। যার অর্থ 'তিনি'। সেই সত্তার দিকে ইঙ্গিত ক'রে প্রথমে তাঁকে 'হু' বলা হয়। অতঃপর তাঁকে সবকিছুর স্রষ্টা ও মালিক জেনে ঐ শব্দের পূর্বে সম্বন্ধ করার 'লাম' বাড়ানো হয়। সুতরাং বলা হয়, 'লাহু'। অর্থাৎ, সবকিছু তাঁরই। অতঃপর তা'যীমের জন্য তার উপর 'আলিফ-লাম' বাড়ানো হয়; হয়ে যায় 'আল্লাহু'।

সবচেয়ে সঠিক কথা এই যে, 'আল্লাহ' শব্দটি একটি বিশেষ্য। তার 'আলিফ-লাম'ও মূল শব্দের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এর দলীল এই যে, এই শব্দের পূর্বে 'ইয়া' হরফে নিদা লাগিয়ে বলা হয়, 'ইয়া আল্লাহ!' পক্ষান্তরে যে শব্দের পূর্বে 'আলিফ-লাম' থাকে তার পূর্বে 'ইয়া' হরফে নিদা লাগিয়ে 'ইয়া আর-রাহমান, ইয়া আর-রাহীম, ইয়া আল-কারীম' বলা হয় না।

অনুরূপভাবে বলা হয় যে, 'আর-রাহমান' আল্লাহর একটি নাম; কিন্তু এ কথা বলা হয় না যে, 'আল্লাহ' আর-রাহমানের একটি নাম।

জ্ঞাতব্য যে, 'আল্লাহ' নামটি কুরআন মাজীদে ২৬৯৭ বার এসেছে। (সূরা তাওবাহ ছাড়া) প্রত্যেক সূরার প্রথমে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' ধরলে সর্বমোট ২৮১০ বার হয়।

الأَحَدُ (আল আহাদ)

এটি মহান আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম। আহাদ মানে এক, একা, একক। তাঁর কোন দুই বা দ্বিতীয় নেই। তাঁর কোন সঙ্গী, সাথী, সমতুল, সমকক্ষ ও শরীক নেই। যাবতীয় গুণাবলীতে তিনি একক, তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। যাবতীয় গৌরব, সৌন্দর্য,

প্রশংসা, প্রজ্ঞা, দয়া-দাক্ষিণ্য, শক্তিমত্তা প্রভৃতি গুণাবলীতে তিনি অদ্বিতীয়; তাঁর কোন নযীর নেই।

যাবতীয় সৃষ্টি ও রুযীদান করার কাজে তিনি একক, তাঁর কোন দোসর নেই। বিশ্বপরিচালনার কাজে তিনি একক, তাঁর কোন সাহায্যকারী ও সহায়ক নেই।

কেউ তাঁর সমকক্ষ নয়; না তাঁর সত্তায়, না তাঁর গুণাবলীতে এবং না তাঁর কর্মাবলীতে।

তিনিই একমাত্র উপাস্য, তাঁর কোন অংশীদার নেই। সারা সার্বভৌমত্বের একচ্ছত্র অধিকারী তিনিই।

তাঁর কোন স্ত্রী নেই, সন্তান নেই, তিনি একা। তিনি জনক নন এবং জাতকও নন। তাঁর থেকে কিছু উদ্ভূত নয় এবং তিনিও কিছু থেকে উদ্ভূত নন। সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন।

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَم يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلَّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا } (١١١) سورة الإسراء

অর্থাৎ, বল, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি সন্তান গ্রহণ করেননি, তাঁর সার্বভৌমত্বে কোন অংশীদার নেই এবং যিনি দুর্দশাগ্রস্ত হন না; যে কারণে তাঁর অভিভাবকের প্রয়োজন হতে পারে। আর সসম্ভ্রমে তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা কর। *(সূরা বনী ইস্রাঈল ১১১)*

কাফেররা মহানবী ﷺ-এর কাছে মহান প্রতিপালকের বংশতালিকা ও পরিচয় জানতে চাইল! তিনি ছোট্ট একটি সূরা অবতীর্ণ ক'রে তাঁর পরিচয় দিলেন,

{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ } (٤)

অর্থাৎ, বল, তিনিই আল্লাহ একক (অদ্বিতীয়)। আল্লাহ স্বয়ংসম্পূর্ণ। তিনি জন্ম দেননি (অর্থাৎ,তাঁর কোন সন্তান নেই) এবং তিনি জন্ম নেননি (অর্থাৎ, তিনিও কারো সন্তান নন, তিনি জনক নন, জাতকও নন) এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই। *(সূরা ইখলাস)*

হাদীসে কুদসীতে মহান আল্লাহ বলেন, "মানুষ আমাকে গালি দেয়; অর্থাৎ, আমার সন্তান আছে বলে। অথচ আমি একক ও অমুখাপেক্ষী। আমি কাউকে না জন্ম দিয়েছি; না কারো হতে জন্ম নিয়েছি। আর না কেউ আমার সমতুল্য আছে। *(বুখারী)*

তিনি একাই সব কিছু করেন, তিনি একাই যা চান তা হয়। তিনি একাই গায়বের

খবর জানেন। তিনি একাই বান্দার রোগ-বালা দূর করেন। তিনি একাই বান্দাকে সুখ-সমৃদ্ধি দান করেন। তাঁর কোন কাজে কোন নবী-ওলী শরীক নন। তিনি সর্ববিষয়ে একক ও অদ্বিতীয়, অনুপম ও অতুলনীয়।

অতএব তিনি একাই একমাত্র উপাস্য। তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন উপাস্য নেই। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'।

الأَعْلَى (আল আ'লা)

এটিও মহান আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম। এর অর্থ ঃ মহামহীয়ান, সর্বোচ্চ, সবার চেয়ে উর্ধ্বে, সবচেয়ে উপরে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } (الأعلى: ١)

অর্থাৎ, তুমি তোমার সর্বোচ্চ প্রতিপালকের নামে পবিত্রতা ঘোষণা কর। *(সূরা আ'লা ১নং আয়াত)*

এই আদেশ পালন ক'রে মহানবী ﷺ তাঁর নামাযের সিজদায় বলতেন,

سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى.

অর্থাৎ, আমি আমার সর্বোচ্চ প্রতিপালকের নামে পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

এই উচ্চতা সর্বতোভাবে তাঁর জন্য উপযুক্ত। সর্ব প্রকার সকল অর্থে তিনি সুউচ্চ।

সুতরাং তিনি সকল সৃষ্টির উর্ধ্বে আছেন। গ্রহ-নক্ষত্র পার হয়ে প্রথম আসমান এবং তার পরে আরো ছয় আসমানের উপরে আছে তাঁর কুরসী। কুরসী তাঁর পা রাখার জায়গা। তার উপরে আছে মহা আরশ। আরশের উপরে তিনি আছেন। আর তাঁর উপরে কিছু নেই।

এত উঁচু ও দূরে থেকেও তিনি আমাদের নিকটে। তাঁর জ্ঞান ও দৃষ্টি আমাদের সাথে সাথে। তিনি সবকিছু দেখেন, সবকিছু শোনেন, আমাদের সবকিছু জানেন। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ } (١٨٦) سورة البقرة

অর্থাৎ, আমার বান্দারা যখন আমার (অবস্থান) সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে,

তখন তুমি বল, আমি তো কাছেই আছি। যখন কোন প্রার্থনাকারী আমাকে ডাকে, তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিই। অতএব তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমাতে বিশ্বাস স্থাপন করুক, যাতে তারা ঠিক পথে চলতে পারে। *(সূরা বাক্বারাহ ১৮৬ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেছেন, "সিজদাহ অবস্থায় বান্দা আপন প্রভুর সবচেয়ে অধিক নিকটতম হয়ে থাকে। সুতরাং ঐ অবস্থায় তোমরা বেশী-বেশী করে দুআ কর।" *(মুসলিম ৪৮২নং)*

মর্যাদায়ও তিনি সবার উপরে। তিনি সুমহান; কেউ তাঁর সমতুল নয়। বরং তাঁর সে মহত্ত্বের কথা কোন সৃষ্টি অনুমানও করতে পারে না। তিনি বলেন,

{يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا } (١١٠) سورة طـه

অর্থাৎ, তাদের সামনে ও পেছনে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত। কিন্তু ওরা জ্ঞান দ্বারা তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না। *(সূরা ত্বাহা ১১০ আয়াত)*

{يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ } (٢٥٥) سورة البقرة

অর্থাৎ, তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে, তা তিনি অবগত আছেন। যা তিনি ইচ্ছা করেন তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর কুরসী আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী পরিব্যাপ্ত। আর সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। তিনি সুউচ্চ, মহামহিম। *(সূরা বাক্বারাহ ২৫৫ আয়াত)*

তিনি পরাক্রমশালী বিজয়ীও। তাঁর কোন পরাজয় নেই। তাঁর নবী-রসূল তথা ওলী বন্ধুদেরও কোন পরাজয় আসে না। তাঁর দ্বীনও অন্য সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী। সারা সৃষ্টির উপরে তিনি প্রতাপশালী। তাঁর ইচ্ছা, অনুমতি, হুকুম ও তওফীক ছাড়া কোন সৃষ্টির নড়া-চড়া করার সামান্যতম ক্ষমতাও নেই। আর তাঁর ইচ্ছা প্রবল ও উন্নত, অবনত নয়।

الأَوَّلُ (আল আউওয়াল)

এর অর্থ, সর্বপ্রথম, আদি, সবার আগে। "তিনি ছিলেন, আর কেউ ছিল না। তাঁর আরশ ছিল পানির উপর। অতঃপর তিনি আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টি করেন এবং প্রত্যেক বিষয় লাওহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ করেন।" *(বুখারী, মিশকাত ৫৬৯৮-নং)*

মহান আল্লাহ বলেন,

{هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } (٣) سورة الحديد

অর্থাৎ, তিনিই আদি, অন্ত, ব্যক্ত ও গুপ্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত। *(সূরা হাদীদ ৩ আয়াত)*

মহানবী ﷺ তাঁর দুআতে বলতেন,

اَللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ........

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমিই আদি তোমার পূর্বে কিছু নেই। তুমিই অন্ত তোমার পরে কিছু নেই। *(মুসলিম)*

তিনিই স্রষ্টা, বাকী সকল কিছু তাঁর সৃষ্টি। তাঁর পূর্বে অথবা সাথে কেউ ছিল না।

الآخِرُ (আল আ-খির)

তিনিই অন্ত। তাঁর পরে কিছু নেই। তিনিই প্রথম, তাঁর কোন শুরু নেই। তিনিই অন্ত, যাঁর কোন শেষ নেই। তিনিই সকলের প্রথম আশা ও ভরসা এবং তিনিই সকলের শেষ আশা ও ভরসা। সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে, অবশিষ্ট থাকবেন তিনিই। সবকিছু নশ্বর, কেবল তিনিই অবিনশ্বর।

الأَكْرَمُ (আল আকরাম)

দৃষ্টান্তহীন দানশীল, সবচেয়ে বড় দানশীল। সবচেয়ে বড় সম্মানিত।

কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার শুরুতে মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে পড়ার আদেশ দিয়ে বলেন,

{اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ } (٣) سورة العلق

অর্থাৎ, তুমি পড়। আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত। *(সূরা আলাক্ব ৩ আয়াত)*

('আল-কারীম' নামের ব্যাখ্যা দেখুন।)

الإِلهُ (আল ইলা-হ)

উপাস্য, মা'বূদ, ইবাদতের যোগ্য, উপাসনার অধিকারী।

{وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ } (١٦٣) سورة البقرة

অর্থাৎ, আর তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্য (আল্লাহ)। তিনি ব্যতীত আর কোন (সত্যিকার) উপাস্য নেই, তিনি চরম করুণাময়, পরম দয়ালু। *(সূরা বাক্বারাহ ১৬৩ আয়াত)*

(‘ইলাহ’ শব্দের অধিক তাৎপর্য জানতে ‘আল্লাহ’ শব্দের তাৎপর্য দেখুন।)

اَلْبَارِئُ (আল বা-রী)

এ নামের মানে হল ঃ উদ্ভাবনকর্তা, সৃষ্টিকর্তা। নির্দিষ্ট রূপে ও গুণে প্রত্যেক বস্তুর সৃষ্টিকর্তা। এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায় অনুক্রমে সৃষ্টিকর্তা।

তিনি পৃথক পৃথক রূপ-রঙ দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করেন। সারা বিশ্বের একজনের চেহারা অপরজনের চেহারার সাথে হুবহু মিলে না। প্রত্যেকের আকার-আকৃতি আলাদা আলাদা, প্রত্যেকের প্রকৃতি ও মন ভিন্ন ভিন্ন। প্রত্যেকের আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা পৃথক পৃথক।

তিনি পানি, মাটি, হাওয়া ও আগুনের উদ্ভাবনকর্তা এবং তা হতে অন্য সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি পানি থেকে সকল জীব সৃষ্টি করেছেন। মাটি থেকে আদমকে সৃষ্টি করেছেন। মায়ের পেটে ভ্রূণকে পর্যায়ক্রমে এক এক অবস্থায় সৃষ্টি করেন। মাটি ও পানি থেকে উদ্ভিদ-জীব সৃষ্টি করেন। একই মাটি ও পানিতে বিচিত্র ধরনের গাছ সৃষ্টি করেন। তাদের প্রত্যেকের পাতার আকৃতি আলাদা, ফুলের আকৃতি আলাদা, রঙ ও গন্ধ আলাদা। ফলের আকৃতি, রঙ, গন্ধ ও স্বাদ ভিন্ন ভিন্ন। সমুদ্রের মাছই কত বিচিত্র ধরনের! পশু-পক্ষী কত আকারের, কত প্রকারের! কত মহান সেই বারী তাআলা।

بَرِيءٌ মানে মুক্তও হয়। অর্থাৎ, তিনি এমন স্রষ্টা যে, তাঁর সকল সৃষ্টি অসামঞ্জস্য ও ত্রুটি হতে মুক্ত।

اَلْبَاسِطُ (আল বা-সিত্ব)

এর অর্থ হল ঃ সম্প্রসারণকারী। জীবিকা সম্প্রসারণকারী। তিনি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রুযী দান ক’রে থাকেন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত দান দিয়ে থাকেন। মহান আল্লাহ বলেন,

{مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} (٢٤٥) سورة البقرة

অর্থাৎ, কে সে, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করবে? আল্লাহ তা তার জন্য বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন। আল্লাহই জীবিকা সংকুচিত ও সম্প্রসারিত করেন। আর তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যানীত হবে। *(সূরা বাক্বারাহ ২৪৫ আয়াত)*

{اللّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاء وَيَقَدِرُ وَفَرِحُواْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مَتَاعٌ} (٢٦) سورة الرعد

অর্থাৎ, আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন তার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন এবং সংকুচিত করেন। কিন্তু তারা পার্থিব জীবন নিয়েই উল্লসিত; অথচ ইহজীবন তো পরজীবনের তুলনায় নগণ্য ভোগ মাত্র। *(সূরা রা’দ ২৬ আয়াত)*

{إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا} (٣٠) سورة الإسراء

অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালক যার জন্য ইচ্ছা তার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা তা হ্রাস করেন; নিশ্চয় তিনি তাঁর দাসদেরকে ভালভাবে জানেন ও দেখেন। *(সূরা বানী ইস্রাঈল ৩০ আয়াত)*

{لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (١٢)

অর্থাৎ, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর চাবি তাঁরই নিকট। তিনি যার প্রতি ইচ্ছা, তার রুযী বর্ধিত করেন এবং সংকুচিত করেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত। *(সূরা শূরা ১২ আয়াত)*

এ ইচ্ছার মধ্যে তাঁর হিকমত আছে, এ কাজে তাঁর নিদর্শন আছে। তিনি বলেন,

{أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} (٣٧)

অর্থাৎ, ওরা কি লক্ষ্য করে না যে, আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা তার রুযী বর্ধিত করেন অথবা তা হ্রাস করেন। এতে অবশ্যই বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে। *(সূরা রূম ৩৭ আয়াত)*

আনাস ﷠ বলেন, নবী ﷺ-এর যুগে একদা বাজারের জিনিস-পত্রের দর বেড়ে যায়। লোকেরা বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! আপনি বাজার-দর নির্ধারণ ক’রে দিন।’ তিনি বললেন,

(إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ القَابِضُ البَاسِطُ الرَّازِقُ).

নিশ্চয় আল্লাহই বাজার-দর নির্ধারণকারী, জীবিকা সঙ্কুচনকারী, রুযী সম্প্রসারণকারী, রুযীদাতা।....” *(আহমাদ, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারেমী, ত্বাবারানী, বাইহাক্বী,*

মিশকাত ২৮৯৪নং)

তিনি সকলের জন্য রুযী সম্প্রসারিত করেন না। কারণ স্বরূপ তিনি বলেছেন,

{وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ } (٢٧) سورة الشورى

অর্থাৎ, আল্লাহ তাঁর সকল দাসকে রুযীতে প্রাচুর্য দিলে তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করত; কিন্তু তিনি যে পরিমাণ ইচ্ছা সে পরিমাণই দিয়ে থাকেন। তিনি তাঁর দাসদেরকে সম্যক জানেন এবং দেখেন। *(সূরা শূরা ২৭ আয়াত)*

তিনি করুণা সম্প্রসারণকারী। যাকে ইচ্ছা অফুরন্ত করুণা দানে ধন্য করেন।

তিনি মানুষের হৃদয় সম্প্রসারণকারী। যাকে ইচ্ছা তার হৃদয়কে প্রশস্ত ক'রে দেন। ফলে সে হৃদয়ে স্বস্তি পায়, শান্তি পায়, হিদায়াতের আলো পায়।

اَلْبَرُّ (আল বার্র)

এর অর্থ ঃ কৃপানিধি। তিনি যার প্রতি ইচ্ছা কৃপা ক'রে থাকেন। জান্নাতীরা জান্নাতে বলবে,

{إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ }(الطور: ٢٨)

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমরা পূর্বেও আল্লাহকে আহবান করতাম। নিশ্চয় তিনি কৃপাময়, পরম দয়ালু। *(সূরা তূর ২৮ আয়াত)*

মহান আল্লাহর কৃপা, দয়া, করুণা ও রহমত সারা সৃষ্টিকে পরিবেষ্টন ক'রে আছে। ক্ষণিকের জন্যও কেউ তাঁর সেই রহমতের অমুখাপেক্ষী হতে পারে না; হলে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। তাঁর রহমত থেকে বঞ্চিত ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত বৈ কি?

তাঁর আম রহমত রয়েছে সারা সৃষ্টির উপর। তিনি বলেছেন,

{وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ } (١٥٦) سورة الأعراف

অর্থাৎ, আমার দয়া প্রত্যেক বস্তুতে পরিব্যাপ্ত। *(সূরা আ'রাফ ১৫৬ আয়াত)*

{رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا } (٧) سورة غافر

অর্থাৎ, (আরশ ধারণকারী ফিরিশ্‌তাগণ বিশ্বাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে বলে,) হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী......। *(সূরা মু'মিন ৭ আয়াত)*

{وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ } (٥٣) سورة النحل

অর্থাৎ, তোমাদের মাঝে যেসব সম্পদ রয়েছে তা তো আল্লাহরই নিকট হতে। *(সূরা নাহল ৫৩ আয়াত)*

তাঁর এই রহমতে মু'মিন-কাফের, বাধ্য-অবাধ্য, আকাশবাসী-পৃথিবীবাসী, মানব-অমানব সকলেই শামিল।

পক্ষান্তরে তাঁর খাস রহমত রয়েছে তাঁর খাস বান্দাগণের উপর। তিনি বলেন,

{قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ (١٥٦) الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ } سورة الأعراف

অর্থাৎ, আল্লাহ বললেন, আমার শাস্তি যাকে ইচ্ছা দিয়ে থাকি, আর আমার দয়া তা তো প্রত্যেক বস্তুতে পরিব্যাপ্ত। সুতরাং আমি তা (দয়া) তাদের জন্য নির্ধারিত করব যারা সাবধান হয়, যাকাত দেয় ও আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করে। যারা নিরক্ষর রসূল ও নবীর অনুসরণ করে......। *(সূরা আ'রাফ ১৫৬-১৫৭ আয়াত)*

{إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ } (٥٦) سورة الأعراف

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহর করুণা সৎকর্মপরায়ণদের নিকটবর্তী। *(সূরা আ'রাফ ৫৬ আয়াত)*

মহান আল্লাহ নিজ বান্দার প্রতি বড় স্নেহময়। তিনি তার (জন্য যা) সহজ (তা) করতে চান, তিনি তার কষ্ট চান না। তার বহু অপরাধ মার্জনা ক'রে দেন, বহু অপরাধ গণনা করেন না। পাপের পর তওবা করলে পাপরাশিকে পুণ্যরাশিতে পরিবর্তিত করেন। একটি নেকী করলে দশটি নেকীর সওয়াব লিপিবদ্ধ করেন এবং একটি পাপ করলে একটিই গণনা করেন। নেকীর সংকল্প করলেই তা কাজে পরিণত করার পূর্বেই তার নেকীর খাতায় একটি নেকী লিপিবদ্ধ করেন। পক্ষান্তরে পাপের সংকল্প করলে তা কাজে পরিণত না করা পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করেন না।

'বার্র' সন্তান তাকে বলা হয়, যে তার পিতার প্রতি দয়াশীল, যে তার পিতা যা পছন্দ করে, তাই করার চেষ্টা করে এবং সে যা অপছন্দ করে, তা হতে দূরে থাকে।

মহান আল্লাহ বান্দার প্রতি সেই গুণ প্রদর্শন ক'রে 'আল-বার্র' নাম নিয়েছেন।

এ নামের প্রায় একই অর্থবোধক নাম হল, আর-রাহমান, আর-রাহীম, আল-কারীম, আল-অহ্হাব প্রভৃতি।

অবশ্য 'আল-বার্র'-এর একটি অর্থ হল, সত্যবাদী। বলা হয়,

بَرَّ فِي يَمِينه وَأَبَرَّهَا إِذَا صَدَقَ فِيهَا ، أَوْ صَدَّقَهَا.

অর্থাৎ, কেউ কসম খেয়ে তা সত্য প্রমাণ করলে অথবা কারো উপর কসম খাওয়া হলে সে তা সত্যরূপে রক্ষা করলে ঐ শব্দ ব্যবহার হয়।

اَلْبَصِيْرُ (আল বাসীর)

এ নামের অর্থ সর্বদ্রষ্টা। তিনি সবকিছু দর্শন করেন। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} (الإسراء: ١)

অর্থাৎ, নিঃসন্দেহে তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। *(সূরা বানী ইস্রাঈল ১ আয়াত)*

আকাশ-পৃথিবীর সকল দৃশ্য বস্তু তিনি দেখেন। এমনকি মানুষ যা খালি চোখে দেখতে পায় না, তাও তিনি দেখেন। কালো অন্ধকার রাতে কালো পাথরের ভিতরে ক্ষুদ্র কালো পিঁপড়ের চলা, তার দেহের বাইরের ও ভিতরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, তার সূক্ষ্ম খাদ্যনালীতে চলমান খাদ্য ইত্যাদি দেখতে পান। ছোট-বড় গাছের শিকড়, কান্ড ও ডাল-পাতায় চলমান পানি তিনি দেখতে পান।

পিঁপড়ে, মশা ও মাছি এবং তার থেকেও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণীর শিরা-উপশিরায় চলমান পদার্থও তাঁর দৃষ্টির অগোচর নয়।

সকল পর্দা ও অন্তরাল ভেদ ক'রে তিনি দেখতে পান। তাঁর কাছে অদৃশ্য ও গুপ্ত কিছু থাকে না। মানুষের চোখের চোরা চাহনিও তিনি দেখে থাকেন। তিনি বলেন,

{الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}

অর্থাৎ, যিনি তোমাকে দেখেন; যখন তুমি দন্ডায়মান হও (নামাযে) এবং তোমাকে দেখেন সিজদাকারীদের সাথে উঠতে-বসতে। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। *(সূরা শুআরা ২১৮-২২০ আয়াত)*

{يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ} (١٩) سورة غافر

অর্থাৎ, চক্ষুর চোরা চাহনি ও অন্তরে যা গোপন আছে, সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত। *(সূরা মু'মিন ১৯ আয়াত)*

{الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} (٩) سورة البروج

অর্থাৎ, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব যাঁর। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ের

সম্যক দ্রষ্টা। *(সূরা বুরূজ ৯ আয়াত)*

অর্থাৎ, সারা সৃষ্টি জগৎ তাঁর দৃষ্টি-আয়ত্ত। সাত তবক যমীনের ভিতরে যা কিছু আছে ও ঘটে সব দেখেন। অনুরূপ সাত আসমানের ভিতরে যা কিছু আছে ও ঘটে তা তিনি দেখেন।

'আল-বাসীর'-এর একটি অর্থ বিচক্ষণ ও দূরদর্শী। মহান আল্লাহর জন্য সে কথা বলা তো সূর্যের ঔজ্জ্বল্য বর্ণনা করার মত।

اَلْبَاطِنُ (আল বা-ত্বিন)

এ নামের অর্থ হলঃ নিগূঢ়, গুপ্ত ও অব্যক্ত। মহান আল্লাহ বলেন,

{هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (٣) سورة الحديد

অর্থাৎ, তিনিই আদি, অন্ত, ব্যক্ত ও গুপ্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত। *(সূরা হাদীদ ৩ আয়াত)*

আল্লাহর নবী ﷺ তাঁর দুআতে বলতেন,

وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْس دُوْنَكَ شَيْءٌ.....

অর্থাৎ, তুমিই ব্যক্ত (অপরাভূত), তোমার ঊর্ধ্বে কিছু নেই এবং তুমিই (সৃষ্টির গোচরে) অব্যক্ত, তোমার নিকট অব্যক্ত কিছু নেই। *(মুসলিম)*

অর্থাৎ, তাঁর জ্ঞান ও দৃষ্টির কোন কিছু অন্তরাল হয় না। তিনি প্রত্যেক জিনিস দেখেন ও জানেন। কোন পর্দা, কোন পাহাড়, কোন গাছ বা কোন দেওয়াল তাতে আড়াল সৃষ্টি করতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء وَلاَ أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ} (٦١) سورة يونس

অর্থাৎ, তুমি যে অবস্থাতেই থাক না কেন, যে অবস্থাতেই তুমি কুরআন হতে যা কিছু পাঠ কর না কেন এবং তোমরা যে কাজই কর না কেন, যখন তোমরা সে কাজ করতে শুরু কর, তখন আমি তোমাদের পরিদর্শক হই; আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর ধূলিকণা পরিমাণও কোন বস্তু তোমার প্রতিপালকের (জ্ঞানের) অগোচর নয় এবং তা হতে ক্ষুদ্রতর অথবা তা হতে বৃহত্তর কোন কিছু নেই, যা সুস্পষ্ট গ্রন্থে (লাওহে

মাহ্ফূযে লিপিবদ্ধ) নেই। *(সূরা ইউনুস ৬১ আয়াত)*

{أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلاَ حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ} (٥) سورة هود

অর্থাৎ, জেনে রাখ, তারা নিজ নিজ বুক কুঞ্চিত করে, যাতে তাঁর দৃষ্টি হতে লুকাতে পারে। জেনে রাখ, তারা যখন নিজেদের কাপড় (দেহে) জড়ায়, তিনি তখনও সব জানেন যা কিছু তারা গোপন করে এবং যা কিছু প্রকাশ করে। তিনি তো মনের ভিতরের কথাও জানেন। *(সূরা হূদ ৫ আয়াত)*

তিনি সকল ভেদ ও রহস্য জানেন। সকল গুপ্ত কথা তাঁর জানা। কারো মনের কথা তাঁর নিকট অবিদিত নয়। কোনও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জিনিস তাঁর গোচরের বাইরে নয়। তিনি অন্তর্যামী, সর্বজ্ঞ।

তিনি গুপ্ত, তাঁর চেয়ে গুপ্ত কিছু নেই। তিনি বলেন,

{يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا} (١١٠) سورة طـه

অর্থাৎ, তাদের সামনে ও পেছনে যা কিছু আছে, তা তিনি অবগত। কিন্তু ওরা জ্ঞান দ্বারা তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না। *(সূরা ত্বাহা ১১০ আয়াত)*

اَلتَّوَّابُ (আত্‌তাউওয়া-ব)

তওবা গ্রহণকারী, তওবার তওফীকদাতা, পাপ মার্জনাকারী।

তওবা মানে ফিরে আসা। বান্দা যখন তাঁর অবাধ্যতা করতে করতে অনেক দূরে সরে যায়, অতঃপর সে তা ত্যাগ ক'রে অনুতপ্ত হয়ে তাঁর নিকট ফিরে আসে, তখন তিনিও তার দিকে ফিরে তাকে ক্ষমা করেন এবং তাতে তিনি খুশী হন। মহানবী ﷺ বলেছেন, "এক মুসাফির তার উট সহ সফরে এক মারাত্মক মরুভূমিতে গিয়ে পড়লে বিশ্রামের জন্য এক গাছের নীচে ছায়ায় মাথা রেখে শোওয়া মাত্র ঘুমিয়ে পড়ল। এরই মধ্যে তার উট গায়েব হয়ে গেল। উটের উপর ছিল তার খাবার ও পানীয় সব কিছু। কিছুক্ষণ পরে জেগে উঠে দেখল তার উট গায়েব। সে এদিক-সেদিক খোঁজাখুজি শুরু করল; কিন্তু বৃথায় হয়রান হল। ক্ষুধা ও পিপাসায় যখন খুব বেশী কাতর হয়ে পড়ল, তখন ফিরে সেই গাছের নিকটে এসে আবার শোওয়া মাত্র তার চোখ লেগে গেল। কিছু পরে চোখ খুলতেই দেখতে পেল, তার সেই উট তার খাদ্য ও পানীয় সহ দাঁড়িয়ে

আছে। তা দেখে সে এত খুশী হল যে, উটের লাগাম ধরে খুশীর উচ্ছ্বাসে ভুল বকে বলে উঠল, 'আল্লাহ! তুই আমার বান্দা। আর আমি তোর রব!" মহানবী ﷺ বলেন, (হারিয়ে যাওয়া বা পালিয়ে যাওয়া বান্দা ফিরে এলে) "তওবা করলে আল্লাহ ঐ হারিয়ে যাওয়া উট-ওয়ালা অপেক্ষা অধিক খুশী হন!" *(বুখারী, মুসলিম ২৭৪৭ নং,প্রমুখ)*

ক্ষমাশীল মহান আল্লাহ গোনাহগার বান্দাকে তওবার আদেশ ও তওফীক দান করেন, ফলে সে তওবার যাবতীয় শর্ত পালন সহ তওবা করতে প্রয়াস পায়। আর তিনি তার তওবা কবূল করেন এবং তাকে পাপমুক্ত করেন।

اَلْجَبَّارُ (আল জাব্বা-র)

এই নামের প্রথম অর্থ ঃ প্রয়োজন পূরণকারী, শূন্যতা দূরকারী, সংশোধনকারী, তিনি ভাঙ্গা জিনিস জোড়া লাগিয়ে দেন। তিনি বান্দার ভগ্ন হৃদয়কে গোটা ক'রে শান্তি দান করেন। অভাবীর অভাব, শূন্য হৃদয়ের শূন্যতা দূর করেন। দরিদ্রের দারিদ্র্য মোচন করেন, কষ্ট ভোগকারীর কষ্ট দূর করেন। বিপদগ্রস্তকে ধৈর্য, সহ্য ও সওয়াব দিয়ে তার ক্ষতিপূরণ করেন।

এই জন্য নামাযী বান্দা ভগ্ন হৃদয় নিয়ে দুই সিজদার মাঝে দুআ ক'রে বলে,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ (وَاجْبُرْنِيْ وَارْفَعْنِيْ) وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, দয়া কর, (আমার প্রয়োজন মিটাও, আমাকে উঁচু কর), পথ দেখাও, নিরাপত্তা দাও এবং জীবিকা দান কর। *(আবূ দাউদ ৮৫০, তিরমিযী ২৮৪, ইবনে মাজাহ ৮৯৮নং, হাকেম)*

এই নামের দ্বিতীয় অর্থ ঃ প্রবল, পরাক্রমশালী। যাঁর প্রবলতার কাছে সকল সৃষ্টি অবনত। তাঁর ইচ্ছার বাইরে যেতে পারে কার ক্ষমতা আছে? তাঁর বিনা হুকুমে কি আকাশ-পৃথিবীতে কিছু ঘটতে পারে?

{ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ} (١١) سورة فصلت

অর্থাৎ, তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করলেন, যা ছিল ধূম্রপুঞ্জবিশেষ। অতঃপর তিনি ওকে (আকাশকে) ও পৃথিবীকে বললেন, 'তোমরা উভয়ে ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় এস।' ওরা বলল, 'আমরা তো অনুগত হয়ে আসলাম।' *(সূরা হা-মীম সাজদাহ ১১ আয়াত)*

এই নামের তৃতীয় অর্থঃ সর্বোচ্চ, সর্বজয়ী, ইচ্ছাময় রাজা।

মহান আল্লাহ বলেন,

{هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ } (٢٣) سورة الحشر

অর্থাৎ, তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোন (সত্য) উপাস্য নেই। তিনিই অধিপতি, পবিত্র, নিরবদ্য, নিরাপত্তা বিধায়ক, রক্ষক, পরাক্রমশালী, প্রবল, গর্বের অধিকারী। যারা তার শরীক স্থির করে, আল্লাহ তা হতে পবিত্র মহান। *(সূরা হাশ্‌র ২৩ আয়াত)*

اَلْجَمِيْلُ (আল জামীল)

এর অর্থ ঃ সুন্দর। মহান প্রতিপালক আল্লাহ অতি সুন্দর। সকল সৌন্দর্যের অধিকারী তিনি।

রসূল ﷺ বলেন, "যার অন্তরে অণু পরিমাণও অহংকার থাকবে, সে জান্নাত প্রবেশ করবে না।" বলা হল, 'লোকে তো চায় যে, তার পোশাকটা সুন্দর হোক, তার জুতোটা সুন্দর হোক। (তাহলে সেটাও কি ঐ পর্যায়ে পড়বে?)' তিনি বললেন,

(إِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَال).

"আল্লাহ সুন্দর। তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। অহংকার তো 'হক' (ন্যায় ও সত্য) প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে ঘৃণা করার নাম।" *(মুসলিম, সহীহুল জামে' ৭৬৭৪নং)*

তিনি সুন্দর, তিনি নিজ সত্তায় সুন্দর। তাঁর গুণাবলী সুন্দর। তাঁর নামাবলী সুন্দর। তিনি কুরআন কারীমের চার জায়গায় বলেন, তাঁর সুন্দর নামাবলী আছে। *(সূরা আ'রাফ ১৮০, বানী ইস্রাঈল ১১০, ত্বাহা ৮, হাশ্‌র ২৪ আয়াত)*

তাঁর সে সুন্দর নামের কোন তুলনা নেই, তাঁর নামের সমতুল কোন নাম নেই, তাঁর সমনাম কেউ নেই। মহান আল্লাহ বলেন,

{رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا }

অর্থাৎ, তিনি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী এবং উভয়ের অন্তর্বর্তী যা কিছু আছে সবারই প্রতিপালক; সুতরাং তুমি তাঁরই উপাসনা কর এবং তাঁর উপাসনায় ধৈর্যশীলতা অবলম্বন কর; তুমি কি তাঁর সমনাম কাউকেও জান? *(সূরা মারয়্যাম ৬৫ আয়াত)*

অবশ্যই না। তাঁর মত সার্থক ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নাম আর কার হতে পারে?

তদনুরূপ তিনি তাঁর সুন্দর গুণাবলীতেও অনুপম। তাঁর সকল গুণাবলী প্রশংসনীয় ও সুন্দর।

তাঁর সকল কর্মাবলীও সুন্দর। যেহেতু তাঁর কর্ম হল বান্দার প্রতি অনুগ্রহ, দয়া, দান ইত্যাদি। যে সকল কর্ম প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার দাবী রাখে। তাঁর কর্ম ইনসাফ ও হিকমতে পরিপূর্ণ। তাঁর কোন কর্ম ফালতু ও বেকার নয়। তাঁর কোন কাজ উদ্দেশ্যবিহীন ও কল্যাণশূন্য নয়। তাঁর কোন কাজে অন্যায় ও অবিচার নেই। তিনি তাঁর নবী হূদ ﷺ-এর কথা উদ্ধৃত ক'রে বলেছেন,

{إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ } (٥٦) سورة هود

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক সঠিক পথে আছেন। *(সূরা হূদ ৫৬ আয়াত)*

তাঁর সকল আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধান পূর্ণাঙ্গ; সুতরাং তা সর্বশ্রেষ্ঠ ও সুন্দর বিধান।

{أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ } (٥٠) سورة المائدة

অর্থাৎ, তবে কি তারা প্রাগ-ইসলামী (জাহেলী) যুগের বিচার-ব্যবস্থা পেতে চায়? খাঁটি বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিচারে আল্লাহ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর? *(সূরা মাইদাহ ৫০ আয়াত)*

তাঁর সৃষ্টিও বড় সুন্দর ও সুনিপুণ।

{صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ } (٨٨) سورة النمل

অর্থাৎ, এ আল্লাহরই সৃষ্টি-নিপুণতা যিনি সমস্ত কিছুকে করেছেন সুষম। তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে তিনি সম্যক অবগত। *(সূরা নাম্‌ল ৮৮ আয়াত)*

{الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ } (٧) سورة السجدة

অর্থাৎ, যিনি তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে উত্তমরূপে সৃজন করেছেন....। *(সূরা সাজদাহ ৭)*

{فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ } (١٤) سورة المؤمنون

অর্থাৎ, অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান! *(সূরা মু'মিনূন ১৪ আয়াত)*

মহান স্রষ্টা আল্লাহ; যিনি এ প্রকৃতিকে বিচিত্রময় সৌন্দর্য দান করেছেন, তিনি কি সুন্দর না হন? সৌন্দর্য বিতরণকারী তো সৌন্দর্যের বেশী অধিকারী। এ বিশ্বকে তিনি কি মনোমুগ্ধকর রূপ ও শোভা দিয়ে রচনা করেছেন, মনোরম সৌন্দর্য দিয়ে সৌন্দর্যমন্ডিত করেছেন। মানুষকে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক কত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সৌন্দর্য দিয়ে সমৃদ্ধ ও

সমুন্নত করেছেন!

তিনি পরকালের গৃহ বেহেশ্তকে কত সুন্দর ক'রে রচনা করেছেন! বেহেশ্তবাসীদেরকে করেছেন কত সুন্দর। তাদের স্ত্রীদেরকে করেছেন কত অতিরিক্ত রূপসী! যে সুরভিতা রূপসীদের কেউ যদি পৃথিবীর অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশে উঁকি মারে, তাহলে তার ঝলমলে রূপালোকে ও সৌরভে সারা বিশ্বজগৎ আলোকিত ও সুরভিত হয়ে উঠবে। যে সুরমার কেবলমাত্র মাথার ওড়না খানিকে পৃথিবী ও তার সমস্ত সম্পদ ব্যয় করলেও ক্রয় করা সম্ভব হবে না। *(বুখারী ৬৫৬৮ নং)*

অতএব সৌন্দর্যের সৃষ্টিকর্তা নিজে কত সুন্দর! কবি সত্যই বলেছেন,

"তোমার এ সৃষ্টি যদি হয় এত সুন্দর
তাহলে বল প্রভু তুমি কত সুন্দর!
যে পাখী উড়ে যায় সুদূরে
যে নদী বয়ে যায় সাগরে
সে পাখী সে নদী যদি হয় এত সুন্দর
তাহলে বল প্রভু তুমি কত সুন্দর!
যে তারা আলো ছড়ায় আকাশে
যে ফুলে সুবাস ছড়ায় বাতাসে
সে তারা সে ফুল যদি হয় এত সুন্দর
তাহলে বল প্রভু তুমি কত সুন্দর!
যে মানুষ মানুষের বেদনায়
আজীবন কেটে গেল মদীনায়
সে মানুষ সে মানব যদি হয় এত সুন্দর
তাহলে বল প্রভু তুমি কত সুন্দর!"

রূপরাজ্য বেহেশ্তে সেই রূপ দর্শন ক'রে বেহেশ্তীরা মুগ্ধ হবে। সেই দীদার-তৃপ্তি পেয়ে তারা বেহেশ্তের সকল সুখ ভুলে যাবে।

মহানবী ﷺ বলেন, "জান্নাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ ক'রে যাবে, তখন মহান বর্কতময় আল্লাহ বলবেন, 'তোমরা কি চাও যে, আমি তোমাদের জন্য আরো কিছু বেশি দিই?' তারা বলবে, 'তুমি কি আমাদের মুখমন্ডল উজ্জ্বল ক'রে দাওনি? আমাদেরকে তুমি জান্নাতে প্রবেশ করাওনি এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দাওনি?' অতঃপর মহান আল্লাহ (হঠাৎ) পর্দা সরিয়ে দেবেন (এবং তারা তাঁর চেহারা দর্শন

লাভ করবে)। সুতরাং জান্নাতের লব্ধ যাবতীয় সুখ-সামগ্রীর মধ্যে জান্নাতীদের নিকট তাদের প্রভুর দর্শন (দীদার)ই হবে সবচেয়ে বেশী প্রিয়।" *(মুসলিম)*

এই দর্শন হবে সেই অতিরিক্ত দান, যার সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ } (٣٥) سورة ق

অর্থাৎ, সেখানে তারা যা কামনা করবে তাই পাবে এবং আমার নিকট রয়েছে তারও অধিক (আল্লাহর দর্শন)। *(সূরা ক্বাফ ৩৫ আয়াত)*

যে সুন্দরকে ভালোবাসে, তার উচিত সেই মহান সুন্দরকে ভালোবাসা। যার হৃদয়ে সেই চির সুন্দরের ভালোবাসা আছে, সে কি অন্য কারো রূপ-সৌন্দর্যে পাগল হতে পারে?

اَلْجَوَادُ (আল জাওয়া-দ)

অতি বড় দানশীল, দানবীর, অতি বদান্য।

মহানবী ﷺ বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ অতি বড় দানশীল। তিনি দানশীলতা পছন্দ করেন।" *(সহীহুল জামে' ২৬২৫নং)*

মহান আল্লাহ এতবড় দানশীল যে, তাঁর দানে সারা বিশ্বজাহান পরিপূর্ণ আছে। নানা প্রকার অনুগ্রহ, নিয়ামত ও সম্পদ বিতরণ ক'রে তিনি সৃষ্টজীবকে ধন্য করেছেন। অবস্থার জিভে অথবা কথা বলার জিভে যে যা চেয়েছে, তিনি তাকে তাই দিয়েছেন। চাহে সে মুসলিম হোক অথবা অমুসলিম, অনুগত হোক অথবা অবাধ্য পার্থিব জীবনের প্রয়োজনীয় তিনি পূর্ণ করেছেন। মানুষের দেহেই কত রকমের নিয়ামত আল্লাহ দিয়ে রেখেছেন, তার কি কেউ হিসাব রাখে?

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ } (٥٣) سورة النحل

অর্থাৎ, তোমাদের মাঝে যেসব সম্পদ রয়েছে, তা তো আল্লাহরই নিকট হতে; আবার যখন দুঃখ-দৈন্য তোমাদেরকে স্পর্শ করে, তখন তোমরা তাঁকেই ব্যাকুলভাবে আহবান কর। *(সূরা নাহল ৫৩ আয়াত)*

{وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ } (٣٤) سورة إبراهيم

অর্থাৎ, আর তিনি তোমাদেরকে প্রত্যেকটি সেই জিনিস দিয়েছেন যা তোমরা তাঁর নিকট চেয়েছ। তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করলে ওর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না; মানুষ অবশ্যই অতি মাত্রায় সীমালংঘনকারী অকৃতজ্ঞ। *(সূরা ইব্রাহীম ৩৪ আয়াত)*

তাঁর বদান্যতার একটি বড় নিদর্শন এও যে, তিনি তাঁর বাধ্যজনদের জন্য পরকালে শান্তির আবাস প্রস্তুত রেখেছেন। আর তাতে যে সুখ-সম্পদ আছে, তা না কোন চক্ষু দর্শন করেছে, না কোন কর্ণ শ্রবণ করেছে এবং না কোন মানুষের হৃদয়ে তা কল্পিত হয়েছে।

পৃথিবীর মানুষের জন্য 'ইসলাম' কি কম বড় নিয়ামত? দানশীল আল্লাহ এই নিয়ামত যাকে দান করেন, সে কি কম বড় ভাগ্যবান?

اَلْحَافِظُ (আল হা-ফিয)

এ নামের অর্থ হল রক্ষাকর্তা, হিফাযতকারী।

মহান আল্লাহ নিজ বান্দাকে তার দ্বীন-দুনিয়ায় ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করেন। মহান আল্লাহ ইয়াকুব ﷺ-এর উক্তি উদ্ধৃত ক'রে বলেন,

{فَاللّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ} (٦٤) سورة يوسف

অর্থাৎ, আল্লাহই শ্রেষ্ঠ রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু। *(সূরা ইউসুফ ৬৪ আয়াত)*

তিনি বান্দার হিফাযতের জন্য তার সাথে ফিরিশ্তা নিযুক্ত করেছেন। কেউ তার দেহের হিফাযত করেন, আবার কেউ তার আমলের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। তিনি বলেন,

{وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ} (١٠) سورة الإنفطار

অর্থাৎ, অবশ্যই তোমাদের উপর (নিযুক্ত আছে) সংরক্ষকগণ। *(সূরা ইনফিতার ১০ আয়াত)*

{ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ } (٤) سورة الطارق

অর্থাৎ, প্রত্যেক জীবের জন্য একজন সংরক্ষক রয়েছে। *(সূরা ত্বারিক্ব ৪ আয়াত)*

{لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّهِ} (١١) سورة الرعد

অর্থাৎ, মানুষের জন্য তার সামনে ও পেছনে একের পর এক প্রহরী থাকে; ওরা আল্লাহর আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে। *(সূরা রা'দ ১১ আয়াত)*

{وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُم حَفَظَةً حَتَّىَ إِذَا جَاء أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا

وَهُمْ لاَ يُفَرِّطُونَ} (٦١) سورة الأنعام

অর্থাৎ, তিনিই স্বীয় দাসগণের উপর পরাক্রমশালী এবং তিনিই তোমাদের রক্ষক প্রেরণ করেন। অবশেষে যখন তোমাদের কারো মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, তখন আমার প্রেরিত দূতগণ তার মৃত্যু ঘটায় এবং (কর্তব্যে) তারা ত্রুটি করে না। *(সূরা আনআম ৬১ আয়াত)*

মুফাস্সিরগণ বলেন যে, রাজা-বাদশাদেরকে যেভাবে কোন অপ্রীতিকর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য বিশেষ রক্ষীবাহিনী থাকে, সেইভাবে মুসলিম বান্দার অগ্রে-পশ্চাতে প্রহরী ফিরিশ্তা নিযুক্ত থাকেন। তার ঘুমন্ত ও জাগ্রত অবস্থায় তাঁরা তাকে হিংস্র মানুষ, জ্বিন ও জীবজন্তু থেকে রক্ষা ক'রে থাকেন। অতঃপর আল্লাহর ইচ্ছা অন্য কিছু হলে তাঁরা সরে যান।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার সাথে সঙ্গী জ্বিন এবং সঙ্গী ফিরিশ্তা নিযুক্ত নেই।" *(মুসলিম ২৪১৮নং)*

বিশেষ ক'রে বান্দা যখন নিজ ঘর থেকে বের হওয়ার সময় 'বিসমিল্লাহ, তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ, অলা হাউলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলে, তখন ফিরিশ্তা বলেন, 'যথেষ্ট! তুমি সঠিক পথ পেলে, দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পেলে এবং সকল অকল্যাণ থেকে বেঁচে গেলে।' *(আবু দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ)*

মহান আল্লাহ বান্দাকে হিফাযত করেন। এই জন্য বান্দা ঘুমাবার পূর্বে এই দুআ বলে,

بِاسْمِكَ رَبِّيْ وَضَعْتَ جَنْبِيْ وَبِكَ أَرْفَعُهُ فَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِيْ فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ.

অর্থাৎ, হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমারই নামে আমার পার্শ্ব রাখলাম এবং তোমারই নামে তা উঠাব। অতএব যদি তুমি আমার আত্মাকে আবদ্ধ ক'রে নাও, তাহলে তার উপর করুণা করো। আর যদি তা ছেড়ে দাও, তাহলে তাকে ঐ জিনিস দ্বারা হিফাযত কর, যা দ্বারা তুমি তোমার নেক বান্দাদের ক'রে থাক। *(বুখারী ৬৩২০নং, মুসলিম)*

মহান আল্লাহ তাঁর খাস বান্দাদের হিফাযত ক'রে থাকেন। মহানবী ﷺ-কে সমূহ অকল্যাণ থেকে রক্ষা করেছিলেন। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের হিফাযতের দায়িত্বও তিনি নিয়েছেন। তিনি বলেন,

{إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} (٩) سورة الحجر

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই ওর সংরক্ষক। *(সূরা*

হিজর ৯ আয়াত)

اَلْحَسِيْبُ (আল হাসীব)

এই নামের একটি অর্থ হিসাব গ্রহণকর্তা। মহান আল্লাহ বান্দাকে খামাখা সৃষ্টি করেননি। বান্দা নিজে আসেনি; বরং তাকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে তাঁর ইবাদতের জন্য। সাথে পুঁজি দিয়ে ভবের বাজারে ব্যবসার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। বাজার শেষে তিনি পুঁজির লাভ-নোকসানের হিসাব নেবেন। কিয়ামত কোর্টে সকল কিছুর হিসাব লাগবে বান্দাকে। যে নিয়ামত সে ইহকালে ভোগ করছে, পরকালে তার খুঁটিনাটিভাবে হিসাব লাগবে। কারো হবে সহজ হিসাব এবং যাকে হিসাবে জেরা করা হবে সে ধ্বংস হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ (٢٥) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ } (٢٦) سورة الغاشية

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট। অতঃপর তাদের হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আমারই উপর। *(সূরা গাশিয়াহ ২৫-২৬ আয়াত)*

{اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مَّعْرِضُونَ } (١) سورة الأنبياء

অর্থাৎ, মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় আসন্ন, অথচ ওরা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। *(সূরা আম্বিয়া ১ আয়াত)*

{وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً } (النساء: ٦).

অর্থাৎ, হিসাব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট। *(সূরা নিসা ৬ আয়াত)*

{إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا } (٨٦) سورة النساء

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী। *(ঐ ৮৬ আয়াত)*

এ নামের দ্বিতীয় অর্থ যথেষ্টকারী। বান্দার সকল কাজের জন্য তিনিই যথেষ্ট। তিনি সকল কাজের তওফীকদাতা। বান্দার দুশ্চিন্তার জন্য তিনিই যথেষ্ট। বিশেষ ক'রে যে তাঁর উপর সঠিক অর্থে ভরসা রাখে, তার জন্য তিনি যথেষ্ট। তিনি বলেন,

{وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا }

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করবে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট হবেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা পূরণ করবেনই। আল্লাহ সবকিছুর জন্যে স্থির করেছেন নির্দিষ্ট মাত্রা। *(সূরা ত্বালাক্ব ৩ আয়াত)*

তিনি তাঁর নবীকে বলেন,

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ } (٦٤) سورة الأنفال

অর্থাৎ, হে নবী! তোমার জন্য ও তোমার অনুসারী বিশ্বাসিগণের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। *(সূরা আনফাল ৬৪ আয়াত)*

{قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ }

অর্থাৎ, বল, 'তাহলে তোমরা ভেবে দেখেছ কি? আল্লাহ আমার অনিষ্ট চাইলে তোমরা তাঁকে ছাড়া যাদেরকে আহবান কর, তারা কি সেই অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে চাইলে তারা কি সেই অনুগ্রহকে রোধ করতে পারবে?' বল, 'আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা তাঁরই উপর নির্ভর ক'রে থাকে।' *(সূরা যুমার ৩৮ আয়াত)*

কঠিন বিপদের সময় বান্দার জন্য মহান প্রভু ছাড়া আর কেই-বা রক্ষাকর্তা আছে? কেই-বা শত্রুর ষড়যন্ত্রের মুকাবিলা করার আছে? কেই-বা আছে শত্রুর আযাব থেকে মুক্তিদাতা? কে আছে যে হিংসুকের হিংসা থেকে রক্ষা করবে? যখন কেউ নেই, তখন এ কথাই বলতে হয় যে, "হাসবুনাল্লাহু অনি'মাল অকীল।"

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, ইব্রাহীম ﷺ-কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তখন তিনি "হাসবুনাল্লাহু অনি'মাল অকীল" বলেছিলেন। আর মুহাম্মাদ ﷺ এটি তখন বলেছিলেন, যখন লোকেরা বলেছিল যে, '(কাফের) লোকেরা তোমাদের মুকাবিলার জন্য সমবেত হয়েছে; ফলে তোমরা তাদেরকে ভয় কর। কিন্তু এ কথা তাদের ঈমানকে বাড়িয়ে দিল এবং তারা বলল, "হাসবুনাল্লাহু অনি'মাল অকীল।" অর্থাৎ, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক।

মহান আল্লাহ বলেন,

{الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (١٧٣) فَانقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُواْ رِضْوَانَ اللّهِ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ } (١٧٤) سورة آل عمران

অর্থাৎ, যাদেরকে লোকেরা বলেছিল যে, তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হয়েছে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় কর। কিন্তু এ (কথা) তাদের বিশ্বাস দৃঢ়তর করেছিল

এবং তারা বলেছিল, 'আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক।' তারপর তারা আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহসহ ফিরে এসেছিল, কোন অনিষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করেনি এবং আল্লাহ যাতে সন্তুষ্ট হয়, তারা তারই অনুসরণ করেছিল। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল। *(সূরা আলে ইমরান ১৭৩-১৭৪ আয়াত)*

اَلْحَفِيْظُ (আল হাফীয)

তত্ত্বাবধায়ক, রক্ষণাবেক্ষণকারী, হিফাযতকারী। মহান আল্লাহ হূদ عليه السلام-এর উক্তি উদ্ধৃত ক'রে বলেন,

{فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ } (٥٧) سورة هود

অর্থাৎ, অতঃপর যদি তোমরা বিমুখ হয়ে যাও, তাহলে আমাকে যে পয়গাম দিয়ে তোমাদের প্রতি পাঠানো হয়েছে, আমি তা তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। আর আমার প্রতিপালক অন্য কোন জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন এবং তোমরা তাঁর কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না; নিশ্চয় আমার প্রতিপালক প্রত্যেক বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণ ক'রে থাকেন।' *(সূরা হূদ ৫৭ আয়াত)*

{ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ } (سبأ: ٢١)

অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালক সর্ববিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক। *(সূরা সাবা' ২১ আয়াত)*

'আল-হা-ফিয' নামের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, এর দু'টি অর্থ রয়েছে ঃ-

১। তিনি বান্দার সমস্ত আমল জানেন এবং তার সংরক্ষণ করেন। প্রকাশ্য ও গুপ্ত, ভাল ও মন্দ সকল প্রকার আমল তিনি লওহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ করেছেন। অতঃপর বান্দার সাথে ফিরিশ্তা মোতায়েন ক'রে সবকিছু নোট ক'রে রাখেন। যা আমলনামা রূপে কিয়ামতে সকলের হাতে হাতে প্রদান করবেন এবং সেই অনুযায়ী বান্দাকে স্থান দেবেন জান্নাতে অথবা জাহান্নামে।

২। তিনি সৃষ্টির হিফাযত করেন।

(ক) আমভাবে তিনি সকলের বংশ-রক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। তাদেরকে যথাযথ রুযী দিয়ে, ভাল-মন্দ ও উপকারী-অপকারী জিনিসের জ্ঞান দিয়ে, সমাজ-ব্যবস্থা দিয়ে, প্রয়োজনীয় সবকিছু প্রদান ক'রে, পথনির্দেশ ক'রে বেঁচে থাকার তাকীদ করেছেন।

তিনি মূসা عليه السلام-এর উক্তি উল্লেখ ক'রে বলেন,

{رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى } (٥٠) سورة طــه

অর্থাৎ, আমাদের প্রতিপালক তিনি যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর পথ নির্দেশ করেছেন। *(সূরা ত্বাহা ৫০ আয়াত)*

অর্থাৎ, কিভাবে সে জীবন-ধারণ করবে, কি উপায়ে রুযী লাভ করবে, কিভাবে নিজ বংশ-রক্ষা করবে, তার পথ-নির্দেশ করেছেন। বরং প্রাণীর বংশ-রক্ষার তিনি এমন ব্যবস্থা করেছেন যে, সে না চাইলেও কামনার বশীভূত হয়ে যৌনক্ষুধা মিটাতে গিয়ে জন্ম হয় নতুন প্রজন্মের।

মহান আল্লাহর এই হিফাযতে সারা সৃষ্টি শামিল। মু'মিন-কাফের, জীব-জন্তু, গাছ-পালা সবকিছুই। বরং তিনি পৃথিবী ও আকাশমন্ডলীরও হিফাযত ক'রে থাকেন এবং তাতে তাঁর ক্লান্তি নেই। তিনি বলেন,

{إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْــدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا } (٤١) سورة فاطر

অর্থাৎ, আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে (ধরে) স্থির রেখেছেন, যাতে ওরা কক্ষচ্যুত না হয়। ওরা কক্ষচ্যুত হলে তিনি ব্যতীত কেউ ওগুলিকে (ধরে) স্থির রাখতে পারে না? তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ। *(সূরা ফাত্বির ৪১ আয়াত)*

{وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ }

অর্থাৎ, তাঁর কুরসী আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী পরিব্যাপ্ত। আর সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। তিনি সুউচ্চ, মহামহিম। *(সূরা বাক্বারাহ ২৫৫ আয়াত)*

আকাশকে তিনি উচ্ছৃঙ্খল শয়তান থেকেও হিফাযতে রেখেছেন। তিনি বলেন,

{إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ (٤) رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ (٥) إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ (٦) وَحِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ (٧) لا يَـــسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلإِ الأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ (٨) دُحُوراً وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ (٩) إِلاَّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ } (١٠) سورة الصافات

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই তোমাদের উপাস্য এক। যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং ওদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছুর রক্ষক, রক্ষক পূর্বাচলের। আমি তোমাদের নিকটবর্তী

আকাশকে নক্ষত্ররাজি দ্বারা সুশোভিত করেছি এবং একে প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান হতে রক্ষা করেছি। ফলে শয়তানরা ঊর্ধ্ব জগতের কিছু শ্রবণ করতে পারে না। ওদের ওপর সকল দিক হতে (উল্কা) নিক্ষিপ্ত হয়; ওদেরকে বিতাড়নের জন্য। আর ওদের জন্য আছে অবিরাম শাস্তি। তবে কেউ গোপনে হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে। *(সূরা স্বাফ্‌ফাত ৬-১০ আয়াত)*

(খ) খাসভাবে তিনি তাঁর নেক বান্দাদের হিফাযত ক'রে থাকেন। তিনি তাদেরকে গোনাহ থেকে দূরে রাখেন। রোগীকে দূরে রাখার মত তাদেরকে দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে মত্ত হওয়া থেকে দূরে রাখেন।

মহানবী ﷺ বলেন, "যে মানুষ দুনিয়াকে ভালোবাসতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তার প্রতি সদয় হয়ে তাকে দুনিয়াদারী থেকে ঠিক সেইরূপ বাঁচিয়ে নেন; যেরূপ রোগী ব্যক্তিকে ক্ষতিকর পানাহার থেকে সাবধানে রাখা হয়।" *(আহমদ, হাকেম, সহীহুল জামে' ১৮১৪নং)*

দয়াপূর্বক তিনি তাদেরকে নানা বিপদ ও ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করেন। ঈমানে সন্দেহ পোষণ থেকে, দ্বীন ও দুনিয়ার ফিতনা থেকে, শয়তান জ্বিন ও ইনসান, নারী, অর্থ, গদি ও প্রসিদ্ধির ফিতনা থেকে, যালেম শত্রুর কবল থেকে এবং যাবতীয় ক্ষতিকর জিনিস ও কাজ থেকে রক্ষা করেন। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ } (٣٨) الحج

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাসীদেরকে রক্ষা করেন। নিশ্চয় তিনি কোন বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না। *(সূরা হাজ্জ ৩৮ আয়াত)*

তাঁর এই রক্ষণাবেক্ষণ খাস বান্দাগণ লাভ ক'রে থাকে। আম্বিয়া, আওলিয়া, স্বালেহীনগণ তা লাভ করেছেন। আর মহানবী ﷺ তা লাভ করার একটি ব্যাপক নীতি ও পদ্ধতি বলে দিয়েছেন,

احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ.

অর্থাৎ, তুমি আল্লাহর (বিধানসমূহের) রক্ষণাবেক্ষণ কর, (তাহলে) আল্লাহও তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। *(তিরমিযী)*

তিনি বিশেষ তদবীরের ফলে তাঁর নেক বান্দাদের হিফাযত ক'রে থাকেন। যেমন ঃ-

শয়নকালে আয়াতুল কুরসী পড়লে সারা রাত শয়তান থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

শয়নকালে সূরা বাক্বারার শেষ দুই আয়াত পড়লেও আল্লাহর হিফাযত লাভ হয়।

সকাল-সন্ধ্যায় 'তিন-কুল' পড়লেও নিরাপত্তা লাভ হয়।

সকাল-সন্ধ্যায় নির্দিষ্ট দুআ পড়লে জীব-জন্তু তথা জ্বিন ইত্যাদি থেকে সুরক্ষা লাভ হয়।

পেশাব-পায়খানায় যাবার আগে, সহবাসের পূর্বে, বাড়ি প্রবেশের পূর্বে আল্লাহর নির্দিষ্ট যিক্‌র করলে শয়তান থেকে নিরাপত্তা লাভ করা যায়।

বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় নির্দিষ্ট দুআ পড়লে তাঁর হিফাযত লাভ হয়। ইত্যাদি।

اَلْحَقُّ (আল হাক্ক)

এ নামের অর্থ ঃ হক, সত্য, প্রকৃত। চির সত্য মহান আল্লাহ। যাঁকে মিথ্যাজ্ঞান করার কোন উপায় নেই। যাঁর অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। যাঁকে অস্বীকার করার কোন পথ নেই। জ্ঞানিগণ সেই সত্য উপলব্ধি করেন।

তাঁর বাণী সত্য, তাঁর কর্ম সত্য, তাঁর রসূল সত্য, তাঁর কিতাবসমূহ সত্য, তাঁর দ্বীন সত্য, তাঁর ইবাদত সত্য, তিনিই একমাত্র সত্য মা'বূদ, আর অন্যান্য মা'বূদ বাতিল। কিয়ামত সত্য, তাঁর জান্নাত সত্য, তাঁর জাহান্নাম সত্য, তাঁর ওয়াদা সত্য, তাঁর সকল গুণাবলী সত্য।

মহান আল্লাহ বলেন,

{ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ } (٦٢) سورة الحج، لقمان ٣٠

অর্থাৎ, এ জন্যও যে, আল্লাহ; তিনিই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে আহবান করে, তা নিঃসন্দেহে অসত্য। আর আল্লাহ; তিনিই তো সমুচ্চ, সুমহান। *(সূরা হাজ্জ ৬২, লুক্বমান ৩০ আয়াত)*

{يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ } (٢٥) النور

অর্থাৎ, সেদিন আল্লাহ তাদের প্রাপ্য প্রতিফল পুরোপুরি দেবেন এবং তারা জানবে, আল্লাহই সত্য, স্পষ্ট প্রকাশক। *(সূরা নূর ২৫ আয়াত)*

{فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ } (٣٢) يونس

অর্থাৎ, সুতরাং তিনিই হচ্ছেন আল্লাহ, যিনি তোমাদের প্রকৃত প্রতিপালক। অতএব সত্যের পর ভ্রষ্টতা ছাড়া আর কি আছে? তবে তোমরা (সত্য ছেড়ে)

কোথায় ফিরে যাচ্ছ? *(সূরা ইউনুস ৩২ আয়াত)*

মহান সত্য আল্লাহর নিকট থেকেই সত্য সমাগত। সেই চির সত্যকে গ্রহণ ক'রে থাকে সত্যাশ্রয়ী মানুষেরা। আর সত্য-বিরোধী যারা, তারা সীমালংঘনকারী, অত্যাচারী। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا } (٢٩) سورة الكهف

অর্থাৎ, বল, 'সত্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে সমাগত; সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক ও যার ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করুক।' আমি সীমালংঘনকারীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি অগ্নি, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন ক'রে থাকবে।.... *(সূরা কাহফ ২৯ আয়াত)*

اَلْحَكَمُ (আল-হাকাম)

এ নামের অর্থ ঃ হাকিম, বিচারক, বিচারকর্তা, বিধানদাতা, হুকুমকর্তা। মহান আল্লাহ বান্দাদের মাঝে মীমাংসা করেন, ফায়সালা করেন। তিনি রসূল ও কিতাব প্রেরণ ক'রে মানুষের বিচার করেন। তিনি বলেন,

{كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ } (٢١٣) سورة البقرة

অর্থাৎ, মানুষ (আদিতে) একই জাতিভুক্ত ছিল। (পরে মানুষেরাই বিভেদ সৃষ্টি করে।) অতঃপর আল্লাহ নবীগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেন; এবং মানুষের মধ্যে যে বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল, তার মীমাংসার জন্য তিনি তাদের সাথে সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেন। *(সূরা বাক্বারাহ ২১৩ আয়াত)*

তাঁরই হুকুম, বিচার ও বিধান দুনিয়ায় চলবে। তিনি সৃষ্টিকর্তা, তিনিই ভাল জানেন মানুষের ভাল-মন্দ। সুতরাং কেবল তাঁরই বিচার মানুষের জন্য উপযুক্ত। বিধান দেওয়া কেবল তাঁরই সাজে।

{إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ } (٥٧) سورة الأنعام

অর্থাৎ, (বিচার) কর্তৃত্ব তো আল্লাহরই; তিনি সত্য বিবৃত করেন এবং তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ফায়সালাকারী। *(সূরা আনআম ৫৭ আয়াত)*

{أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ } (٥٠) سورة المائدة

অর্থাৎ, তবে কি তারা প্রাগ্-ইসলামী (জাহেলী) যুগের বিচার-ব্যবস্থা পেতে চায়? খাঁটি বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিচারে আল্লাহ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর? *(সূরা মাইদাহ ৫০ আয়াত)*

তাঁর বিধান ও বিচার যে অচল ও অমান্য করবে সে কাফের যালেম, নচেৎ ফাসেক।

{وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } (٤٤) سورة المائدة

{وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ } (٤٥) سورة المائدة

{وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } (٤٧) سورة المائدة

অর্থাৎ, আর আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুসারে যারা বিধান দেয় না (বিচার-ফায়সালা করে না), তারাই কাফের, যালেম (অথবা) ফাসেক। *(সূরা মাইদাহ ৪৪, ৪৫, ৪৭ আয়াত)*

পক্ষান্তরে মু'মিনগণ সে বিচার সর্বান্তকরণে মেনে নেন। ফলে তাঁরাই হন ইহ-পরকালে সফলকাম।

{إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } (٥١) سورة النور

অর্থাৎ, যখন বিশ্বাসীদেরকে তাদের মধ্যে মীমাংসা ক'রে দেওয়ার জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের দিকে আহবান করা হয়, তখন তারা তো কেবল এ কথাই বলে, 'আমরা শ্রবণ করলাম ও মান্য করলাম।' আর ওরাই হল সফলকাম। *(সূরা নূর ৫১ আয়াত)*

আল্লাহর নবী ﷺ বিচারক এক সাহাবীর উপনাম 'আবুল হাকাম' পরিবর্তন ক'রে বলেছিলেন, "নিশ্চয় আল্লাহই 'হাকাম' (বিচারক), সকল বিচার-ফায়সালা তাঁরই।" *(আবু দাউদ, নাসাঈ, হাকেম, ইবনে হিব্বান)*

পক্ষান্তরে কেউ দুনিয়ার বিচার থেকে ফাঁকে থেকে গেলে, আখেরাতের বিচার থেকে রেহাই অবশ্যই পাবে না। মহান আল্লাহ শেষ ফায়সালার দিন অবশ্যই ফায়সালা ক'রে দেবেন।

{وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ } (١٢٤) سورة النحل

অর্থাৎ, তারা যে বিষয়ে মতভেদ করত তোমার প্রতিপালক অবশ্যই কিয়ামতের দিন সে বিষয়ে তাদের মাঝে বিচার-ফায়সালা ক'রে দেবেন। *(সূরা নাহল ১২৪ আয়াত)*

{الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ}

অর্থাৎ, সে দিন আল্লাহরই আধিপত্য হবে; তিনিই তাদের বিচার করবেন; যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তারা অবস্থান করবে সুখময় জান্নাতে। *(সূরা হাজ্জ ৫৬ আয়াত)*

'হুকম'-এর আসল অর্থ হল ঃ ফাসাদ, বিপর্যয়, অশান্তি, দুর্নীতি প্রভৃতি থেকে বাধা দেওয়া ও বিরত রাখা। এই জন্য এই কাজে নিযুক্ত প্রধানকে 'হাকেম' (গভর্নর বা শাসক) বলা হয়।

اَلْحَكِيْمُ (আল-হাকীম)

এ নামের অর্থ প্রজ্ঞাময়, হিকমত-ওয়ালা। যাঁর প্রতি কথা ও কাজে হিকমত থাকে, যুক্তি থাকে, প্রজ্ঞা থাকে। যাঁর বিধান, আদেশ ও নিষেধ হিকমতে ভরপুর, যাঁর সকল কর্ম যুক্তিযুক্ত এবং সকল সৃষ্টি নৈপুণ্যে পরিপূর্ণ। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (التوبة: ٢٨)

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞাতা, প্রজ্ঞাময়। *(সূরা তাওবাহ ২৮ আয়াত)*

তিনি এমন প্রজ্ঞাময় যে,

{وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا} (٢) سورة الفرقان

অর্থাৎ, তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে যথোচিত আকৃতি দান করেছেন। *(সূরা ফুরক্বান ২ আয়াত)*

তিনি যা কিছুই সৃষ্টি করেছেন, তার পিছনে কোন না কোন যুক্তি অবশ্যই আছে। তিনি কোন কিছু ফালতু সৃষ্টি করেননি। তাঁর কোন কর্মই বেকার নয়।

হিকমত বলা হয় প্রত্যেক জিনিসকে যথাস্থানে রাখা এবং প্রত্যেককে তার যথাযথ মান দান করাকে। মহান আল্লাহ হাকীম। তিনি মহাজ্ঞানী। তিনি প্রত্যেক জিনিসের প্রথম অবস্থা ও শেষ পরিণাম সম্পর্কে অবগত। তিনি মহাশক্তিমান ও পরম দয়াবান। তিনি প্রত্যেক জিনিসকে যথাস্থানে সুশোভিত ক'রে সৃষ্টি করেন। যে জিনিস যেখানে রাখার দরকার, সেখানে রাখেন। প্রত্যেক বস্তুকে তার উপযুক্ত স্থান দান করেন।

শুধু নিজ দেহের কথাই ভেবে দেখুন। কি হিকমতের সাথে কি সুন্দর আকৃতি

দিয়ে তিনি এ অবয়ব দান করেছেন! যেখানে চোখ দরকার, সেখানে চোখ দিয়েছেন এবং যেখানে কান দরকার, সেখানে কান দিয়েছেন। যদি চোখের জায়গায় কান এবং কানের জায়গায় চোখ হত, তাহলে কেমন লাগত?

ভেবে দেখুন ঃ-

চোখের উপর লোম কেন?

কানের এমন ভাঁজ কেন? এমন আকার কেন?

হাতে-পায়ে আঙ্গুল কেন? আঙ্গুলে ছাপ কেন? ইত্যাদি ইত্যাদি।

নিশ্চয় এক একটি হিকমত আছে এ সবকিছুর পশ্চাতে।

কেন তিনি এ বিশ্বজাহান রচনা করলেন? কেন এ পৃথিবী, চাঁদ, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টি করলেন? কেন মানুষ সৃষ্টি করলেন? কেন গাছ-পালা সৃষ্টি করলেন?

কেন আপনাকে ধনী ও আমাকে গরীব করলেন? কেন তাঁর অবাধ্য ও অস্বীকারকারীদেরকে জাগতিক সুখ-সমৃদ্ধি দিলেন? এ সবকিছুর পিছনে তাঁর হিকমত আছে।

বলা বাহুল্য, তাঁর হিকমত দুই প্রকার। প্রথম প্রকার হিকমত রয়েছে তাঁর সমগ্র সৃষ্টিতে; সৃষ্টির বৈচিত্রে ও নৈপুণ্যে।

আর দ্বিতীয় প্রকার হিকমত রয়েছে তাঁর বিধি-বিধানে, রসূল ও কিতাব প্রেরণে। তিনি রসূলগণকে হিকমত দান করেছেন। কিতাবসমূহকে হিকমতে ভরপুর ক'রে অবতীর্ণ করেছেন।

কেন খুনের বদলে খুনের বিধান দিলেন? কেন ব্যভিচারীর এ শাস্তি দিলেন? কেন চোরের হাত কাটা যাবে? কেন সূদ, মদ, জুয়া হারাম করলেন? কেন? কেন? এ সবের পিছনে বড় বড় হিকমত আছে।

যে জিনিসের তিনি আদেশ করেছেন, তাতে মানুষের পূর্ণ হারে অথবা অধিকাংশ হারে কল্যাণ আছে। আর যে জিনিস তিনি নিষেধ করেছেন, তাতে মানুষের পূর্ণ হারে অথবা অধিকাংশ হারে অকল্যাণ আছে। সৃষ্টিকর্তা তার সবটাই জানেন, মানুষ তা না-ও জানতে পারে।

হিকমত আছে তাঁর তকদীর সংক্রান্ত বিধানে, বিধি-নিষেধ সংক্রান্ত বিধানে এবং দণ্ডবিধি সংক্রান্ত বিধানে।

পৃথিবীর মানুষ যদি শান্তি চায়, তাহলে মানুষের মনগড়া বিধান বর্জন ক'রে সৃষ্টিকর্তার বিধান মেনে নিক, মানুষের তৈরী করা নীতি ত্যাগ ক'রে আল্লাহর নীতি

অবলম্বন করুক, শান্তি অনিবার্যরূপে দেশে দেশে শোভা বর্ধন করবে। হিকমত-ওয়ালা দূত প্রেরণ করেছেন পৃথিবীবাসীর জন্য শান্তিস্বরূপ।

اَلْحَلِيْمُ (আল হালীম)

এ নামের অর্থঃ সহিষ্ণু, সহ্যশীল। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ}

অর্থাৎ, জেনে রাখ, আল্লাহ তোমাদের মনোভাব জানেন। অতএব তাঁকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, বড় সহিষ্ণু। *(সূরা বাক্বারাহ ২৩৫)*

তিনি সহিষ্ণু, যিনি তাঁর বিরোধী ও অবাধ্যদের আচরণ সহ্য ক'রে নেন, শাস্তি দেওয়ার বা প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি তাড়াহুড়া করেন না। বরং নির্ধারিত সময়ের অপেক্ষা করেন। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا} (٤٥) سورة فاطر

অর্থাৎ, আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করলে ভূপৃষ্ঠে কোন জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেন না। কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। সুতরাং তাদের নির্দিষ্ট সময় যখন এসে পড়বে, তখন অবশ্যই আল্লাহ তাঁর দাসদের ব্যাপারে সম্যক দ্রষ্টা। *(সূরা ফাত্বির ৪৫ আয়াত)*

নাস্তিক তাঁকে অস্বীকার করে, তা তিনি সহ্য করেন!

কাফের কুফরী করে, তিনি তা সহ্য করেন!

মুনাফিক্ব মুনাফিক্বী ও কপটতা করে, তা তিনি সহ্য করেন!

ফাসেক্ব ফাসেক্বী ও পাপ করে এবং বারবার করে, তা-ও তিনি সহ্য ক'রে নেন!

মুশরিক তাঁর ইবাদতে শির্ক করে, তা-ও তিনি সহ্য ক'রে নেন!

কত মানুষ তাঁকে, তাঁর রসূলকে এবং বন্ধুদেরকে গালাগালি করে, তাও তিনি সহ্য করেন!

কত দুশমন তাঁর বন্ধুদেরকে হত্যা করে, তাও তিনি সহ্য ক'রে নেন!

তাদের শাস্তির ব্যাপারে জলদিবাজি করেন না। বরং তাদেরকে ঢিল দেন, সময় দেন, সুযোগ দেন, অবকাশ দেন। যাতে তারা তওবা করে, সৎপথে ফিরে আসে।

শুধু সহ্যই নয়, বরং তিনি তাদেরকে আরো সুখ দেন, আরো সমৃদ্ধি দেন, আরো

দান দেন!

কেউ কি পারবে তার দাসের অবাধ্যতা সহ্য করতে? কতবার পারবে?

কেউ কি পারবে নিজের স্ত্রী বা ক্রীতদাসীর ব্যভিচার করা দেখে সহ্য করতে?

কেউ কি পারবে নিজের আশ্রিতজনের নিমকহারামি সহ্য করতে?

কেউ কি পারবে তার আচরণ সহ্য করতে, যে তার নুন খায়, অথচ অপরের গুণ গায়?

তিনি কত বড় সহ্যশীল, ধৈর্যশীল ও ক্ষমাশীল! তাঁর কি কোন সমতুল আছে?

اَلْحَمِيْدُ (আল-হামীদ)

এ নামের অর্থঃ প্রশংসিত, প্রশংসার্হ। মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ} (فاطر: ١٥)

অর্থাৎ, হে মানুষ! তোমরা তো আল্লাহর মুখাপেক্ষী, কিন্তু আল্লাহ; তিনিই অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ। *(সূরা ফাত্বির ১৫ আয়াত)*

মহান আল্লাহ নিজ সত্তা, নামাবলী, গুণাবলী ও কর্মাবলীতে প্রশংসার্হ। যেহেতু তাঁর নামাবলী সুন্দর, তাঁর গুণাবলী সুন্দর এবং তাঁর কর্মাবলী সুনিপুণ। তিনি সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহশীল ও ন্যায়পরায়ণ।

যাঁর সুন্দর গুণাবলী এবং কল্যাণময় কর্মাবলী হয়, তিনি তো প্রশংসিত হবেনই। প্রশংসনীয় কাজের জন্যই তিনি প্রশংসার্হ।

সারা সৃষ্টি তাঁর গুণ গায়, প্রশংসা করে এবং প্রশংসার সাথে তসবীহ পড়ে। যেহেতু তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তাদেরকে রুযী দান ক'রে থাকেন এবং যাবতীয় অনুগ্রহ দানে ধন্য করেন। তিনি তাদেরকে যে হালেই রাখেন, সেই হালেই প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। কারণ কারো নিজ বর্তমান হাল থেকে উত্তম হালে থাকার অধিকার নেই তাঁর উপর। সুখে থাকলে বান্দা তাঁর শুকর আদায় করে, তাতেও তাঁর প্রশংসা হয়। আর দুঃখ-কষ্ট পেলে ধৈর্য ধরে, ফলে তাতে পাপ ক্ষয় হয় ও মর্যাদা বৃদ্ধি হয় এবং তাতেও তার লাভ হয়, বিধায় তাতেও তাঁর প্রশংসা করতে হয়। সর্বাবস্থাতেই আল্লাহ 'আল-হামীদ' এবং সর্বক্ষেত্রেই 'আল-হামদু লিল্লাহ।'

যে কোন বস্তুর প্রশংসা করা হোক, আসলে প্রশংসা হয় তাঁর। যে শিল্পীরই প্রশংসা হোক, আসল প্রশংসা সেই শিল্পীর সৃষ্টিকর্তার। যে জ্ঞানেরই প্রশংসা হোক, আসলে

প্রশংসা হয় সেই জ্ঞানদাতার।

মহান আল্লাহ প্রশংসার যোগ্য বলেই তিনি নিজের জন্য প্রশংসা পছন্দ করেন এবং নিজের প্রশংসা নিজেই করেন। তিনি বান্দাকে তাঁর প্রশংসা করতে আদেশ দেন। যে বান্দা তাঁর প্রশংসা করে, তিনি তার প্রতি খুশী হন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ঐ বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন, যে খাবার খায়, অতঃপর তার উপর আল্লাহর প্রশংসা করে অথবা পানি পান করে, অতঃপর তার উপর আল্লাহর প্রশংসা করে।” *(মুসলিম)*

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন শুরু হয়েছে তাঁর প্রশংসা দিয়ে। আর তাঁর রসূল ﷺ যখনই কোন গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতেন, তখনই শুরু করতেন তাঁর প্রশংসা দিয়ে। তাঁর প্রশংসার কি কোন শেষ আছে? তিনি বলেন,

{وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ}

অর্থাৎ, তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন (সত্য) উপাস্য নেই, ইহকাল ও পরকালে সকল প্রশংসা তাঁরই এবং বিধান তাঁরই; তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। *(সূরা ক্বাস্বাস ৭০ আয়াত)*

اَلْحَيُّ (আল হাইয়্যু)

এ নামের অর্থ চিরঞ্জীব। তিনি সদা জীবিত। তিনি মরণের পর জীবন গ্রহণ করেননি; বরং প্রথম থেকেই তিনি জীবিত। আর না কোনদিন মরণ তাঁকে স্পর্শ করবে। মরণ তো তাঁর আয়ত্তে।

মহান আল্লাহ বলেন,

{اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ} (٢٥٥) سورة البقرة

অর্থাৎ, আল্লাহ! তিনি ব্যতীত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সব কিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। *(সূরা বাক্বারাহ ২৫৫ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} (٨٨) سورة القصص

অর্থাৎ, তুমি আল্লাহর সঙ্গে অন্য উপাস্যকে ডেকো না, তিনি ব্যতীত অন্য কোন

(সত্য) উপাস্য নেই । তাঁর মুখমন্ডল ব্যতীত সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল। বিধান তাঁরই এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। *(সূরা ক্বাস্বাস ৮৮ আয়াত)*

মহানবী ﷺ নিজ দুআয় বলতেন,

اَللّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِعِزَّتِكَ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِيْ، أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِيْ لاَ يَمُوْتُ وَالْجِنُّ وَالإِنْسُ يَمُوْتُوْنَ.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার ইজ্জতের অসীলায় পানাহ চাচ্ছি যে, তুমি আমাকে পথভ্রষ্ট করো না। তুমি ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই। তুমিই সেই চিরঞ্জীব যাঁর মৃত্যু নেই। আর দানব ও মানব সকলে মৃত্যুবরণ করবে। *(বুখারী, মুসলিম ২৭১৭নং)*

اَلْحَيِيُّ (আল হায়িয়্যু)

এ নামের মানে হল লজ্জাশীল। মহানবী ﷺ বলেন, “নিশ্চয় তোমাদের প্রভু লজ্জাশীল অনুগ্রহপরায়ণ, বান্দা যখন তাঁর দিকে দুই হাত তোলে, তখন তা শূন্য ও নিরাশভাবে ফিরিয়ে দিতে বান্দা থেকে লজ্জা করেন।” *(আবুদাঊদ ২/৭৮, তিরমিযী ৫/৫৫৭)*

তিনি বান্দার ইচ্ছা অনুযায়ী কিছু করেন বা না করেন, দেন বা না দেন, তাতে কোন ভয় করেন না, ভয় করেন না নিন্দা বা ভর্ৎসনার। তবুও তিনি এত বড় মহানুভব যে, বান্দা হাত পাতলে, তাকে না দিতে লজ্জাবোধ করেন!

নির্লজ্জ বান্দা নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা প্রদর্শন করে, আর প্রভু তা লোকমাঝে প্রকাশ করতে অথবা ক্ষমা না করতে লজ্জাবোধ করেন!

তিনি লজ্জাশীল, বান্দার জন্যও লজ্জাশীলতা পছন্দ করেন। আর সে জন্যই তাঁর রসূল ﷺ লজ্জাশীলতাকে ঈমানের একটি শাখা বলে ঘোষণা করেছেন। *(মুসলিম ৩৫, আবূ দাঊদ, তিরমিযী প্রমুখ)*

তিনি বলেছেন, “তুমি আল্লাহ আয্যা অজাল্লকে সেইরূপ লজ্জা কর, যেরূপ তোমার সম্প্রদায়ের নেক লোকদেরকে লজ্জা ক’রে থাক।” *(সিলসিলাহ সহীহাহ ৭৪১নং)*

মহান আল্লাহ লজ্জাশীল, তবে তিনি হক বলতে ও বয়ান করতে লজ্জা ও সংকোচবোধ করেন না। *(আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, মিশকাত ৪৩৩, ৩১৯২নং)*

মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا} (٢٦) سورة البقرة

অর্থাৎ, আল্লাহ মশা কিংবা তার থেকে উচ্চ (অথবা ক্ষুদ্র) পর্যায়ের কোন বস্তুর

উদাহরণ দিতে লজ্জাবোধ করেন না। *(সূরা বাক্বারাহ ২৬ আয়াত)*

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَـاظِرِينَ إِنَـاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُـؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ} (٥٣) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের অনুমতি না দেওয়া হলে তোমরা আহার্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না ক'রে ভোজনের জন্য নবী-গৃহে প্রবেশ করো না। তবে তোমাদেরকে আহবান করা হলে তোমরা প্রবেশ কর এবং ভোজন-শেষে তোমরা চলে যাও; তোমরা কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়ো না। কারণ এ নবীর জন্য কষ্টদায়ক; সে তোমাদেরকে উঠে যাবার জন্য বলতে সংকোচ বোধ করে। কিন্তু আল্লাহ সত্য বলতে সংকোচবোধ করেন না। *(সূরা আহযাব ৫৩ আয়াত)*

اَلْخَالِقُ (আল খা-লিক্ব)

এ নামের অর্থ সৃজনকর্তা। এমন স্রষ্টা, যিনি বিনা নমুনায় সৃষ্টি করেন। তিনি যা কিছুই সৃষ্টি করেছেন, তার কোন নমুনা বা দৃষ্টান্ত বর্তমান ছিল না।

পিতামাতা ব্যতিরেকে আদমকে সৃষ্টি করেছেন, ডিম ব্যতিরেকে পক্ষীকূল এবং বীজ ব্যতিরেকে গাছ সৃষ্টি করেছেন।

যিনি উপাদান ছাড়াই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। বরং সকল উপাদানেরও সৃষ্টিকর্তা তিনিই।

তিনিই আসমান-যমীন এবং উভয়ের মধ্যস্থিত সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন,

{وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ}

অর্থাৎ, আমি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যস্থিত সব কিছু সৃষ্টি করেছি ছয় দিনে; আমাকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করেনি। *(সূরা ক্বাফ ৩৮ আয়াত)*

তিনিই সর্বপ্রথম মাটি থেকে অতঃপর বীর্যবিন্দু থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন আরো সব কিছু।

{ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ}

অর্থাৎ, এই তো আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক! তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনিই সব কিছুরই স্রষ্টা। সুতরাং তোমরা তাঁর উপাসনা কর। তিনি সব কিছুরই

তত্ত্বাবধায়ক। *(সূরা আনআম ১০২ আয়াত)*

اَلْخَبِيْرُ (আল খাবীর)

এ নামের অর্থ পরিজ্ঞাতা। যিনি সবকিছুর পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর রাখেন। যিনি প্রকাশ্য ও গুপ্ত, সম্ভব ও অসম্ভব, ঘটিত ও ঘটিতব্য, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ, ঊর্ধ্ব জগৎ ও নিম্নজগৎ সকল বিষয়ক খবর জানেন। তিনি সকল বস্তুর কল্যাণ ও অকল্যাণ বিষয়ক এবং তার পরিণামগত সকল খবর রাখেন। বান্দার সকল কর্মাকর্ম তিনি জানেন, তাঁর নিকট কিছু অজানা নয়, অবিদিত নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

{أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} (١٤) سورة الملك

অর্থাৎ, যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত। *(সূরা মুল্‌ক ১৪ আয়াত)*

اَلْخَلاَّقُ (আল খাল্লা-ক্ব)

এ নামের অর্থ মহাস্রষ্টা। যিনি অনেক অনেক সৃষ্টিকর্তা। সৃষ্টির পর সৃষ্টি ক'রে থাকেন। কোন কিছু সৃষ্টি করতে তিনি অক্ষম নন। মহান আল্লাহ বলেন,

{أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَى وَهُـوَ الْخَلَّـاقُ الْعَلِيمُ} (٨١) سورة يـس

অর্থাৎ, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি ওদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন? অবশ্যই, আর তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। *(সূরা ইয়াসীন ৮১ আয়াত)*

اَلدَّيَّانُ (আদ-দাইয়ান)

এ নামের অর্থ প্রতিফলদাতা। মহান আল্লাহ কোন কোন পুণ্যের প্রতিদান ও পাপের শাস্তি দুনিয়াতে দিলেও আখেরাতে দেবেন প্রত্যেক আমলের বিনিময়। প্রতিফল দিবসের মালিক সেদিন প্রত্যেক ভাল কাজের ভাল প্রতিদান দেবেন এবং মন্দ কাজের মন্দ প্রতিফল দান করবেন। হিসাব নেবেন প্রত্যেক মানুষের।

হিসাব-নিকাশের জন্য শাম দেশের মাটিতে সকল মানুষকে উলঙ্গ, খতনাহীন ও সম্বলহীন অবস্থায় জমায়েত করবেন। অতঃপর তিনি এমন শব্দে আহবান

করবেন, যা দূর থেকেও শোনা যাবে, যেমন নিকট থেকেও শোনা যাবে; বলবেন, 'আমিই সম্রাট, আমিই প্রতিফলদাতা।' *(আহমাদ)*

اَلرَّؤُوْفُ (আর রাউফ)

এ নামের অর্থ অত্যন্ত স্নেহশীল, স্নেহময়। মহান আল্লাহ বান্দার প্রতি বড় স্নেহশীল। তিনি বলেন,

{أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ} (٦٥) الحج

অর্থাৎ, তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার সমস্তকে এবং তাঁর নির্দেশে সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহকে। তিনিই আকাশকে ধরে রাখেন, যাতে ওটা পৃথিবীর উপর তাঁর অনুমতি ছাড়া পতিত না হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি চরম স্নেহশীল, পরম দয়ালু।

তাঁর স্নেহশীলতা এই যে, তিনি মানুষকে এত এত সুখ-সামগ্রী দান করেছেন।

তাঁর স্নেহশীলতা এই যে, তিনি মানুষকে শান্তি-দূতের মাধ্যমে শান্তির বিধান দিয়েছেন।

তাঁর স্নেহশীলতা এই যে, তিনি মানুষকে সেই ভার অর্পণ করেননি, যা বহন করার ক্ষমতা তার নেই।

তাঁর স্নেহশীলতা এই যে, তিনি মানুষকে তার কষ্টের সময় গুরুভার লাঘব করেছেন; অসুস্থ ও সফর অবস্থায় নামায-রোযা হাল্কা করেছেন। উপরন্তু সওয়াবও রেখেছেন সমান সমান।

স্নেহময় আল্লাহ মানুষকে বাঁচাতে চান, কিন্তু মানুষ দামাল শিশুর মত বাঁচার পরোয়া করে না!

اَلرَّبُّ (আর-রাব্ব)

এ নামের অর্থ প্রভু, প্রতিপালক, পালনকর্তা। যিনি সারা বিশ্বকে প্রয়োজনীয় সব কিছু দিয়ে লালন-পালন করেন। মানুষের 'রূহ' সৃষ্টির পর মাতৃগর্ভে শুক্রবিন্দুকে

বিশেষরূপে লালন-পালন ক'রে পরিণত করেন রক্তপিন্ডে, অতঃপর রক্তপিন্ডকে পরিণত করেন মাংসপিন্ডে এবং মাংসপিন্ডকে পরিণত করেন অস্থিপঞ্জরে; অতঃপর অস্থি-পঞ্জরকে ঢেকে দেন মাংস দ্বারা; অবশেষে ওকে গড়ে তোলেন অন্য এক সৃষ্টিরূপে। তিনি মানুষকে দুর্বলরূপে সৃষ্টি করেন, অতঃপর দুর্বলতার পর তিনি শক্তি দান করেন, শক্তির পর আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য।

তিনিই পরিমিত রুযী দিয়ে সকল জীবের প্রতিপালন করেন।

তিনিই তাঁর খাস বান্দার হৃদয়কে বিশেষরূপে প্রস্তুত করেন, সে হৃদয়ে তাঁর ভীতি সঞ্চার করেন, তাঁর প্রতি তাকে আকৃষ্ট করেন, তার চরিত্র সুন্দর করেন। তাকে তিনি হিফাযত করেন।

গাছ-পালার বীজ মাটিতে ফেলা হয়। তিনিই তা অঙ্কুরিত ও প্রতিপালিত করেন। পানি দিয়ে, আলো দিয়ে, মাটি থেকে খাদ্য যুগিয়ে তিনিই ফুল-ফল-শস্য উৎপাদন করেন।

আসল প্রভু ও প্রতিপালক তিনিই। তিনি একাই কি সকল প্রকার উপাসনা পাওয়ার অধিকারী নন? তিনি ছাড়া যদি আসল প্রতিপালক কেউ না থাকে, তাহলে তিনি ছাড়া উপাস্য হওয়ার যোগ্যতা আর কে রাখে?

তিনি বলেন,

{قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبّاً وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ} (الأنعام: ١٦٤)

অর্থাৎ, বল, 'আমি কি আল্লাহকে ছেড়ে অন্য প্রতিপালককে অন্বেষণ করব? অথচ তিনিই সব কিছুর প্রতিপালক। *(সূরা আনআম ১৬৪ আয়াত)*

اَلرَّحْمنُ (আর-রাহমান)

এ নামের অর্থ পরম করুণাময়।

اَلرَّحِيْمُ (আর-রাহীম)

এর অর্থ অতি দয়াবান। তাঁর দয়া ও করুণার কোন সীমা নেই, শেষ নেই। তাঁর দয়া সকল সৃষ্টিতে বিস্তৃত। তাঁর দয়া ব্যতীত কি একটি প্রাণীও মুহূর্তকাল বাঁচতে পারে?

তিনি দয়া নিজের উপর লিখে দিয়েছেন, দয়া করা তিনি নিজ কর্তব্য বলে স্থির করেছেন। *(সূরা আনআম ১২ আয়াত)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ যখন সৃষ্টিজগৎ রচনা সম্পন্ন করলেন, তখন একটি কিতাবে লিখে রাখলেন, যা তাঁরই কাছে তাঁর আরশের উপর রয়েছে, 'অবশ্যই আমার রহমত আমার গযব অপেক্ষা অগ্রগামী।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

তিনি আরো বলেন, "আল্লাহ তাআলা আসমান যমীন সৃষ্টি করার দিন একশ' রহমত সৃষ্টি করলেন। প্রতিটি রহমত আসমান ও যমীনের মধ্যস্থল পরিপূর্ণ (বিশাল)। অতঃপর তিনি তার মধ্য হতে একটি রহমত পৃথিবীতে অবতীর্ণ করলেন। ঐ একটির কারণেই মা তার সন্তানকে মায়া করে এবং হিংস্র প্রাণী ও পাখীরা একে অন্যের উপর দয়া ক'রে থাকে। অতঃপর যখন কিয়ামতের দিন হবে, তখন আল্লাহ এই রহমত দ্বারা সংখ্যা পূর্ণ করবেন।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

মানুষের প্রতি তিনি বড় কৃপাময়। কৃপা ক'রে তিনি বিশ্ববাসীর জন্য 'রহমত' স্বরূপ দয়ার রসূল পাঠিয়েছেন। *(সূরা আম্বিয়া ১০৭ আয়াত)*

সেই রসূলের অনুসারীদের জন্য রয়েছে খাস রহমত। তিনি বলেন,

{وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ } (١٥٦) سورة الأعراف

অর্থাৎ, আর আমার দয়া তা তো প্রত্যেক বস্তুতে পরিব্যাপ্ত। সুতরাং আমি তা (দয়া) তাদের জন্য নির্ধারিত করব, যারা সাবধান হয়, যাকাত দেয় ও আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করে। *(সূরা আ'রাফ ১৫৬ আয়াত)*

{إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ } (٥٦) سورة الأعراف

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহর রহমত সৎশীলদের নিকটবর্তী। *(সূরা আ'রাফ ৫৬ আয়াত)*

পক্ষান্তরে আল্লাহর দুশমনরা সে রহমত থেকে বঞ্চিত। তিনি বলেন,

{وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُوْلَئِكَ يَئِسُوا مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ }

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ এবং তাঁর সাক্ষাৎ অস্বীকার করে, তারাই আমার করুণা হতে নিরাশ হয়েছে। আর তাদের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি। *(সূরা আনকাবূত ২৩ আয়াত)*

মহান আল্লাহর রহমত আসমান-যমীনে ছড়িয়ে রয়েছে, প্রত্যেক বস্তুতে জড়িয়ে রয়েছে।

"তিনি মানুষের প্রতি স্নেহশীল দয়াময়।" *(সূরা বাক্বারাহ ১৪৩, হাজ্জ ৬৫ আয়াত)*

"সুতরাং তুমি আল্লাহর করুণার চিহ্ন লক্ষ্য কর, কিভাবে তিনি ভূমির মৃত্যুর পর একে পুনর্জীবিত করেন। নিঃসন্দেহে তিনি মৃতকে জীবিত করবেন এবং তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।" *(সূরা রূম ৫০ আয়াত)*

"তোমরা কি দেখ না যে, আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তোমাদের অধীন ক'রে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেছেন?" *(সূরা লুক্বমান ২০ আয়াত)*

"তোমাদের মাঝে যেসব সম্পদ রয়েছে, তা তো আল্লাহরই নিকট হতে।" *(সূরা নাহল ৫৩ আয়াত)*

"তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করলে ওর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না; আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।" *(ঐ ১৮ আয়াত)*

সূরা নাহলে মহান আল্লাহ বহু রহমত ও নিয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন সূরা রহমানে অনেক রহমত ও নিয়ামতের কথা উল্লেখ ক'রে জ্বিন ও ইনসানের কাছে ৩১ বার প্রশ্ন রেখেছেন,

{فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ }

অর্থাৎ, অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে?

তিনি মানুষের প্রতি এত বড় দয়াবান যে, মায়ের দয়া নিজ সন্তানের প্রতি তার তুলনায় কিছুই নয়।

একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কিছু সংখ্যক বন্দী এল। তিনি দেখলেন যে, বন্দীদের মধ্যে একজন মহিলা (তার শিশুটি হারিয়ে গেলে এবং স্তনে দুধ জমে উঠলে বাচ্চার খোঁজে অস্থির হয়ে) দৌড়াদৌড়ি করছে। হঠাৎ সে বন্দীদের মধ্যে কোন শিশু পেলে তাকে ধরে কোলে নিয়ে (দুধ পান করাতে লাগল। অতঃপর তার নিজের বাচ্চা পেয়ে গেলে তাকে বুকে-পেটে লাগিয়ে) দুধ পান করাতে লাগল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমরা কি মনে কর এই মহিলা তার সন্তানকে আগুনে ফেলতে পারে?" আমরা বললাম, 'না, আল্লাহর কসম!' তারপর তিনি বললেন, "এই মহিলাটি তার সন্তানের উপর যতটা দয়ালু, আল্লাহ তার বান্দাদের উপর তার চেয়ে অধিক দয়ালু।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মানুষের জন্য তাঁর সবচেয়ে বড় নিয়ামত হল ইসলাম এবং সবচেয়ে বড় পুরস্কার ও রহমত হল জান্নাত।

মহানবী ﷺ বলেন, "একদা জান্নাত ও জাহান্নামের বিবাদ হল। জাহান্নাম বলল,

'আমার মধ্যে উদ্ধত ও অহংকারী লোকেরা থাকবে।' আর জান্নাত বলল, 'দুর্বল ও দরিদ্র ব্যক্তিরা আমার ভিতরে বসবাস করবে।' অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদের মধ্যে ফায়সালা করলেন যে, 'তুমি জান্নাত আমার রহমত, তোমার দ্বারা আমি যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করব। আর তুমি জাহান্নাম আমার শাস্তি, তোমার দ্বারা আমি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেব। আর তোমাদের উভয়কেই পরিপূর্ণ করা আমার দায়িত্ব।" *(মুসলিম)*

কিয়ামতের দিন যাঁরা সে পুরস্কার ও রহমত লাভ করবেন, তাঁদের চেহারা উজ্জ্বল হবে।

{وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } (١٠٧) آل عمران

অর্থাৎ, যাদের মুখমন্ডল উজ্জ্বলবর্ণ হবে, তারা আল্লাহর করুণায় অবস্থান করবে। সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। *(সূরা আলে ইমরান ১০৭ আয়াত)*

আর সেই রহমতের জান্নাত আমলের জোরেও পাওয়া যাবে না। আর-রহমানুর রহীম আল্লাহর সেই রহমত লাভ করতেও তাঁর খাস রহমতের দরকার আছে।

মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা (আমলে) অতিরঞ্জন ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করো না। তোমরা সুসংবাদ নাও ও জেনে রাখ যে, তোমাদের মধ্যে কেউই আর না আমি (আল্লাহর রহমত ছাড়া) নিজ আমলের বলে পরিত্রাণ পেতে পারব। যদি না আল্লাহ আমাকে তাঁর করুণা ও অনুগ্রহ দ্বারা আচ্ছাদিত করেন।" *(আহমাদ, মুসলিম, ইবনে মাজাহ)*

সুতরাং সমস্ত প্রশংসা সেই বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের জন্য, যিনি পরম করুণাময় অতি দয়াবান।

{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ } (الفاتحة: ٢، ٣)

اَلرَّزَّاقُ (আর রায্যা-ক্ব)

এ নামের অর্থ মহারুযীদাতা। রুযী হল তাই, যার দ্বারা রোয রোয (প্রত্যহ) জীবনধারণ করা যায়, যাকে জীবিকা বা জীবনোপকরণও বলা হয়।

জীবিকা কারো পরিমিত, কারো অপরিমিত। যাকে যেমন প্রয়োজন, মহান আল্লাহ তাকে তত পরিমাণ রুযী দান ক'রে থাকেন। অনেককেই তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্তও দান ক'রে থাকেন।

সাধারণতঃ তাঁর এই রুযী দুই প্রকার; আম ও খাস।

আম রুযী হল তাই, যা সকল সৃষ্টি লাভ ক'রে থাকে। সকল জীব জীবন ধারণের জন্য যে প্রয়োজনীয় পানাহার লাভ ক'রে থাকে, তাও আল্লাহরই তরফ হতে। তিনি পৃথিবীতে খাদ্য-ভান্ডার দান করেছেন। সেই খাদ্যের সম্পর্ক রেখেছেন আকাশের সাথে। *(সূরা যারিয়াত ২২ আয়াত দ্রঃ)* সূর্যের সাথে বৃষ্টি এবং বৃষ্টির সাথে উদ্ভিদের এমন জড়াজড়ি সম্পর্ক যে, কোন একটা না হলে জীবের জীবনধারণই সম্ভব নয়।

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ } (٥٦) {مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيـــدُ أَن يُطْعِمُونِ } (٥٧) {إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ } (٥٨) سورة الذاريات

অর্থাৎ, আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন ও মানুষকে কেবল এ জন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে। আমি তাদের নিকট হতে জীবিকা চাই না এবং এও চাই না যে, তারা আমার আহার্য যোগাবে। নিশ্চয় আল্লাহ; তিনিই রুযী দাতা প্রবল, পরাক্রান্ত। *(সূরা যারিয়াত ৫৬-৫৮ আয়াত)*

{وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا } (٦) سورة هود

অর্থাৎ, ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী কোন এমন প্রাণী নেই, যার রুযী আল্লাহর দায়িত্বে নেই। *(সূরা হূদ ৬ আয়াত)*

{وَكَأَيِّن مِن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ }

অর্থাৎ, এমন বহু জীব-জন্তু আছে, যারা নিজেদের রুযী বহন করে না; আল্লাহই ওদেরকে এবং তোমাদেরকে রুযী দান করেন। আর তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা। *(সূরা আনকাবূত ৬০ আয়াত)*

দ্বিতীয় প্রকার রুযী হল রূহের খোরাক, হৃদয়ের জীবিকা। আর তা হল ঈমানের আলো, হিদায়াতের জ্যোতি, ইলমের নূর। সঠিক ইসলাম ও সহীহ আক্বীদার জ্ঞান। নেক আমল, সুন্দর চরিত্র ও অমায়িক ব্যবহার। এগুলি অতিরিক্ত উচ্চ পর্যায়ের রুযী। আর এ হল মহান আল্লাহর তরফ থেকে খাস বান্দাগণের জন্য খাস রুযী।

اَلرَّفِيْقُ (আর-রাফীক্ব)

এ নামের অর্থ সঙ্গী, কৃপানিধি, যাঁর কাজে নম্রতা ও ধীরতা থাকে। যাঁর কাজে কঠোরতা ও তাড়াহুড়া থাকে না।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ কৃপাময়। তিনি সকল বিষয়ে নম্রতা ও কৃপা পছন্দ করেন।" *(বুখারী ৬০২৪, মুসলিম ২১৬৫নং)*

মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় তিনি বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ কৃপাময়। তিনি নম্রতা পছন্দ করেন। আর নম্রতার উপর যা প্রদান করেন তা কঠোরতার উপর বরং এ ব্যতীত অন্য কিছুর উপর প্রদান করেন না।" *(মুসলিম ২৫৯৩ নং)*

মহান আল্লাহর সকল কাজে নম্রতা ও ধীরতা থাকে। তিনি যে কোন কাজ ইচ্ছা করলে 'কুন' বলে নিমিষে করতে পারেন। কিন্তু তা না ক'রে ধীরে ধীরে করেন। তিনি ছয় দিনে আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। *(সূরা আ'রাফ ৫৪ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, "বল, তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার করবেই, যিনি দু'দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাবে? তিনি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালক। তিনি তাতে (পৃথিবীতে) অটল পর্বতমালা স্থাপন করেছেন এবং স্থাপন করেছেন কল্যাণ এবং চার দিনের মধ্যে তাতে খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন, সমানভাবে সকল অনুসন্ধানীদের জন্য। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন, যা ছিল ধূম্রপুঞ্জবিশেষ। অতঃপর তিনি ওকে (আকাশকে) ও পৃথিবীকে বললেন, 'তোমরা উভয়ে ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় এস।' ওরা বলল, 'আমরা তো অনুগত হয়ে আসলাম।' অতঃপর তিনি আকাশমন্ডলীকে দু'দিনে সপ্তাকাশে পরিণত করলেন এবং প্রত্যেক আকাশের নিকট তার কর্তব্য ব্যক্ত করলেন। আর আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করলাম প্রদীপমালা দ্বারা এবং তাকে করলাম সুরক্ষিত। এ সব পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা।" *(সূরা হা-মীম সাজদাহ ৯-১২ আয়াত)*

পাপীকে শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে তিনি তাড়াহুড়া করেন না, উপদেশের ব্যাপারেও নম্রতা প্রয়োগ করেন, প্রয়োগ করতে বলেন।

'আরা-রাফীক্ব'-এর এক অর্থ সঙ্গী।

মহানবী ﷺ-এর মৃত্যু-যন্ত্রণা শুরু হলে তিনি পাশে রাখা পাত্রের পানিতে দুই

হাত ডুবিয়ে নিজ মুখমন্ডল মুছতে মুছতে বলেছিলেন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। মৃত্যুর রয়েছে কঠিন যন্ত্রণা।"

সবশেষে তিনি হাত অথবা আঙ্গুল উত্তোলন করলেন এবং উপর দিকে দৃষ্টি স্থির রাখলেন। এ সময় তাঁর ঠোঁট দুটি নড়ে উঠল। এ সময় তিনি বললেন, "হে আল্লাহ! নবী, সিদ্দীক, শহীদগণ এবং সৎব্যক্তিগণ; যাঁদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ তুমি আমাকে তাঁদের দলভুক্ত কর। আমাকে ক্ষমা ক'রে দাও। আমার প্রতি তুমি দয়া কর। ((اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى))

হে আল্লাহ! আমাকে তুমি সুমহান সঙ্গীর সাথে মিলিত কর।"

অতঃপর শেষ কথাটি তিনবার পুনরাবৃত্তি করে তাঁর হাত অবশ হয়ে লুটিয়ে পড়ে। *(বুখারী, মুসলিম)*

اَلرَّقِيْبُ (আর-রাক্বীব)

এ নামের অর্থ তত্ত্বাবধায়ক, পর্যবেক্ষক, পরিদর্শক। মহান আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন করেন। সকল শব্দ তিনি শুনতে পান, সকল দৃশ্য তিনি দেখতে পান, সকল ঘটনা তিনি জানতে পারেন। গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু লক্ষ্য করেন। চোরা চাহনি ও অন্তরের গোপন কল্পনা সম্বন্ধেও তিনি সম্যক খবর রাখেন। বান্দা যা করে, তার প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখেন। মহান আল্লাহ ঈসা عليه السلام-এর উক্তি উদ্ধৃত ক'রে বলেন,

{وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} (١١٧) سورة المائدة

অর্থাৎ, যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম, ততদিন আমি ছিলাম তাদের ক্রিয়াকলাপের সাক্ষী। কিন্তু যখন তুমি আমাকে তুলে নিলে, তখন তুমিই তো ছিলে তাদের ক্রিয়াকলাপের পর্যবেক্ষক। আর তুমি সর্ব বস্তুর উপর সাক্ষী। *(মাইদাহ ১১৭)*

{وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا} (٥٢) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, আল্লাহ সমস্ত কিছুর উপর তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখেন। *(সূরা আহযাব ৫২ আয়াত)*

তিনি সকল কিছুর পর্যবেক্ষক। তিনি মুহূর্তের জন্যও সৃষ্টি থেকে উদাসীন নন। তিনি চিরঞ্জীব, সদাজাগ্রত।

اَلسُّبُّوْحُ (আস-সুব্বূহ)

এ নামের অর্থ অতি নিরঞ্জন, বড় পাক ও পূত-পবিত্র। মহানবী ﷺ নামাযের রুকূ ও সিজদায় বলতেন,

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ.

অর্থাৎ, অতি নিরঞ্জন, অসীম পবিত্র ফিরিশ্তামন্ডলী ও জিবরীল ﷺ-এর প্রভু (আল্লাহ)। *(মুসলিম, আবূ আওয়ানাহ, মিশকাত ৮৭২ নং)*

নিঃসন্দেহে তিনি সকল শ্রেণীর দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র, সকল প্রকার মন্দ থেকে তিনি পবিত্র। তিনি স্ত্রী-সন্তান ও শরীক থেকে পবিত্র। সারা বিশ্বের সকল কিছু তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে; তিনি বলেন,

{أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ} (٤١) سورة النور

অর্থাৎ, তুমি কি দেখ না যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা এবং উড়ন্ত পাখীদল আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? সকলেই তাঁর প্রশংসা এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি জানে। আর ওরা যা করে, সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত। *(সূরা নূর ৪১ আয়াত)*

اَلسِّتِّيْرُ (আস-সিত্তীর)

এ নামের অর্থ অতি গোপনকারী। মহান আল্লাহ বান্দার প্রতি বড় মেহেরবান। তিনি তার ত্রুটি ঢাকতে চান, পাপ গোপন করতে চান এবং গোপনেই তা ক্ষমা করতে চান। তাকে তওবার সুযোগ দিয়ে বাঁচিয়ে নিতে চান।

তিনি চান না যে, বান্দা কোন পাপ ক'রে ফেললে তা প্রকাশ করুক।

তাঁর রসূল ﷺ বলেছেন, "আমার প্রত্যেক উম্মতের পাপ মাফ ক'রে দেওয়া হবে, তবে যে প্রকাশ্যে পাপ করে (অথবা পাপ ক'রে বলে বেড়ায়) তার পাপ মাফ করা হবে না। আর পাপ প্রকাশ করার এক ধরন এও যে, একজন লোক রাত্রে কোন পাপ ক'রে ফেলে, অতঃপর আল্লাহ তা গোপন ক'রে নেন। (অর্থাৎ, কেউ তা জানতে পারে না।) কিন্তু সকাল বেলায় উঠে সে লোকের কাছে বলে বেড়ায়,

'হে অমুক! গত রাতে আমি এই এই কাজ করেছি।' রাতের বেলায় আল্লাহ তার পাপকে গোপন রেখে দেন; কিন্তু সে সকাল বেলায় আল্লাহর সে গোপনীয়তাকে নিজে নিজেই ফাঁস ক'রে ফেলে।" *(বুখারী ৬০৬৯নং, মুসলিম)*

তিনি চান না যে, বান্দা অপরের পাপ দেখলে তা প্রচার করুক। বরং তা নিয়ে চর্চা, গীবত, চুগলী ইত্যাদি না ক'রে গোপন রাখুক।

তাঁর নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন মুসলিমের দোষত্রুটি গোপন ক'রে নেবে, আল্লাহ তার দোষত্রুটিকে দুনিয়া ও আখেরাতে গোপন ক'রে নেবেন। আর আল্লাহ তাঁর বান্দার সহায় থাকেন যতক্ষণ বান্দা তার ভায়ের সাহায্যে থাকে।---" *(মুসলিম ২৬৯৯নং)*

তিনি চান না যে, মুসলিমদের মাঝে পাপ ও অশ্লীলতার প্রসার ঘটুক। এই জন্য তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন,

{إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (١٩) سورة النور

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাসীদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার পছন্দ করে, তাদের জন্য আছে ইহলোকে ও পরলোকে মর্মন্তুদ শাস্তি। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না। *(সূরা নূর ১৯ আয়াত)*

তাঁর এই 'আস-সিত্তীর' নামের মধ্যেও রয়েছে 'আল-হালীম' (সহিষ্ণু) নামের মহিমা। কত বড় সহ্যশীল তিনি যে, নিজের অবাধ্যতা করা দেখেও তা গোপন করেন! তা প্রকাশ ক'রে লোকমাঝে তাকে লাঞ্ছিত করতে চান না।

শুধু ইহকালেই নয়, পরকালেও কিয়ামতের লোকারণ্যে তাঁর খাস বান্দাকে সকলের সামনে লাঞ্ছিত করবেন না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "কিয়ামতের দিন ঈমানদারকে রাব্বুল আলামীনের এত নিকটে নিয়ে আসা হবে যে, আল্লাহ তাআলা তার উপর নিজ পর্দা রেখে তার পাপসমূহের স্বীকারোক্তি আদায় ক'রে নেবেন। তাকে জিজ্ঞেস করবেন, 'এই পাপ তুমি জান কি? এই পাপ চিন কি?' মু'মিন বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি জানি।' তিনি বলবেন, 'আমি পৃথিবীতে তোমার পাপকে গোপন রেখেছি, আর আজ তা তোমার জন্য ক্ষমা ক'রে দিচ্ছি।' অতঃপর তাকে তার নেক আমলের আমলনামা দেওয়া হবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

পাপ কাজ না হলেও যা লজ্জাশীলতা ও গোপনীয়তার কাজ তা গোপনে করা ভাল। কেউ না দেখলেও আল্লাহকে লজ্জা করা ভাল। তাঁকে গোপন করতে না পারলেও বাহ্যিক লজ্জাশীলতা প্রদর্শন করা ভাল। এই জন্য প্রস্রাব-পায়খানা, গোসল, স্ত্রী-সহবাস ইত্যাদির সময়ে লোকচক্ষু হতে গোপনীয়তা অবলম্বন করা জরুরী। বরং কেউ না দেখলেও আল্লাহকে লজ্জা ক'রে পর্দা করা উত্তম।

মহানবী ﷺ বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ লজ্জাশীল, গোপনকারী। তিনি লজ্জাশীলতা ও গোপনীয়তাকে পছন্দ করেন। সুতরাং যখন তোমাদের কেউ গোসল করবে, তখন সে যেন গোপনীয়তা অবলম্বন করে (পর্দার সাথে করে)।" *(আবূ দাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত ৪৪৭নং)*

নির্জনে থাকলেও গোপনীয় অঙ্গ গোপন রাখতে উদ্বুদ্ধ করেছেন তাঁর নবী ﷺ। তিনি বলেছেন, "তুমি তোমার স্ত্রী ও ক্রীতদাসী ছাড়া অন্যের নিকটে লজ্জাস্থানের হিফাযত কর।" সাহাবী বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! লোকেরা আপোসে এক জায়গায় থাকলে?' তিনি বললেন, "যথাসাধ্য চেষ্টা করবে, কেউ যেন তা মোটেই দেখতে না পায়।" সাহাবী বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! কেউ যদি নির্জনে থাকে?' তিনি বললেন, "মানুষ অপেক্ষা আল্লাহ এর বেশী হকদার যে, তাঁকে লজ্জা করা হবে।" *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৩১১৭নং)*

এক ব্যক্তি মহানবী ﷺ-এর নিকট অসিয়ত চাইলে তিনি তাকে বললেন, "আমি তোমাকে এই অসিয়ত করি যে, তুমি আল্লাহকে সেইরূপ লজ্জা করবে, যেরূপ তুমি তোমার সম্প্রদায়ের ভালো লোকদেরকে ক'রে থাক।" *(সিলসিলাহ সহীহাহ ৭৪১নং)*

অবশ্য আল্লাহকে লজ্জা করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

{أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ} (٥) سورة هود

অর্থাৎ, জেনে রাখ, তারা নিজ নিজ বুক কুঞ্চিত করে, যাতে তাঁর দৃষ্টি হতে লুকাতে পারে। জেনে রাখ, তারা যখন নিজেদের কাপড় (দেহে) জড়ায়, তিনি তখনও সব জানেন যা কিছু তারা গোপন করে এবং যা কিছু প্রকাশ করে। তিনি তো মনের ভিতরের কথাও জানেন।

উক্ত আয়াতটি সেই সকল মুসলিমদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা লজ্জার

খাতিরে পেশাব-পায়খানার সময় এবং স্ত্রী-সহবাসের সময় উলঙ্গ হওয়াকে অপছন্দ করত; এই ভেবে যে, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দেখছেন। ফলে তারা এই সময় লজ্জাস্থান আবৃত করার নিমিত্তে নিজেদের বক্ষদেশকে ঘুরিয়ে দিত। আল্লাহ তাআলা বলেন, রাত্রের অন্ধকারে যখন তারা বিছানাতে নিজেদেরকে কাপড় দ্বারা আচ্ছাদিত করে, তখনও তিনি তাদেরকে দেখেন এবং তাদের চুপে চুপে ও প্রকাশ্যে আলাপনকেও তিনি জানেন। উদ্দেশ্য হল যে, লজ্জা-শরম আপন জায়গায় ঠিক আছে, কিন্তু তাতে এত বাড়াবাড়ি করা ঠিক নয়। কারণ যে সত্তার কারণে তারা এরূপ করে, তাঁর নিকট তা গুপ্ত নয়। তবে এরূপ কষ্ট করায় লাভ কি? *(তফসীর আহসানুল বায়ান)*

اَلسَّلاَمُ (আস্-সালা-ম)

এ নামের অর্থ শান্তি, নিরবদ্য। মহান আল্লাহ বলেন,

{هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ...} (الحشر: ٢٣)

অর্থাৎ, তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোন (সত্য) উপাস্য নেই। তিনিই অধিপতি, পবিত্র, নিরবদ্য...। *(সূরা হাশ্র ২৩ আয়াত)*

মহানবী ﷺ নামাযের সালাম ফিরে তিনবার 'আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহ' বলার পর বলতেন,

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি শান্তি (সকল ত্রুটি থেকে পবিত্র) এবং তোমার নিকট থেকেই শান্তি। তুমি বরকতময় হে মহিমময়, মহানুভব! *(মুসলিম ১/৪১৪)*

বলাই বাহুল্য যে, মহান আল্লাহ নিরবদ্য। তিনি সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র। তিনি সমনাম, সদৃশ, সমতুল, সমকক্ষ, প্রতিদ্বন্দ্বী ও শরীক হতে পবিত্র।

আল্লাহ-দ্রোহী দুশমনরা তাঁর সম্বন্ধে যে কুধারণা রাখে ও যে কুমন্তব্য করে, সে সকল থেকে তিনি ঊর্ধ্বে।

'সিল্‌ম' ধাতু থেকে গঠিত শব্দ 'সালাম'। 'সালাম' মানে শান্তি ও নিরাপত্তা। সেই শব্দ থেকেই গঠিত 'ইসলাম'; যার অর্থ আত্মসমর্পণ করা। শান্তির ধর্মে ইসলামের অনুসারীদের আপোসের অভিবাদন হল 'সালাম'। বেহেশ্‌তবাসীদের অভিবাদনও তাই। যেহেতু সকলের প্রভুর নাম 'আল-সালাম'। তিনিই সুখ-শান্তিদাতা, নিরাপত্তাবিধায়ক।

اَلسَّمِيْعُ (আস সামী')

এ নামের অর্থ হল সর্বশ্রোতা। মহান আল্লাহ সকল শব্দ শোনেন। সকল ভাষা, সকল প্রয়োজনের স্বর, দূর ও কাছের, আকাশ ও পৃথিবীর, প্রকাশ্য ও গোপন সকল প্রকার আওয়াজ তিনি শ্রবণ করেন।

বান্দাদের কথা শোনার সময় তাঁর নিকট শব্দের মিশ্রণ ঘটে না, এত ভাষার শব্দের মাঝে তাঁর কাছে কোন গোলমাল বাধে না। তিনি বলেন,

{سَوَاء مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ }

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যে গোপনে কথা বলে এবং যে তা প্রকাশ্যে বলে, যে রাত্রে আত্মগোপন করে এবং যে দিবসে প্রকাশ্যে বিচরণ করে, তারা (আল্লাহর জ্ঞানে) সবাই সমান। *(সূরা রা'দ ১০ আয়াত)*

{قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ } (١) سورة المجادلة

অর্থাৎ, (হে রসূল!) অবশ্যই আল্লাহ শুনেছেন সেই নারীর কথা, যে তার স্বামীর বিষয়ে তোমার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করছে। আল্লাহ তোমাদের কথোপকথন শুনেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। *(সূরা মুজাদিলাহ ১ আয়াত)*

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, মহান আল্লাহ কিভাবে মানুষের কথা শুনে থাকেন যে, (খাওলা বিনতে মালেক বিন সা'লাবা রাযিয়াল্লাহু আনহা নামক) একটি মহিলা রসূল ﷺ- এর সাথে বাদানুবাদ করছিল এবং তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করছিল। আমি তার কথা শুনতে পাইনি, কিন্তু মহান আল্লাহ সাত আসমানের উপর থেকে তার কথা শুনে নিয়েছেন। *(ইবনে মাজাহ ঃ ভূমিকা, বুখারীতেও বিনা সনদে সংক্ষিপ্তভাবে তাওহীদ অধ্যায়ে এ বর্ণনা রয়েছে)*

একদা হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কার পথে চলতে চলতে সাহাবাগণ জোরেশোরে তকবীর ও তসবীহ পড়ছিলেন। তা শুনে মহানবী ﷺ তাঁদেরকে বললেন, "হে লোক সকল! তোমরা নিজেদের প্রতি নম্রতা প্রদর্শন কর। কেননা, তোমরা কোন বধির ও অনুপস্থিতকে ডাকছ না। তিনি তো তোমাদের সঙ্গেই রয়েছেন। তিনি সর্বশ্রোতা ও নিকটবর্তী।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

মহান আল্লাহর শোনার অর্থ দুই শ্রেণীর। প্রথম অর্থ হল শব্দ শোনা, যা জীব নিজ কান দ্বারা শুনে থাকে। তিনি সকল গুপ্ত ও প্রকাশ্য, কাছের ও দূরের সকল প্রকার শব্দ শুনতে পান।

আর দ্বিতীয় অর্থ হল কবুল করা। অর্থাৎ, তিনি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা কবুল করেন এবং তার মনস্কামনা পূর্ণ করেন অথবা প্রতিদান দেন। যেমন তিনি ইব্রাহীম ﷺ-এর উক্তি উদ্ধৃত ক'রে বলেন,

{الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء }

অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য যিনি আমাকে (আমার) বার্ধক্য সত্ত্বেও ইসমাঈল ও ইসহাককে দান করেছেন। আমার প্রতিপালক অবশ্যই দুআ শ্রবণকারী। *(সূরা ইব্রাহীম ৩৯ আয়াত)*

এবং যাকারিয়ার প্রার্থনা উদ্ধৃত ক'রে বলেন,

{هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء }

অর্থাৎ, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তুমি তোমার নিকট থেকে সৎ বংশধর দান কর। নিশ্চয় তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী। *(সূরা আলে ইমরান ৩৮ আয়াত)*

আর মহানবী ﷺ দুআতে বলতেন,

(اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الأَرْبَعِ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لاَ يُسْمَعُ).

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট চারটি জিনিস থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি; এমন ইল্ম থেকে যা উপকারী নয়, এমন অন্তর থেকে যা বিনয়ী নয়, এমন মন থেকে যা তৃপ্ত হয় না এবং এমন দুআ থেকে যা কবুল করা হয় না। *(আহমাদ আবূ দাঊদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ২৪৬৪নং)*

اَلسَّيِّدُ (আস সাইয়িদ)

এ নামের মানে হল প্রভু, সর্দার।

একদা কিছু সাহাবা মহানবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, 'আপনি আমাদের সাইয়িদ (সর্দার)।' তা শুনে তিনি বললেন, "আস-সাইয়িদ (প্রকৃত সর্দার বা প্রভু) হলেন আল্লাহ।" তাঁরা বললেন, 'তাহলে আপনি মর্যাদায় আমাদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও বদান্য ব্যক্তি।' তিনি বললেন, "তোমরা যা বলছ তা বল অথবা তার কিছু বল,

আর শয়তান যেন তোমাদেরকে (অসঙ্গত কথা বলতে) অবশ্যই ব্যবহার না করে।" *(আহমাদ, আবূ দাঊদ, মিশকাত ৪৯০০নং)*

সারা সৃষ্টি তাঁর মুখাপেক্ষী। সবাই তাঁর হুকুমে হাজির। যেমন মানুষদের সর্দার বা নেতা যিনি হন, তিনি তাদের মাথা ও প্রধান হন। সকল কাজে তাঁর প্রতি রুজু করা হয়, তাঁর হুকুম তামিল করা হয়, তাঁর আদেশ ও নিষেধ মান্য করা হয়, তাঁর পরামর্শ নিয়ে কাজ করা হয়, তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী পথ চলা হয়। তেমনি মহান আল্লাহ সকলের সৃষ্টিকর্তা, 'আস-সাইয়িদ' নামের আসল উপযুক্ত তিনিই।

যদিও মানুষকে 'সাইয়িদ', সৈয়দ বা সর্দার বলা যায়। মহানবী ﷺ বলেছেন, 'আমি আদম সন্তানদের সাইয়িদ বা সর্দার।' *(মুসলিম, তিরমিযী, মিশকাত ৫৭৪১, ৫৭৬১নং)* কিন্তু সেই 'আস-সাইয়িদ' ও এই সৈয়দের মধ্যে স্রষ্টা ও সৃষ্টির পার্থক্য রয়েছে। তাঁর মত কেউ কি হতে পারে?

اَلشَّافِيْ (আশ্‌শা-ফী)

এ নামের অর্থ আরোগ্যদাতা, রোগ দূরকারী। নিশ্চয় মহান আল্লাহ আমাদের রোগ দেন এবং তিনিই তা দূর করেন। ইব্রাহীম ﷺ বলেছিলেন,

{وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ} (٨٠) سورة الشعراء

অর্থাৎ, আমি রোগাক্রান্ত হলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন। *(সূরা শুআরা ৮০ আয়াত)*

আর মহানবী ﷺ রোগী ঝাড়তে বলতেন,

أَذْهِبِ الْبَأْسَ، رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِيُ لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاءُكَ شِفَاءً لاَّ يُغَادِرُ سُقْماً.

অর্থাৎ, কষ্ট দূর করে দাও হে মানুষের প্রতিপালক! এবং আরোগ্য দান কর, তুমিই আরোগ্যদাতা, তোমার আরোগ্য দান ছাড়া কোন আরোগ্য নেই। এমন আরোগ্য দান কর, যাতে কোন পীড়া অবশিষ্ট না থাকে। *(বুখারী, মুসলিম)*

মহান আল্লাহ যেমন শারীরিক রোগ দূর করেন, তেমনি বান্দার হার্দিক রোগও দূর ক'রে থাকেন। তিনি কুরআন কারীমকে আরোগ্য স্বরূপ অবতীর্ণ করেছেন। তিনি বলেন,

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ} (٥٧) سورة يونس

অর্থাৎ, হে মানব জাতি! তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের তরফ হতে উপদেশ ও অন্তরের রোগের নিরাময় এবং বিশ্বাসীদের জন্য পথপ্রদর্শক ও করুণা সমাগত হয়েছে। *(সূরা ইউনুস ৫৭ আয়াত)*

{وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا}

অর্থাৎ, আমি অবতীর্ণ করি কুরআন, যা বিশ্বাসীদের জন্য আরোগ্য ও করুণা, কিন্তু তা সীমালংঘনকারীদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। (সূরা বানী ইস্রাঈল ৮২ আয়াত)

যেমন তিনি নানা বিপদ ও রোগ-বালা থেকে মু'মিনের দেহকে রক্ষা করেন, তেমনি সন্দেহ, হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি থেকে তার হৃদয়কে সুস্থ রাখেন।

তিনিই আসল আরোগ্যদাতা। মানুষ হল চিকিৎসক। চিকিৎসকে চিকিৎসা করে, রোগ ভালো করেন মহান আল্লাহ তিনি ছাড়া কেউ কি পারে সুস্থতা বিধান করতে? তিনিই কি 'আশ্‌-শা-ফী' নামের যোগ্য অধিকারী নন?

اَلشَّاكِرُ (আশ্‌শা-কির)

এ নামের অর্থ হল গুণগ্রাহী, পুরস্কারদাতা। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَكَانَ اللّهُ شَاكِراً عَلِيماً} (النساء:١٤٧)

অর্থাৎ, বস্তুতঃ আল্লাহ গুণগ্রাহী, সর্বজ্ঞ। *(সূরা নিসা ১৪৭ আয়াত)*

اَلشَّكُوْرُ (আশ্‌শাকূর)

এ নামের অর্থ গুণগ্রাহী। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ}

অর্থাৎ, যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান কর, তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তা বহুগুণ বৃদ্ধি করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ গুণগ্রাহী, সহনশীল। *(সূরা তাগাবুন ১৭ আয়াত)*

কোন বান্দার গুণ থাকলে মহান আল্লাহ তা গ্রহণ করেন, তার প্রশংসা করেন এবং তার উপর পুরস্কার দেন। উত্তম আমল হলে তিনি তার বহুগুণ বদলা দেন। একটা নেকীকে তিনি দশ থেকে সাতশ' বরং তারও বেশী গুণে পরিণত করেন। কোন কোন আমলের বদলা তিনি সত্বর দান ক'রে থাকেন। তিনি তাঁর জন্য কৃত

বিশুদ্ধ কোন আমলের পুরস্কার নষ্ট করেন না।

কেউ তাঁর জন্য কোন খারাপ জিনিস ত্যাগ করলে, তিনি তাকে উত্তম জিনিস দান করেন। যখন বান্দা তাঁকে স্মরণ করে, তখন তিনি তার সঙ্গী হন। যদি সে তাঁকে অন্তরে স্মরণ করে, তাহলে তাকেও তিনি তাঁর অন্তরে স্মরণ করেন, যদি সে তাঁকে কোন সভায় স্মরণ করে, তবে তিনি তাকে তার চেয়ে উত্তম সভায় স্মরণ ক'রে থাকেন। যখন বান্দা তাঁর দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, তখন তিনি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হন। যখন সে তাঁর দিকে এক হাত অগ্রসর হয়, তখন তিনি তার দিকে দু'হাত অগ্রসর হন। আর যখন সে তাঁর দিকে হেঁটে আসে, তখন তিনি তার দিকে দৌড়ে যান। যে তাঁকে উত্তম ঋণ দেয়, তিনি তাকে তা বহুগুণে বর্ধিত ক'রে পরিশোধ করেন।

اَلشَّهِيْدُ (আশ্‌শাহীদ)

এ নামের অর্থ সাক্ষী, প্রত্যক্ষদর্শী। মহান আল্লাহ সমস্ত ঘটন-অঘটনের সাক্ষী ও প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি সবকিছু সরাসরি দেখছেন এবং সবকিছু সরাসরি শুনছেন। সবকিছুর উপর তাঁর জ্ঞান ও দৃষ্টি পরিব্যাপ্ত রয়েছে। তিনি বান্দার প্রত্যেক কর্মের উপর সাক্ষী। তিনি বলেন,

{إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ } (١٧) سورة الحـــج

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের উপর সাক্ষী। *(সূরা হাজ্জ ১৭ আয়াত)*

{وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَـيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي الـسَّمَاء وَلاَ أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ } (٦١) سورة يونس

অর্থাৎ, তুমি যে অবস্থাতেই থাক না কেন, যে অবস্থাতেই তুমি কুরআন হতে যা কিছু পাঠ কর না কেন এবং তোমরা যে কাজই কর না কেন, যখন তোমরা সে কাজ করতে শুরু কর, তখন আমি তোমাদের প্রত্যক্ষদর্শী হই; আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর ধূলিকণা পরিমাণও কোন বস্তু তোমার প্রতিপালকের (জ্ঞানের) অগোচর নয় এবং তা হতে ক্ষুদ্রতর অথবা তা হতে বৃহত্তর কোন কিছু নেই, যা সুস্পষ্ট গ্রন্থে (লাওহে মাহ্‌ফুযে লিপিবদ্ধ) নেই। *(সূরা ইউনুস ৬১ আয়াত)*

তিনি অন্তরের আভ্যন্তরিক ব্যাপারেও সাক্ষী থাকেন।

{إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ } (١) سورة المنافقون

অর্থাৎ, যখন মুনাফিক (কপট)রা তোমার নিকট আসে, তখন তারা বলে, 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রসূল।' আল্লাহ জানেন যে, তুমি নিশ্চয়ই তাঁর রসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। *(সূরা মুনাফিক্বুন ১ আয়াত)*

তিনি নিজের একত্ববাদের সাক্ষ্য দিয়েছেন,

{شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَـــهَ إِلاَّ هُـــوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } (١٨) سورة آل عمران

অর্থাৎ, আল্লাহ সাক্ষ্য দেন এবং ফিরিশ্তাগণ ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণও সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই। তিনি ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই; তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। *(সূরা আলে ইমরান ১৮ আয়াত)*

তিনি সবকিছুর সাক্ষী। আর সাক্ষী হিসাবে তিনিই যথেষ্ট।

{لَّكِنِ اللّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلآئِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا }

অর্থাৎ, কিন্তু আল্লাহ যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন, তিনি স্বয়ং তার সাক্ষী। তিনি তা নিজ জ্ঞান অনুসারে অবতীর্ণ করেছেন। এবং ফিরিশ্তাগণও তার সাক্ষী। আর সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। *(সূরা নিসা ১৬৬ আয়াত)*

তবুও বিচারে স্পষ্ট ন্যায়পরায়ণতা প্রকাশের জন্য তিনি কিয়ামতে রসূল ﷺ-কে সাক্ষী রাখবেন, উম্মতে মুহাম্মাদীকে অন্য উম্মতের সাক্ষী মানবেন, বান্দার নিজের হাত-পা ও চামড়াকে সাক্ষী বানাবেন।

اَلصَّمَدُ (আস্‌স্বামাদ)

এ নামের অর্থ ভরসাস্থল, অমুখাপেক্ষী, স্বয়ংসম্পূর্ণ। তিনি বলেন,

{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ } (الإخلاص: ١، ٢).

অর্থাৎ, বল, তিনি আল্লাহ এক। আল্লাহই ভরসাস্থল। *(সূরা ইখলাস ১-২ আয়াত)*

তিনি মহান প্রভু ও প্রতিপালক। তিনিই আপদে-বিপদে ও অভাবে-প্রয়োজনে সকলের অভীষ্ট। তিনি বলেন,

{يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ} (٢٩) سورة الرحمن

অর্থাৎ, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা আছে সবাই তাঁর নিকট প্রার্থনা করে, তিনি প্রত্যহ এক এক ব্যাপারে রত। *(সূরা রহমান ২৯ আয়াত)*

তিনিই অভাবশূন্য, স্বয়ংসম্পূর্ণ, অমুখাপেক্ষী। আর সকল সৃষ্টি অভাবী ও তাঁর মুখাপেক্ষী। সকলেই তাঁর অনুগ্রহের আশাধারী। আর তিনিই পূরণ করেন সকলের আশা ও প্রয়োজন।

তিনিই অমুখাপেক্ষী, যিনি জনক নন, জাতকও নন। তিনিই এমন সুমহান প্রভু, যিনি নিজ জ্ঞান, প্রজ্ঞা, শক্তি, সহিষ্ণুতা, মর্যাদা, গৌরব ও সকল সুন্দর গুণাবলীর গুণাধার।

তিনিই সেই প্রভু, যিনি কারো কোন পরোয়া করেন না। যিনি সৃষ্টির ধ্বংসের পরেও অবশিষ্ট থাকবেন। তিনিই অমুখাপেক্ষী, যাঁর পানাহারের প্রয়োজন হয় না; বরং তিনিই সৃষ্টিকে পানাহার করিয়ে থাকেন।

اَلطَّيِّبُ (আত্‌ত্বাইয়্যিব)

এ নামের অর্থ পবিত্র। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّباً ، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ . فَقَالَ تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً } [المؤمنون : ٥١] ، وَقَالَ تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ } [البقرة : ١٧٢] . ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ : يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، ومَلبَسُهُ حَرَامٌ ، وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ ؟)) رواه مسلم

অর্থাৎ, হে লোক সকল! আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করেন না। আর আল্লাহ মু'মিনদেরকে সেই কাজের নির্দেশ দিয়েছেন, যার নির্দেশ পয়গম্বরদেরকে দিয়েছেন। সুতরাং মহান আল্লাহ বলেছেন, "হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হতে আহার কর এবং সৎকর্ম কর।" *(সূরা মু'মিনূন ৫১ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, "হে বিশ্বাসীগণ! আমি তোমাদেরকে যে রুযী দিয়েছি তা থেকে পবিত্র বস্তু আহার কর এবং আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর; যদি তোমরা শুধু তাঁরই উপাসনা ক'রে থাক।" *(সূরা বাক্বারাহ ১৭২ আয়াত)*

অতঃপর তিনি সেই লোকের কথা উল্লেখ ক'রে বললেন, যে এলোমেলো চুলে, ধূলামলিন পায়ে সুদীর্ঘ সফরে থেকে আকাশ পানে দু' হাত তুলে 'ইয়া রব্ব! 'ইয়া রব্ব!' বলে দুআ করে। অথচ তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোশাক-পরিচ্ছদ হারাম এবং হারাম বস্তু দিয়েই তার শরীর পুষ্ট হয়েছে। তবে তার দুআ কিভাবে কবূল করা হবে? *(মুসলিম)*

الظَّاهِرُ (আয্‌-যা-হির)

এ নামের অর্থ হলঃ ব্যক্ত, অপরাভূত। মহান আল্লাহ বলেন,

{هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (٣) سورة الحديد

অর্থাৎ, তিনিই আদি, অন্ত, ব্যক্ত ও গুপ্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত। *(সূরা হাদীদ ৩ আয়াত)*

আল্লাহর নবী ﷺ তাঁর দুআতে বলতেন,

وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ.....

অর্থাৎ, তুমিই ব্যক্ত (অপরাভূত), তোমার ঊর্ধ্বে কিছু নেই এবং তুমিই (সৃষ্টির গোচরে) অব্যক্ত, তোমার নিকট অব্যক্ত কিছু নেই। *(মুসলিম)*

অর্থাৎ, তিনিই সবার উপরে, সবকিছুর ঊর্ধ্বে। সবাই তাঁর নিকট পরাভূত। তাঁর কুদরতের কাছে সকল সৃষ্টির শক্তি পর্বতের কাছে ধূলিকণার মত।

তাঁর চেয়ে বেশী সুস্পষ্ট অন্য কিছু নেই। তিনি তাঁর নিদর্শন ও কর্মাবলীতে প্রকাশ লাভ করেছেন। তাঁর অস্তিত্ব অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। তাঁর প্রকাশ্য দলীল, অকাট্য প্রমাণ এবং বিশ্ব-জাহানে ছড়িয়ে থাকা নিদর্শনে সকলের কাছে এ কথা ব্যক্ত যে, তিনিই একমাত্র প্রতিপালক ও যোগ্য উপাস্য।

পূর্বে 'আল-বাত্বিন' নামের অর্থে বলা হয়েছে যে, তিনি গুপ্ত। এখানে 'আয-যাহির' নামের অর্থ হল ব্যক্ত। বলা যায় যে, তিনি গুপ্ত ও অব্যক্ত, তাঁকে (দুনিয়াতে) দর্শন করা যায় না। আর তিনি ব্যক্ত; তাঁকে তাঁর নিদর্শন ও কর্ম দিয়ে চিনে নিতে হয়।

অথবা অর্থ এই যে, প্রকাশ্য সব কিছুর তিনি পরিজ্ঞাতা (আয-যাহির) এবং গুপ্ত সব কিছুর তিনি রহস্যবিদ (আল-বাত্বিন)।

اَلْعَزِيْزُ (আল আযীয)

এ নামের অর্থ পরাক্রমশালী। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ} (٧٨) سورة النمل

অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালক অবশ্যই নিজ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ওদের মধ্যে মীমাংসা ক'রে দেবেন। তিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ। *(সূরা নাম্‌ল ৭৮ আয়াত)*

{يَنصُرُ مَن يَشَاء وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ} (٥) سورة الروم

অর্থাৎ, তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনিই পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। *(সূরা রূম ৫ আয়াত)*

{اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاء وَهُوَ الْقَوِيُّ العَزِيزُ } (١٩) سورة الشورى

অর্থাৎ, আল্লাহ তাঁর দাসদের প্রতি অতি স্নেহশীল; তিনি যাকে ইচ্ছা রুযী দান করেন। আর তিনিই প্রবল, পরাক্রমশালী। *(সূরা শূরা ১৯ আয়াত)*

{وَلَهُ الْكِبْرِيَاء فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} (٣٧) سورة الجاثية

অর্থাৎ, আর আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যাবতীয় গৌরব-গরিমা তাঁরই এবং তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। *(সূরা জাসিয়াহ ৩৭ আয়াত)*

মহান আল্লাহ 'আল-আযীয'। তিনি বড় ইয্‌যত-ওয়ালা। ইয্‌যতের তিন অর্থ হতে পারে ঃ-

১। পরাভব, পরাক্রমশালিতা। মহান আল্লাহ সকল সৃষ্টির উপর পরাক্রমশালী। তাঁর নিকট সকল শক্তিশালীই পরাভূত। সকল শক্তি তাঁর শক্তির কাছে অসার ও তুচ্ছ। তিনিই যাকে ইচ্ছা ধনী ও যাকে ইচ্ছা গরীব বানান, যাকে ইচ্ছা সুস্থ ও যাকে ইচ্ছা অসুস্থ করেন, যাকে ইচ্ছা সম্মানিত ও যাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন, যাকে ইচ্ছা সুপথপ্রাপ্ত ও যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন। তাঁর ইচ্ছাশক্তির কাছে সকলেই পরাজিত।

২। শক্তিশালিতা। তিনিই মহাশক্তিশালী। তিনিই যাকে ইচ্ছা বিজয় দান করেন, যাকে ইচ্ছা পরাজিত করেন। তাঁর হাতে আছে বান্দার লাভ-ক্ষতি, জীবন-মরণ।

{مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا} (٥٦) سورة هود

অর্থাৎ, ভূপৃষ্ঠে যত বিচরণকারী জীব রয়েছে, তাদের প্রত্যেকেরই চুলের ঝুঁটি তিনি ধারণ ক'রে আছেন (সবাই তাঁর করায়ত্তে)। *(সূরা হূদ ৫৬ আয়াত)*

তিনি নিজ কুদরতে যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। মানুষ ও তার শক্তির সৃষ্টিকর্তাও তিনিই। তাঁর তওফীক ছাড়া কারো নড়া-সরার শক্তি নেই। কারো পুণ্য করার ক্ষমতা নেই এবং পাপ বর্জন করারও সাধ্য নেই।

৩। মর্যাদাশালিতা। তিনিই মহা মর্যাদার অধিকারী। তিনিই যাবতীয় সম্মানের পাত্র। তিনিই প্রকৃত ইজ্জতের মালিক।

সকল প্রকার ইজ্জত আল্লাহর জন্যই। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلاَ يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} (٦٥) سورة يونس

অর্থাৎ, আর ওদের কথা যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়। নিশ্চয়ই যাবতীয় শক্তি-সম্মান আল্লাহরই জন্য, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা। *(সূরা ইউনুস ৬৫ আয়াত)*

{الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ العِــزَّةَ لِلّـــهِ جَمِيعًا} (١٣٩) سورة النساء

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাসীদের পরিবর্তে অবিশ্বাসীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে। তারা কি তাদের নিকট সম্মান অনুসন্ধান করে? অথচ সমস্ত সম্মান তো আল্লাহরই। *(সূরা নিসা ১৩৯ আয়াত)*

{مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا} (١٠) سورة فاطر

অর্থাৎ, কেউ ক্ষমতা (ইজ্জত-সম্মান) চাইলে (সে জেনে রাখুক) সকল ক্ষমতা (ইজ্জত-সম্মান) তো আল্লাহরই। *(সূরা ফাত্বির ১০ আয়াত)*

তিনি সকল প্রকার ইজ্জত কেবল তাঁর প্রতি বিশ্বাসীদেরকেই দিয়ে থাকেন। তিনি বলেন,

{يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُــؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ} (٨) سورة المنافقون

অর্থাৎ, তারা বলে, 'আমরা মদীনায় ফিরে গেলে সেখান হতে সম্মানী অবশ্যই হীনকে বহিষ্কার করবে।' বস্তুতঃ যাবতীয় সম্মান তো আল্লাহরই এবং তাঁর রসূল ও বিশ্বাসীদের। কিন্তু মুনাফিক (কপট)রা তা জানে না। *(সূরা মুনাফিকূন ৮ আয়াত)*

{كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ} (٢١) سورة المجادلة

অর্থাৎ, আল্লাহ লিপিবদ্ধ করেছেন যে, আমি এবং আমার রসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হব। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। *(সূরা মুজাদালাহ ২১ আয়াত)*

{وَمَن يَتَوَلَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ} (٥٦) المائدة

অর্থাৎ, আর যে কেউ আল্লাহ তাঁর রসূল এবং বিশ্বাসীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, (সে হবে আল্লাহর দলভুক্ত।) নিশ্চয় আল্লাহর দলই বিজয়ী হবে। *(সূরা মাইদাহ ৫৬ আয়াত)*

{وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} (١٣٩) سورة آل عمران

অর্থাৎ, আর তোমরা হীনবল হয়ো না এবং দুঃখিত হয়ো না, তোমরাই হবে সর্বোপরি (বিজয়ী); যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। *(সূরা আলে ইমরান ১৩৯ আয়াত)*

اَلْعَظِيْمُ (আল-আযীম)

এ নামের অর্থ সুমহান। তাঁর মহত্ত্ব ও মাহাত্ম্য সবার চেয়ে বড়। কুরআন মাজীদে মর্যাদায় সবচেয়ে বড় আয়াতে তিনি তাঁর বিশাল সৃষ্টি সাত আসমানব্যাপী কুরসীর কথা উল্লেখ ক'রে পরিশেষে বলেন,

{وَلا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ} (البقرة: ٢٥٥)

অর্থাৎ, সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। তিনি সুউচ্চ, মহামহিম। *(সূরা বাক্বারাহ ২৫৫ আয়াত)*

তিনি সবার চেয়ে বড়। সবকিছুর চেয়ে মহান। তাঁর গুণ, তাঁর মহত্ত্ব, তাঁর মাহাত্ম্য, তাঁর গৌরব, তাঁর কারিগরি, তাঁর শক্তি, তাঁর জ্ঞান ইত্যাদি সবার চেয়ে বড়।

তিনি এত বিশাল যে, তাঁর করতলে আকাশ-পৃথিবী সরিষার দানার থেকেও ছোট। তিনি বলেন,

{وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّـاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} (٦٧) سورة الزمر

অর্থাৎ, ওরা আল্লাহর যথোচিত কদর করেনি। কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী তাঁর হাতের মুঠোয় থাকবে এবং আকাশমন্ডলী থাকবে তাঁর ডান হাতে গুটানো। পবিত্র ও মহান তিনি, ওরা যাকে অংশী করে তিনি তার উর্ধ্বে। *(সূরা যুমার ৬৭ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّـن

بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا} (٤١) سورة فاطر

অর্থাৎ, আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে (ধরে) স্থির রেখেছেন, যাতে ওরা কক্ষচ্যুত না হয়। ওরা কক্ষচ্যুত হলে তিনি ব্যতীত কেউ ওগুলিকে (ধরে) স্থির রাখতে পারে না? তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ। *(সূরা ফাত্বির ৪১ আয়াত)*

তিনি এত বড় তা'যীমযোগ্য যে, বান্দা তার অন্তর, জিহ্বা ও কর্ম দ্বারা তাঁর তা'যীম প্রকাশ করবে।

তাঁর মত তা'যীম অন্য কারো করবে না।

তাঁকে ভয় করার মত ভয় অন্য কাউকে করবে না।

তাঁকে ভালবাসার মত অন্য কাউকে ভালবাসবে না।

তাঁকে স্মরণ করার মত অন্য কাউকে করবে না।

তাঁর আনুগত্য করার মত অন্য কারো আনুগত্য করবে না।

তাঁর তা'যীম করতে তাঁর কিতাব, রসূল, শরীয়তের বিধান ও ধর্মীয় প্রতীকসমূহের তা'যীম করবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ} (٣٢) سورة الحـــج

অর্থাৎ, এটাই (আল্লাহর) বিধান। আর কেউ আল্লাহর (দ্বীনের) প্রতীকসমূহের সম্মান করলে এটা তো তার হৃদয়ের সংযমশীলতারই বহিঃপ্রকাশ। *(সূরা হাজ্জ ৩২ আয়াত)*

{ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ} (٣٠) سورة الحـــج

অর্থাৎ, এটাই বিধান। আর কেউ আল্লাহর নিষিদ্ধ (স্থান বা) বিধানসমূহের সম্মান করলে তার প্রতিপালকের নিকট তার জন্য এটাই উত্তম। *(ঐ ৩০ আয়াত)*

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللّهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ الْقَلآئِـدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا} (٢) سورة المائدة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! আল্লাহর নিদর্শনের, পবিত্র মাসের, হজ্জে যবেহযোগ্য কুরবানীর পশু, গলদেশে কিছু বেঁধে চিহ্নিত করে কুরবানীর জন্য কা'বায় প্রেরিত পশুর এবং নিজ প্রতিপালকের অনুগ্রহ ও সন্তোষ লাভের আশায় পবিত্র গৃহ-অভিমুখীদের পবিত্রতার অবমাননা করো না। *(সূরা মাইদাহ ২ আয়াত)*

{جَعَلَ اللّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلاَئِدَ ذَلِـكَ

لِتَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ }

অর্থাৎ, আল্লাহ পবিত্র গৃহ কা'বাকে, পবিত্র মাসকে, কুরবানীর জন্য কা'বায় প্রেরিত পশু ও গলায় মাল্যপরিহিত পশুকে মানুষের স্থিতিশীলতার কারণ নির্ধারিত করেছেন। এটি এ জন্য যে, তোমরা যেন জানতে পার, যা কিছু আকাশে ও ভূমন্ডলে আছে, তা নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

সুতরাং এ সবের প্রতি যে তা'যীম প্রদর্শন করবে, সে মু'মিন-মুত্তাক্বী মানুষ।

বড়ত্ব, বড়াই, গৌরব ও গর্ব প্রকাশ মহান আল্লাহর গুণ। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

((قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِى وَالْعَظَمَةُ إِزَارِى فَمَنْ نَازَعَنِى وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِى النَّارِ)).

"আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ বলেন, "গর্ব আমার চাদর এবং বড়ত্ব আমার লুঙ্গি। সুতরাং দু'টির একটিতে যে আমার অংশী হতে চাইবে আমি তাকে দোযখে নিক্ষেপ করব।" *(আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ)*

তাঁর প্রতি, তাঁর কিতাব, রসূল ও ধর্মীয় প্রতীকসমূহের প্রতি আদব বজায় রাখা তাঁর তা'যীম করার শামিল। সুতরাং যে ব্যক্তি ঐ সকল ব্যাপারে কোন বেআদবীমূলক কথা বলে, সে আসলে তাঁর তা'যীম করে না।

যে ব্যক্তি তাঁর বিধানে ও বিচারে ন্যায়পরায়ণতাহীনতার অভিযোগ আনে, সে আসলে তাঁর তা'যীম করে না।

যে ব্যক্তি তাঁকে দুনিয়ার রাজা-বাদশার সাথে তুলনা করে, সে আসলে তাঁর কদর জানে না।

আল্লাহ তাআলা মহান। আর যিনি মহান হন, তাঁর বিরোধিতা ও অবাধ্যতা কি কেউ করতে পারে? *(আল্লাহর নামের তা'যীম শিরনামা দ্রষ্টব্য)*

اَلْعَفُوُّ (আল আফুউ)

এ নামের অর্থ ক্ষমাশীল, পাপমোচনকারী। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ} (٦٠) سورة الحـــج

অর্থাৎ, আল্লাহ নিশ্চয় পাপমোচনকারী, পরম ক্ষমাশীল। *(সূরা হাজ্জ ৬০ আয়াত)*

তিনি পরম ক্ষমাশীল, পাপ মার্জনাকারী, পাপমোচনকারী। যে কোন পাপ তিনি তওবা করলে মাফ ক'রে দেন।

পাপ সাধারণতঃ তিন প্রকার ঃ অতি মহাপাপ, মহাপাপ ও লঘু বা উপপাপ। অতিমহাপাপ (যেমন, শির্ক) এর শাস্তি আল্লাহ মাফ করবেন না। এমন পাপীকে বিনা তওবায় আল্লাহ ক্ষমাও করবেন না। সে কাফের এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামবাসী হবে।

মহাপাপের পাপীকে বিনা তওবায় আল্লাহ ক্ষমা করেন না। (অবশ্য কোন কোন ওলামার মতে কোন কোন ইবাদতের বদৌলতে মহাপাপও মাফ হয়ে যায়।) তবে কিয়ামতে আল্লাহ তাআলা এমন পাপীকে ইচ্ছা করলে ক্ষমা ক'রে দেবেন; নচেৎ জাহান্নামে দিয়ে উপযুক্ত আযাব ও শাস্তি ভোগ করাবেন। অতঃপর এমন মহাপাপীর হৃদয়ে যদি ঈমান অবশিষ্ট থাকে (অর্থাৎ, কুফরী ও শির্ক না ক'রে থাকে) তাহলে দোযখ থেকে মুক্তি দিয়ে পরিশেষে আল্লাহ তাকে বেহেশ্তে দেবেন। এমন পাপী হল ফাসেক; তাকে কাফের বলা যাবে না।

লঘু বা উপপাপ ক্ষমার্হ। বিভিন্ন মসীবত ও ইবাদতের বদৌলতে আল্লাহ এ পাপের পাপী বান্দাকে ক্ষমা ক'রে অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। অবশ্য লঘুপাপ বেশী আকারে স্তূপীকৃত হলে তা যে গুরুপাপে পরিণত হয়---তা বলাই বাহুল্য।

মহান আল্লাহ ক্ষমাশীলতা পছন্দ করেন। তাঁর কাছে ক্ষমা চাওয়া হোক, এ কথা তিনি পছন্দ করেন। তিনি রাতে নিজ হস্ত প্রসারিত রাখেন, যাতে দিনের পাপকারী তাঁর নিকট ক্ষমা চায় (এবং তিনি তাকে ক্ষমা ক'রে দেন)। আবার দিনে নিজ হস্ত প্রসারিত রাখেন, যাতে রাতের পাপকারী তাঁর নিকট ক্ষমা চায় (এবং তিনি তাকে ক্ষমা ক'রে দেন)। *(মুসলিম)*

তিনি প্রত্যেক রাতের শেষ তৃতীয়াংশে নিচের আসমানে নেমে এসে বলতে থাকেন, '.... কে আমার নিকট ক্ষমা চায় আমি তাকে ক্ষমা করব।' *(বুখারী, মুসলিম)*

তিনি বলেছেন,

{وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} (٨٢) سورة طــه

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি তার জন্য বড় ক্ষমাশীল যে তওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে, সৎকাজ করে ও সৎপথে অবিচলিত থাকে। *(সূরা ত্বাহা ৮২ আয়াত)*

মহান আল্লাহ বান্দাকে ক্ষমা করতে চান, তার অপরাধ প্রকাশ ও প্রচার করতে চান না। দুনিয়া ও আখেরাতে তার পাপ গোপনে মোচন করেন।

মহানবী ﷺ বলেন, "কিয়ামতের দিন ঈমানদারকে রাব্বুল আলামীনের এত নিকটে নিয়ে আসা হবে যে, আল্লাহ তাআলা তার উপর নিজ পর্দা রেখে তার পাপসমূহের স্বীকারোক্তি আদায় করে নেবেন। তাকে জিজ্ঞেস করবেন, 'এই পাপ

তুমি জান কি? এই পাপ চিন কি?' মু'মিন বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি জানি।' তিনি বলবেন, 'আমি পৃথিবীতে তোমার পাপকে গোপন রেখেছি, আর আজ তা তোমার জন্য ক্ষমা করে দিচ্ছি।' অতঃপর তাকে তার নেক আমলের আমলনামা দেওয়া হবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

নবী ﷺ আরো বলেছেন, "আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ বলেন, 'যে ব্যক্তি একটি নেকী করবে, তার জন্য দশ গুণ নেকী রয়েছে অথবা ততোধিক বেশী। আর যে ব্যক্তি একটি পাপ করবে, তার বিনিময় (সে) ততটাই (পাবে; তার বেশী নয়) অথবা আমি তাকে ক্ষমা ক'রে দেব। আর যে ব্যক্তি আমার প্রতি এক বিঘত নিকটবর্তী হবে, আমি তার প্রতি এক হাত নিকটবর্তী হব। যে ব্যক্তি আমার প্রতি এক হাত নিকটবর্তী হবে আমি তার প্রতি দু'হাত নিকটবর্তী হব। যে আমার দিকে হেঁটে আসবে আমি তার দিকে দৌড়ে যাব। আর যে ব্যক্তি প্রায় পৃথিবী সমান পাপ করে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, অথচ সে আমার সাথে কাউকে শরীক করেনি, তার সাথে আমি তত পরিমাণই ক্ষমা নিয়ে সাক্ষাৎ করব।" *(মুসলিম)*

মহান আল্লাহ বলেন,

{الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ }

অর্থাৎ, যারা ছোট-খাট অপরাধ ছাড়া গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্য হতে বিরত থাকে। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক অপরিসীম ক্ষমাশীল। *(সূরা নাজ্ম ৩২ আয়াত)*

মহান আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল। তাঁর ক্ষমা বিতরণের জন্য তিনি নানা দরজা খুলে রেখেছেন। তওবা, ইস্তিগফার, ঈমান, নেক আমল, পরোপকার, সৃষ্টির প্রতি ক্ষমাশীলতা, আল্লাহর অনুগ্রহে অধিক লোভ, তাঁর প্রতি সুধারণা ইত্যাদি।

তার ক্ষমা লাভের জন্য বাহানা চাই।

মহানবী ﷺ বলেন, "মুসলিমকে যে কোন ক্লান্তি, অসুখ, চিন্তা, শোক এমন কি (তার পায়ে) কাঁটাও লাগে, আল্লাহ তাআলা এর মাধ্যমে তার গোনাহসমূহ ক্ষমা ক'রে দেন।" *(বুখারী-মুসলিম)*

পথ থেকে কাঁটা সরিয়ে তাঁর ক্ষমা পাওয়া যায়।

বেশ্যার মেয়ে কুকুরকে পানি পান করিয়ে ক্ষমা লাভ করতে পারে!

১০০জন মানুষ খুনকারীও তাঁর ক্ষমালাভে বঞ্চিত হয় না।

তিনি বান্দাকে আশা দিয়ে বলেন,

{قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ } (٥٣) سورة الزمر

অর্থাৎ, ঘোষণা করে দাও (আমার এ কথা), হে আমার দাসগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছ, তারা আল্লাহর করুণা হতে নিরাশ হয়ো না; নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত পাপ মাফ ক'রে দেবেন। নিশ্চয় তিনিই চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(সূরা যুমার ৫৩ আয়াত)*

اَلْعَلِيْمُ (আল আলীম)

এ নামের অর্থ সর্বজ্ঞ, মহাজ্ঞানী, সবজান্তা।

জিনিসের প্রকৃতত্ব জানার নাম হল ইল্ম। মহান আল্লাহ সৃষ্টির সবকিছু জানেন। তিনি তাঁর জ্ঞান দ্বারা সারা সৃষ্টিকে পরিবেষ্টন ক'রে আছেন। তিনি জানেন যা ঘটা জরুরী, যা ঘটা অসম্ভব এবং যা ঘটা সম্ভব। ঘটনার পরিণামে কি ঘটবে তাও তাঁর জানা।

তিনি জানেন যা ঘটে গেছে, বর্তমানে যা ঘটছে এবং ভবিষ্যতে যা ঘটবে। তিনি জানেন কিছু ঘটলে তা কেমন ঘটবে এবং যা ঘটার নয়, তা ঘটলেও কেমন ঘটবে।

তিনি প্রকাশ্য-গুপ্ত-সূক্ষ্ম-ক্ষুদ্র-অণু-পরমাণু সবকিছু জানেন। দৃশ্য-অদৃশ্য সকল বিষয়ের জ্ঞান রাখেন। বিশ্ব-রচনার পূর্বেও তিনি ঘটিতব্য সবকিছু জানতেন। আর সেই মুতাবেকই বিশ্বসৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেই সকলের ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন।

মানুষের সৃষ্টিকর্তা তিনি। তিনিই ভাল জানেন তাদের ভাল-মন্দ, উপকারী-অপকারী বিষয়-বস্তু। আর সেই মুতাবেকই তিনি শরীয়তের বিধান দিয়েছেন।

বর্তমান শতাব্দীতে মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানে কত পারদর্শী। তবুও বলা হয় যে, মানুষ তার মস্তিষ্কের মাত্র পনের শতাংশ ব্যবহার করতে পেরেছে! যদি পরিপূর্ণ মস্তিষ্ক সে ব্যবহার করতে পারে, তাহলে আরো কত কি আবিষ্কার হতে পারে। তবুও আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় তা কিছুই নয়। যেহেতু তিনি সেই জ্ঞানের সৃষ্টিকর্তা।

তিনি জানেন বান্দা যা করে, যা বলে, যা মনে করে। তাঁর নিকট অজানা কিছু নয়।

মহান আল্লাহ আল-কুরআনে তাঁর জ্ঞানের কথা বহুবার বলেছেন, তার কিছু নিম্নরূপ ঃ-

{وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}

অর্থাৎ, তিনি সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ। *(সূরা বাক্বারাহ ২৮২, নিসা ১৭৬, নূর ৩৫, ৬৪, হুজুরাত ১৬, তাগাবুন ১১ আয়াত)*

{عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ}

অর্থাৎ, তিনি অন্তর্যামী, বুকের ভিতরে মনের খবরও জানেন। *(সূরা আলে ইমরান ১১৯, ১৫৪, মাইদাহ ৭, আনফাল ৪৩, হূদ ৫, লুক্বমান ২৩, ফাত্বির ৩৮, যুমার ৭, শূরা ২৪, হাদীদ ৬, তাগাবুন ৪, মুল্ক ১৩ আয়াত)*

{يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ} (٤) سورة التغابن

অর্থাৎ, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই তিনি জানেন। তিনি জানেন তোমরা যা গোপন কর ও তোমরা যা প্রকাশ কর এবং আল্লাহ অন্তর্যামী। *(সূরা তাগাবুন ৪ আয়াত)*

{يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ} (١٩) سورة غافر

অর্থাৎ, চক্ষুর চোরা চাহনি ও অন্তরে যা গোপন আছে, সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত। *(সূরা মু'মিন ১৯ আয়াত)*

{وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ}

অর্থাৎ, আর জেনে রাখ, আল্লাহ তোমাদের মনে কি আছে তা জানেন। অতএব তোমরা তাঁকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, বড় সহিষ্ণু। *(সূরা বাক্বারাহ ২৩৫ আয়াত)*

{وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى} (٧) سورة طـــه

অর্থাৎ, তুমি যদি উচ্চস্বরে কথা বল, তাহলে তিনি তো গুপ্ত ও অব্যক্ত সবই জানেন। *(সূরা ত্বাহা ৭ আয়াত)*

{سَوَاء مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ} (١٠) سورة الرعد

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যে গোপনে কথা বলে এবং যে তা প্রকাশ্যে বলে, যে রাত্রে আত্মগোপন করে এবং যে দিবসে প্রকাশ্যে বিচরণ করে, তারা (আল্লাহর

জ্ঞানে) সবাই সমান। *(সূরা রা'দ ১০ আয়াত)*

{أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاء وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ} (٧٠) سورة الحـــج

অর্থাৎ, তুমি কি জানো না যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে আল্লাহ তা অবগত আছেন? এ সবই লিপিবদ্ধ আছে এক কিতাবে। অবশ্যই এটা আল্লাহর নিকট সহজ। *(সূরা হাজ্জ ৭০ আয়াত)*

{إِنَّ اللَّهَ لاَ يَخْفَىَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء} (٥) سورة آل عمران

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে দ্যুলোক-ভূলোকের কোন কিছুই গোপন নেই। *(সূরা আলে ইমরান ৫ আয়াত)*

{يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاء وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ} (٢) سورة سبأ

অর্থাৎ, তিনি জানেন যা ভূগর্ভে প্রবেশ করে, যা তা থেকে নির্গত হয় এবং যা আকাশ হতে অবতরণ করে ও যা কিছু আকাশে উত্থিত হয়। তিনিই পরম দয়ালু, চরম ক্ষমাশীল। *(সূরা সাবা' ২ আয়াত)*

{هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاء وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (٤) سورة الحديد

অর্থাৎ, তিনিই ছয় দিনে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনি জানেন যা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা কিছু তা হতে বের হয় এবং আকাশ হতে যা কিছু নামে ও আকাশে যা কিছু উত্থিত হয়। তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন। *(সূরা হাদীদ ৪ আয়াত)*

{إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ} (٤٧) سورة فصلت

অর্থাৎ, কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকটই আছে, তাঁর অজ্ঞাতসারে কোন ফল আবরণ মুক্ত হয় না, কোন নারী গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব করে না। *(সূরা*

হা-মীম সাজদাহ ৪৭ আয়াত)

{أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } (٧) سورة المجادلة

অর্থাৎ, তুমি কি অনুধাবন কর না যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, আল্লাহ তা জানেন। তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না, যাতে চতুর্থজন হিসাবে তিনি থাকেন না এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যে ষষ্ঠজন হিসাবে তিনি থাকেন না; তারা এ অপেক্ষা কম হোক বা বেশী হোক এবং যেখানেই থাকুক না কেন, আল্লাহ তাদের সঙ্গে থাকেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে কিয়ামতের দিন জানিয়ে দেবেন তারা যা করে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত। *(সূরা মুজাদিলাহ ৭ আয়াত)*

{وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ }

অর্থাৎ, তাঁরই নিকট অদৃশ্যের চাবি রয়েছে; তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা জানে না। জলে-স্থলে যা কিছু আছে, তা তিনিই অবগত। তাঁর অজ্ঞাতসারে (বৃক্ষের) একটি পাতাও পড়ে না, মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোন শস্যকণা অথবা রসযুক্ত কিম্বা শুষ্ক এমন কোন বস্তু পড়ে না, যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই। *(সূরা আনআম ৫৯ আয়াত)*

{إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ } (٣٨) سورة فاطر

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় অবগত আছেন। নিশ্চয় তিনি অন্তরে যা রয়েছে, সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। *(সূরা ফাত্বির ৩৮ আয়াত)*

{عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً ، إِلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ }

অর্থাৎ, তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারো নিকট প্রকাশ করেন না। তাঁর মনোনীত রসূল ব্যতীত। *(সূরা জ্বিন ২৬-২৭ আয়াত)*

{إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ } (٣٤) سورة لقمان

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহর নিকটেই আছে কিয়ামত (সংঘটিত হওয়ার) জ্ঞান,

তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন জরায়ুতে যা আছে। কেউ জানে না আগামী কাল সে কি অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন্ দেশে তার মৃত্যু ঘটবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত। *(সূরা লুক্বমান ৩৪ আয়াত)*

{إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا } (٩٨) سورة طـه

অর্থাৎ, তোমাদের উপাস্য কেবল আল্লাহই, যিনি ব্যতীত কোন (সত্য) উপাস্য নেই। সর্ব বিষয় তাঁর জ্ঞানায়ত্তে। *(সূরা ত্বাহা ৯৮ আয়াত)*

{اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا } (١٢) سورة الطلاق

অর্থাৎ, আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশ এবং পৃথিবীও অনুরূপ, ওগুলোর মধ্যে নেমে আসে তাঁর নির্দেশ, যাতে তোমরা বুঝতে পার যে, অবশ্যই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং জ্ঞানে আল্লাহ সবকিছুকে পরিবেষ্টন ক'রে রয়েছেন। *(সূরা ত্বালাক্ব ১২ আয়াত)*

বলাই বাহুল্য যে, তাঁর জ্ঞান সব জায়গায় আছে, সবকিছু তিনি জানেন, কোন কিছু তাঁর নিকট গুপ্ত নয়। নিশ্চয় তিনি মহাজ্ঞানী, মহান প্রতিপালক, মহান আল্লাহ।

اَلْعَلِيُّ (আল আলিয়্যু)

এ নামের অর্থ সুউচ্চ। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ } (٢٥٥) سورة البقرة

অর্থাৎ, যা তিনি ইচ্ছা করেন তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর কুরসী আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী পরিব্যাপ্ত। আর সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। তিনি সুউচ্চ, মহামহিম। *(সূরা বাক্বারাহ ২৫৫ আয়াত)*

এ নামের অর্থ 'আল-আ'লা'র মতই। সুতরাং তা দ্রষ্টব্য।

اَلْغَفَّارُ (আল গাফ্ফা-র)

এ নামের অর্থ অতি মার্জনাকারী। মহান আল্লাহ বলেন,

{رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ} (٦٦) سورة ص

অর্থাৎ, যিনি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী এবং ওদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক, যিনি পরাক্রমশালী, অতিশয় ক্ষমাশীল। *(সূরা স্বাদ ৬৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} (٨٢) سورة طــه

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি তার জন্য বড় ক্ষমাশীল যে তওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে, সৎকাজ করে ও সৎপথে অবিচলিত থাকে। *(সূরা ত্বাহা ৮২ আয়াত)*

(এর ব্যাখ্যা 'আল-আফুউ' নামে দ্রষ্টব্য)

اَلْغَفُوْرُ (আল গাফূর)

এ নামের অর্থ মহাক্ষমাশীল। মহান আল্লাহ বলেন,

{نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} (٤٩) سورة الحجر

অর্থাৎ, আমার বান্দাদেরকে বলে দাও, 'নিশ্চয় আমিই চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(সূরা হিজ্র ৪৯ আয়াত)*

{قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الــذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} (٥٣) سورة الزمر

অর্থাৎ, ঘোষণা করে দাও (আমার এ কথা), হে আমার দাসগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছ, তারা আল্লাহর করুণা হতে নিরাশ হয়ো না; নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত পাপ মাফ ক'রে দেবেন। নিশ্চয় তিনিই চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(সূরা যুমার ৫৩ আয়াত)*

(এর ব্যাখ্যা 'আল-আফুউ' নামে দ্রষ্টব্য)

اَلْغَنِيُّ (আল গানিয়্যু)

এ নামের অর্থ অভাবমুক্ত, অমুখাপেক্ষী। মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ} (١٥) سورة فاطر

অর্থাৎ, হে মানুষ! তোমরা তো আল্লাহর মুখাপেক্ষী, কিন্তু আল্লাহ; তিনিই

অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ। *(সূরা ফাত্বির ১৫ আয়াত)*

মহান আল্লাহ নিজ সত্তা, গুণাবলী ও কর্মাবলীতে সর্বতোভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। কোনভাবেই তাতে কোন অভাব, ত্রুটি, অসম্পূর্ণতা, পরমুখাপেক্ষিতা ও পরনির্ভরশীলতা নেই। এ গুণ সেই সত্তার, যিনি মহাস্রষ্টা, মহাশক্তিশালী, মহামহিম, রুযীদাতা প্রভৃতি।

তিনি ঐশ্বর্যশালী, তাঁর নিকট আছে সমস্ত কিছুর ধনভাণ্ডার। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ} (٢١) سورة الحجر

অর্থাৎ, আমারই কাছে আছে প্রত্যেক বস্তুর ভান্ডার এবং আমি তা প্রয়োজনীয় পরিমাণেই সরবরাহ ক'রে থাকি। *(সূরা হিজ্র ২১ আয়াত)*

{هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ} (٧) سورة المنافقون

অর্থাৎ, তারাই বলে, 'আল্লাহর রসূলের কাছে যারা আছে তাদের জন্য ব্যয় করো না; যতক্ষণ না তারা সরে পড়ে।' বস্তুতঃ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর ধন-ভান্ডার তো আল্লাহরই। কিন্তু মুনাফিক (কপট)রা তা বুঝে না। *(সূরা মুনাফিকূন ৭ আয়াত)*

তিনি অভাবশূন্য, বান্দাদের অভাব দূর করেন। ধনীদেরকে ধনী করেন এবং তাদের যাকাত ও সদকাহ দ্বারা গরীবদের অভাব দূর করেন। তিনি সকল সৃষ্টির প্রয়োজন পূরণ করেন। আর খাস বান্দাগণের সর্বপ্রকার অভাব পূরণ করবেন এবং অতিরিক্ত দান করবেন পরকালে।

তাঁর অফুরন্ত ভাণ্ডার এত বিশাল যে, সকল সৃষ্টিকে দান করার পরেও তা শেষ হয় না।

হাদীসে কুদসীতে মহান আল্লাহ বলেন, "হে আমার বান্দারা! আমি অত্যাচারকে আমার নিজের জন্য হারাম ক'রে দিয়েছি এবং আমি তা তোমাদের মাঝেও হারাম করলাম। সুতরাং তোমরাও একে অপরের প্রতি অত্যাচার করো না। হে আমার বান্দারা! তোমরা সকলেই পথভ্রষ্ট; কিন্তু সে নয় যাকে আমি সঠিক পথ দেখিয়েছি। অতএব তোমরা আমার নিকট সঠিক পথ চাও আমি তোমাদেরকে সঠিক পথ দেখাব। হে আমার বান্দারা! তোমরা সকলেই ক্ষুধার্ত; কিন্তু সে নয় যাকে আমি খাবার দিই। সুতরাং তোমরা আমার কাছে খাবার চাও, আমি তোমাদেরকে খাবার দেব। হে আমার বান্দারা! তোমরা সকলেই বস্ত্রহীন; কিন্তু সে নয় যাকে আমি বস্ত্র দান করেছি। সুতরাং

তোমরা আমার কাছে বস্ত্র চাও, আমি তোমাদেরকে বস্ত্রদান করব। হে আমার বান্দারা! তোমরা দিন-রাত পাপ ক'রে থাক, আর আমি সমস্ত পাপ ক্ষমা ক'রে থাকি। সুতরাং তোমরা আমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা ক'রে দেব। হে আমার বান্দারা! তোমরা কখনো আমার অপকার করতে পারবে না এবং কখনো আমার উপকারও করতে পারবে না। হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের প্রথম ও শেষ মানুষ ও জ্বিন সকলেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় একজন পরহেযগার ব্যক্তির হৃদয়ের মত হৃদয়বান হয়ে যায়, তাহলে এটা আমার রাজত্বের কোন কিছু বৃদ্ধি করতে পারবে না। হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের প্রথম ও শেষ মানুষ ও জ্বিন সকলেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় একজন পাপীর হৃদয়ের মত হৃদয়বান হয়ে যায়, তাহলে এটা আমার রাজত্বের কোন কিছুই কমাতে পারবে না। হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের প্রথম ও শেষ তোমাদের মানুষ ও জ্বিন সকলেই একটি খোলা ময়দানে একত্রিত হয়ে আমার কাছে প্রার্থনা করে, আর আমি তাদের প্রত্যেককে তার প্রার্থিত জিনিস দান করি, তাহলে (এ দান) আমার কাছে যে ভাণ্ডার আছে, তা হতে ততটাই কম করতে পারবে যতটা ছুঁচ কোন সমুদ্রে ডুবালে তার পানি কমিয়ে থাকে। হে আমার বান্দারা! আমি তোমাদের কর্মসমূহ তোমাদের জন্য গুনে রাখছি। অতঃপর আমি তোমাদেরকে তার পূর্ণ বিনিময় দেব। সুতরাং যে কল্যাণ পাবে, সে আল্লাহর প্রশংসা করুক। আর যে ব্যক্তি অন্য কিছু (অর্থাৎ অকল্যাণ) পাবে, সে যেন নিজকেই তিরস্কার করে। *(মুসলিম)*

অবশ্যই তাঁর ধনবত্তার কাছে পৃথিবীর রাজাধিরাজও নেহাতই ফকীর। মহনবী ﷺ বৃষ্টি প্রার্থনার দুআয় বলতেন,

((اَللّٰهُمَّ أَنْتَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَّبَلاَغاً إِلى حِيْنٍ.))

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমিই আল্লাহ! তুমি ছাড়া কোন সত্য আরাধ্য নেই। তুমিই অভাবমুক্ত এবং আমরা অভাবগ্রস্ত। আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর এবং যা বর্ষণ করেছ, তা আমাদের জন্য নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত শক্তি ও যথেষ্টতার কারণ বানাও। *(আবু দাউদ)*

তাঁর অফুরন্ত ভাণ্ডার রয়েছে পরকালের বেহেশ্‌তে। তাতে তিনি তাঁর বিশ্বাসী ও অনুগত বান্দাদের জন্য যে সুখসম্ভার প্রস্তুত রেখেছেন, তা না কোন চক্ষু দর্শন করেছে, না কোন কর্ণ শ্রবণ করেছে এবং না কোন মানুষের কল্পনায় চিত্রিত হয়েছে।

তিনি এমন অমুখাপেক্ষী যে, তাঁর কোন সঙ্গী-সাথী, স্ত্রী-সন্তান নেই, তাঁর রাজত্বে কোন শরীক বা সহায়ক নেই। তিনি এমন বাদশা যে, তাঁর কোন উযীর-নাযীর, উপদেষ্টা, পরামর্শদাতা, সচিব, অমাত্য বা মন্ত্রকের প্রয়োজন পড়ে না।

{وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَم يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلَّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا} (١١١) سورة الإسراء

অর্থাৎ, বল, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি সন্তান গ্রহণ করেননি, তাঁর সার্বভৌমত্বে কোন অংশীদার নেই এবং যিনি দুর্দশাগ্রস্ত হন না; যে কারণে তাঁর অভিভাবকের প্রয়োজন হতে পারে।' আর সসম্ভ্রমে তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা কর। *(সূরা বানী ইস্রাঈল ১১১ আয়াত)*

তিনিই স্বয়ংসম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী। কোন কর্মে তাঁর কারো কোন সহায়তার প্রয়োজন পড়ে না। তাঁর প্রতি কারো কোন অনুগ্রহের প্রয়োজন পড়ে না। এমনকি তিনি বান্দাকে ইবাদতের আদেশ দিলেও তিনি তার মুখাপেক্ষী নন। সারা বিশ্বের মানুষ যদি কাফের হয়ে যায়, তাতে তাঁর কিছুই বয়ে যাবে না।

اَلْفَتَّاحُ (আল ফাত্তা-হ)

এ নামের অর্থ শ্রেষ্ঠ ফায়সালাকারী, উন্মুক্তকারী। মহান আল্লাহ বলেন,

{قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ} (٢٦) سورة سبأ

অর্থাৎ, বল, 'আমাদের প্রতিপালক আমাদের সকলকে একত্রিত করবেন, অতঃপর তিনি আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে ফায়সালা ক'রে দেবেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ফায়সালাকারী, সর্বজ্ঞ।' *(সূরা সাবা' ২৬ আয়াত)*

মহান আল্লাহ ফায়সালা করেন, হুকুম চালান তাঁর নিয়তির বিধান দিয়ে। ন্যায়পরায়ণতার সাথে ভাল-মন্দ, উপকারী-অপকারী, সুখ-দুঃখ নির্ধারিত ক'রে তিনি সৃষ্টির মাঝে রাজত্ব করেন। তাতে তাঁকে বাধা দেওয়ার কেউ নেই। তিনি বলেন,

{مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} (٢) سورة فاطر

অর্থাৎ, আল্লাহ মানুষের প্রতি কোন করুণা খুলে দিলে কেউ তার নিবারণকারী নেই এবং তিনি যা নিবারণ করেন, তারপর কেউ তার প্রেরণকারী নেই। তিনি

পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। *(সূরা ফাত্বির ২ আয়াত)*

তিনি হক ও বাতিলের মাঝে ফায়সালা করেন ও হুকুম চালান তাঁর শরয়ী আহকাম দিয়ে। শুআইব ﵇ এই শ্রেণীর ফায়সালা চেয়ে বলেছিলেন,

{رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ } (٨٩) سورة الأعراف

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায্যভাবে ফায়সালা ক'রে দাও এবং তুমিই শ্রেষ্ঠ ফায়সালাকারী।' *(সূরা আ'রাফ ৮৯ আয়াত)*

নূহ ﵇-কে যখন তাঁর সম্প্রদায় মিথ্যাজ্ঞান করল, তখন তিনি বলেছিলেন,

{رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ، فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ }

অর্থাৎ, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে। সুতরাং আমার ও ওদের মধ্যে স্পষ্ট মীমাংসা ক'রে দাও এবং আমাকে ও আমার সাথে যেসব বিশ্বাসী আছে, তাদেরকে রক্ষা কর।' *(সূরা শুআরা ১১৭-১১৮ আয়াত)*

তিনি উন্মুক্ত করেন তাঁর খাস বান্দাদের হৃদয়, সত্যানুসন্ধানীদের জন্য জ্ঞানের দুয়ার, তাঁর পরিচয় ও ভালবাসা লাভের সরল পথ, সঠিক পথে চলার জন্য প্রজ্ঞার চক্ষু।

তিনি খাস বান্দাগণের জন্য খুলে দেন বিশেষ রহমত ও অঢেল রুযী লাভের রাস্তা। খুলে দেন এমন পথ, যে পথে বান্দা গরীব থেকে ধনী হয়, দ্বীনও পায় এবং দুনিয়াও পায়। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ } (٩٦) سورة الأعراف

অর্থাৎ, যদি জনপদের অধিবাসীবৃন্দ বিশ্বাস করত ও সাবধান হত, তাহলে তাদের জন্য আমি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর কল্যাণ-দ্বার উন্মুক্ত ক'রে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যা মনে করল। ফলে তাদের কৃতকর্মের জন্য আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম। *(সূরা আ'রাফ ৯৬ আয়াত)*

তিনিই তাঁর নিজের দলকে বিজয় দান করেন। আর তিনি যাকে বিজয় দান করেন, তাকে পরাজিত করার কে আছে? তিনি যুগে যুগে নবী-রসূল (আলাইহিমুস সালাম)দেরকে বিজয় দানে ধন্য করেছেন। তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ রসূল মুহাম্মাদ ﷺ-কে দিয়েছিলেন মহাবিজয়। তিনি বলেন,

{إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا } (١) سورة الفتح

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই (হে রসূল!) আমি তোমাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়। *(সূরা ফাত্হ ১ আয়াত)*

তিনি মুসলিমদেরকে লাভজনক ব্যবসার কথা বলে বেহেশ্তের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার সাথে সাথে বলেছেন,

{وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ } (١٣) سورة الصف

অর্থাৎ, আর তিনি তোমাদেরকে দান করবেন বাঞ্ছিত আরো একটি অনুগ্রহ; আল্লাহর সাহায্য ও আসন্ন বিজয়। আর বিশ্বাসীদেরকে সুসংবাদ দাও। *(সূরা স্বাফ ১৩ আয়াত)*

তিনি দ্বীনের মহাবিজয়ের সুসংবাদ দিয়ে নিজ নবী ﷺ-কে বলেছিলেন,

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ (١) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجاً (٢) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً (٣) سورة النصر

অর্থাৎ, যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়। এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবে। তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং তাঁর সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনি অধিক তাওবা গ্রহণকারী। *(সূরা নাস্র)*

বিজয়ের শর্তাবলী পালন করলে অবশ্যই মুসলিমরা কালে কালে বিজয়ী থাকবে। যেহেতু বিজয় আসে মহান আল্লাহর কাছ থেকে। কবি বলেছেন,

'খোদায় পাইয়া বিশ্ববিজয়ী হল একদিন যারা।
খোদায় ভুলিয়া ভীত পরাজিত আজ দুনিয়ায় তারা।।
খোদার নামের আশ্রয় ছেড়ে
ভিখারীর বেশে দেশে দেশে ফেরে
ভোগ-বিলাসের মোহে ভুলে হায় নিল বন্ধন-কারা।।
খোদার সঙ্গে যুক্ত সদাই ছিল যাহাদের মন,
দুখে-রোগে-শোকে অটল যাহারা রহিত সর্বক্ষণ---
এসে শয়তান ভোগ-বিলাসের
কাড়িয়া লয়েছে ঈমান তাদের
খোদায় হারায়ে মুসলিম আজ হয়েছে সর্বহারা।।'

اَلْقَابِضُ (আল ক্বা-বিয্)

এ নামের অর্থ হল ঃ জীবিকা সঙ্কুচনকারী, প্রাণ হরণকারী। তিনি যার জন্য ইচ্ছা রুযী সংকুচিত করেন। যথেষ্ট জীবিকা তাকে দান করেন না; শাস্তি স্বরূপ অথবা পরীক্ষা স্বরূপ।

{مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ } (٢٤٥) سورة البقرة

অর্থাৎ, কে সে, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করবে? আল্লাহ তা তার জন্য বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন। আল্লাহই জীবিকা সংকুচিত ও সম্প্রসারিত করেন। আর তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যানীত হবে। *(সূরা বাক্বারাহ ২৪৫ আয়াত)*

আনাস ﷺ বলেন, নবী ﷺ-এর যুগে একদা বাজারের জিনিস-পত্রের দর বেড়ে যায়। লোকেরা বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি বাজার-দর নির্ধারণ ক'রে দিন।' তিনি বললেন,

(إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ القَابِضُ البَاسِطُ الرَّازِقُ).

নিশ্চয় আল্লাহই বাজার-দর নির্ধারণকারী, জীবিকা সঙ্কুচনকারী, রুযী সম্প্রসারণকারী, রুযীদাতা।..." *(আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারেমী, ত্বাবারানী, বাইহাক্বী, মিশকাত ২৮৯৪নং)*

তিনি নিজ হিকমত ও ইনসাফের সাথে কারো রুযী সংকীর্ণ করেন। এতে বান্দার বলার কি থাকতে পারে? তাঁর উপরে বান্দার কি কোন অধিকার আছে?

যার ইচ্ছা তার রূহ তিনি কবজ ক'রে নেন, তার মৃত্যু ঘটান। তাতেও তাঁর 'আল-ক্বা-বিয্' নামের অর্থের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

اَلْقَادِرُ (আল ক্বা-দির)

এ নামের অর্থ শক্তিমান। সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর শক্তিমত্তা ও অসীম ক্ষমতায় কি কারো সন্দেহ থাকতে পারে? যে কোনও সৃষ্টিকে সৃষ্টি করতে, যে কোনও সৃষ্টিকে ধ্বংস করতে, যে কোনও ধ্বংস-কবলিত সৃষ্টিকে পুনরায় সৃষ্টি করতে তিনি পূর্ণরূপে সক্ষম। তিনি বলেন,

{قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ } (٦٥) سورة الأنعام

অর্থাৎ, বল, 'তোমাদের ঊর্ধ্বদেশ অথবা তলদেশ হতে শাস্তি প্রেরণ করতে, তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতে এবং এক দলকে অপর দলের নিপীড়নের আস্বাদ গ্রহণ করাতে তিনিই সক্ষম।' *(সূরা আনআম ৬৫ আয়াত)*

{وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ }

অর্থাৎ, আমি আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করি পরিমিতভাবে, অতঃপর আমি তা মৃত্তিকায় সংরক্ষিত করি। আর আমি ওকে অপসারিত করতেও নিশ্চিতভাবে সক্ষম। *(সূরা মু'মিনূন ১৮ আয়াত)*

{وَإِنَّا عَلَى أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ } (٩٥) سورة المؤمنون

অর্থাৎ, আমি তাদেরকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি প্রদান করছি, আমি তা তোমাকে দেখাতে অবশ্যই সক্ষম। *(ঐ ৯৫ আয়াত)*

{فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ } (٤٠) {عَلَى أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ } (٤١) سورة المعارج

অর্থাৎ, আমি শপথ করছি উদয়াচল ও অস্তাচলসমূহের অধিকর্তার! নিশ্চয়ই আমি সক্ষম-- তাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর (মানবগোষ্ঠী)কে তাদের স্থলবর্তী করতে এবং এতে আমি অক্ষম নই। *(সূরা মাআরিজ ৪০-৪১ আয়াত)*

{إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ } (٨) سورة الطارق

অর্থাৎ, নিশ্চয় তিনি তাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিতে সক্ষম। *(সূরা ত্বারিক ৮ আয়াত)*

অবশ্য 'ক্বা-দির'-এর আর এক প্রকার অর্থ বর্ণিত হয়েছে আল-কুরআনে। মহান আল্লাহ বলেন,

{أَلَمْ نَخْلُقكُّمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (٢٠) فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (٢١) إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ (٢٢) فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ } (٢٣) سورة المرسلات

অর্থাৎ, আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি হতে সৃষ্টি করিনি। অতঃপর আমি ওটাকে স্থাপন করেছি নিরাপদ আধারে। এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। আমি একে গঠন করেছি পরিমিতভাবে, আমি কত সুনিপুণ স্রষ্টা! *(সূরা মুরসালাত ২০-২৩ আয়াত)*

অন্যত্র সংকীর্ণ করার অর্থেও উক্ত শব্দ ব্যবহার হয়েছে।

اَلْقَاهِرُ (আল ক্বা-হির)

এ নামের অর্থ পরাক্রমশালী, দমনকারী। মহান আল্লাহ এমন প্রভাবশালী যে, সকল প্রবল প্রতাপশালী হঠকারীর ঘাড় তাঁর সামনে নত। সকল সৃষ্টি তাঁর প্রতাপের কাছে অবনতমস্তক। সকলেই তাঁর সৃষ্টিগত আইনের অধীনস্থ ও অনুগত। তিনি বলেন,

{وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ } (١٨) سورة الأنعام

অর্থাৎ, তিনি নিজের দাসদের উপর পরাক্রমশালী এবং তিনি প্রজ্ঞাময়, (সর্ববিষয়ে) ওয়াকিফহাল। *(সূরা আনআম ১৮ আয়াত)*

{وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُم حَفَظَةً حَتَّىَ إِذَا جَاء أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لاَ يُفَرِّطُونَ } (٦١) سورة الأنعام

অর্থাৎ, তিনিই স্বীয় দাসগণের উপর পরাক্রমশালী এবং তিনিই তোমাদের রক্ষক প্রেরণ করেন। অবশেষে যখন তোমাদের কারো মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, তখন আমার প্রেরিত দূতগণ তার মৃত্যু ঘটায় এবং (কর্তব্যে) তারা ত্রুটি করে না। *(ঐ ৬১ আয়াত)*

اَلْقُدُّوْسُ (আল কুদ্দূস)

এ নামের অর্থ অতি পবিত্র। যিনি সকল প্রকার মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দ্বারা প্রশংসিত। এ নামটি 'আস-সুব্বূহ' নামের কাছাকাছি। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ }

অর্থাৎ, (স্মরণ কর) যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশ্তাদেরকে বললেন, 'আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি।' তারা বলল, 'আপনি কি সেখানে এমন কাউকেও সৃষ্টি করবেন, যে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে? অথচ আমরাই তো আপনার সপ্রশংস মহিমা কীর্তন ও পবিত্রতা ঘোষণা করি।' তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই আমি যা জানি তা তোমরা জান না।' *(সূরা বাক্বারাহ ৩০ আয়াত)*

তাসবীহের মধ্যে তাক্বদীস এবং তাক্বদীসের মধ্যে তাসবীহ বর্তমান থাকে। মহান

আল্লাহ সূরা ইখলাসের মধ্যে 'তাসবীহ ও তাক্বদীস'কে একত্রিত করেছেন। তিনি বলেছেন।

"বল, তিনিই আল্লাহ একক (অদ্বিতীয়)। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী।" ---এটি হল তাক্বদীস।

"তাঁর কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারো সন্তান নন এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।" ---এটি হল তাসবীহ।

আর তাক্বদীস ও তাসবীহ উভয়ই মহান আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা এবং তাঁকে শরীক ও সমকক্ষ থেকে পবিত্র ঘোষণা করার নামান্তর।

মহানবী ﷺ উভয় নামকে একত্রিত ক'রে রুকূ ও সিজদায় দুআ করতেন। *('আস-সুব্বূহ' নাম দ্রষ্টব্য।)*

اَلْقَدِيْرُ (আল ক্বাদীর)

এ নামের অর্থ সর্বশক্তিমান, অসীম ক্ষমতাবান। মহান আল্লাহ বলেন,

{يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ } (٥٤) سورة الروم

অর্থাৎ, তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। *(সূরা রূম ৫৪)*

তিনি সর্বশক্তিমান। নিজ পরিপূর্ণ শক্তিতে তিনি সৃষ্টিজগৎ রচনা করেছেন। নিজ অসীম ক্ষমতায় তিনি এ বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন। নিজ শক্তিতেই তিনি সৃষ্টির জীবন-মৃত্যু ও ধ্বংস ঘটান। নিজ শক্তিতেই তিনি মানুষকে পুনর্জীবিত করবেন। অতঃপর নেককারকে নেকীর বদলা দেবেন এবং বদকারকে বদীর প্রতিফল দেবেন। তিনি যখন কিছু করার ইচ্ছা করেন, তখন কেবল 'হও' বলেন, আর তা হয়ে যায়।

তিনি যা চান, তাই হয়। তিনি যা চান না, তা হয় না। তাঁর তওফীক ছাড়া কারো নড়াসড়ারও ক্ষমতা নেই। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া পুণ্য করা ও পাপ বর্জন করারও কোন ক্ষমতা নেই।

তাঁর অসীম ক্ষমতায় তিনি আকাশ-পৃথিবী ও নক্ষত্রমালা সৃজন করেছেন। নিজ ক্ষমতায় জীব সৃষ্টি করেছেন। জীবের মরণ দেওয়ার পর পুনর্জীবন দান করবেন তিনিই। সকলকে নিজের কাছে ফিরিয়ে আনবেন। মহান আল্লাহ বলেন,

{مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ } (٢٨) سورة لقمان

অর্থাৎ, তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও

পুনরুত্থানেরই মত। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। *(সূরা লুক্বমান ২৮ আয়াত)*

{وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} (٢٧) سورة الروم

অর্থাৎ, তিনিই যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি পুনর্বার একে সৃষ্টি করবেন; এ তাঁর জন্য সহজ। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই এবং তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। *(সূরা রূম ২৭ আয়াত)*

তাঁর কুদরত ও ক্ষমতার নিদর্শনসমূহের কিছু নিদর্শন স্মরণ করিয়ে তিনি বলেন,

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (٥) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (٦) سورة الحج

অর্থাৎ, হে মানুষ! পুনরুত্থান সম্বন্ধে যদি তোমাদের সন্দেহ হয়, তাহলে (ভেবে দেখ যে,) আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মাটি হতে, তারপর বীর্য হতে, তারপর রক্তপিন্ড হতে, তারপর পূর্ণাকৃতি বা অপূর্ণাকৃতি মাংসপিন্ড হতে; যাতে আমি তোমাদের নিকট (আমার সৃজনশক্তির মহিমা) ব্যক্ত করি। আমার ইচ্ছা অনুযায়ী তা এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে স্থিত রাখি, তারপর আমি তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করি; পরে যাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও। তোমাদের মধ্যে কারো কারো মৃত্যু ঘটানো হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাউকেও প্রত্যাবৃত্ত করা হয় অকর্মণ্য (স্থবিরতার) বয়সে; যার ফলে সে যা কিছু জানত সে সম্বন্ধেও সজ্ঞান থাকে না। আর তুমি ভূমিকে দেখ শুষ্ক, অতঃপর তাতে আমি বৃষ্টি বর্ষণ করলে তা শস্য-শ্যামল হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদ্‌গত করে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ। এটা এ জন্য যে, আল্লাহই সত্য এবং তিনিই মৃতকে জীবন দান করেন এবং তিনিই সর্ববিষয়ে শক্তিমান। *(সূরা হাজ্জ ৫-৬ আয়াত)*

তাঁর অসীম কুদরতের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে পূর্ববর্তী বহু জাতিকে ধ্বংস করার মাধ্যমে।

নানা আযাব দিয়ে তাদেরকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দেওয়া হয়েছে। তাদের চক্রান্ত, কৌশল, ধন-মাল, সৈন্য-সামন্ত, দুর্গ প্রভৃতি আল্লাহর আযাব থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে পারেনি।

আধুনিক যুগে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার তথা নানা যন্ত্র ও প্রযুক্তির সুবিধাও তাঁর অসীম কুদরতেরই শামিল। যেহেতু তিনিই সেই মানুষ ও তার মস্তিষ্কের সৃষ্টিকর্তা, যার মাত্র ১৫ শতাংশ প্রয়োগ করতে পেরে এত কিছু আবিষ্কার করতে পেরেছে। মানুষ আবিষ্কার ও উদ্‌ঘাটন করেছে, কিন্তু সৃষ্টি করেছেন মহান আল্লাহ। বিভিন্ন ধাতুর যন্ত্রাংশ তৈরী ক'রে যন্ত্র আবিষ্কার করেছে মানুষ, কিন্তু ধাতু তথা তার ধর্মের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহই।

اَلْقَرِيْبُ (আল ক্বারীব)

এ নামের অর্থ নিকটবর্তী। তিনি থাকেন সকল সৃষ্টির উর্ধ্বে আরশের উপরে। অথচ তিনি বান্দার অতি নিকটে। তাঁর এই নিকটবর্তিতার অর্থ দু'টি; আম ও খাস।

আম নিকটবর্তিতায় তিনি নিজের জ্ঞান, পরিদর্শন ও পরিবেষ্টন দ্বারা সকল সৃষ্টির নিকটবর্তী। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ}

অর্থাৎ, অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার মন তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয়, তা আমি জানি। আমি তার ঘাড়ে অবস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর। *(সূরা ক্বাফ ১৬ আয়াত)*

আর খাস নিকটবর্তিতায় তিনি তাঁর খাস বান্দাগণের নিকটে থাকেন। তিনি তাদেরকে ভালবাসেন, সাহায্য করেন, কল্যাণের তওফীক দেন, প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা মঞ্জুর করেন, তার মনের বাসনা পূর্ণ করেন। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ} (١٨٦) سورة البقرة

অর্থাৎ, আর আমার দাসগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন তুমি বল, আমি তো কাছেই আছি। যখন কোন প্রার্থনাকারী আমাকে ডাকে, তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিই। অতএব তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমাতে বিশ্বাস স্থাপন করুক, যাতে তারা ঠিক পথে চলতে পারে। *(সূরা বাক্বারাহ ১৮৬ আয়াত)*

এই জন্যই স্বালেহ ﷺ বলেছিলেন,

{يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ} (٦١) سورة هود

অর্থাৎ, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন (সত্য) উপাস্য নেই। তিনি তোমাদেরকে পৃথিবী (মাটি) হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে তাতে আবাদ করেছেন। অতএব তোমরা (নিজেদের পাপের জন্য) তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর প্রত্যাবর্তন কর তাঁরই দিকে; নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক নিকটবর্তী, আহবানে সাড়াদানকারী। *(সূরা হূদ ৬১ আয়াত)*

তিনি আমাদের নিকটেই। তাঁকে ডাকার জন্য উচ্চ স্বরে আহবানের প্রয়োজন নেই।[১]

আবূ মূসা আশআরী ﷺ বলেন, এক সময় নবী ﷺ-এর সাথে সফরে ছিলাম। আমরা যখন কোন উঁচু উপত্যকায় চড়তাম তখন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার' বলতাম। (একদা) আমাদের শব্দ উঁচু হয়ে গেল। নবী ﷺ তখন বললেন, "হে লোক সকল! তোমরা নিজেদের প্রতি নম্রতা প্রদর্শন কর। কেননা, তোমরা কোন বধির ও অনুপস্থিতকে ডাকছ না। তিনি তো তোমাদের সঙ্গেই রয়েছেন। তিনি সর্বশ্রোতা ও নিকটবর্তী।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

তিনি বিশেষ সময়ে খাস বান্দার অতি নিকটবর্তী হন। সিজদার সময় তিনি সিজদাকারীর সবচেয়ে নিকটে হন। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} (١٩) سورة العلق

অর্থাৎ, তুমি সিজদা কর ও (আমার) নিকটবর্তী হও। *(সূরা আলাক্ব ১৯ আয়াত)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "সিজদাহ অবস্থায় বান্দা আপন প্রভুর সবচেয়ে অধিক নিকটবর্তী হয়ে থাকে। সুতরাং ঐ অবস্থায় তোমরা বেশী-বেশী করে দুআ কর।" *(মুসলিম ৪৮২, আবূ দাঊদ ৮৭৫, নাসাঈ ১১৩৭নং)*

(১) *জ্ঞাতব্য যে, শরীয়তে যেখানে সশব্দে বা উঁচু শব্দে মহান আল্লাহর যিক্র আছে, তা তাঁকে শোনাবার উদ্দেশ্যে নয়। বরং তাতে অন্য উদ্দেশ্য থাকে। যেমন আযান-ইক্বামত দ্বারা নামাযীদেরকে আহবান করা হয়, ইমাম সাহেব জোরে ক্বিরাআত ক'রে বা তকবীর বলে তাদেরকে শোনান ইত্যাদি।*

তিনি আরো বলেন, "শেষ রাতের গভীরে প্রতিপালক নিজ বান্দার সবচেয়ে বেশী নিকটবর্তী হন। সুতরাং তুমি যদি ঐ সময় আল্লাহর যিক্রকারীদের দলভুক্ত হতে সক্ষম হও, তাহলে তা হয়ে যাও।" *(তিরমিযী, নাসাঈ, হাকেম, ইবনে খুযাইমা, সহীহুল জামে' ১১৭৩নং)*

اَلْقَهَّارُ (আল ক্বাহহা-র)

এ নামের অর্থ প্রবল প্রতাপশালী, পরাক্রমশালী, দমনকারী। মহান আল্লাহ বলেন,

{قُلِ اللّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ} (الرعد: ١٦)

অর্থাৎ, বল, 'আল্লাহ সকল বস্তুর স্রষ্টা এবং তিনিই অদ্বিতীয়, পরাক্রমশালী।' *(সূরা রা'দ ১৬ আয়াত)*

ঊর্ধ্বজগৎ ও নিম্নজগতের সবকিছু তাঁর অধীনস্থ। তাঁর অসীম ক্ষমতা, প্রবলতা ও প্রতাপের কাছে সকল সৃষ্টি পরাভূত। তাঁর অনুমতি ছাড়া গাছের পাতাও নড়ে না। তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত এ বিশ্বের কিছুই ঘটে না। সকল সৃষ্টি তাঁর একান্ত মুখাপেক্ষী, দুর্বল, ক্ষীণ-হীন। কেউই নিজের মঙ্গলামঙ্গলের মালিক নয়।

তিনি সকল বিরোধীদেরকে স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ দিয়ে পরাস্ত করেন। উদ্ধত, দুর্দম ও দুর্ধর্ষদেরকে কঠোর শাস্তি দ্বারা শায়েস্তা করেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ-দুর্ঘটনা দিয়ে অনেককে পরাভূত করেন। সকল জীবকে মৃত্যু দিয়ে আয়ত্তাধীন করেন।

তাঁর প্রতাপের কথা তিনি বলেছেন,

{إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمَنِ عَبْداً (٩٣) لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدّاً (٩٤) وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْداً} (٩٥) سورة مريم

অর্থাৎ, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে পরম দয়াময়ের নিকট দাসরূপে উপস্থিত হবে না। তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন ক'রে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে গণনা করেছেন। কিয়ামতের দিন তাদের সকলেই তাঁর নিকট আসবে একাকী অবস্থায়। *(সূরা মারয়্যাম ৯৩-৯৫ আয়াত)*

اَلْقَوِيُّ (আল ক্বাবিইয়ু)

এ নামের অর্থ প্রবল শক্তিশালী। অসীম শক্তির অধিকারী মহান আল্লাহ। তিনি বলেন,

{إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ} (هود: ٦٦)

অর্থাৎ, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক শক্তিমান, পরাক্রমশালী। *(সূরা হূদ ৬৬ আয়াত)*

মহাশক্তিশালী তিনি প্রবল ক্ষমতাবান। সকল বস্তুর উপর তাঁর শক্তি কার্যকর। সকল সৃষ্টিতে তাঁর শক্তির বিকাশ ঘটেছে। তাঁর শক্তির কাছে সকল শক্তিধর পরাজিত হয়েছে। তাঁর শক্তিতে কোন দুর্বলতা নেই। তাঁর ক্ষমতায় কোন প্রকার অক্ষমতা নেই। তাঁর শক্তি প্রবল, অসীম ও কল্পনাতীত।

কোন সৃষ্টির যত শক্তিই থাক, তাঁর শক্তির কাছে কিছুই নয়। পরাশক্তি তাঁর অসীম শক্তির কাছে পাহাড়ের কাছে ধূলিকণার মত। আগ্নেয়গিরি, ভূমিকম্প, ঝড়, বজ্রপাত, বন্যা প্রভৃতি তাঁর এক একটি মহাশক্তির নিদর্শন। আর কিয়ামতের দিন তো আছেই তাঁর শক্তির মহানিদর্শনরূপে।

اَلْقَيُّوْمُ (আল ক্বাইয়্যূম)

এ নামের অর্থ অবিনশ্বর, সদা জাগ্রত, তত্ত্বাবধায়ক, ধারক।

তাঁর তন্দ্রা নেই, নিদ্রা নেই। তিনি সকল বস্তুর তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রক ও পরিচালক। মহান আল্লাহ বলেন,

{اللّٰهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ} (٢٥٥) سورة البقرة

অর্থাৎ, আল্লাহ! তিনি ব্যতীত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সব কিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। *(সূরা বাক্বারাহ ২৫৫ আয়াত)*

মহানবী ﷺ তাহাজ্জুদের নামাযে দুআতে বলতেন,

((اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُوْرُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَ مَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ)).

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তোমারই যাবতীয় প্রশংসা। তুমি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী এবং উভয়ের মধ্যে অবস্থিত সকল কিছুর জ্যোতি। তোমারই সমস্ত প্রশংসা, তুমি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী ও উভয়ের মধ্যে অবস্থিত সকল কিছুর নিয়ন্তা। *(বুখারী, মুসলিম)*

তিনি সংকট মুহূর্তে দুআতে বলতেন,

((يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ)).

অর্থাৎ, হে চিরঞ্জীব, হে অবিনশ্বর! তোমার রহমতের অসীলায় আমি ফরিয়াদ

করছি। *(সহীহুল জামে' ৪৭৭৭নং)*

এক বর্ণনা মতে 'আল-হাইয়্যুল ক্বাইয়্যুম' নাম দু'টি মহান আল্লাহর ইস্মে আ'যম।

اَلْكَبِيْرُ (আল কাবীর)

এ নামের অর্থ সুমহান। মহান আল্লাহ বলেন,

{ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ}

অর্থাৎ, (ওদেরকে বলা হবে,) 'তোমাদের এ শাস্তি তো এ জন্যে যে, যখন এককভাবে আল্লাহকে আহবান করা হত, তখন তোমরা তাঁকে অস্বীকার করতে। আর তাঁর শরীক স্থির করা হলে তোমরা বিশ্বাস করতে। সুতরাং সুউচ্চ, মহান আল্লাহরই সমস্ত কর্তৃত্ব।' *(সূরা মু'মিন ১২ আয়াত)*

আল্লাহ বড়। তাঁর সত্তায় তিনি বড়। কিয়ামতের দিন তাঁর হাতে হবে আসমান-যমীন। তিনি মর্যাদায় সুমহান। তিনি মহান, যত গৌরব তাঁর জন্যই শোভনীয়। তিনি সর্বপ্রকার শরীক, সমকক্ষ ও সদৃশ থেকে মহান। *('আল-আকবার' নাম দ্রষ্টব্য)*

اَلْكَرِيْمُ (আল কারীম)

এ নামের অর্থ মহানুভব, সম্মানিত, দানশীল। মহান আল্লাহ সুলাইমান ﷺ-এর উক্তি উদ্ধৃত ক'রে বলেন,

{وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ} (النمل: ٤٠)

অর্থাৎ, যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে তা নিজের কল্যাণের জন্য করে এবং যে অকৃতজ্ঞ, সে জেনে রাখুক যে, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, মহানুভব। *(সূরা নামল ৪০ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ} (٦) سورة الإنفطار

অর্থাৎ, হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহামহিম প্রতিপালক হতে প্রতারিত করল? *(সূরা ইনফিত্বার ৬ আয়াত)*

মহান আল্লাহ বড় দানশীল। সে দান কৃতজ্ঞ-কৃতঘ্ন সকলের প্রতি বিতরিত হয়।

তবে কৃতজ্ঞের প্রতি তাঁর দান বৃদ্ধি পায় এবং অকৃতজ্ঞ ধ্বংসের শিকার হয়।

'শাতুন কারীমাহ' সেই ছাগলকে বলা হয়, যে প্রচুর দুধ দেয় অথচ দোয়াবার সময় চাট মারে না। এ কথায় কোন সন্দেহ নেই যে, মহান আল্লাহর দান অফুরন্ত। তিনি দান দিয়ে প্রতিদান না পেলেও অনেকের দান ছিনিয়ে নেন না। তিনিই অনুগ্রহপূর্বক সকল নিয়ামত দান করেন সৃষ্টিকে। তিনিই 'আল-কারীম' নামের যোগ্য অধিকারী।

যে নিয়ামতের হকদার নয়, তিনি তাকেও নিয়ামত দিয়ে থাকেন। যে যে সওয়াবের যোগ্য, তাকে তিনি তার থেকেও বহুগুণ বেশী দিয়ে থাকেন। যে পাপ ক'রে ফেলার পর তওবা করে, তিনি তার পাপসমূহকে পুণ্যে পরিবর্তন ক'রে দেন! এত বড় মহানুভবতা আর কি হতে পারে? মহান আল্লাহ বলেন,

{إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا} (٧٠) سورة الفرقان

অর্থাৎ, তবে যারা তওবা করে, বিশ্বাস ও সৎকাজ করে, আল্লাহ তাদের পাপকর্মগুলিকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন ক'রে দেবেন। আর আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(সূরা ফুরক্বান ৭০ আয়াত)*

শুধু তাই নয়। তিনি এত বড় দানী যে, সবচেয়ে নিম্নমানের জান্নাতীকে তিনি দশটি পৃথিবীর সমান জায়গা দেবেন!!

'কারীম'-এর অপর একটি অর্থ সম্মানিত। অবশ্যই মহান আল্লাহ সম্মানিত উপাস্য।

اَللَّطِيْفُ (আল লাত্বীফ)

এ নামের অর্থ সূক্ষ্মদর্শী, স্নেহশীল।

মহান আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, তিনি সৃষ্টির সকল গুপ্ত ভেদ ও রহস্য জানেন। তিনি সকলের মনের কথাও জানেন। সৃষ্টির সকল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত। এই অর্থে এটি 'আল-খাবীর' নামের কাছাকাছি।

{لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} (١٠٣) سورة الأنعام

অর্থাৎ, দৃষ্টিসমূহ তাঁকে আয়ত্ব করতে পারে না, কিন্তু দৃষ্টিসমূহ তাঁর আয়ত্বে আছে এবং তিনিই সূক্ষ্মদর্শী; সম্যক পরিজ্ঞাত। *(সূরা আনআম ১০৩ আয়াত)*

মহান আল্লাহ বান্দার প্রতি বড় স্নেহশীল। তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাগণের প্রতি স্নেহপূর্ণ

সহযোগিতা করেন। তাদের জন্য সৎপথ সহজ ক'রে দেন এবং অসৎপথ থেকে দূরে রাখেন। প্রত্যেক সেই অসীলা প্রস্তুত ক'রে দেন, যার দ্বারা তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করা যায় এবং সে সকল হেতু থেকে দূরে রাখেন, যাতে তাঁর অসন্তুষ্টি আছে। ইহ-পরকালে সুখ-শান্তির উপায় সৃষ্টি করেন। আর এই অর্থে নামটি 'আর-রাউফ' নামের কাছাকাছি। মহান আল্লাহ বলেন,

{اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاء وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ} (١٩) سورة الشورى

অর্থাৎ, আল্লাহ তাঁর দাসদের প্রতি অতি স্নেহশীল; তিনি যাকে ইচ্ছা রুযী দান করেন। আর তিনিই প্রবল, পরাক্রমশালী। *(সূরা শূরা ১৯ আয়াত)*

তিনি কোন বান্দার প্রতি এত বড় স্নেহশীল হন যে, তাঁকে ইউসুফ ﷺ-এর মত জীবনের পদে পদে ঘাত-প্রতিঘাত হতে বাঁচিয়ে নেন। সকল কঠিনকে সহজ ক'রে দেন।

অনেক সময় ভাইদের হিংসা হয়। ভাবীদের প্ররোচনায় আপন ভাই পর হয়। ভাইরা ভুল বুঝে। অনেক সময় চক্রান্ত ক'রে ভাই হয়ে ভাইকে খুন করতেও তৎপর হয়ে ওঠে! তখন মহান আল্লাহ তাকে ইউসুফ ﷺ-এর মত বাঁচিয়ে নেন।

মরুভূমির পরিত্যক্ত কুয়া অথবা জঙ্গল অথবা সমুদ্র থেকে উদ্ধার ক'রে ইউসুফ ﷺ-এর মত রাজ-পরিবারে স্থান দেন।

খারাপ মেয়েদের কুচক্র থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে ইউসুফ ﷺ-এর মত ব্যভিচার ও অবৈধ প্রেম-ভালবাসার ফাঁদ থেকে দূরে রাখেন।

কারো চক্রান্তে জেল-হাজতে গেলে ইউসুফ ﷺ-এর মত উদ্ধার ক'রে দেশের রাজা বানান।

যে ভাইরা তাকে খুন করতে চায়, সেই ভাইদেরকেই তার দ্বারস্থ করান।

ইউসুফ ﷺ-এর মত মা-বাপহারা, দেশহারা, আত্মীয়-স্বজনহারা হওয়ার পর সকলকে তার কাছে ফিরিয়ে দেন। এ কি কম বড় স্নেহের কথা?

ইউসুফ ﷺ হারানো সকল আত্মীয়কে ফিরে পেয়ে যা করেছিলেন ও বলেছিলেন, সে সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেন,

{وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بَي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاء بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاء إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ}

অর্থাৎ, ইউসুফ তার পিতা-মাতাকে সিংহাসনে বসাল এবং তারা সবাই তার সামনে সিজদায় লুটিয়ে পড়ল। সে বলল, 'হে আমার পিতা! এটাই আমার পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা; আমার প্রতিপালক তা বাস্তবে পরিণত করেছেন এবং তিনি আমাকে কারাগার হতে মুক্ত ক'রে এবং শয়তানের আমার ও আমার ভাইদের মাঝে সম্পর্ক নষ্ট করার পরও আপনাদেরকে মরু অঞ্চল হতে এখানে এনে দিয়ে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা তার জন্য বড় স্নেহশীল, তিনি তো সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। *(সূরা ইউসুফ ১০০ আয়াত)*

মহান আল্লাহর বড় স্নেহ তার প্রতি যে খারাপ পরিবেশে থেকেও ভাল হয়ে মানুষ হয়, খারাপ ঘরের ছেলে হয়েও ভাল ছেলে হয়।

যে সুখে-দুঃখে সহায় সাথী পায়, ভাল স্ত্রী-সন্তান পায়, ভাল বন্ধু পায়।

যে গরীবের ঘরে জন্ম নিয়ে লোকের লাথি খেতে খেতে মানুষ হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত স্বনামধন্য ধনী ব্যক্তি হয়।

যাকে আল্লাহ নিজের দ্বীনের কাজে নিযুক্ত করেন, যাকে তার দুশমন হতে রক্ষা করেন। হিংসুকের হিংসা থেকে, প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরশ্রীকাতরতা থেকে, বড়দের অহংকারের দাপট থেকে, বিরোধী শক্তির কবল থেকে, দলবাজির হিংস্র ছোবল থেকে, সমাজের হীন লোকেদের নীচ মন্তব্য থেকে কৌশলের সাথে বাঁচিয়ে নেন।

মহান আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি কত বড় স্নেহশীল, যে ব্যক্তিকে তিনি দুনিয়াতেও সুখ দেন এবং আখেরাতেও বেহেশ্‌ত দানে ধন্য করেন।

اَلْمُؤَخِّرُ (আল মুআখখির)

এ নামের অর্থ সর্বশেষ, অবনতি দানকারী। মহান আল্লাহই এ বিশ্বের চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী। *('আল-আখির' নাম দ্রষ্টব্য)*

তিনিই যাকে ইচ্ছা অবনতি দিয়ে থাকেন, পশ্চাদ্‌পদ ক'রে থাকেন। এ ক্ষেত্রে এ নামকে এককভাবে বলা ঠিক নয়। বরং 'আল-মুক্বাদ্দিম' (প্রথম বা অগ্রবর্তীকারী) নামের সাথে মিলিয়ে বলতে হবে।

মহানবী ﷺ তাহাজ্জুদের নামাযে বলতেন,

اَللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، أَنْتَ رَبُّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ، فَاغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا

أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ أَنْتَ إِلٰهِيْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমারই নিকট আত্মসমর্পণ করেছি, তোমার উপরেই ভরসা করেছি, তোমার উপরেই ঈমান (বিশ্বাস) রেখেছি, তোমার দিকে অভিমুখী হয়েছি, তোমারই সাহায্যে বিতর্ক করেছি, তোমারই নিকট বিচার নিয়ে গেছি। তুমি আমাদের প্রতিপালক, তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তনস্থল। অতএব তুমি আমার পূর্বের, পরের, গুপ্ত, প্রকাশ্য এবং যা তুমি অধিক জান সে সব পাপকে মাফ করে দাও। তুমিই প্রথম, তুমিই শেষ। (অথবা তুমিই অগ্রবর্তীকারী, তুমিই পশ্চাদ্‌বর্তীকারী), তুমি আমার উপাস্য, তুমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই এবং তোমার তওফীক ছাড়া পাপ থেকে ফেরার ও সৎকাজ করার (নড়া-সরার) সাধ্য নেই। *(বুখারী, মুসলিম)*

মহান আল্লাহ তাঁর নবী মুহাম্মাদ ﷺ-কে কিয়ামতের দিন সর্বাগ্রে পুনরুত্থিত করবেন এবং শাফাআতের জন্য সকল নবীর উপর প্রাধান্য দেবেন। আর নবীদের মধ্যে সর্বশেষে তাঁকে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছিলেন।

তিনি উম্মাতে মুহাম্মাদীকে সবার শেষে পাঠিয়েছেন, কিন্তু কিয়ামতের দিন সবার আগে বেহেশ্‌তে পাঠাবেন। *(বুখারী, মুসলিম)*

তিনি যাকে ইচ্ছা নিজের অনুগত বানিয়ে অন্যান্য লোকেদের তুলনায় অগ্রবর্তী করেন এবং যাকে ইচ্ছা তওফীক না দিয়ে পশ্চাদ্‌বর্তী বানান। যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন, যাকে ইচ্ছা অপমানিত ও লাঞ্ছিত করেন। যাকে ইচ্ছা সমুন্নত করেন, যাকে ইচ্ছা অবনত করেন। তিনি বলেন,

{قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (٢٦) سورة آل عمران

অর্থাৎ, বল, 'হে রাজ্যাধিপতি আল্লাহ! তুমি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান কর এবং যার নিকট থেকে ইচ্ছা রাজত্ব কেড়ে নাও, যাকে ইচ্ছা সম্মানিত কর এবং যাকে ইচ্ছা অপমানিত কর। (যাবতীয়) কল্যাণ তোমার হাতেই। নিশ্চয় তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। *(সূরা আলে ইমরান ২৬ আয়াত)*

দুনিয়ার এই উত্থান-পতন মহান আল্লাহর এক চিরন্তন নিয়ম। তিনি তাঁর হিকমতের দাবীতে হার-জিতের পালা পরিবর্তন করতে থাকেন। কখনো বিজয়ীকে পরাজিত করেন, আবার কখনো পরাজিতকে করেন বিজয়ী। তিনি বলেন,

{إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ }

অর্থাৎ, তোমাদেরকে যদি (উহুদ যুদ্ধে) কোন আঘাত লেগে থাকে, তবে অনুরূপ আঘাত (বদর যুদ্ধে) তাদেরকেও তো লেগেছে এবং মানুষের মধ্যে এ (বিপদের) দিনগুলিকে পর্যায়ক্রমে আমি অদল-বদল ক'রে থাকি। *(সূরা আলে ইমরান ১৪০ আয়াত)*

মহান আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ধনে অগ্রবর্তী ও জ্ঞানে পশ্চাদ্‌বর্তী অথবা তার বিপরীত করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা দুনিয়াতে ও আখেরাতে অগ্রণী করেন এবং যাকে ইচ্ছা পশ্চাদ্‌পদ করেন। যাকে ইচ্ছা কাল কিয়ামতে বেহেশ্‌ত দানে অগ্রবর্তী করবেন এবং যাকে ইচ্ছা দোযখ দানে পশ্চাদ্‌বর্তী করবেন। কেউ কি পারে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাউকে অগ্রবর্তী অথবা পশ্চাদ্‌বর্তী করতে?

اَلْمُؤْمِنُ (আল মু'মিন)

এ নামের অর্থ নিরাপত্তাবিধায়ক, সত্যায়নকারী। মহান আল্লাহ বলেন,

{هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ } (٢٣) سورة الحشر

অর্থাৎ, তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোন (সত্য) উপাস্য নেই। তিনিই অধিপতি, পবিত্র, নিরবদ্য, নিরাপত্তা বিধায়ক, রক্ষক, পরাক্রমশালী, প্রবল, গর্বের অধিকারী। যারা তার শরীক স্থির করে, আল্লাহ তা হতে পবিত্র মহান। *(সূরা হাশ্‌র ২৩ আয়াত)*

এ নামটির আসল যদি ঈমান শব্দ ধরা হয়, তাহলে তার অর্থ হবে সত্যায়নকারী, সত্য প্রমাণকারী।

মহান আল্লাহ স্পষ্ট ও বড় বড় দলীল-প্রমাণ ও অলৌকিক ঘটনা দ্বারা তাঁর রসূলদের সত্যতা প্রমাণ করেছেন।

তিনি মু'মিনদের সাথে তাঁর কৃত সকল প্রতিশ্রুতি সত্য প্রমাণ ক'রে দেখান।

তিনি তাঁর প্রতি তাঁর বিশ্বাসী বান্দাদের ধারণা সত্য প্রমাণ করবেন। যেমন তিনি হাদীসে কুদসীতে বলেছেন, "আমি সেইরূপ, যেরূপ বান্দা আমার প্রতি ধারণা রাখে।" *(বুখারী, মুসলিম)*

অর্থাৎ, বান্দা যদি তাঁর প্রতি সুধারণা রাখে, তাহলে সেই ধারণাই সত্য পাবে। আর সে যদি তাঁর প্রতি কুধারণা রাখে, তাহলে সে তাই সত্য পাবে। বান্দা যদি সুধারণা রেখে আশা রাখে যে, আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করবেন, তাহলে তিনি তা সত্য প্রমাণ ক'রে

তার প্রতি রহম করবেন। পক্ষান্তরে সে যদি তাঁর প্রতি কুধারণা রেখে মনে করে যে, আল্লাহ তার প্রতি রহম করবেন না, তাহলে তিনি তাই সত্য প্রমাণ ক'রে তার প্রতি সত্যই রহম করবেন না।

আর এই জন্যই আল্লাহর রসূল ﷺ ইন্তিকালের তিনদিন পূর্বে বলে গেছেন, "আল্লাহর প্রতি সুধারণা না রেখে তোমাদের কেউ যেন অবশ্যই মৃত্যুবরণ না করে।" *(মুসলিম)*

মহান আল্লাহ নিজের একত্ববাদ ও তার সত্যতা প্রমাণ করতে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি বলেন,

{شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } (١٨) سورة آل عمران

অর্থাৎ, আল্লাহ সাক্ষ্য দেন এবং ফিরিশ্তাগণ ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণও সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই। তিনি ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই; তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। *(সূরা আলে ইমরান ১৮ আয়াত)*

আর যদি শব্দটির আসল 'আমন' শব্দ হয়, তাহলে তার মানে মহান আল্লাহ বান্দার জন্য নিরাপত্তাবিধায়ক। তিনি তাঁর মু'মিন বান্দাগণকে কিয়ামতের আযাব থেকে নিরাপত্তা দান করবেন। আর এ ব্যাপারেও নিরাপত্তা দান করবেন যে, তিনি তাদের প্রতি কোন যুল্‌ম করবেন না। মহান আল্লাহ বলেন,

{الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ }

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস করেছে এবং তাদের বিশ্বাসকে যুলুম (শির্ক) দ্বারা কলুষিত করেনি, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য এবং তারাই সৎপথপ্রাপ্ত। *(সূরা আনআম ৮২ আয়াত)*

মহান আল্লাহ খাস বান্দাগণকে রুযী দিয়ে থাকেন এবং তাদের নিরাপত্তা বিধান করেন। জ্বিনের ভয়, মানুষের ভয়, হিংস্র জীব-জন্তুর ভয় এবং অন্যান্য ভয় থেকেও দুনিয়াতে নিরাপত্তা দেন, যেমন তিনি কুরাইশকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছিলেন এবং ভয় হতে দিয়েছিলেন নিরাপত্তা।

اَلْمُبِيْنُ (আল মুবীন)

এ নামের অর্থ সুস্পষ্ট, স্পষ্টকারী, প্রকাশক। মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির কাছে স্পষ্ট, তিনি তাঁর নিদর্শন দ্বারা সুস্পষ্ট। তিনি চক্ষুষ্মানদের কাছে অস্পষ্ট নন। তিনি এমন নন যে, তাঁকে জানা যাবে না, চেনা যাবে না।

তিনি মানুষের নিকট তাঁকে চেনার পথ স্পষ্ট ক'রে দিয়েছেন। সুপথ ও কুপথ স্পষ্ট ক'রে দিয়েছেন। তিনি কোন্ কাজে সন্তুষ্ট, তা প্রকাশ ক'রে দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ বলেন,

{يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ } (٢٥) النـــــور

অর্থাৎ, সেদিন আল্লাহ তাদের প্রাপ্য প্রতিফল পুরোপুরি দেবেন এবং তারা জানবে, আল্লাহই সত্য, স্পষ্ট প্রকাশক। *(সূরা নূর ২৫ আয়াত)*

اَلْمُتَعَالِيْ (আল মুতাআ-লী)

এ নামের অর্থ সর্বোচ্চ, সবকিছুর ঊর্ধ্বে।

{عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ } (الرعد: ٩)

অর্থাৎ, অদৃশ্য ও দৃশ্যমান সম্বন্ধে তিনি অবগত; তিনি সুমহান, সর্বোচ্চ। *(সূরা রা'দ ৯)*

এ নামটি 'আল-আলী' ও 'আল-আ'লা'র অনুরূপ। সুতরাং উক্ত নামদ্বয়ের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

اَلْمُتَكَبِّرُ (আল-মুতাকাব্বির)

এ নামের অর্থ গর্বের অধিকারী। মহান আল্লাহ বলেন,

{هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيـــزُ الْجَبَّـــارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ } (الحشر: ٢٣).

অর্থাৎ, তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোন (সত্য) উপাস্য নেই। তিনিই অধিপতি, পবিত্র, নিরবদ্য, নিরাপত্তা বিধায়ক, রক্ষক, পরাক্রমশালী, প্রবল, গর্বের অধিকারী। যারা

তার শরীক স্থির করে, আল্লাহ তা হতে পবিত্র মহান। *(সূরা হাশ্‌র ২৩ আয়াত)*

মহান আল্লাহই একমাত্র গর্বের অধিকারী। অবশিষ্ট বান্দা, গোলাম বা দাসদের বৈশিষ্ট্যই হল বিনয়, দীনতা ও ক্ষীণতা। তিনি ছাড়া গর্ব কারো জন্য শোভনীয় নয়। আসলে গর্ব তাকেই মানায়। এই জন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা বলেন, 'সম্মান আমার লুঙ্গি এবং গর্ব আমার চাদর। (অর্থাৎ, খাস আমার গুণ।) সুতরাং যে ব্যক্তি আমার কাছ থেকে এর মধ্য থেকে যে কোন একটি টেনে নিতে চাইবে, আমি তাকে শাস্তি দেব। *(মুসলিম)*

মহান আল্লাহর গর্ব বলতে উদ্দেশ্য সেই অহংকার নয়, যা মানুষের কাছে নিন্দিত। তিনি গর্বিত, যেহেতু তিনি সকল মন্দ থেকে পবিত্র, সকল ত্রুটি থেকে নির্মল, সকল অসম্পূর্ণতা থেকে শূন্য। যিনি সকল কিছুর স্রষ্টা ও প্রতিপালক, অবশ্যই সকল গর্ব ও গৌরব তাঁরই।

اَلْمَتِيْنُ (আল মাতীন)

এ নামের অর্থ প্রচণ্ড শক্তিমান, পরাক্রান্ত; যাঁর শক্তির সীমা নেই, যাঁর কর্মে কোন কষ্টবোধ নেই, ক্লান্তি নেই, শ্রান্তি নেই, অবসাদ নেই। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ } (الذاريات: ٥٨).

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ; তিনিই রুযী দাতা প্রবল, পরাক্রান্ত। *(সূরা যারিয়াত ৫৮ আয়াত)*

তাঁর কৌশলও বড় মজবুত, শক্ত, বলিষ্ঠ ও কঠিন। তিনি বলেন,

{وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ } (١٨٣) سورة الأعراف، القلم ٤٥

অর্থাৎ, আমি তাদেরকে ঢিল দিব, নিশ্চয় আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ। *(সূরা আ'রাফ ১৮৩, ক্বালাম ৪৫ আয়াত)*

اَلْمُجِيْبُ (আল মুজীব)

এ নামের অর্থ প্রার্থনা মঞ্জুরকারী, আহবানে সাড়াদানকারী, দুআ কবুলকারী। মহান আল্লাহ স্বালেহ عليه السلام-এর কথা উদ্ধৃত ক'রে বলেন,

{يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنـــشَأَكُم مِّـــنَ الأَرْضِ وَاسْـــتَعْمَرَكُمْ فِيهَـــا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ } (٦١) سورة هود

অর্থাৎ, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন (সত্য) উপাস্য নেই। তিনি তোমাদেরকে পৃথিবী (মাটি) হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে তাতে আবাদ করেছেন। অতএব তোমরা (নিজেদের পাপের জন্য) তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর প্রত্যাবর্তন কর তাঁরই দিকে; নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক নিকটবর্তী, আহবানে সাড়াদানকারী। *(সূরা হূদ ৬১ আয়াত)*

তাঁর এই কবুল দুই প্রকার; আম ও খাস।

প্রত্যেক সেই দুআ তিনি আমভাবে কবুল ক'রে থাকেন, যা প্রত্যেকে উপাসনামূলক অথবা প্রার্থনামূলক ক'রে থাকে। সে ক্ষেত্রে ভাল-মন্দ সকল বান্দার প্রার্থনা নিজ হিকমত ও প্রার্থনাকারীর মঙ্গল অনুযায়ী মঞ্জুর ক'রে থাকেন। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ} (٦٠) سورة غافر

অর্থাৎ, তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাক আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। যারা অহংকারে আমার উপাসনায় বিমুখ, ওরা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। *(সূরা মু'মিন ৬০ আয়াত)*

{وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ} (١٨٦) سورة البقرة

অর্থাৎ, আমার দাসগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন তুমি বল, আমি তো কাছেই আছি। যখন কোন প্রার্থনাকারী আমাকে ডাকে, তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিই। অতএব তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমাতে বিশ্বাস স্থাপন করুক, যাতে তারা ঠিক পথে চলতে পারে। *(সূরা বাক্বারাহ ১৮৬ আয়াত)*

খাস কবুল খাস দুআর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। খাস স্থান-কাল-পাত্র ভেদে দুআ কবুল হয়ে থাকে। যেমন উপায়হীন ব্যক্তির দুআর জন্য তিনি বলেন,

{أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ} (٦٢) سورة النمل

অর্থাৎ, অথবা তিনি, যিনি আর্তের আহবানে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীর প্রতিনিধি করেন। আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তোমরা অতি সামান্যই উপদেশ

গ্রহণ ক'রে থাক। *(সূরা নামল ৬২ আয়াত)*

যেমন তিনি খাস বান্দা নবী-ওলীর দুআ কবুল ক'রে থাকেন। মুসাফির, রোগী, অত্যাচারিত, রোযাদার, ছেলের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার দুআ এবং বিশেষ জায়গায় বিশেষ সময়ে খাসভাবে দুআ কবুল ক'রে থাকেন।

اَلْمَجِيْدُ (আল-মাজীদ)

এ নামের অর্থ মর্যাদাবান, গৌরবান্বিত, মহামহিমান্বিত। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ} (هود: ٧٣)

অর্থাৎ, নিশ্চয় তিনি প্রশংসার যোগ্য মহামহিমান্বিত।' *(সূরা হূদ ৭৩ আয়াত)*

তাঁর মর্যাদা, গৌরব ও মহিমার কি কোন বর্ণনা দেওয়া যায়? প্রত্যেক নাম, গুণ ও কর্মেই তাঁর মহিমা প্রকাশ পায়। তাঁর প্রশংসা ক'রে আমরা দরূদে বলে থাকি, 'ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।'

اَلْمُحِيْطُ (আল-মুহীত্ব)

এ নামের অর্থ পরিবেষ্টনকারী। মহান আল্লাহ নিজ ইল্‌ম, কুদরত, রহমত ও আধিপত্য দ্বারা সারা সৃষ্টিকে পরিবেষ্টন ক'রে আছেন।

তিনি আছেন আসমানে আরশের উপরে। আর তাঁর জ্ঞান প্রত্যেক জিনিসকে পরিবেষ্টন ক'রে আছে। প্রত্যেক জিনিসের অস্তিত্ব, বিদ্যমানতা, প্রকার, পরিমাণ, আয়তন, কেমনত্ব, সৃষ্টির উদ্দেশ্য, সর্বকালীন অবস্থা, অবস্থান-ক্ষেত্র ইত্যাদি সবকিছুকে তাঁর জ্ঞান পরিবেষ্টন ক'রে আছে। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا}

অর্থাৎ, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব আল্লাহরই এবং সব কিছুকে আল্লাহ (নিজ জ্ঞান দ্বারা) পরিবেষ্টন ক'রে আছেন। *(সূরা নিসা ১২৬ আয়াত)*

{وَاللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ} (٤٧) سورة الأنفال

অর্থাৎ, তাদের সকল কীর্তিকলাপই আল্লাহর জ্ঞানায়ত্তে রয়েছে। *(সূরা আনফাল ৪৭ আয়াত)*

কেউ পারে না তাঁর পাকড়াও থেকে পলায়ন করতে, কেউ পারে না তাঁর দৃষ্টি

হতে নিজেকে গোপন করতে, কেউ পারে না তাঁকে কোনভাবে ফাঁকি দিতে, কেউ পারবে না তাঁর হিসাব থেকে ফাঁকে থাকতে।

মহান আল্লাহ বলেন,

{أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاء رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ} (٥٤) سورة فصلت

অর্থাৎ, জেনে রাখ, ওরা ওদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎকারে সন্দিহান। জেনে রাখ, সব কিছুকে আল্লাহ পরিবেষ্টন ক'রে রয়েছেন। *(সূরা হা-মীম সাজদাহ ৫৪ আয়াত)*

{لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا}

অর্থাৎ, যাতে তিনি জেনে নেন, তারা তাদের প্রতিপালকের বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছে; আর তাদের নিকট যা আছে, তা তাঁর জ্ঞানায়ত্ত এবং তিনি প্রত্যেক জিনিসের সংখ্যা গুনে রেখেছেন। *(সূরা জ্বিন ২৮ আয়াত)*

اَلْمُسَعِّرُ (আল-মুসা'ইর)

এ নামের অর্থ হল মূল্য নির্ধারণকর্তা। মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে আছে বাজার-দর সস্তা-মাগ্যি। মন্দা, আক্রা, দুর্মূল্য, মুদ্রাস্ফীতি প্রভৃতির জন্য মানুষ একে অন্যকে দোষ দিলেও অর্থনৈতিক বাজার-মূল্যের আসল নিয়ন্তা তিনিই।

আনাস ﷺ বলেন, নবী ﷺ-এর যুগে একদা বাজারের জিনিস-পত্রের দর বেড়ে যায়। লোকেরা বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি বাজার-দর নির্ধারণ ক'রে দিন।' তিনি বললেন,

(إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ القَابِضُ البَاسِطُ الرَّازِقُ).

নিশ্চয় আল্লাহই বাজার-দর নির্ধারণকারী, জীবিকা সঙ্কুচনকারী, রুযী সম্প্রসারণকারী, রুযীদাতা।..." *(আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারেমী, ত্বাবারানী, বাইহাক্বী, মিশকাত ২৮৯৪নং)*

اَلْمُصَوِّرُ (আল-মুস্বাউবির)

এ নামের অর্থ রূপদাতা। মহান আল্লাহ সৃষ্টির রূপদাতা, আকৃতিদাতা। পানির উপরে নক্সা কাটেন তিনি। এক বিন্দু পানিকে কত রূপ দেন! কত প্রকারের সৃষ্টির রূপ তিনি পানি থেকে দিয়ে থাকেন। মানুষের মাঝেও কত প্রকারের রূপ-চেহারা। কারো

আকৃতি ও চেহারার সাথে কারোর আকৃতি ও চেহারার হুবহু মিল নেই।

রূপান্তরের ভিতরেই কত রকমের যন্ত্র তৈরি করেন তিনি। দেহের ভিতরে আজব কারখানার যন্ত্রপাতি পার্ট পার্ট ক'রে জোড়া লাগানো নয়; বরং তাও পানির উপরে নক্সা-কাটা! সে সকল যন্ত্রপাতি সঠিক সময়ে কাজ আরম্ভ করে, প্রভুর নির্দেশে নিজ কর্তব্যে কেউ অবহেলা করে না। তবে প্রভুর অন্য নির্দেশ হলে ভিন্ন কথা।

একই মাটি, পানি ও আলো থেকে তিনি কত গাছের রূপ দান করেন। কত বড় শিল্পী তিনি যে, সেই সকল গাছ থেকে কত রকমের পাতা, ফুল ও ফল যেন তুলি দিয়ে অঙ্কিত করেন। কত রঙ-বেরঙের ফুল দিয়ে কত বিচিত্রময় রূপ দান করেন প্রকৃতির এই সৌন্দর্যকে!

তিনি নিজের রূপ-বৈচিত্রের সৃষ্টি-বাহারের কথা নিজেই বলেছেন,

{هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى} (٢٤) سورة الحشر

অর্থাৎ, তিনিই আল্লাহ সৃজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা। সকল উত্তম নাম তাঁরই। *(সূরা হাশর ২৪ আয়াত)*

{هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاء لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}

অর্থাৎ, তিনিই মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন। তিনি ব্যতীত অন্য কোন (সত্যিকার) উপাস্য নেই। তিনি প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। *(সূরা আলে ইমরান ৬ আয়াত)*

{خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ}

অর্থাৎ, তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন এবং তোমাদের আকৃতি সুন্দর করেছেন। আর প্রত্যাবর্তন তো তাঁরই নিকট। *(সূরা তাগাবুন ৩ আয়াত)*

তাঁর আকৃতি ও রূপদানের বিভিন্ন পর্যায়ের কথা তিনি বলেছেন,

{ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ (١٢) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (١٣) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ} (١٤) سورة المؤمنون

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান হতে। অতঃপর আমি ওকে শুক্রবিন্দু রূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে (জরায়ুতে)। পরে আমি

শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি রক্তপিন্ডে, অতঃপর রক্তপিন্ডকে পরিণত করি মাংসপিন্ডে এবং মাংসপিন্ডকে পরিণত করি অস্থিপঞ্জরে; অতঃপর অস্থি-পঞ্জরকে ঢেকে দিই মাংস দ্বারা; অবশেষে ওকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে; অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান! *(সূরা মু'মিনূন ১২-১৪ আয়াত)*

তাঁর নবী মুহাম্মাদ ﷺ সিজদার দুআয় বলতেন,

((اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُّ وَبِكَ آمَنْتُ وَ لَكَ أَسْلَمْتُ وَ أَنْتَ رَبِّى سَجَدَ وَجْهِى لِلَّـذِيْ خَلَقَـهُ وَصَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُوَرَهُ وَ شَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ)).

হে আল্লাহ! আমি তোমারই জন্য সিজদাবনত, তোমাতেই বিশ্বাসী, তোমার নিকটেই আত্মসমর্পণকারী, তুমি আমার প্রভু। আমার মুখমন্ডল তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হল, যিনি তা সৃষ্টি করেছেন, ওর আকৃতি দান করেছেন এবং আকৃতি সুন্দর করেছেন। ওর চক্ষু ও কর্ণকে উদ্গত করেছেন। সুতরাং সুনিপুণ স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান! *(আহমাদ, মুসলিম ৭৭১, আবূ দাউদ ৭৬০নং, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, নাসাঈ)*

اَلْمُعْطِيْ (আল-মু'ত্বী)

এ নামের অর্থ দাতা। নিশ্চয় তিনি মহাদাতা। তিনিই তো সবকিছু দিয়ে থাকেন। মহানবী ﷺ বলেন,

((مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّينِ ، وَاللّٰهُ الْمُعْطِى وَأَنَا الْقَاسِمُ)).

অর্থাৎ, আল্লাহ যার সাথে মঙ্গল চান, তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন। আর আল্লাহ দাতা এবং আমি বন্টনকারী। *(বুখারী)*

নিশ্চয় তিনিই দাতা। তিনি না দিলে দেবার আর কে আছে? তিনি দিলে তা বাধা দেওয়ার কে আছে? আমরা প্রত্যেক ফরয নামাযের সালাম ফেরার পর বলে থাকি,

((اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ)).

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি যা দান কর তা রোধ করার এবং যা রোধ কর তা দান করার সাধ্য কারো নেই। আর ধনবানের ধন তোমার আযাব থেকে মুক্তি পেতে কোন উপকারে আসবে না। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৯৬২নং)*

اَلْمُقْتَدِرُ (আল-মুক্বতাদির)

এ নামের অর্থ সর্বশক্তিমান। এ নামটি 'আল-ক্বাদীর'-এর অনুরূপ। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا } (٤٥) سورة الكهف

অর্থাৎ, তাদের কাছে পেশ কর উপমা পার্থিব জীবনের; এটা পানির ন্যায় যা আমি বর্ষণ করি আকাশ হতে, যার দ্বারা ভূমির উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদ্গত হয়। অতঃপর তা বিশুষ্ক হয়ে এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাস ওকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। *(সূরা কাহফ ৪৫ আয়াত)*

{إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ } (٥٤) {فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ } (٥٥) القمر

অর্থাৎ, সাবধানীরা থাকবে জান্নাতে ও নহরে। যথাযোগ্য আসনে, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী সম্রাটের সান্নিধ্যে। *(সূরা ক্বামার ৫৪-৫৫ আয়াত)*

মহান আল্লাহ এত বড় ক্ষমতাবান যে, তিনি যা চান, তা অনায়াসে করতে পারেন। এ ব্যাপারে 'আল-ক্বা-দির' ও 'আল-ক্বাদীর' নামের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

اَلْمُقَدِّمُ (আল-মুক্বাদ্দিম)

এ নামের অর্থ অগ্রবর্তী, অগ্রবর্তীকারী, উন্নয়নদাতা। *(বিস্তারিত দেখুন 'আল-মুআখখির' নামের আলোচনা।)*

اَلْمُقِيْتُ (আল-মুক্বীত)

শক্তিমান, খোরাকদাতা।

নামটির আসল উৎস যদি 'ক্বূত' শব্দ হয়, তাহলে তার অর্থ প্রায় 'আর-রায্যাক্ব' নামের মত। যেহেতু 'ক্বূত' মানে খোরাক। তবে রিয্ক বা রুযী হল ব্যাপক। আর খোরাক হল খাস জিনিস খাদ্য। মহান আল্লাহ প্রত্যেক জীবকে তার জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় খোরাক দান ক'রে থাকেন।

পক্ষান্তরে নামটির আসল উৎস যদি 'ক্বুউওয়াহ' শব্দ হয়, তাহলে তার অর্থ হবে শক্তিশালী। সে ক্ষেত্রে নামটি 'আল-ক্বাবী' নামের সম-অর্থবোধক। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا } (٨٥) سورة النساء

অর্থাৎ, বস্তুতঃ আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান। *(সূরা নিসা ৮৫ আয়াত)*

اَلْمَلِكُ (আল-মালিক)

এ নামের অর্থ সম্রাট, বাদশাহ, রাজা, মালিক।

اَلْمَلِيْكُ (আল-মালীক)

এর অর্থ অধীশ্বর, অধিপতি, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। অর্থাৎ, তিনি গৌরব, প্রতাপ, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার অধিকারী। তিনি আসমান-যমীনের সকল কিছুর মালিক। তিনি মানুষের মালিক, সকল মানুষ তাঁর গোলাম। কিয়ামতের দিনের মালিকও তিনি। সেদিন তিনি পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় নিয়ে আকাশমন্ডলীকে ডান হাতে গুটিয়ে নিয়ে বলবেন, ‘আমিই রাজা। কোথায় পৃথিবীর রাজাগণ?’ *(বুখারী, মুসলিম)*

মহান আল্লাহ বলেন,

{يَوْمَ هُم بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ }

অর্থাৎ, যেদিন মানুষ বের হয়ে পড়বে, সেদিন আল্লাহর নিকট ওদের কিছুই গোপন থাকবে না। (বলা হবে,) ‘আজ রাজত্ব কার?’ এক, পরাক্রমশালী আল্লাহরই। *(সূরা মু’মিন ১৬ আয়াত)*

{يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } (١) سورة التغابن

অর্থাৎ, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, সার্বভৌমত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই, তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। *(সূরা তাগাবুন ১ আয়াত)*

{فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ } (١١٦) سورة المؤمنون

অর্থাৎ, মহিমান্বিত আল্লাহ; যিনি প্রকৃত মালিক, তিনি ব্যতীত কোন (সত্য) উপাস্য নেই; সম্মানিত আরশের অধিপতি তিনি।’ *(সূরা মু’মিনূন ১১৬ আয়াত)*

তিনিই একমাত্র রাজা। তিনি সব রাজাদের রাজা। শাহানশাহ ও রাজাধিরাজ নাম একমাত্র তাঁরই জন্য শোভনীয়। আর এ জন্যই তাঁর রসূল ﷺ বলেন, “আল্লাহ আয্যা

অজাল্লার নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট নাম হল শাহানশাহ।” *(বুখারী ৬২০৬, মুসলিম ২১৪৩ নং)*

اَلْمَنَّانُ (আল-মান্না-ন)

এ নামের অর্থ পরম অনুগ্রহশীল, যিনি দান দিয়ে দানের কথা স্মরণ করিয়ে দেন, যিনি এহসানীর কথা মনে করিয়ে দেন। তাঁর মত বড় এহসানী কি আর কেউ করতে পারে? তিনি বলেন,

{لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ } (١٦٤) سورة آل عمران

অর্থাৎ, আল্লাহ অবশ্যই বিশ্বাসীদের প্রতি তাদের নিজেদের মধ্যে হতে রসূল প্রেরণ ক’রে অনুগ্রহ করেছেন। সে (নবী) তার আয়াতগুলি তাদের নিকট আবৃত্তি ক’রে তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে এবং তাদেরকে গ্রন্থ ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেয়। আর অবশ্যই তারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিল। *(সূরা আলে ইমরান ১৬৪ আয়াত)*

{يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ } (١٧) سورة الحجرات

অর্থাৎ, তারা ইসলাম গ্রহণ ক’রে তোমাকে ধন্য করেছে বলে মনে করে। বল, ‘তোমাদের ইসলাম গ্রহণ আমাকে ধন্য করেছে মনে করো না; বরং আল্লাহ ঈমান (বিশ্বাসের) দিকে পরিচালিত ক’রে তোমাদেরকে ধন্য করেছেন; যদি তোমরা সত্যবাদী হও।’ *(সূরা হুজুরাত ১৭ আয়াত)*

তিনি বড় অনুগ্রহশীল। তিনিই মানুষকে দান করেছেন তার জীবন, জ্ঞান ও সুন্দর আকৃতি। তিনিই তাকে দান করেছেন নানান প্রকার সম্পদ। সে সম্পদের কথা কি গুনে শেষ করা যায়?

এই নাম সম্বলিত একটি দুআ মহান আল্লাহর ‘ইসমে আ’যম’ দ্বারা দুআ বলে পরিগণিত হয়েছে। (উক্ত আলোচনা দ্রষ্টব্য)

اَلْمَوْلَى (আল-মাউলা)

এ নামের অর্থ প্রভু, অভিভাবক, সাহায্যস্থল। মহান আল্লাহই প্রকৃত রাজা। অতএব তিনিই প্রকৃত প্রভু ও সাহায্যস্থল। তাঁর কাছেই সাহায্যের কামনা করা যায়। মহান

আল্লাহ মানুষের মাওলা। তিনি বলেছেন,

{وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ} (٧٨) سورة الحج

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহকে অবলম্বন কর; তিনিই তোমাদের অভিভাবক, কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী তিনি! *(সূরা হাজ্জ ৭৮ আয়াত)*

{وَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَوْلاَكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ} (٤٠) سورة الأنفال

অর্থাৎ, যদি তারা মুখ ফেরায় তবে জেনে রাখ যে, আল্লাহই তোমাদের অভিভাবক এবং তিনি কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী। *(সূরা আনফাল ৪০ আয়াত)*

{ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ} (١١) سورة محمد

অর্থাৎ, এটা এ জন্য যে, আল্লাহ বিশ্বাসীদের অভিভাবক এবং অবিশ্বাসীদের কোন অভিভাবক নেই। *(সূরা মুহাম্মাদ ১১ আয়াত)*

তিনি যে আমাদের 'মাওলানা' তা আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন,

{رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} (٢٨٦) سورة البقرة

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রতিপালক! এমন ভার আমাদের উপর অর্পণ করো না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর, আমাদের পাপ মোচন কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমি আমাদের অভিভাবক। অতএব সত্য প্রত্যাখ্যানকারী (কাফের) সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে (সাহায্য ও) জয়যুক্ত কর। *(সূরা বাক্বারাহ ২৮৬ আয়াত)*

{قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ}

অর্থাৎ, তুমি বল, 'আল্লাহ আমাদের জন্য যা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তা ছাড়া অন্য কোন বিপদ আমাদের উপর আসতে পারে না। তিনিই আমাদের কর্মবিধায়ক। আর বিশ্বাসীদের উচিত, কেবল আল্লাহর উপরই ভরসা করা।' *(সূরা তাওবাহ ৫১ আয়াত)*

তবে 'রব, রাউফ, রাহীম' ইত্যাদির মত আল্লাহ ছাড়া অন্যকেও 'মাওলা' বলা হয়েছে। যেমন,

{يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ} (٤١) سورة الدخان

অর্থাৎ, সেদিন এক 'মাওলা' (বন্ধু) অপর 'মাওলা' (বন্ধু)র কোন কাজে আসবে না এবং ওরা সাহায্য পাবে না। *(সূরা দুখান ৪১ আয়াত)*

{وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لاَ يَقْدِرُ عَلَىَ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُّ لاَ يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ}

অর্থাৎ, আল্লাহ আরো উপমা দিচ্ছেন দুই ব্যক্তির ওদের একজন বোবা, সে কোন কিছুরই শক্তি রাখে না এবং সে তার 'মাওলা' (প্রভু)র উপর বোঝা স্বরূপ; তাকে যেখানেই পাঠানো হোক না কেন, সে ভাল কিছুই করে আসতে পারে না; সে কি সমান হবে ঐ ব্যক্তির যে ন্যায়ের নির্দেশ দেয় এবং যে আছে সরল পথে? *(সূরা নাহ্ল ৭৬ আয়াত)*

{إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ} (٤) سورة التحريم

অর্থাৎ, যদি তোমরা উভয়ে (অনুতপ্ত হয়ে) আল্লাহর নিকট তওবা কর, তাহলে (আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন), নিশ্চয় তোমাদের হৃদয় ঝুঁকে পড়েছে। কিন্তু তোমরা যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অপরের পৃষ্ঠপোষকতা (সাহায্য) কর, তবে জেনে রেখো যে, আল্লাহই তার 'মাওলা' (বন্ধু) এবং জিব্রীল ও সৎকর্মপরায়ণ বিশ্বাসিগণও (তার মাওলা), এ ছাড়া ফিরিশ্তাগণও তার সাহায্যকারী। *(সূরা তাহরীম ৪ আয়াত)*

কিন্তু সে 'মাওলানা' আর এ 'মৌলানা' এক নয়। নামে-গুণে সকল দিক দিয়ে উভয়ের মাঝে আকাশ-পাতাল পার্থক্য আছে।

الْمُهَيْمِنُ (আলমুহাইমিন)

এ নামের অর্থ সাক্ষী, রক্ষক, প্রভাবশালিতা ও আধিপত্য বিস্তারকারী।

{هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ} (٢٣) سورة الحشر

অর্থাৎ, তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোন (সত্য) উপাস্য নেই। তিনিই অধিপতি, পবিত্র, নিরবদ্য, নিরাপত্তা বিধায়ক, রক্ষক, পরাক্রমশালী, প্রবল, গর্বের অধিকারী। যারা তার শরীক স্থির করে, আল্লাহ তা হতে পবিত্র মহান। *(সূরা হাশ্র ২৩ আয়াত)*

উক্ত অর্থে আল-কুরআনকেও 'মুহাইমিন' বলা হয়েছে। তিনি বলেন,

{وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ}

অর্থাৎ, এর পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষকরূপে আমি তোমার প্রতি

সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি। *(সূরা মাইদাহ ৪৮ আয়াত)*

মহান আল্লাহ সৃষ্টির উপর নিজের আধিপত্য ও প্রভাবশালিতা বিস্তার ক'রে আছেন। অবিশ্বাসীদের মাঝেও ভুল বিশ্বাসের সাথে তাঁর আধিপত্য কাজ করছে। অধিকাংশ মানুষ তাঁর সেই প্রভাবশালিতা মানছে ভুল পথে। পক্ষান্তরে ইসলামই হল সঠিক পথ।

اَلنَّصِيْرُ (আন্ নাসীর)

এ নামের অর্থ সহায়, মদদগার, সাহায্যকারী, বিজয় দানকারী। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَوْلاَكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ } (٤٠) سورة الأنفال

অর্থাৎ, যদি তারা মুখ ফেরায় তবে জেনে রাখ যে, আল্লাহই তোমাদের অভিভাবক এবং তিনি কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী। *(সূরা আনফাল ৪০ আয়াত)*

তাঁর নাম হিসাবেই তাঁর নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি,

{إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ } (٥١) سورة غافر

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আমি আমার রসূলদেরকে ও বিশ্বাসীদেরকে পার্থিব জীবনে ও সাক্ষিগণের দন্ডায়মান (কিয়ামত) দিনে সাহায্য করব। *(সূরা মু'মিন ৫১ আয়াত)*

তিনিই যুদ্ধে বিজয় দাতা, তিনি সাহায্য করলে কেউই পরাজিত করতে পারে না। আর তিনি সাহায্য না করলে কেউ জয়ী হতে পারে না। তিনি বলেন,

{إِن يَنصُرْكُمُ اللّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ } (١٦٠) سورة آل عمران

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করলে কেউই তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না। আর তিনি তোমাদের সাহায্য না করলে তিনি ছাড়া আর কে আছে, যে তোমাদেরকে সাহায্য করবে? এবং বিশ্বাসিগণের উচিত, কেবল আল্লাহরই উপর নির্ভর করা। *(সূরা আলে ইমরান ১৬০ আয়াত)*

এই জন্য মহানবী ﷺ যুদ্ধের সময় দুআতে বলতেন,

((اَللّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِيْ وَأَنْتَ نَصِيْرِيْ، بِكَ أَجُوْلُ وَبِكَ أَصُوْلُ وَبِكَ أُقَاتِلُ)).

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি আমার বাহুবল ও তুমি আমার সহায়। তোমার সাহায্যেই আমি চলাফেরা করি, তোমার সাহায্যেই আমি আক্রমণ করি এবং তোমার সাহায্যেই আমি যুদ্ধ করি। *(আহমাদ, আবূ দাঊদ, তিরমিযী)*

اَلْوَاحِدُ (আল ওয়া-হিদ)

এ নামের অর্থ একক, অদ্বিতীয়। মহান আল্লাহর কোন দোসর নেই, শরীক নেই, সঙ্গী নেই, জনক নেই, সন্তান নেই, সদৃশ নেই, নযীর নেই। তিনি বলেন,

{قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادةً قُلِ اللّهِ شَهِيدٌ بِيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لاَّ أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ } (١٩) سورة الأنعام

অর্থাৎ, বল, 'সাক্ষী হিসাবে কোন্ জিনিস সর্বশ্রেষ্ঠ?' তুমি বল, 'আল্লাহ। (তিনিই) আমার ও তোমাদের মধ্যে (শ্রেষ্ঠ) সাক্ষী। আর এই কুরআন আমার নিকট প্রেরিত হয়েছে যেন তোমাদেরকে এবং যার নিকট এটি পৌঁছবে তাদেরকে এ দ্বারা আমি সতর্ক করি। তোমরা কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন উপাস্য আছে?' বল, 'আমি সে সাক্ষ্য দিই না।' বল, 'তিনিই তো একক উপাস্য এবং তোমরা যে অংশী স্থাপন কর, তা হতে আমি নির্লিপ্ত।' *(সূরা আনআম ১৯ আয়াত)*

{لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاء سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ }

অর্থাৎ, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করতে ইচ্ছা করলে তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করতে পারতেন। পবিত্র ও মহান তিনি! তিনিই আল্লাহ, এক, পরাক্রমশালী। *(সূরা যুমার ৪ আয়াত)*

তিনি ইউসুফ عليه السلام-এর উক্তি উদ্ধৃত ক'রে বলেন,

{يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ } (٣٩) سورة يوسف

অর্থাৎ, হে আমার কারা-সঙ্গীদ্বয়! ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক শ্রেয়, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ? *(সূরা ইউসুফ ৩৯ আয়াত)*

তিনি তাঁর শেষ নবী ﷺ-কে আদেশ ক'রে বলেন,

{قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ } (٦٥) سورة ص

অর্থাৎ, বল, 'আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র এবং আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই; যিনি এক, পরাক্রমশালী। *(সূরা স্বাদ ৬৫ আয়াত)*

এই নাম সম্বলিত নিম্নের আয়াতটিকে 'ইস্মে আ'যম' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

{وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ} (١٦٣) سورة البقرة

অর্থাৎ, তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্য (আল্লাহ)। তিনি ব্যতীত আর কোন (সত্যিকার) উপাস্য নেই, তিনি চরম করুণাময়, পরম দয়ালু। *(সূরা বাক্বারাহ ১৬৩ আয়াত)*

এ বিশ্বে যদি দ্বিতীয় কোন উপাস্য থাকত, তাহলে তাতে বিপর্যয় দেখা দিত। মহান আল্লাহ সে কথার সাক্ষ্য দিয়ে বলেন,

{لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ}

অর্থাৎ, যদি আল্লাহ ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে বহু উপাস্য থাকত, তাহলে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত। সুতরাং ওরা যে বর্ণনা দেয়, তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ পবিত্র, মহান। *(সূরা আম্বিয়া ২২ আয়াত)*

{مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ} (٩١) سورة المؤمنون

অর্থাৎ, আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে অপর কোন উপাস্য নেই; যদি থাকত, তাহলে প্রত্যেক উপাস্য স্বীয় সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করত। তারা যা বলে, তা হতে আল্লাহ কত পবিত্র! *(সূরা মু'মিনূন ৯১ আয়াত)*

اَلْوَارِثُ (আল ওয়া-রিস)

এ নামের অর্থ চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী। সব ধ্বংস হলে তিনিই বাকী থাকবেন, তিনিই সকলের ওয়ারিস হবেন। তিনি বলেন,

{وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ} (٢٣) سورة الحجر

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমিই জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই এবং আমিই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী। *(সূরা হিজ্‌র ২৩ আয়াত)*

{إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ} (٤٠) سورة مريم

অর্থাৎ, নিশ্চয় পৃথিবী ও তাতে যা কিছু আছে তার চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী আমিই এবং তারা আমারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। *(সূরা মারয়্যাম ৪০ আয়াত)*

اَلْوَاسِعُ (আল ওয়া-সি')

এ নামের অর্থ সর্বব্যাপী, সর্বদিক পরিবেষ্টনকারী, প্রাচুর্যময়। মহান আল্লাহর জ্ঞান, দৃষ্টি ও সাহায্য সর্বব্যাপী, তাঁর প্রশংসা ও গুণগ্রামে তিনি প্রাচুর্যময়। তাঁর প্রশংসা ও গুণ গেয়ে কেউ শেষ করতে পারে না। যেমন মহানবী ﷺ দুআতে বলতেন, "আমি তোমার উপর তোমার প্রশংসা গুনে শেষ করতে পারি না, যেমন তুমি নিজের প্রশংসা নিজে করেছ।" *(মুসলিম, ইবনে আবী শাইবাহ)*

তাঁর আধিপত্য ও রাজত্ব সর্বব্যাপী। তাঁর দয়া, দান ও অনুগ্রহ সর্বব্যাপী। তিনি বলেন,

{وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} (البقرة: ٢٦٨).

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। আল্লাহ বিপুল দাতা, সর্বজ্ঞ। *(সূরা বাক্বারাহ ২৬৮ আয়াত)*

তাঁর ক্ষমাশীলতা অপরিসীম। তিনি বলেন,

{إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ} (٣٢) سورة النجم

অর্থাৎ, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক অপরিসীম ক্ষমাশীল। *(সূরা নাজ্‌ম ৩২ আয়াত)*

তিনি বান্দাগণকে দ্বীন বিষয়ে প্রশস্ততা দান করেছেন এবং যে কাজ তাদের সাধ্যের বাইরে সে কাজ করতে বাধ্য করেননি।

তিনি অসীম ক্ষমতাবান, ব্যাপক রুযীদাতা, বিশাল রাজ্যের মহারাজা।

اَلْوِتْرُ (আল বিত্‌র)

এ নামের অর্থ অযুগ্ম, একক, বেজোড়। তাঁর কোন সঙ্গী নেই, শরীক নেই, সন্তান নেই, সদৃশ নেই।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ)).

অর্থাৎ, "অবশ্যই আল্লাহ বিত্‌র (জোড়হীন), তিনি বিত্‌র (জোড়শূন্যতা বা বেজোড়) পছন্দ করেন। সুতরাং তোমরা বিত্‌র (বিজোড়) নামায পড়, হে আহলে কুরআন!" *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযাইমা, সহীহ তারগীব ৫৮৮নং)*

তিনি আরো বলেন,

((لِلَّه تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ)).

অর্থাৎ, আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম আছে। যে ব্যক্তি তা মুখস্থ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর অবশ্যই আল্লাহ বিত্‌র (জোড়হীন), তিনি বিত্‌র (জোড়শূন্যতা বা বেজোড়) পছন্দ করেন। *(মুসলিম)*

اَلْوَدُوْدُ (আল-ওয়াদূদ)

এ নামের অর্থ প্রেমময়। মহান আল্লাহ তাঁর অনুগত বান্দাকে ভালবাসেন এবং তারাও তাঁকে ভালবাসে সবচেয়ে বেশী। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ} (البروج: ١٤)

অর্থাৎ, তিনি বড় ক্ষমাশীল, প্রেমময়। *(সূরা বুরূজ ১৪ আয়াত)*

তিনি ভালবাসার পাত্র হবেন না কেন? তিনি যে বান্দার আশা-ভরসা সবই। তিনিই তার সাহায্যস্থল, আশ্রয়স্থল সবকিছুই।

কেউ মুখের দিকে না তাকালেও তিনি তাকান। কেউ সাহায্য না করলেও তিনি করেন। অসময়ে কেউ দূরে সরে গেলেও তিনি সর্বদা কাছে থাকেন। বিপদে কেউ সহায় না হলেও তিনিই একমাত্র সহায়।

মনের সুখদাতা তিনিই। হৃদয়ের শান্তিদাতা তিনিই। কোন ভালবাসার পাত্র-পাত্রী কি পারে সর্বাবস্থায় সুখ ও শান্তি দান করতে? বিনা স্বার্থে কে কাকে কয়দিন ভালবাসে?

বান্দা আল্লাহকে ভালবাসে। সে গভীর ভালবাসায় তাঁর ফরয পালনের সাথে সাথে নফলও পালন করে। ফলে আল্লাহও তাকে ভালবাসেন। মহানবী ﷺ বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোন বন্ধুর সাথে শত্রুতা করবে, তার বিরুদ্ধে আমার যুদ্ধের ঘোষণা রইল। আমার বান্দা যে সমস্ত জিনিস দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করে, তার মধ্যে আমার নিকট প্রিয়তম জিনিস হল তা---যা আমি তার উপর ফরয করেছি। (অর্থাৎ ফরযের দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করা আমার নিকটে বেশী পছন্দনীয়।) আর আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে, পরিশেষে আমি তাকে ভালবাসতে লাগি। অতঃপর যখন আমি তাকে ভালবাসি, তখন আমি তার ঐ কান হয়ে যাই, যার দ্বারা সে শোনে, তার ঐ চোখ হয়ে যাই, যার দ্বারা সে দেখে, তার ঐ হাত হয়ে যাই, যার দ্বারা সে ধরে এবং তার ঐ পা হয়ে যাই, যার দ্বারা সে চলে। আর সে যদি আমার কাছে কিছু চায়, তাহলে আমি তাকে দিই এবং সে

যদি আমার আশ্রয় চায় তাহলে আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় দিই। *(বুখারী)*

অর্থাৎ, ভালবাসা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, বান্দার শোনা, দেখা, ধরা ও চলা আল্লাহর এখতিয়ার ও সন্তুষ্টি অনুযায়ী হয়। তার ঐ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে মহান আল্লাহ নিজের সন্তুষ্টির কাজে ব্যবহার করার তওফীক দান করেন।

শুধু তাই নয়, মহানবী ﷺ বলেন, "আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন তিনি জিবরীলকে ডেকে বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ অমুককে ভালবাসেন, অতএব তুমিও তাকে ভালবাস। সুতরাং জিবরীলও তাকে ভালবাসতে লাগেন। অতঃপর তিনি আকাশবাসীদের মধ্যে ঘোষণা ক'রে দেন যে, আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালবাসেন। কাজেই তোমরাও তাকে ভালবাসো। তখন আকাশবাসীরা তাকে ভালবাসতে লাগে। অতঃপর পৃথিবীতেও তাকে (মানুষের কাছে) গ্রহণযোগ্য করার ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া হয়।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا} (٩٦) سورة مريم

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, পরম দয়াময় তাদের জন্য সম্প্রীতি সৃষ্টি করবেন। *(সূরা মারয়্যাম ৯৬ আয়াত)*

বান্দা আল্লাহর ভালবাসা পেয়ে তাঁর ওলী ও বন্ধুতে পরিণত হয়। তখন তার অবস্থা এমন হয় যে, মহান আল্লাহ বলেন,

{أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ (٦٢) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (٦٣) لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ لا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} (٦٤) سورة يونس

অর্থাৎ, মনে রেখো যে, আল্লাহর বন্ধুদের না কোন আশংকা আছে আর না তারা বিষণ্ন হবে। তারা হচ্ছে সেই লোক, যারা বিশ্বাস করেছে এবং সাবধানতা অবলম্বন ক'রে থাকে। তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে পার্থিব জীবনে এবং পরকালেও; আল্লাহর বাণীসমূহের কোন পরিবর্তন নেই; এটাই হচ্ছে বিরাট সফলতা। *(সূরা ইউনুস ৬২-৬৪ আয়াত)*

দুনিয়ার বুকে তাদের সমর্থনে কারামত প্রদর্শন করেন। কিয়ামতে তাদের কোন ভয় নেই। বেহেশ্‌তে তাদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক মেহমানী।

অবশ্য তাঁর ভালবাসা দুনিয়ার কাউকে ভালবাসার মত বাঁধন-ছাড়া নিয়ম-হারা বিশৃঙ্খল নয়। তাঁকে ভালবাসার নিয়ম-নীতি আছে, সীমার বন্ধন আছে। তিনি বলেন,

{قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }

অর্থাৎ, (হে নবী!) তুমি বল, 'তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর। ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' *(সূরা আলে ইমরান ৩১)*

اَلْوَكِيْلُ (আল অকীল)

এ নামের অর্থ উকীল, কর্মবিধায়ক, তত্ত্বাবধায়ক। মহান আল্লাহ সবকিছুর সবারই উকীল। তিনি বলেন,

{اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ } (الزمر: ٦٢)

অর্থাৎ, আল্লাহ সমস্ত কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সমস্ত কিছুর কর্মবিধায়ক। *(সূরা যুমার ৬২ আয়াত)*

তিনি বলেন, অন্য উকীল লাগবে না। কারণ তিনিই উকীল হিসাবে যথেষ্ট।

{وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً } (١٣٢) سورة النساء

অর্থাৎ, আকাশমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে যা কিছু আছে, সব আল্লাহরই এবং কর্ম-বিধায়ক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। *(সূরা নিসা ১৩২ আয়াত)*

{وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا }

অর্থাৎ, তুমি অবিশ্বাসী ও কপটাচারীদের কথা মান্য করো না ; ওদের নির্যাতন উপেক্ষা কর এবং আল্লাহর ওপর নির্ভর কর। কর্মবিধায়করূপে আল্লাহই যথেষ্ট। *(সূরা আহযাব ৪৮ আয়াত)*

যত কঠিন ও যত বড়ই কাজ হোক, সেই কাজ মহান আল্লাহ বান্দার পক্ষ থেকে সমাধা ক'রে দেন। বিপদ যত বড়ই হোক, সে বিপদ থেকে তিনি বান্দাকে উদ্ধার করেন। তিনি বলেন,

{الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (١٧٣) فَانقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُواْ رِضْوَانَ اللّهِ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ } (١٧٤) سورة آل عمران

অর্থাৎ, যাদেরকে লোকেরা বলেছিল যে, তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত

হয়েছে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় কর। কিন্তু এ (কথা) তাদের বিশ্বাস দৃঢ়তর করেছিল এবং তারা বলেছিল, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক। তারপর তারা আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহসহ ফিরে এসেছিল, কোন অনিষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করেনি এবং আল্লাহ যাতে সন্তুষ্ট হয়, তারা তারই অনুসরণ করেছিল। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল। *(সূরা আলে ইমরান ১৭৩-১৭৪ আয়াত)*

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন যে, "হাসবুনাল্লাহু অনি'মাল অকীল" কথাটি ইব্রাহীম ﷺ তখন বলেছিলেন, যখন তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। এবং মুহাম্মাদ ﷺ এটি তখন বলেছিলেন, যখন লোকেরা বলেছিল যে, (কাফের) লোকেরা তোমাদের মুকাবিলার জন্য সমবেত হয়েছে; ফলে তোমরা তাদেরকে ভয় কর। কিন্তু এ কথা তাদের ঈমানকে বাড়িয়ে দিল এবং তারা বলল, "হাসবুনাল্লাহ অনি'মাল অকীল।" অর্থাৎ, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক। *(বুখারী)*

ওরা বলে, 'উকীল ধর, উকীল ছাড়া পার পাবে না।' তিনি বলেন, তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে উকীল ধরো না।

{وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلاَّ تَتَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلاً }

অর্থাৎ, আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম ও তা(কে) করেছিলাম বানী ইস্রাঈলের জন্য পথ-নির্দেশক; (বলেছিলাম,) তোমরা আমাকে ব্যতীত অপর কাউকেও কর্মবিধায়ক রূপে গ্রহণ করো না। *(সূরা বানী ইস্রাঈল ২ আয়াত)*

তিনি বলেন, সকল কর্তৃত্ব তাঁরই, কারো ওকালতি চলবে না কিয়ামত কোর্টে। কিয়ামতের আদালতে তিনিই হাকীম, তিনিই উকীল এবং তিনিই সাক্ষী। তিনি বলেছেন,

{أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ } (٥٤) سورة الأعراف

অর্থাৎ, জেনে রাখ, সৃষ্টি করা এবং নির্দেশদান তাঁরই কাজ। তিনি মহিমময় বিশ্ব প্রতিপালক। *(সূরা আ'রাফ ৫৪ আয়াত)*

{يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ } (١٩) سورة الإنفطار

অর্থাৎ, সেদিন কেউই কারোর জন্য কিছু করবার সামর্থ্য রাখবে না; আর সেদিন সমস্ত কর্তৃত্ব হবে (একমাত্র) আল্লাহর। *(সূরা ইনফিত্বার ১৯ আয়াত)*

উকীল মানে জামিনদারও বলা হয়েছে। অর্থাৎ, তিনি সৃষ্টির রুযীর জমানত

নিয়েছেন।

অবশ্য উকীল মানে সাক্ষীও এসেছে আল-কুরআনে। মহান আল্লাহ তাঁর নবী মূসা ﷺ ও তাঁর শ্বশুরের ঘটনায় বিবাহে দেনমোহর-চুক্তির ব্যাপারে বলেন,

{قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ } (٢٨) سورة القصص

অর্থাৎ, মূসা বলল, 'আপনার ও আমার মধ্যে এ চুক্তিই রইল। এ দু'টি মেয়াদের কোন একটি আমি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবে না। আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি আল্লাহ তার সাক্ষী।' *(সূরা ক্বাসাস ২৮ আয়াত)*

অনুরূপ ইয়াক্বূব ﷺ ও তাঁর ছেলেদের মাঝে প্রতিশ্রুতির ব্যাপারেও মহান আল্লাহ বলেন,

{قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلاَّ أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ } (٦٦) سورة يوسف

অর্থাৎ, (ইয়াক্বূব) বলল, 'আমি ওকে (বিনয়্যামীনকে) কক্ষনো তোমাদের সাথে পাঠাব না, যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহর নামে অঙ্গীকার কর যে, তোমরা তাকে আমার নিকট অবশ্যই ফিরিয়ে আনবে; তবে তোমরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়লে সে কথা ভিন্ন।' অতঃপর যখন তারা তাঁর নিকট অঙ্গীকার করল, তখন সে বলল, 'আমরা যা কিছু বলছি, আল্লাহ তার সাক্ষী।' *(সূরা ইউসুফ ৬৬ আয়াত)*

اَلْوَلِيُّ (আল-অলিয়্যু)

এ নামের অর্থ বন্ধু, অভিভাবক, সাহায্যকারী। মহান আল্লাহই প্রত্যেক বান্দার ওলী, অভিভাবক ও সাহায্যকারী। তিনি ছাড়া এমন কোন ওলী-আওলিয়া নেই, যাঁরা বিপদে রক্ষা করতে পারেন, কিয়ামতে সাহায্য করতে পারেন। মহান আল্লাহ বলেন,

{أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }

অর্থাৎ, ওরা কি আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে আওলিয়া (অভিভাবক)রূপে গ্রহণ করেছে? কিন্তু আল্লাহ, অভিভাবক তো তিনিই এবং তিনি মৃতকে জীবিত করেন। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। *(সূরা শূরা ৯ আয়াত)*

এ জন্যই মহান আল্লাহর ভাষায় মহানবী ﷺ বলেছেন,

{إِنَّ وَلِيِّيَ اللّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ } (١٩٦) سورة الأعراف

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আমার অভিভাবক আল্লাহ যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং তিনিই সৎকর্মপরায়ণদের অভিভাবকত্ব করে থাকেন। *(সূরা আ'রাফ ১৯৬ আয়াত)*

প্রায় একই কথা ইউসুফ ﷺ-ও বলেছিলেন,

{رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنُيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ } (١٠١) سورة يوسف

অর্থাৎ, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে রাজ্য দান করেছ এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছ; হে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা! তুমিই ইহলোক ও পরলোকে আমার অভিভাবক। তুমি আমাকে আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) হিসাবে মৃত্যু দান কর এবং আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত কর। *(সূরা ইউসুফ ১০১ আয়াত)*

তাঁর অভিভাবকত্ব ছাড়া কি বান্দা পথের দিশা পেতে পারে? মহান আল্লাহ বলেন,

{اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ }

অর্থাৎ, আল্লাহ তাদের অভিভাবক যারা বিশ্বাস করে (মু'মিন)। তিনি তাদেরকে (কুফরীর) অন্ধকার থেকে (ঈমানের) আলোকে নিয়ে যান। আর যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে, তাদের অভিভাবক হল তাগূত (শয়তান সহ অন্যান্য উপাস্য)। এরা তাদেরকে (ঈমানের) আলোক থেকে (কুফরীর) অন্ধকারে নিয়ে যায়। এরাই দোযখের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। *(সূরা বাক্বারাহ ২৫৭ আয়াত)*

اَلْوَهَّابُ (আল অহহা-ব)

এ নামের অর্থ মহাদাতা। নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ মহাদাতা। তাঁর যে বিশাল দান, তাতে কি তিনি মহাদাতা না হন? তিনি সেই দান দেন, যা দিয়ে কোন প্রতিদানের আশা করেন না। তিনি যাকে দেন বিনা হিসাবে দেন। তিনি ছাড়া অন্য কেউ সকল প্রকার দানের দাতা হতে পারে না। মহান আল্লাহ সকল প্রকার দানের মহাদাতা। তিনি মানুষকে ঈমান দেন, প্রাণ দেন, জ্ঞান দেন, মান দেন ও ধন দেন। আর এসবকিছু রক্ষার জন্য শাশ্বত বিধান দেন।

রোগীকে সুস্থতা দান করেন, নিঃসন্তানকে সন্তান দান করেন। ভ্রষ্টকে হিদায়াত দান করেন, বিপন্নকে নিরাপত্তা দান করেন, সকল জীবকে আহার দান করেন।
কেউ কি পারে, তাঁর মত দান দিতে? তিনি বলেন,

{أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ} (٩) سورة ص

অর্থাৎ, ওদের নিকট কি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের ভান্ডার আছে, যিনি পরাক্রমশালী, মহাদাতা? *(সূরা স্বাদ ৯ আয়াত)*

বুদ্ধিমান লোকেরা জানেন যে, সে ভাণ্ডার কেবল তাঁর কাছেই আছে এবং কেবল তিনিই মহাদাতা। তাই তাঁরা তাঁর কাছে প্রার্থনা ক'রে বলেন,

{رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ}

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রতিপালক! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে বক্র ক'রে দিও না এবং তোমার নিকট থেকে আমাদেরকে করুণা দান কর। নিশ্চয় তুমি মহাদাতা। *(সূরা আলে ইমরান ৮ আয়াত)*

أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ (আহসানুল খা-লিক্বীন)

এ নামের অর্থ সর্বোত্তম স্রষ্টা। তাঁর সৃষ্টির মত কেউ কি সৃষ্টি করতে পারে। বরং তাঁর সাথে অন্য কারো তুলনাই নেই। সবচেয়ে আজব, সুন্দর ও সেরা সৃষ্টি মানুষ। মহান আল্লাহ সেই সৃষ্টি সম্পর্কে বলেন,

{وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طِينٍ (١٢) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (١٣) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ} (١٤) سورة المؤمنون

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান হতে। অতঃপর আমি ওকে শুক্রবিন্দু রূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে (জরায়ুতে)। পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি রক্তপিন্ডে, অতঃপর রক্তপিন্ডকে পরিণত করি মাংসপিন্ডে এবং মাংসপিন্ডকে পরিণত করি অস্থিপঞ্জরে; অতঃপর অস্থি-পঞ্জরকে ঢেকে দিই মাংস দ্বারা; অবশেষে ওকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে; অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান! *(সূরা মু'মিনূন ১২-১৪ আয়াত)*

মহানবী ﷺ সিজদার দুআয় বলতেন,

اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَ لَكَ أَسْلَمْتُ وَ أَنْتَ رَبِّي سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَ صَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُوَرَهُ وَ شَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমারই জন্য সিজদাবনত, তোমাতেই বিশ্বাসী, তোমার নিকটেই আত্মসমর্পণকারী, তুমি আমার প্রভু। আমার মুখমন্ডল তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হল, যিনি তা সৃষ্টি করেছেন, ওর আকৃতি দান করেছেন এবং আকৃতি সুন্দর করেছেন। ওর চক্ষু ও কর্ণকে উদ্গত করেছেন। সুতরাং সুনিপুণ স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান! *(আহমাদ, মুসলিম ৭৭১, আবূ দাউদ ৭৬০নং, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, নাসাঈ)*

أَحْكَمُ الْحَاكِمِيْنَ (আহকামুল হা-কিমীন)

এ নামের অর্থ সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক। মহান আল্লাহ মহাবিচারক। কেউ পারে না তাঁর মত সূক্ষ্ম বিচার করতে। তাঁর মত বিচার কি মানুষের হতে পারে? মানুষের মনগড়া বিধান কি তাঁর বিধানের বিকল্প হতে পারে?
মহান আল্লাহ বলেন,

{أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ} (٥٠) المائدة

অর্থাৎ, তবে কি তারা প্রাগ-ইসলামী (জাহেলী) যুগের বিচার-ব্যবস্থা পেতে চায়? খাঁটি বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিচারে আল্লাহ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর? *(সূরা মাইদাহ ৫০ আয়াত)*

সেই বিচারক কি শ্রেষ্ঠ হতে পারেন, যিনি অদৃশ্যের ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল নন, যিনি বিনা সাক্ষী-সবুত ছাড়া এবং উকীল-দোভাষী ছাড়া বিচার করতে সক্ষম হন না?

সেই বিচারক কি শ্রেষ্ঠ নন, যিনি নিজেই সাক্ষী, নিজেই উকীল এবং নিজেই বিচারক? যিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, যিনি সবকিছু দেখেন, সকল ভাষা বুঝেন, কারো মনের কথা বুঝতে যাঁর কোন সমস্যা হয় না। সুতরাং

{أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ} (٨) سورة التين

অর্থাৎ, আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক নন? *(সূরা তীন ৮ আয়াত)*

❁❁❁

أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ (আরহামুর রা-হিমীন)

এ নামের অর্থ সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। এ কথা স্বীকার ক'রে মূসা ﷺ দুআ করেছিলেন,

{رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ} (١٥١)

অর্থাৎ, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা করে দাও এবং আমাদেরকে তোমার করুণায় আশ্রয় দান কর। আর তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। *(সূরা আ'রাফ ১৫১ আয়াত)*

এ কথার স্বীকৃতি দিয়ে ইয়াকুব ﷺ ছেলেদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন,

{قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلاَّ كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَاللّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ} (٦٤) سورة يوسف

অর্থাৎ, আমি কি তোমাদেরকে ওর সম্বন্ধে সেইরূপই বিশ্বাস করব, যেরূপ বিশ্বাস ওর ভাই সম্বন্ধে পূর্বে তোমাদেরকে করেছিলাম? সুতরাং আল্লাহই শ্রেষ্ঠ রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু। *(সূরা ইউসুফ ৬৪ আয়াত)*

সেই কথাই বিশ্বাস রেখে ইউসুফ ﷺ ভাইদেরকে উদ্দেশ্যে বলেছিলেন,

{قَالَ لاَ تَثْرَيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ} (٩٢) يوسف

অর্থাৎ, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। *(ঐ ৯২ আয়াত)*

সেই ঈমান রেখেই আইয়ুব ﷺ বিপন্ন অবস্থায় বলেছিলেন,

{أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ} (٨٣) سورة الأنبياء

অর্থাৎ, আমি দুঃখ-কষ্টে পড়েছি, আর তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। *(সূরা আম্বিয়া ৮৩ আয়াত)*

কেন নয়? তিনি ১০০টি রহমত সৃষ্টি ক'রে মাত্র একটি দুনিয়ায় বিতরণ করেন। আর বাকী বিতরণ করবেন আখেরাতে। ঐ একটি রহমতের প্রভাবেই মা নিজ সন্তানের প্রতি দয়া-মায়া-স্নেহ-প্রীতি প্রদর্শন ক'রে থাকে।

মহানবী ﷺ বলেন, "মা নিজ সন্তানের প্রতি যতটা দয়া করে, আল্লাহ নিজ বান্দার প্রতি তার থেকে বেশী দয়াবান।" *(বুখারী, মুসলিম)*

❁❁❁

بَدِيْعُ السَّموَاتِ وَالأَرْضِ (বাদীউস সামা-ওয়া-তি অল-আরয্)

এ নামের অর্থ আকাশ-মন্ডলী ও পৃথিবীর আবিষ্কর্তা। তিনি বিনা নমুনায় আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। সুন্দর ও সুনিপুণভাবে তা সুবিন্যস্ত করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

{بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ} (١١٧) سورة البقرة

অর্থাৎ, তিনি গগন ও ভুবনের উদ্ভাবনকর্তা এবং যখন তিনি কিছু করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন শুধু বলেন, 'হও' আর তা হয়ে যায়। *(সূরা বাক্বারাহ ১১৭ আয়াত)*

সাত আসমান ও সাত যমীনের সৃষ্টিকর্তা তিনি। আসমান-যমীনের আজব কারিগর তিনি। সেই কারিগরি সম্পর্কে তিনি নিজে বলেছেন,

{وَالسَّمَاء بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ (٤٧) وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ}

অর্থাৎ, আমি আকাশ নির্মাণ করেছি আমার (নিজ) ক্ষমতাবলে এবং আমি অবশ্যই মহা সম্প্রসারণকারী এবং আমি ভূমিকে বিছিয়ে দিয়েছি, আমি কত সুন্দর বিস্তারকারী! *(সূরা যারিয়াত ৪৮ আয়াত)*

جَامِعُ النَّاسِ (জা-মিউন্না-স)

এ নামের অর্থ মানব জাতিকে সমবেতকারী। তিনি প্রথম ও শেষ সকল মানুষকে জীবিত ক'রে কিয়ামতে জমা করবেন। কাউকে তিনি ছেড়ে দেবেন না। কেউ কোথায় ফাঁকে ফাঁকি দিয়ে থেকে যাবে না। তিনি বলেন,

{وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا}

অর্থাৎ, (স্মরণ কর,) যেদিন আমি পর্বতকে করব সঞ্চালিত এবং তুমি পৃথিবীকে দেখবে একটি শূন্য প্রান্তর; সেদিন মানুষকে আমি একত্রিত করব এবং তাদের কাউকেও অব্যাহতি দেব না। *(সূরা কাহফ ৪৭ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{اللّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِيثًا}

অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই। নিশ্চয়ই তিনি তোমাদেরকে শেষ বিচারের দিন একত্র করবেন --এতে কোন সন্দেহ নেই। আর কথায় আল্লাহ

অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী কে আছে? *(সূরা নিসা ৮৭ আয়াত)*

জ্ঞানী মানুষরা এ কথা অনুধাবন ক'রে মহান আল্লাহর কাছে দুআ ক'রে থাকেন,

{رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لاَّ رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللّهَ لاَ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ} (٩) سورة آل عمران

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি মানবজাতিকে একদিন একত্রে সমাবেশ করবে -- এতে কোন সন্দেহ নেই; নিশ্চয়ই আল্লাহ নির্ধারিত সময়ের ব্যতিক্রম (প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ) করেন না। *(সূরা আলে ইমরান ৯ আয়াত)*

خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ (খাইরুর রা-যিক্বীন)

এ নামের অর্থ শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা। দুনিয়ার বুকে অনেকে চেষ্টা ক'রে অনেককে রুযী যোগাড় ক'রে দিতে পারে, রুযী উপার্জন করতে পারে, খাদ্য তৈরী করতে পারে; কিন্তু তারা রুযী ও খাদ্য সৃষ্টি করতে পারে না। মহান আল্লাহই রুযী সৃষ্টি ক'রে বিতরণ ক'রে থাকেন। তিনি বলেন,

{قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} (٣٩) سورة سبأ

অর্থাৎ, বল, 'আমার প্রতিপালক তাঁর দাসদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা তার জীবিকা বর্ধিত করেন অথবা সীমিত করেন। তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তিনি তার বিনিময় দেবেন। আর তিনিই শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা।' *(সূরা সাবা' ৩৯ আয়াত)*

মানুষ তাঁর কাছে ছাড়া আর কার কাছে রুযীর আশা করে? তাঁর ফরয ইবাদত বাদ দিয়ে রুযীর অনুসন্ধান কি কোন রুযী আনয়ন করবে? মহান আল্লাহ বলেন,

{وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} (١١) سورة الجمعة

অর্থাৎ, যখন তারা কোন ব্যবসা বা খেল-তামাশা দেখে, তখন তারা তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে ওর দিকে ছুটে যায়। বল, 'আল্লাহর নিকট যা আছে তা ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যবসা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আর আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ রুযীদাতা।' *(সূরা জুমআহ ১১ আয়াত)*

সুতরাং তাঁর নিকটেই আছে রুযীর ভাণ্ডার, তাঁর হাতেই আছে রুযীর চাবিকাঠি, তাঁর নিকটেই রুযী চাইতে হবে। অন্যকে সন্তুষ্ট ক'রে রুযীর আশা করা ভুল। অন্যকে তাঁর ইবাদতে শরীক ক'রে তার কাছে রুযী প্রার্থনা ভ্রষ্টতা। তিনি বলেন,

{إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} (١٧) سورة العنكبوت

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের উপাসনা কর, তারা তোমাদের রুযী দানে অক্ষম। সুতরাং তোমরা আল্লাহর নিকটেই রুযী কামনা কর এবং তাঁর উপাসনা ও কৃতজ্ঞতা কর। তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। *(সূরা আনকাবূত ১৭ আয়াত)*

পক্ষান্তরে তাঁর সবচেয়ে বড় রুযী হল বেহেশ্‌ত।

{وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (٥٨) لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ} (٥٩) سورة الحج

অর্থাৎ, যারা হিজরত করেছে আল্লাহর পথে এবং পরে (শত্রুর হাতে) নিহত হয়েছে অথবা মৃত্যুবরণ করেছে তাদেরকে আল্লাহ অবশ্যই উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন। আর নিশ্চয় আল্লাহ; তিনিই তো সর্বোৎকৃষ্ট রুযীদাতা। তিনি তাদেরকে অবশ্যই এমন স্থানে প্রবেশ করাবেন, যা তারা পছন্দ করবে এবং নিশ্চয় আল্লাহ সম্যক জ্ঞানময়, পরম সহনশীল। *(সূরা হাজ্জ ৫৮-৫৯ আয়াত)*

ذُو الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ (যুল জালা-লি অল ইকরা-ম)

এ নামের অর্থ মহিমময় ও মহানুভব। মহান আল্লাহ বলেন,

{تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ} (٧٨) سورة الرحمن

অর্থাৎ, কত মহান তোমার মহিমময়, মহানুভব প্রতিপালকের নাম! *(সূরা রাহমান ৭৮ আয়াত)*

মহানবী ﷺ প্রত্যেক ফরয নামাযের সালাম ফিরে বলতেন,

((اَللّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ)).

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি শান্তি (সকল ত্রুটি থেকে পবিত্র) এবং তোমার নিকট থেকেই শান্তি। তুমি বরকতময় হে মহিমময়, মহানুভব! *(মুসলিম ১/৪১৪)*

মহান আল্লাহ প্রতাপশালী ও দানশীল। তিনি মহা গৌরবের অধিকারী তা'যীমযোগ্য। তিনি সম্মানীয় ও সম্মানদাতা। প্রত্যেক মুসলিম তাঁর তা'যীম ও সম্মান করে এবং প্রত্যেক খাঁটি মুসলিমকে তিনি সম্মান দিয়ে থাকেন; দুনিয়াতে ও আখেরাতে।

এই শ্রেণীর আরো নাম ঃ-

'যুল-ফায্ল' (অনুগ্রহশীল)। মহান আল্লাহ বলেন,

{يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاء وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ } (٧٤) سورة آل عمران

অর্থাৎ, যাকে ইচ্ছা তিনি নিজ করুণা দ্বারা নির্বাচিত করেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল। *(সূরা আলে ইমরান ৭৪ আয়াত)*

'যুর-রাহমাহ' (দয়াবান)। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا } (٥٨) سورة الكهف

অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালক পরম ক্ষমাশীল, দয়াবান। তাদের কৃতকর্মের জন্য তিনি তাদেরকে পাকড়াও করলে তিনি তাদের শাস্তি ত্বরান্বিত করতেন; কিন্তু তাদের জন্য রয়েছে এক প্রতিশ্রুত মুহূর্ত; যা হতে তাদের কোন আশ্রয়স্থল নেই। *(সূরা কাহ্ফ ৫৮)*

'যুল-আর্শ' (আরশের অধিপতি)। মহান আল্লাহ বলেন,

{رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ } (١٥) سورة غافر

তিনি সুউচ্চ মর্যাদাসমূহের অধিকারী, আরশের অধিপতি, তিনি তাঁর দাসদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা স্বীয় আদেশসহ ওহী (প্রত্যাদেশ) প্রেরণ করেন, যাতে সে সাক্ষাতের দিন (কিয়ামত) সম্পর্কে সতর্ক করতে পারে। *(সূরা মু'মিন ১৫ আয়াত)*

{ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ } (١٥) سورة البروج

অর্থাৎ, তিনি আরশের অধিপতি গৌরবময়। *(সূরা বুরূজ ১৫ আয়াত)*

'যুল-মাআরিজ' (সোপান শ্রেণীর মালিক)। মহান আল্লাহ বলেন,

{مِّنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ } (٣) سورة المعارج

অর্থাৎ, (অবধারিত শাস্তি) আসবে আল্লাহর নিকট হতে যিনি সোপান-শ্রেণীর অধিকারী। *(সূরা মাআরিজ ৩ আয়াত)*

'যুল-ফাওয়াযিল' (মহৎ গুণাবলী বা কল্যাণসমূহের মালিক)। সাহাবা ﵃গণ হজ্জের তালবিয়্যাহতে বলতেন,

لَبَّيْكَ ذَا الْمَعَارِجِ وَلَبَّيْكَ ذَا الْفَوَاضِلِ.

অর্থাৎ, আমি হাযির, হে সোপান শ্রেণীর মালিক! আমি হাযির, হে মহৎ গুণাবলী বা

কল্যাণসমূহের মালিক! *(বাইহাক্বী ৫/৪৫)*

'যুল-ক্বুওয়াহ' (শক্তিমান)। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ } (٥٨) سورة الذاريات

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ; তিনিই রুযী দাতা প্রবল, পরাক্রান্ত। *(সূরা যারিয়াত ৫৮ আয়াত)*

'যুত-ত্বাওল' (অনুগ্রাহী)। মহান আল্লাহ বলেন,

{غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ }

অর্থাৎ, যিনি পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা, অনুগ্রাহী। তিনি ব্যতীত (সত্যিকার) কোন উপাস্য নেই। প্রত্যাবর্তন তাঁরই নিকট। *(সূরা মু'মিন ৩ আয়াত)*

'যুনতিক্বাম' (প্রতিশোধ গ্রহণকারী)। মহান আল্লাহ বলেন,

{فَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ } (٤٧) سورة إبراهيم

অর্থাৎ, সুতরাং তুমি কখনো মনে করো না যে, আল্লাহ তাঁর রসূলদের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবেন; আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধগ্রহণকারী। *(সূরা ইব্রাহীম ৪৭ আয়াত)*

'যুল-জাবারুত, যুল-মালাকূত, যুল-কিবরিয়া, যুল-আযামাহ' (প্রবলতা, সার্বভৌমত্ব, গর্ব ও মাহাত্ম্যের অধিকারী)। মহানবী ﷺ রুকূ-সিজদায় পড়তেন,

((سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ)).

অর্থাৎ, আমি প্রবলতা, সার্বভৌমত্ব, গর্ব ও মাহাত্ম্যের অধিকারী (আল্লাহর) পবিত্রতা ঘোষণা করি। *(আবূ দাউদ ৮৭৩, সহীহ নাসাঈ ১০০৪নং)*

رَفِيْعُ الدَّرَجَات (রাফীউদ দারাজাত)

এ নামের অর্থ মর্যাদাসমূহের অধিকারী অথবা মর্যাদাসমূহে উন্নীতকারী। মহান আল্লাহ বলেন,

{رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ } (١٥) سورة غافر

অর্থাৎ, তিনি সুউচ্চ মর্যাদাসমূহের অধিকারী, আরশের অধিপতি, তিনি তাঁর দাসদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা স্বীয় আদেশসহ ওহী (প্রত্যাদেশ) প্রেরণ করেন,

যাতে সে সাক্ষাতের দিন (কিয়ামত) সম্পর্কে সতর্ক করতে পারে। *(সূরা মু'মিন ১৫ আয়াত)*

{نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّن نَّشَاء وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ} (٧٦) سورة يوسف

অর্থাৎ, আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নীত করি। আর প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির উপর আছে অধিক জ্ঞানী। *(সূরা ইউসুফ ৭৬ আয়াত)*

{يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে বহু মর্যাদায় উন্নত করবেন। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। *(সূরা মুজাদিলাহ ১১ আয়াত)*

{وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ} (١٦٥) سورة الأنعام

অর্থাৎ, তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীর প্রতিনিধি করেছেন এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন, সে সম্বন্ধে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তোমাদের কিছুকে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করেছেন। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সত্বর শাস্তিদাতা এবং তিনি চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়। *(সূরা আনআম ১৬৫ আয়াত)*

{أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ} (٣٢) سورة الزخرف

অর্থাৎ, এরা কি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ বন্টন করে! আমিই ওদের মধ্যে জীবিকা বন্টন করেছি ওদের পার্থিব জীবনে এবং এককে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করেছি; যাতে ওরা একে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে এবং ওরা যা জমা করে, তা হতে তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ উৎকৃষ্টতর। *(সূরা যুখরুফ ৩২)*

الفَعَّالُ لِّمَا يُرِيد (আল ফা'আলুল লিমা য়্যুরীদ)

এ নামের অর্থ ইচ্ছাময় কর্তা। তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন। তাঁকে কেউ কোন কাজে বাধা দিতে পারে না। তিনি এত বড় ক্ষমতাবান যে, তিনি যা চান, তা সহজেই করতে পারেন, তাতে কোন প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না। তাতে তাঁর কোন প্রকার

সহযোগিতার প্রয়োজন পড়ে না। বরং 'কুন' (হও) বললেই যে কোন কাজ সাথে সাথে হয়ে যায়। অবশ্য তিনি হাকীম। হিকমত ছাড়া কোন কাজ তিনি করেন না। বান্দার আপাতদৃষ্টিতে তা ভাল হোক অথবা মন্দ, আল্লাহর দৃষ্টিতে সে কাজ হিকমতময়। তিনি পছন্দ নয় এমন স্ত্রীর ব্যাপারে স্বামীকে বলেন,

{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} (١٩) سورة النساء

অর্থাৎ, তাদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন কর; তোমরা যদি তাদেরকে ঘৃণা কর, তাহলে এমন হতে পারে যে, আল্লাহ যাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন, তোমরা তাকে ঘৃণা করছ। *(সূরা নিসা ১৯ আয়াত)*

مَالِكُ الْمُلْك (মা-লিকুল মুল্‌ক)

এ নামের অর্থ সারা রাজ্যের রাজা, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁর পৃথিবীর রাজত্ব দান করেন। এ জন্যই তিনি বান্দাকে বলতে আদেশ করেছেন,

{قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (٢٦) سورة آل عمران

অর্থাৎ, বল, 'হে রাজ্যাধিপতি আল্লাহ! তুমি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান কর এবং যার নিকট থেকে ইচ্ছা রাজত্ব কেড়ে নাও, যাকে ইচ্ছা সম্মানিত কর এবং যাকে ইচ্ছা অপমানিত কর। (যাবতীয়) কল্যাণ তোমার হাতেই। নিশ্চয় তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। *(সূরা আলে ইমরান ২৬ আয়াত)*

সে জন্যই মূসা ﷺ তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন,

{اسْتَعِينُوا بِاللّهِ وَاصْبِرُواْ إِنَّ الأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ}

অর্থাৎ, আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্য ধারণ কর, রাজ্য তো আল্লাহরই! তিনি তাঁর দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার উত্তরাধিকারী করেন এবং সাবধানীদের জন্যই তো শুভ পরিণাম! *(সূরা আ'রাফ ১২৮ আয়াত)*

তালূত বাদশার কাহিনী বর্ণনায় মহান আল্লাহ বলেন,

{وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوَاْ أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ

أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ } (٢٤٧) سورة البقرة

অর্থাৎ, তাদের নবী তাদের বলেছিল, 'আল্লাহ ত্বালূতকে তোমাদের রাজা নিযুক্ত করেছেন।' তারা বলল, 'সে কিরূপে আমাদের উপর রাজা হতে পারে, অথচ রাজা হওয়ার (জন্য) আমরা তার চেয়ে অধিক হকদার; তাছাড়া তাকে আর্থিক সচ্ছলতাও দেওয়া হয়নি।' নবী বলল, 'আল্লাহই তাকে মনোনীত করেছেন এবং তিনি তাকে (সকল প্রকার) জ্ঞানে এবং দেহে (দৈহিক পটুতায়) সমৃদ্ধ করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাঁর রাজত্ব দান করেন। আর আল্লাহ বিশাল অনুগ্রহশীল, প্রজ্ঞাময়।' *(সূরা বাক্বারাহ ২৪৭ আয়াত)*

পক্ষান্তরে উক্ত নামের অর্থ 'মা-লিকুল মুলূক' (রাজাধিরাজ)ও হতে পারে।

অথবা তার অর্থ 'ওয়ারিসুল মুলক'ও হতে পারে। অর্থাৎ, যেদিন কোন রাজা অবশিষ্ট থাকবে না, কেউ কোথাও দাবী করবে না যে, এ জায়গা তার, সেদিনের রাজা তিনিই। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

{وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّوَرِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ } (٧٣) سورة الأنعام

অর্থাৎ, তিনি যথাবিধি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। যেদিন তিনি বলবেন, 'হও' সেদিন তা হয়ে যাবে। তাঁর কথাই সত্য। যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, সেদিনকার রাজত্ব তো তাঁরই। অদৃশ্য ও দৃশ্য সব কিছু সম্বন্ধে তিনি পরিজ্ঞাত এবং তিনি প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত। *(সূরা আনআম ৭৩ আয়াত)*

{الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ }

অর্থাৎ, সে দিন আল্লাহরই আধিপত্য হবে; তিনিই তাদের বিচার করবেন; যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তারা অবস্থান করবে সুখময় জান্নাতে। *(সূরা হাজ্জ ৫৬ আয়াত)*

{الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا } (٢٦) سورة الفرقان

অর্থাৎ, সেদিন প্রকৃত কর্তৃত্ব হবে পরম দয়াময়ের এবং অবিশ্বাসীদের জন্য সেদিন হবে বড় কঠিন। *(সূরা ফুরক্বান ২৬ আয়াত)*

{يَوْمَ هُم بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ }

অর্থাৎ, যেদিন মানুষ বের হয়ে পড়বে, সেদিন আল্লাহর নিকট ওদের কিছুই

গোপন থাকবে না। (বলা হবে,) 'আজ রাজত্ব কার?' এক, পরাক্রমশালী আল্লাহরই। *(সূরা মু'মিন ১৬ আয়াত)*

সেদিন তিনি পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় নিয়ে আকাশমন্ডলীকে ডান হাতে গুটিয়ে নিয়ে বলবেন, 'আমিই রাজা। কোথায় পৃথিবীর রাজাগণ?' *(বুখারী, মুসলিম)*

نُوْرُ السَّموَاتِ وَالأَرْضِ (নূরুস সামা-ওয়া-তি অল আরয্)

এ নামের অর্থ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি। মহান আল্লাহ বলেন,

{اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ } (النور: ٣٥)

অর্থাৎ, আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি। *(সূরা নূর ৩৫ আয়াত)*

তাঁর পর্দা হল নূর। প্রিয় নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'আপনি কি আপনার প্রতিপালককে দেখেছেন?' উত্তরে তিনি বললেন, "তাঁকে কিরূপে দেখা সম্ভব? যাঁর পর্দা (অন্তরাল) হল নূর (জ্যোতি)। যে পর্দা উন্মোচিত হলে তাঁর আনন-দীপ্তি সমগ্র সৃষ্টিকুলকে দগ্ধীভূত ক'রে ফেলবে।" *(মুসলিম ৪৬৩নং)* অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেন, "আমি নূর দেখেছি।"

তিনি নূর বিতরণ করেন। ঈমানদারদের হৃদয়ে নূর বিকীর্ণ ক'রে শান্তি ও সভ্যতার প্রতি পথপ্রদর্শন করেন। তাঁর জ্যোতিতে সারা বিশ্ব জ্যোতির্ময়। সে নূরেই বেহেশ্ত সকল নূরময় হবে।

পক্ষান্তরে তাঁর সৃষ্ট নূর বা আলো দুই প্রকার; বাহ্যিক আলো ও আভ্যন্তরিক আলো।

বাহ্যিক আলো যেমন সূর্য, চাঁদ ও গ্রহ-নক্ষত্রের আলো। এ আলোর ফলে মানুষ সকল দৃশ্য বস্তু দেখতে পায়। মহান আল্লাহ বলেন,

{الْحَمْدُ للّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ } (١) الأنعام

অর্থাৎ, প্রশংসা আল্লাহরই যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, আর সৃষ্টি করেছেন অন্ধকার ও আলো। *(সূরা আনআম ১ আয়াত)*

{هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا } (٥) سورة يونس

অর্থাৎ, তিনিই সেই সত্তা যিনি সূর্যকে দীপ্তিমান ও চন্দ্রকে আলোকময় বানিয়েছেন। *(সূরা ইউনুস ৫ আয়াত)*

আর আভ্যন্তরিক আলো হল জ্ঞানের আলো, আল্লাহর মা'রিফাতের আলো, ঈমান

ও হিদায়াতের আলো।

প্রথমোক্ত আলো থাকলে দুনিয়ার পথে আপদ-বিপদ থেকে বাঁচা সম্ভব হয়। আর শেষোক্ত আলো বান্দার থাকলে, সে পাপ-পঙ্কিলতা থেকে বাঁচতে পারে। ভাল ও কল্যাণের দিকে রাস্তা পায়। মহান আল্লাহর আনুগত্যের স্বাদ পায়, তাঁর ভালবাসার আনন্দ পায়, তাঁর ইবাদতে ইখলাসের তওফীক পায়।

এই জন্য মহানবী ﷺ দুআয় বলতেন,

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْراً وَّ فِيْ لِسَانِيْ نُوْراً وَّ اجْعَلْ فِيْ سَمْعِيْ نُوْراً وَّ اجْعَلْ فِيْ بَصَرِيْ نُوْراً وَّاجْعَلْ مِنْ خَلْفِيْ نُوْراً ، وَّ مِنْ أَمَامِيْ نُوْراً ، وَّاجْعَلْ مِنْ فَوْقِيْ نُوْراً وَ مِنْ تَحْتِيْ نُوْراً، اَللّٰهُمَّ أَعْطِنِيْ نُوْراً.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমার হৃদয়ে আলো দাও, আমার রসনায় আলো দাও, আমার কর্ণে আলো দাও, আমার চক্ষুতে আলো দাও, আমার পশ্চাতে আলো দাও, আমার সম্মুখে আলো দাও, আমার ঊর্ধ্বে আলো দাও এবং আমার নিম্নে জ্যোতি প্রদান কর। হে আল্লাহ! আমাকে নূর (জ্যোতি) দান কর। *(বুখারী ৭/১৪৮, মুসলিম ১/৫৩০)*

এ আলো বান্দা লাভ করলে তার জ্ঞান পরিপক্ব হয়, দ্বীনদারীতে সে 'ইহসান'-এর পর্যায়ে পৌঁছে যায়, ফলে সে এমন ইবাদত করে, যাতে সে যেন আল্লাহকে দেখতে পায় অথবা সে তাতে এই খেয়াল রাখে যে, আল্লাহ তাকে দেখছেন। তার চোখ ভাল জিনিস দেখে, তার কান ভাল জিনিস শোনে, তার জিভ ভাল কথা বলে, আল্লাহর যিক্‌রে সদা আর্দ্র থাকে। সব হারিয়েও আল্লাহকে পেয়ে সে বড় আনন্দবোধ করে।

সে আলো লাভ করলে বান্দা মুত্তাক্বী ও পরহেযগার হয়, হক ও বাতিলের পার্থক্য নির্ণয় করার জ্ঞান লাভ হয়, তার ইল্‌ম ও একীনে সন্দেহের অবসান ঘটে, প্রবৃত্তির বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করে, খেয়াল-খুশীর গোলামী থেকে স্বাধীনতা লাভ করে, তার বলা-চলা ও আমল হয় আলোতে আলোময়, বহু অজানা জিনিসের প্রকৃতত্ব তার নিকট প্রকট হয়ে ওঠে।

অবশ্য তার মানে এই নয় যে, সে গায়বের খবর জানতে পারে; বরং তার অভিমত ও রায় হয় গায়বীভাবে সমর্থনপ্রাপ্ত।

পক্ষান্তরে তাঁর সেই আলো ব্যতীত কাফের ও মুনাফিকরা অন্ধকারে বাস করে। আর তার ফলে তারা তাগূত ও প্রবৃত্তির পূজারী হয়ে যায়।

প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহর নূরে মুহাম্মাদ পয়দা ও মুহাম্মাদের নূরে সারা জাহান

পয়দার বিশ্বাস সঠিক নয়। মহান আল্লাহ যে নূর অবতীর্ণ করেছেন, তা হল আল-কুরআন। তিনি বলেন,

{يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ } (١٥) سورة المائدة

অর্থাৎ, হে ঐশীগ্রন্থধারিগণ! আমার রসূল তোমাদের নিকট এসেছে, তোমরা কিতাবের যা গোপন করতে, সে তার অনেক অংশ তোমাদের নিকট প্রকাশ করে এবং অনেক কিছু (প্রকাশ না ক'রে) উপেক্ষা ক'রে থাকে। অবশ্যই তোমাদের নিকট আল্লাহর নিকট হতে জ্যোতি ও সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে। *(সূরা মাইদাহ ১৫ আয়াত)*

{فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } (٨) سورة التغابن

অর্থাৎ, অতএব তোমরা আল্লাহ, তাঁর রসূল ও যে জ্যোতি আমি অবতীর্ণ করেছি, তাতে বিশ্বাস স্থাপন কর। তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। *(সূরা তাগাবুন ৮ আয়াত)*

{وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ } (٥٢) سورة الشورى

অর্থাৎ, এভাবে আমি নিজ নির্দেশে তোমার প্রতি অহী (প্রত্যাদেশ) করেছি রূহ। তুমি তো জানতে না গ্রন্থ কি, ঈমান (বিশ্বাস) কি। পক্ষান্তরে আমি একে করেছি এমন আলো, যার দ্বারা আমি আমার দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করি। আর নিশ্চয়ই তুমি সরল পথ প্রদর্শন কর। *(সূরা শূরা ৫২ আয়াত)*

আ-লিমুল গায়বি অশ্-শাহাদাহ

এ নামের অর্থ অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। মহান আল্লাহ বলেন,

{هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ }

অর্থাৎ, তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোন (সত্য) উপাস্য নেই, তিনি অদৃশ্য এবং দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনিই অতি দয়াময়, পরম দয়ালু। *(সূরা হাশ্‌র ২২ আয়াত)*

অনুরূপ রয়েছে কুরআন মাজীদের প্রায় আরো ৮টি জায়গায়।

মহানবী ﷺ সকাল-সন্ধ্যায় ও শয়নকালে নিম্নের দুআ পড়তে আদেশ করতেন,

اَللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَّمَلِيْكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِه.

অর্থাৎ, হে উপস্থিত ও অনুপস্থিত পরিজ্ঞাতা, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃজনকর্তা, প্রত্যেক বস্তুর প্রতিপালক ও অধিপতি আল্লাহ! আমি সাক্ষি দিচ্ছি যে তুমি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। আমি আমার আত্মার মন্দ হতে এবং শয়তানের মন্দ ও শির্ক হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *(আবু দাউদ, সহীহ তিরমিযী, আলবানী ৩/১৪২)*

আল্লামুল গুয়ূব

এ নামের অর্থ অদৃশ্য বিষয়সমূহের সম্যক পরিজ্ঞাতা। সমস্ত গয়াবী খবর একমাত্র তিনিই জানেন। তিনি বলেন,

{أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللّهَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ } (٧٨) التوبة

অর্থাৎ, তারা কি জানত না যে, আল্লাহ তাদের মনের গুপ্ত কথা এবং গোপন পরামর্শ অবগত আছেন? এবং নিশ্চয় আল্লাহ অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী? *(সূরা তাওবাহ ৭৮ আয়াত)*

অনুরূপ এ নামটি কুরআন মাজীদের আরো ৩ জায়গায় রয়েছে।

কেবলমাত্র তিনিই গায়েব ও অদৃশ্যের খবর সম্পর্কে অবগত। তিনি ছাড়া তাঁর কোন সৃষ্টি সে খবর রাখে না। তিনি বলেন,

{قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ }

অর্থাৎ, বল, 'আল্লাহ ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না এবং ওরা কখন পুনরুত্থিত হবে (তাও) ওরা জানে না।' *(সূরা নামল ৬৫ আয়াত)*

তাঁরই নিকট রয়েছে গায়বের চাবিকাঠি। তিনি বলেন,

{وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ }

অর্থাৎ, তাঁরই নিকট অদৃশ্যের চাবি রয়েছে; তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা জানে না। জলে-স্থলে যা কিছু আছে, তা তিনিই অবগত। তাঁর অজ্ঞাতসারে (বৃক্ষের)

একটি পাতাও পড়ে না, মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোন শস্যকণা অথবা রসযুক্ত কিম্বা শুষ্ক এমন কোন বস্তু পড়ে না, যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই। *(সূরা আনআম ৫৯ আয়াত)*

আর গায়বের চাবিকাঠি হল ৫টি। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ } (٣٤) سورة لقمان

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহর নিকটেই আছে কিয়ামত (সংঘটিত হওয়ার) জ্ঞান, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন জরায়ুতে যা আছে। কেউ জানে না আগামী কাল সে কি অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন্ দেশে তার মৃত্যু ঘটবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত। *(সূরা লুক্বমান ৩৪ আয়াত)*

রাব্বুল আ'-লামীন

এ নামের অর্থ নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক। মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদের প্রায় ৪২ জায়গায় এ নামটি উল্লেখ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ দেখুন ঃ *(সূরা ফাতিহাহ ২, সূরা আনআম ৪৫, সূরা ইউনুস ১০, স্বাফ্‌ফাত ১৮২, সূরা যুমার ৭৫, সূরা মু'মিন ৬৫ আয়াত)*

রাব্বুল ইয্‌যাহ

এ নামের অর্থ সম্মান ও ক্ষমতার অধিকারী। তিনি বলেন,

{سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ } (١٨٠) سورة الصافات

অর্থাৎ, ওরা যা আরোপ করে, তা হতে তোমার প্রতিপালক পবিত্র ও মহান, যিনি সকল সম্মান (ও ক্ষমতা)র অধিকারী। *(সূরা স্বাফ্‌ফাত ১৮০ আয়াত)*

হাদীসেও মহানবী ﷺ বলেছেন,

((لاَ تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ {هَلْ مِنْ مَزِيدٍ} حَتَّى يَضَعَ فِيهَا رَبُّ الْعِزَّةِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدَمَهُ (وفي رواية: رِجْلَهُ) فَتَقُولُ قَطْ قَطْ وَعِزَّتِكَ. وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ)).

অর্থাৎ, জাহান্নাম 'আরো আছে কি' বলতেই থাকবে। পরিশেষে রব্বুল ইয্‌যত তাবারাকা অতাআলা তাতে নিজ পায়ের পাতা (পা) রেখে দেবেন। তখন সে বলবে, 'যথেষ্ট, যথেষ্ট, তোমার ইয্‌যতের কসম!' আর তার পরস্পর অংশগুলি সংকীর্ণ হয়ে যাবে। *(বুখারী ৭৩৮৪, মুসলিম ২৮৪৮নং, আবূ আওয়ানাহ)*

সারীউল হিসাব

এ নামের অর্থ সত্বর হিসাব গ্রহণকারী। মহান আল্লাহ বলেন,

{الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ }

অর্থাৎ, আজ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের ফল দেওয়া হবে; আজ কারও প্রতি যুলুম করা হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর। *(সূরা মু'মিন ১৭ আয়াত)*

কুরআন মাজীদের আরো ৭ জায়গায় বলেছেন যে, তিনি 'সারীউল হিসাব।' যেমন এক অন্য এক জায়গায় তিনি বলেন,

{ثُمَّ رُدُّواْ إِلَى اللّهِ مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ أَلاَ لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ } (٦٢) الأنعام

অর্থাৎ, অতঃপর তাদের আসল প্রভুর দিকে তারা আনীত হয়। জেনে রাখ, ফায়সালা তো তাঁরই এবং হিসাব গ্রহণে তিনিই সর্বাপেক্ষা তৎপর। *(সূরা আনআম ৬২ আয়াত)*

ফা-ত্বিরুস সামাওয়াতি অল-আরয্

এ নামের অর্থ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃজনকর্তা। মহান আল্লাহ বলেন,

{فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ } (١١) سورة الشورى

অর্থাৎ, তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, তিনি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং পশুদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন পশুদের জোড়া; এভাবে তিনি ওতে তোমাদের বংশ বিস্তার করেন। কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। *(সূরা শূরা ১১ আয়াত)*

কুরআন কারীমের আরো ৫ জায়গায় এ নামের উল্লেখ রয়েছে। *(সূরা আনআম ৬, ইউসুফ ১০১, ইব্রাহীম ১০, ফাত্বির ১, যুমার ৪৬ আয়াত)*

মহানবী ﷺ সকাল-সন্ধ্যায় ও শয়নকালে যে দুআ পড়তে আদেশ করতেন, তাতেও এ নাম উল্লিখিত হয়েছে।

মহান আল্লাহও তাঁকে এই নামে ডাকতে আদেশ করেছেন,

{قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ } (٤٦) سورة الزمر

ফা-লিক্বুল হাব্বি অন-নাওয়া

এ নামের অর্থ শস্যবীজ ও আঁটির অঙ্কুরোদয়কারী। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ اللّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ } (٩٥) سورة الأنعام

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ শস্যবীজ ও আঁটির অঙ্কুরোদয়কারী। তিনিই প্রাণহীন হতে জীবন্তকে নির্গত করেন এবং জীবন্ত হতে প্রাণহীনকে নির্গত করেন। তিনিই তো আল্লাহ। সুতরাং তোমরা কোথায় ফিরে যাবে? *(সূরা আনআম ৯৫ আয়াত)*

মহানবী ﷺ রাত্রে শয়নকালে নিম্নের দুআ পাঠ করতেন,

اَللّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوى وَمُنَزِّلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيْلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِيْ شَرٍّ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِه، اَللّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ، اِقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! হে আকাশ মন্ডলী, পৃথিবী ও মহা আরশের অধিপতি। হে আমাদের ও সকল বস্তুর প্রতিপালক! হে শস্যবীজ ও আঁটির অঙ্কুরোদয়কারী! হে তাওরাত, ইনজীলও ফুরকানের অবতারণকারী! আমি তোমার নিকট প্রত্যেক অনিষ্টকারীর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি- যার ললাটের কেশগুচ্ছ তুমি ধারণ করে আছ। হে আল্লাহ! তুমিই আদি তোমার পূর্বে কিছু নেই। তুমিই অন্ত তোমার পরে কিছু নেই। তুমিই ব্যক্ত (অপরাভূত), তোমার ঊর্ধ্বে কিছু নেই এবং তুমিই (সৃষ্টির গোচরে) অব্যক্ত, তোমার নিকট অব্যক্ত কিছু নেই। আমাদের তরফ থেকে আমাদের ঋণ পরিশোধ করে দাও এবং আমাদেরকে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দিয়ে সচ্ছল (অভাবশূন্য) করে দাও। *(মুসলিম ৪/২০৮৪)*

ফা-লিক্বুল ইস্বাহ

এ নামের অর্থ উষার উন্মেষ ঘটান যিনি। মহান আল্লাহ বলেন,

{فَالِقُ الإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ } (٩٦) سورة الأنعام

অর্থাৎ, তিনিই উষার উন্মেষ ঘটান, আর তিনিই বিশ্রামের জন্য রাত এবং গণনার জন্য চন্দ্র ও সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন, এ সব পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ কর্তৃক সুবিন্যস্ত। *(সূরা আনআম ৯৬ আয়াত)*

মুস্বার্রিফুল ক্বুলূব

এ নামের অর্থ হৃদয়ের আবর্তনকারী। মহানবী ﷺ দুআতে বলতেন,

اَللّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلى طَاعَتِكَ.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! হে হৃদয়সমূহকে আবর্তনকারী! তুমি আমাদের হৃদয়সমূহকে তোমার আনুগত্যের উপর আবর্তিত কর।

তিনি বলেছেন, "নিশ্চয় আদম-সন্তানের সমস্ত হৃদয় পরম দয়াময়ের আঙ্গুলসমূহের মধ্যে দুটি আঙ্গুলের মাঝে একটি হৃদয়ের মত আছে। তিনি তা ইচ্ছামত আবর্তন ক'রে থাকেন।" *(মুসলিম ৪/২০৪৫)*

মুক্বাল্লিবুল ক্বুলূব

এ নামের অর্থ হৃদয়ের বিবর্তনকারী। মহানবী ﷺ বেশী বেশী এই বলে দুআ করতেন,

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلى دِيْنِكَ.

অর্থাৎ, হে হৃদয়সমূহকে বিবর্তনকারী! আমার হৃদয়কে তোমার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ।

আনাস ؓ বলেন, আমি বললাম, 'হে আল্লাহর নবী! আমরা আপনার প্রতি এবং আপনি যা আনয়ন করেছেন তার প্রতি ঈমান এনেছি, আপনি কি আমাদের ব্যাপারে ভয় করেন?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ, হৃদয়সমূহ আল্লাহর আঙ্গুলসমূহের

মধ্যে দুটি আঙ্গুলের মাঝে আছে। তিনি তা ইচ্ছামত বিবর্তন ক'রে থাকেন।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ১০২ আয়াত)*

হিদায়াতের মালিক আল্লাহ। তিনি যাকে ইচ্ছা পথ দেখান, যাকে ইচ্ছা ভ্রষ্ট করেন। আরবীতে 'ক্বাল্‌ব' মানে অন্তর এবং তার মূল অর্থ ঃ পাল্টানো। মানুষের মন পাল্টাতে থাকে, তাই তার এ নাম।

প্রলোভনে-প্ররোচনায় মানুষের মন পাল্টে যায়, পরামর্শে-মন্ত্রণায় মত বদলে যায়। সুপথ কুপথে এবং কুপথ সুপথে বদলে যায়। প্রেম ঘৃণায় এবং ঘৃণা প্রেমে পরিণত হয়। সুধারণা কুধারণায় এবং কুধারণা সুধারণায় পরিবর্তিত হয়। এর ফলে মানুষ ধর্ম পরিবর্তন করে, মযহাব পরিবর্তন করে, সঙ্গী-সাথী বা বন্ধু পরিবর্তন করে, পার্টি বা দল বদলে ফেলে ইত্যাদি।

মহান আল্লাহর ইচ্ছায় এ সবকিছু ঘটে। ভাগ্যবান সেই, যার পরিবর্তন মন্দ থেকে ভালোর দিকে এবং ভালো থেকে আরো ভালোর দিকে হয়। তার জন্য আল্লাহর কাছে তা চেয়ে নিতে হয়।

মুনায্যিলুল কিতাব

এ নামের অর্থ কিতাব অবতীর্ণকারী। মহান আল্লাহ সমস্ত আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। তিনি বলেন,

{اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ }

অর্থাৎ, আল্লাহই সত্যসহ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন এবং (অবতীর্ণ করেছেন) তুলাদন্ড। আর তুমি কি জান, সম্ভবতঃ কিয়ামত আসন্ন? *(সূরা শূরা ১৭ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ }

অর্থাৎ, এসব এজন্য যে, আল্লাহ সত্যস্বরূপ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, বস্তুতঃ যারা (কিতাবের মধ্যে) মতভেদ এনেছে, তারা নিশ্চয়ই বিরুদ্ধাচরণে সুদূরগামী। *(সূরা বাক্বারাহ ১৭৬ আয়াত)*

মুজরিউস সাহাব

এ নামের অর্থ মেঘ সঞ্চালনকারী। মহান আল্লাহ মেঘ সৃষ্টি ক'রে থাকেন এবং তা যেখানে ইচ্ছা সেখানে সঞ্চালিত ক'রে থাকেন। তিনি বলেন,

{أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ } (٤٣) سورة النور

অর্থাৎ, তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন, অতঃপর তা একত্রিত করেন এবং পরে পুঞ্জীভূত করেন। অতঃপর তুমি দেখতে পাও, তা থেকে নির্গত হয় বারিধারা; আকাশের শিলাস্তুপ হতে তিনি বর্ষণ করেন শিলা এবং এ দ্বারা তিনি যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন এবং যাকে ইচ্ছা তার উপর হতে তা অন্য দিকে ফিরিয়ে দেন। মেঘের বিদ্যুৎ-ঝলক যেন দৃষ্টি শক্তি কেড়ে নিতে চায়। *(সূরা নূর ৪৩ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ }

অর্থাৎ, আল্লাহ, যিনি বায়ু প্রেরণ করেন, ফলে তা (বায়ু) মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে; অতঃপর তিনি একে যেমন ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন, পরে একে খন্ড-বিখন্ড করেন এবং তুমি দেখতে পাও তা থেকে বারিধারা নির্গত হয়। অতঃপর যখন তিনি তাঁর দাসদের মধ্যে যাদের প্রতি ইচ্ছা তা দান করেন; তখন ওরা হর্ষোৎফুল্ল হয়। *(সূরা রূম ৪৮ আয়াত)*

হা-যিমুল আহযাব

এ নামের অর্থ শত্রুসেনাকে পরাস্তকারী। মহান আল্লাহর হাতেই থাকে যুদ্ধের জয়-পরাজয়। তাঁরই নিকট থেকে আসে সাহায্য ও বিজয়। মক্কা বিজয়ের দিন মহানবী ﷺ বলেছিলেন (যা সাঈতে স্বাফা পর্বতে চড়ে বলতে হয়),

لآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ (لاَ شَرِيْكَ لَهُ)، أَنْجزَ وَعْدَهُ، وَنَصرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

অর্থাৎ, আল্লাহু ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। তিনি একক, (তাঁর কোন অংশী নেই।) তিনি নিজের অঙ্গীকার পূরণ করেছেন। তাঁর দাসকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই দলসমূহকে পরাস্ত করেছেন। *(মুসলিম ২/৮৮৮)*

এক যুদ্ধ-সফরে যোদ্ধা সাহাবাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন,

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللَّهَ تَعَالَى الْعَافِيَةَ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ)). ثُمَّ قَالَ: ((اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الأَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ)).

অর্থাৎ, হে লোক সকল! তোমরা শত্রুর সাক্ষাৎ-কামনা করো না। বরং আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা চাও। কিন্তু সাক্ষাৎ ঘটে গেলে ধৈর্যধারণ কর। আর জেনে রেখো যে, বেহেশ্ত আছে তরবারির ছায়াতলে। হে আল্লাহ! হে কিতাব অবতীর্ণকারী, মেঘ চালনাকারী, দলসমূহ পরাজিতকারী! ওদেরকে পরাজিত কর এবং ওদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য (জয়যুক্ত) কর। *(মুসলিম, আবূ দাউদ)*

এই হাদীসটিই উপরি উক্ত তিনটি নামের দলীল।

মুহয়িল মাওতা

এ নামের অর্থ মৃতদেরকে জীবিতকারী। জীবনদাতা তিনিই। মরণদাতাও তিনিই। মরণদানের পর পুনর্জীবন দান করবেন তিনিই। তিনি বলেন,

{ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } (٦) الحج

অর্থাৎ, এটা এ জন্য যে, আল্লাহই সত্য এবং তিনিই মৃতকে জীবন দান করেন এবং তিনিই সর্ববিষয়ে শক্তিমান। *(সূরা হাজ্জ ৬ আয়াত)*

{فَانظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } (٥٠) سورة الروم

অর্থাৎ, সুতরাং তুমি আল্লাহর করুণার চিহ্ন লক্ষ্য কর, কিভাবে তিনি ভূমির মৃত্যুর পর একে পুনর্জীবিত করেন। নিঃসন্দেহে তিনি মৃতকে জীবিত করবেন এবং তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। *(সূরা রূম ৫০ আয়াত)*

{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } (٣٩) سورة فصلت

অর্থাৎ, তাঁর একটি নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে দেখতে পাও শুষ্ক, অতঃপর আমি ওতে বৃষ্টি বর্ষণ করলে তা শস্য-শ্যামলা হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয়;

নিশ্চয় যিনি ভূমিকে জীবিত করেন, তিনিই জীবিত করবেন মৃতকে। নিশ্চয়ই তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। *(সূরা হা-মীম সাজদাহ ৩৯ আয়াত)*

জ্ঞাতব্য যে, একাধিক শব্দবিশিষ্ট 'মুরাক্কাব' (যৌগিক) নাম অনেকের নিকট মহান আল্লাহর 'আসমায়ে হুসনা'র মধ্যে গণ্য নয়। তবে এই শ্রেণীর নামের পূর্বে 'ইয়া' যোগ ক'রে মহানবী ﷺ দুআ করতেন এবং আল-কুরআনেও তার দৃষ্টান্ত মজুদ রয়েছে।

প্রকাশ যে, আল্লাহর নামাবলী নির্দিষ্টীকরণের ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসটি শুদ্ধ নয়। *(আল-ক্বাওয়াইদুল মুসলা ফী সিফাতিল্লাহি অ আসমাইহিল হুসনা, ইবনে উসাইমীন ১৮-২০পৃঃ)*

অপ্রমাণিত নামাবলী

কিছু নাম আছে, যা আল্লাহর বলে প্রসিদ্ধ। অথচ তার কোন সহীহ দলীল নেই। অথবা তাঁর কোন কর্ম বা গুণ থেকে সে নাম নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু তা তাঁর নাম বলে (ইসমে ফায়েল বা সিফাত রূপে) কুরআন ও সুন্নাহর কোথাও বর্ণিত হয়নি। সেই শ্রেণীর কিছু নাম নিম্নরূপ ঃ-

البَادئُ (আল-বা-দি')

এর অর্থ সৃষ্টির সূচনাকারী। তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন, তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেন।

মহান আল্লাহ বলেন,

{اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} (١١) سورة الروم

অর্থাৎ, আল্লাহ প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি তাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন, অতঃপর তাঁরই নিকট তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। *(সূরা রূম ১১ আয়াত)*

{الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ من طِينٍ} (٧) سورة السجدة

অর্থাৎ, যিনি তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে উত্তমরূপে সৃজন করেছেন এবং মাটি হতে মানব-সৃষ্টির সূচনা করেছেন। *(সূরা সাজদাহ ৭ আয়াত)*

সৃষ্টির সূচনা করা তাঁর কর্মগত একটি গুণ। কিন্তু 'আল-বা-দি' বলে তাঁর নাম বর্ণিত হয়নি।

الْبَاعِثُ (আল-বা-ইস)

এর অর্থ পুনরুত্থানকারী। মহান আল্লাহ মৃত্যুর পর সকলকে পুনর্জীবিত ও পুনরুত্থিত করবেন। তিনি বলেন,

{وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ} (٧) سورة الحـــج

অর্থাৎ, আর কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, এতে কোন সন্দেহ নেই। আর অবশ্যই আল্লাহ কবরে যারা আছে তাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন। *(সূরা হাজ্জ ৭ আয়াত)*

মৃত্যুর পর জ্বিন-ইনসান ও পশুদেরকে পুনর্জীবিত করা তাঁর কর্মগত একটি গুণ। কিন্তু 'আল-বাইস' তাঁর নাম বলে উল্লিখিত হয়নি।

الْبَاقِي (আল-বা-ক্বী)

এর অর্থ হল অবিনশ্বর। সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে, কেবল তিনিই অবশিষ্ট থাকবেন। তিনি বলেন,

{كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (٢٦) وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ} (٢٧)

অর্থাৎ, ভূ-পৃষ্ঠে যা কিছু আছে সমস্তই নশ্বর। অবিনশ্বর শুধু তোমার মহিমময়, মহানুভব প্রতিপালকের মুখমন্ডল (সত্তা)। *(সূরা রাহমান ২৬-২৭ আয়াত)*

অনিশ্বর থাকা তাঁর সত্তাগত একটি গুণ। কিন্তু 'আল-বাক্বী' তাঁর নাম বলে প্রমাণিত নয়।

الْبَدِيعُ (আল-বাদী')

এর অর্থ হল উদ্ভাবনকর্তা। তিনি সবকিছুর উদ্ভাবনকর্তা, আকাশ-পৃথিবী সহ সকল বস্তু তিনিই উদ্ভাবন করেছেন, বিনা নমুনায় সৃষ্টি করেছেন, নাস্তি থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করেছেন। তিনি বলেন,

{بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ} (١١٧)

অর্থাৎ, তিনি গগন ও ভুবনের উদ্ভাবনকর্তা এবং যখন তিনি কিছু করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন শুধু বলেন, 'হও' আর তা হয়ে যায়। *(সূরা বাক্বারাহ ১১৭ আয়াত)*

উদ্ভাবন করা তাঁর কর্মগত একটি গুণ। কিন্তু 'আল-বাদী' তাঁর নাম বলে প্রমাণিত নয়। অবশ্য 'বাদীউস সামাওয়াতি অল-আর্য' একটি নাম বলা হয়েছে।

الْجَامِعُ (আল-জামে’)

এর অর্থ একত্রকারী, জমাকারী, সমাবেশকারী। কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ সকলকে হাশরের ময়দানে জমা করবেন। তিনি জ্ঞানী লোকেদের কথা উদ্ধৃত ক’রে বলেছেন,

{رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لاَّ رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللّهَ لاَ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ } (٩)

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি মানবজাতিকে একদিন একত্রে সমাবেশ করবে -- এতে কোন সন্দেহ নেই; নিশ্চয়ই আল্লাহ নির্ধারিত সময়ের ব্যতিক্রম (প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ) করেন না। *(সূরা আলে ইমরান ৯ আয়াত)*

তিনি মুনাফিক্ব ও কাফেরদেরকে জাহান্নামে একত্র করবেন। তিনি বলেন,

{إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا } (١٤٠) سورة النساء

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ কপট ও অবিশ্বাসী সকলকেই জাহান্নামে একত্র করবেন। *(সূরা নিসা ১৪০ আয়াত)*

পরকালে সকলকে জমায়েত করা তাঁর কর্মগত একটি গুণ। কিন্তু ‘আল-জামে’ তাঁর নাম বলে প্রমাণিত নয়।

الْجَلِيلُ (আল-জালীল)

এর অর্থ হল মহিমময়। নিঃসন্দেহে তিনি মহিমময়, তাঁর এক নাম ذُو الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ (যুল জালা-লি অল ইকরা-ম)। কিন্তু ‘আল-জালীল’ বলে তাঁর নাম শুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয়।

الْحَفِيُّ (আল-হাফিয়্যু)

এর অর্থ হল অনুগ্রহশীল। নিশ্চয় মহান আল্লাহ বান্দার প্রতি অনুগ্রহশীল। তিনি ইব্রাহীম ﷺ-এর কথা উল্লেখ ক’রে বলেন,

{قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا } (٤٧) سورة مريم

অর্থাৎ, (ইব্রাহীম তার পিতাকে) বলল, ‘তোমার উপর সালাম; আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব, নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল। *(সূরা মারয়্যাম ৪৭ আয়াত)*

অতএব অনুগ্রহশীল হওয়া তাঁর একটি গুণ এবং এখানে তা ইব্রাহীম ﷺ-এর সাথে নির্দিষ্ট। এ গুণ তাঁর নাম হিসাবে বর্ণিত হয়নি।

الْحَنَّانُ (আল-হান্নান)

এর অর্থ মমতাময়। মহান আল্লাহ য়্যাহয়্যা ﷺ সম্পর্কে বলেছেন,

{وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا } (١٣) سورة مريم

অর্থাৎ, আমার নিকট হতে মমতা ও পবিত্রতা। আর সে ছিল একজন সংযমশীল। *(সূরা মারয়্যাম ১৩ আয়াত)*

বলা বাহুল্য, মমতাময় হওয়া তাঁর একটি গুণ। ‘আল-হান্নান’ নাম হিসাবে শুদ্ধভাবে বর্ণিত হয়নি। ইসমে আ’যমের হাদীসে ‘আল-মান্নান’-এর সাথে নাসাঈ, ইবনে মাজাহ প্রভৃতি হাদীসগ্রন্থে ‘আল-হান্নান’ও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তা সহীহ নয়।

الْخَافِضُ (আল-খা-ফিয্)

এর অর্থ নিম্নকারী। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন,

((إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَل لاَ يَنَامُ وَلاَ يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَنَامَ، يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ)).

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ ঘুমান না এবং ঘুম তাঁর জন্য শোভনীয় নয়। তিনি তুলাদণ্ড (রুযী অথবা মর্যাদা) নিম্ন করেন ও উত্তোলন করেন। *(মুসলিম ১৭৯নং, ইবনে মাজাহ)*

এটি তাঁর কর্মগত একটি গুণ। কিন্তু ‘আল-খা-ফিয্’ বলে তাঁর নাম প্রমাণিত নয়।

الْخَلِيفَةُ (আল-খালীফাহ)

এর মানে প্রতিনিধি। মহানবী ﷺ সফরে বের হওয়ার সময় দুআতে বলতেন,

((اَللّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِيْ السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِي الأَهْلِ)).

আল্লা-হুম্মা আন্তাস্ স্বা-হিবু ফিস্সাফারি অল্-খালীফাতু ফিলআহল্। (আল্লাহ গো! তুমিই সফরের সাথী এবং পরিবারে প্রতিনিধিও।) *(মুসলিম)*

এটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মহান আল্লাহর গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু ‘আল-খালীফাহ’ তাঁর নাম রূপে বর্ণিত হয়নি।

الدَّائِمُ (আদ্-দাইম)

এর অর্থ, চিরস্থায়ী, অনন্ত, অবিনশ্বর। মহান আল্লাহ অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যে শব্দ সে গুণকে বুঝাবার জন্য তাঁর নাম হিসাবে কুরআন-হাদীসে ব্যবহৃত হয়নি, তা কল্পিতভাবে আল্লাহর নাম হয় কিভাবে? পক্ষান্তরে সমার্থবোধক তাঁর নাম রয়েছে 'আল-আ-খির'।

الدَّهْرُ (আদ্-দাহ্র)

এর মানে যুগ-যামানা, কাল। মহানবী ﷺ বলেছেন, (আল্লাহ বলেন,) "আদম-সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়; বলে, 'হায়রে দুর্ভাগা যুগ!' সুতরাং তোমাদের কেউ যেন অবশ্যই না বলে, 'হায়রে দুর্ভাগা যুগ!' কারণ, আমিই তো যুগ। রাত ও দিনকে আমিই আবর্তন ক'রে থাকি। অতঃপর আমি যখন চাইব, তখন উভয়কে নিশ্চল ক'রে দেব।" *(মুসলিম ২২৪৬নং প্রমুখ)*

'আদ্-দাহ্র' তাঁর নাম নয়। কারণ তিনিই 'দাহ্র'-এর আবর্তনকারী। যেমন হাদীসের শেষ অংশ তা স্পষ্ট করে।

الذَّارِئُ (আয্-যারি')

ذَرَأَ এর অর্থ বিস্তৃত করা, ছড়িয়ে দেওয়া। মহান আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি ক'রে পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন,

{وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ } (٧٩) سورة المؤمنون

অর্থাৎ, তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে বিস্তৃত করেছেন এবং তোমাদেরকে তাঁরই নিকট একত্রিত করা হবে। *(সূরা মু'মিনূন ৭৯ আয়াত, অনুরূপ সূরা মুল্ক ২৪ আয়াত)*

মহানবী ﷺ তাঁর দুআয় বলতেন,

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتِيْ لاَ يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَّلاَ فَاجِرٌ مِّنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَبَرَأَ وَذَرَأَ وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيْهَا وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الأَرْضِ.......

অর্থাৎ, আমি আল্লাহর সেই পরিপূর্ণ বাণীসমূহের অসীলায় (আল্লাহর নিকট) আশ্রয় প্রার্থনা করছি যা কোন সৎ বা অসৎ ব্যক্তি অতিক্রম করতে পারে না সেই বস্তুর অনিষ্ট হতে যা তিনি সৃষ্টি করেছেন ও ছড়িয়ে দিয়েছেন........। *(মুসনাদে আহমাদ ৩/৪১৯, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১০/১২৭)*

এটি তাঁর কর্মগত একটি গুণ। কিন্তু ঐ ক্রিয়া থেকে কর্তা নির্ধারণ ক'রে তাঁর নাম দেওয়া বৈধ নয়।

الرَّافِعُ (আর-রা-ফি')

এর অর্থ উত্তোলনকারী।

{مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ } (١٠) سورة فاطر

অর্থাৎ, কেউ ক্ষমতা (ইজ্জত-সম্মান) চাইলে (সে জেনে রাখুক) সকল ক্ষমতা (ইজ্জত-সম্মান) তো আল্লাহরই। সৎবাক্য তাঁর দিকে আরোহণ করে এবং সৎকর্ম তিনি তুলে (গ্রহণ ক'রে) নেন। *(সূরা ফাত্বির ১০ আয়াত)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন,

((إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَل لاَ يَنَامُ وَلاَ يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَنَامَ، يَخْفِضُ القِسْطَ وَيَرْفَعُهُ)).

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ ঘুমান না এবং ঘুম তাঁর জন্য শোভনীয়ও নয়। তিনি তুলাদণ্ড (রুযী অথবা মর্যাদা) নিম্ন করেন ও উত্তোলন করেন। *(মুসলিম ১৭৯নং, ইবনে মাজাহ)*

এটি তাঁর কর্মগত একটি গুণ। কিন্তু 'আর-রা-ফি' বলে তাঁর নাম প্রমাণিত নয়।

الرَّشِيدُ (আর-রাশীদ)

এর অর্থ বিজ্ঞ; যিনি সকল কাজ কারো মন্ত্রণা, পরামর্শ ও নির্দেশনা ছাড়াই সম্পন্ন করেন। অথবা এর অর্থ দিশারী (মুরশিদ); যিনি সঠিক পথের দিশা দেন, কল্যাণের নির্দেশনা দেন। যেমন আসহাবে কাহ্ফ বলেছিলেন,

{رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا } (١٠) سورة الكهف

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি নিজের তরফ থেকে আমাদেরকে করুণা দান কর এবং আমাদের কাজ-কর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা কর। *(কাহ্ফ ১০)*

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

{مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا } (١٧)

অর্থাৎ, আল্লাহ যাকে সৎপথে পরিচালিত করেন, সে সৎপথ প্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি কখনই তার কোন পথ প্রদর্শনকারী অভিভাবক পাবে

না। *(ঐ ১৭ আয়াত)*

সুতরাং এটি একটি তাঁর কর্মগত গুণ। তা বলে সেখান থেকে তাঁর নাম উৎপত্তি করা যায় না।

السَّتَّارُ (আস্-সাত্তার)

এর অর্থ গোপনকারী। এটি 'আস্-সিত্তীর'-এর প্রতিশব্দ। বলা বাহুল্য, তাঁর এক নাম 'আস-সিত্তীর' সহীহভাবে প্রমাণিত। পক্ষান্তরে 'আস-সাত্তার' সহীহভাবে প্রমাণিত নয়।

الصَّاحِبُ (আস্-স্বা-হিব)

এর মানে সঙ্গী, সাথী। মহানবী ﷺ সফরে বের হওয়ার সময় দুআতে বলতেন,

((اَللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِيْ السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِي الأَهْلِ)).

আল্লা-হুম্মা আন্তাস্ স্বা-হিবু ফিস্সাফারি অলখালীফাতু ফিল-আহল্। (আল্লাহ গো! তুমিই সফরের সাথী এবং পরিবারে প্রতিনিধিও।) *(মুসলিম)* এটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মহান আল্লাহর গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু 'আস্-স্বাহিব' তাঁর নাম রূপে বর্ণিত হয়নি।

الصَّادِقُ (আস্-স্বাদিক্ব)

এর অর্থ সত্যবাদী। অবশ্যই মহান আল্লাহ সত্যবাদী। তিনি বলেন,

{وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلاً} (١٢٢) سورة النساء

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, তাদেরকে বেহেশ্তে প্রবেশাধিকার দান করব; যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। আর কে আছে আল্লাহ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী? *(সূরা নিসা ১২২ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاء فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ} (٧٤) سورة الزمر

অর্থাৎ, তারা (জান্নাতে প্রবেশ ক'রে) বলবে, 'প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে দেওয়া তাঁর প্রতিশ্রুতি সত্য প্রমাণ করেছেন এবং আমাদেরকে এ ভূমির অধিকারী করেছেন; আমরা জান্নাতে যথা ইচ্ছা বসবাস করব। সদাচারীদের পুরস্কার কত উত্তম!' *(সূরা যুমার ৭৪ আয়াত)*

{قُلْ صَدَقَ اللّهُ} (٩٥) سورة آل عمران

অর্থাৎ, বল, 'আল্লাহ সত্য বলেছেন।' *(সূরা আলে ইমরান ৯৫ আয়াত)*

সত্য বলা তাঁর একটি সুন্দর গুণ। তা বলে সেখান থেকে 'সত্যবাদী' (আস্-স্বাদিক্ব) তাঁর নাম উদ্ভাবন করা যায় না।

الصَّانِعُ (আস্-স্বানে')

এর অর্থ শিল্পী, প্রস্তুতকারক, কারিগর। নিঃসন্দেহে তিনি একজন অনুপম কারিগর। তিনি বলেন,

{وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ} (٨٨) سورة النمل

অর্থাৎ, তুমি পর্বতমালা দেখে অচল মনে করছ; কিন্তু (সেদিন) ওরা হবে মেঘপুঞ্জের মত চলমান। এ আল্লাহরই সৃষ্টি-নিপুণতা যিনি সমস্ত কিছুকে করেছেন সুষম। তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে তিনি সম্যক অবগত। *(সূরা নামল ৮৮)*

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إِنَّ اللهَ تَعَالَى صَانِعُ كُلِّ صَانِعٍ وَصَنْعَتَهُ).

অর্থাৎ, মহান আল্লাহ প্রত্যেক শিল্পী ও তার শিল্পের সৃষ্টিকর্তা। *(সহীহুল জামে' ১৭৭৭নং)*

কিন্তু 'আস্-স্বানে' তাঁর নাম নয়।

الصَّبُورُ (আস্-স্বাবূর)

এর অর্থ বড় ধৈর্যশীল। সত্যই তিনি বড় ধৈর্যশীল। মহানবী ﷺ বলেন,

(مَا أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلَى أَذًى يَسْمَعُهُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ لَهُ نِدًّا وَيَجْعَلُونَ لَهُ وَلَدًا وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يَرْزُقُهُمْ وَيُعَافِيهِمْ وَيُعْطِيهِمْ).

অর্থাৎ, কোন কষ্টের কথা শুনে আল্লাহ তাআলার থেকে বেশী বড় ধৈর্যশীল আর কেউ নেই। তারা তাঁর অংশী স্থাপন করে এবং তাঁর সন্তান নির্ধারণ করে, অথচ তা সত্ত্বেও তিনি তাদেরকে রুযী দান করেন, নিরাপত্তা দেন এবং (অনেক কিছু) দেন। *(বুখারী, মুসলিম)*

ধৈর্য ধারণ করা মহান আল্লাহর একটি কর্মগত গুণ। তা বলে এখান থেকে তাঁর নাম 'আস্-স্বাবূর' উদ্ভাবন করা যায় না।

الضَّارُّ (আয্-য্বার্র)

এর অর্থ ক্ষতিকারক, অপকারী, মন্দকারী। মহান আল্লাহর সকল কাজই হিকমতে পরিপূর্ণ। তিনি আপাতদৃষ্টিতে কারো মন্দ বা ক্ষতি সাধন করলে করতে পারেন। তিনি তাঁর নবী মুহাম্মাদ ﷺ-কে বলেন,

{ قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلا ضَرّاً إِلا مَا شَاءَ اللَّهُ } (الأعراف:١٨٨)

অর্থাৎ, বল, 'আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমার নিজের ভাল-মন্দের উপরই আমার কোন অধিকার নেই। *(সূরা আ'রাফ ১৮৮ আয়াত)*

{وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ يُصَيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} (١٠٧) سورة يونس

অর্থাৎ, যদি আল্লাহ তোমাকে কোন কষ্টে নিপতিত করেন, তাহলে তিনি ছাড়া তার মোচনকারী আর কেউ নেই। আর তিনি যদি তোমার মঙ্গল চান, তাহলে তাঁর অনুগ্রহ রদ করার কেউ নেই। তাঁর দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি মঙ্গল দান ক'রে থাকেন। আর তিনি চরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। *(সূরা ইউনুস ১০৭ আয়াত)*

কিন্তু এখান থেকে তাঁর নাম 'আয্-য্বার্র' নির্বাচন করা ভুল।

العَدْلُ (আল-আদ্ল)

এর মানে ন্যায়পরায়ণ। নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ ন্যায়পরায়ণ। তাঁর ফায়সালাতে কোন অন্যায় নেই, তাঁর বিধানে কোন অবিচার নেই, তাঁর তকদীরে কোন যুলুম নেই, তাঁর ভাগ-বন্টনে কোন বেইনসাফী নেই। তিনি যা বলেন হক বলেন, তিনি যা করেন ন্যায় করেন।

তিনি তাঁর বিচারে অণু পরিমাণ অন্যায় করেন না, একজনের বোঝা অন্যের ঘাড়ে

চাপিয়ে দেন না, পাপের অধিক কাউকে সাজা দেন না, প্রত্যেক অধিকারীকে তার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করেন, প্রত্যেক হকদারকে তার যথেষ্ট হক দিয়ে থাকেন।

নারীকে তার যথার্থ অধিকার প্রদান করেছেন, আপনাকে ধনী করেছেন এবং আমাকে গরীব করেছেন, তা তাঁর ইনসাফ।

আপনাকে কেবল ছেলে সন্তান দিয়েছেন, তাঁকে কেবল মেয়ে সন্তান দিয়েছেন, আর আমাকে ছেলে-মেয়ে উভয়ই দান করেছেন, এসব তাঁর ইনসাফ।

আপনাকে একটি, তাঁকে দশটি এবং আমাকে তিনটি সন্তান দান করেছেন, তাও তাঁর বন্টনে ইনসাফ।

তিনি আপনাকে সুস্থ রেখেছেন, আমাকে চিররোগা করেছেন। এও তাঁর ইনসাফ।

তিনি আপনাকে সুশ্রী ও আমাকে কুশ্রী করেছেন। তাও তাঁর ন্যায়পরায়ণতা।

যেহেতু কেউ তাঁর উপর কোন অধিকার রাখে না, কেউ তাঁর কাছে সমানাধিকার দাবী করতে পারে না।

তিনি ন্যায়পরায়ণ, ন্যায়পরায়ণ মুসলিমকে ভালবাসেন। তিনি মুসলিমদেরকে ইনসাফ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি বলেন,

{إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } (٩٠) سورة النحل

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালংঘন করা হতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন; যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। *(সূরা নাহল ৯০ আয়াত)*

কিন্তু এখান থেকে তাঁর নাম 'আল-আদ্ল' উদ্ভাবন করা যায় না। যে নাম তিনি নিজে নেননি এবং তাঁর রসূল ﷺ বলেননি, সে নাম আমি-আপনি রাখতে পারি না।

الْعَلاَّمُ (আল-আল্লাম)

এর অর্থ মহাজ্ঞানী, অতিজ্ঞানী। এর সম-অর্থের তাঁর নাম রয়েছে 'আল-আলীম'। অন্য এক নাম রয়েছে 'আল্লামুল গুয়ূব'। কিন্তু 'আল-আল্লাম' তাঁর নাম বলে প্রমাণিত নয়।

الغَافِرُ (আল-গা-ফির)

এর অর্থ ক্ষমাকারী, মার্জনাকারী। এর চাইতে অধিক ক্ষমাশীলতা বুঝাতে তাঁর নাম রয়েছে 'আল-গাফূর, আল-গাফ্ফার'। নিঃসন্দেহে তিনি

{خَيْرُ الْغَافِرِينَ} (١٥٥) سورة الأعراف

{غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ .....} (٣) سورة غافر

কিন্তু 'আল-গা-ফির, আল-ক্বা-বিল, আশ্-শাদীদ' তাঁর নাম নয়।

الغَالِبُ (আল-গা-লিব)

এর অর্থ বিজয়ী। নিশ্চয় তিনি বিজয়ী। তিনি বলেন,

{كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ} (٢١) سورة المجادلة

অর্থাৎ, আল্লাহ লিপিবদ্ধ করেছেন যে, আমি এবং আমার রসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হব। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। *(সূরা মুজাদালাহ ২১ আয়াত)*

এটি তাঁর কর্মগত একটি গুণ। কিন্তু তা থেকে 'আল-গা-লিব' তাঁর নাম নির্ধারণ করা যায় না।

الْفَاطِرُ (আল-ফাত্বির)

এর অর্থ সৃষ্টিকর্তা। কুরআন মাজীদে ছয় জায়গায় বলা হয়েছে,

{فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ}

অর্থাৎ, আকাশ ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা। *(সূরা ফাত্বির ১ আয়াত)*

মহানবী ﷺ তাঁর দুআতেও তাই বলতেন। *(আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, সহীহুল জামে' ৪৪০২নং)* সুতরাং 'ফা-ত্বিরুস্ সামাওয়াতি অল-আর্য্ব' তাঁর নাম হতে পারে। 'আল-ফাত্বির' তাঁর নাম নয়।

القَدِيْمُ (আল-ক্বাদীম)

এর অর্থ প্রাচীন, আদি। এ অর্থের তাঁর নাম রয়েছে 'আল-আওয়াল।' তাঁর সুলতান (আধিপত্য) ক্বাদীম বলে হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে। মহানবী ﷺ মসজিদ প্রবেশের সময় দুআতে সে কথা বলতেন। কিন্তু তাঁর নাম 'আল-ক্বাদীম' কুরআন ও সুন্নাহর কোথাও উল্লেখ হয়নি।

الكَاشِفُ (আল-কাশেফ)

এর অর্থ দূরকারী, মোচনকারী। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَإِذَا مَسَّ الإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآئِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} (١٢) يونس

অর্থাৎ, যখন মানুষকে কোন ক্লেশ স্পর্শ করে তখন শুয়ে, বসে অথবা দাঁড়িয়েও আমাকে ডাকতে থাকে। অতঃপর যখন আমি তার সেই কষ্ট ওর নিকট হতে দূর ক'রে দিই, তখন সে নিজের পূর্ব অবস্থায় ফিরে আসে; যেন তাকে যে কষ্ট স্পর্শ করেছিল, তা মোচন করার জন্য আমাকে ডাকেইনি; এইভাবেই সীমালংঘনকারীদের কার্যকলাপ তাদের কাছে শোভনীয় করা হয়েছে। *(সূরা ইউনুস ১২ আয়াত)*

{وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ يُصَيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} (١٠٧) سورة يونس

অর্থাৎ, যদি আল্লাহ তোমাকে কোন কষ্টে নিপতিত করেন, তাহলে তিনি ছাড়া তার মোচনকারী আর কেউ নেই। আর তিনি যদি তোমার মঙ্গল চান, তাহলে তাঁর অনুগ্রহ রদ করার কেউ নেই। তাঁর দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি মঙ্গল দান ক'রে থাকেন। আর তিনি চরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। *(ঐ ১০৭ আয়াত)*

মহানবী ﷺ তাঁর ঝাড়ফুঁকের দুআতে বলতেন,

((امْسَحِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ بِيَدِكَ الشِّفَاءُ لاَ يَكْشِفُ الْكَرْبَ إِلاَّ أَنْتَ (لاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ أَنْتَ)).

অর্থাৎ, তুমি কষ্ট মোচন কর হে মানুষের প্রতিপালক! তোমার হাতেই আরোগ্য আছে। তুমি ছাড়া অন্য কেউ বিপদ দূরকারী নেই। *(বুখারী, মুসলিম)*

কিন্তু এখান থেকে 'আল-কাশেফ' তাঁর নাম নির্ধারণ করা যায় না।

الْكَافِي (আল-কা-ফী)

এর অর্থ যথেষ্ট, যথেষ্টকারী। মহান আল্লাহ বলেন,

{أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ} (٣٦) سورة الزمر

অর্থাৎ, আল্লাহ কি তাঁর দাসের জন্য যথেষ্ট নন? অথচ তারা তোমাকে আল্লাহর

পরিবর্তে অপরের ভয় দেখায়। আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার জন্য কোন পথপ্রদর্শক নেই। *(সূরা যুমার ৩৬ আয়াত)*

{فَإِنْ آمَنُواْ بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَواْ وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ } (١٣٧) سورة البقرة

অর্থাৎ, তোমরা যেরূপ বিশ্বাস করেছ তারা যদি সেরূপ বিশ্বাস করে, তাহলে নিশ্চয় তারা সুপথ পাবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তারা নিশ্চয়ই বিরুদ্ধভাবাপন্ন। সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। *(সূরা বাক্বারাহ ১৩৭ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বিছানায় শুয়ে এই দুআ বলতেন,

((اَلْحَمْدُ لله الَّذِيْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا، فَكَمْ مِمَّنْ لاَّ كَافِيَ لَهُ وَلاَ مُؤْوِيَ)).

অর্থাৎ, সেই আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাদের পানাহার করিয়েছেন, তিনি আমাদের জন্য যথেষ্ট হয়েছেন এবং আশ্রয় দিয়েছেন। অথচ কত এমন লোক আছে, যাদের যথেষ্টকারী ও আশ্রয়দাতা নেই। *(মুসলিম)*

কিন্তু এ সকল শব্দ থেকে 'আল-কাফী' তাঁর নাম নির্ণয় করা যায় না।

الكَفِيلُ (আল-কাফীল)

এর অর্থ যামিন। মহান আল্লাহ জীবের রুযীর যামিন। তিনি বলেন,

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى الله رِزْقُهَا﴾

অর্থাৎ, ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী কোন এমন প্রাণী নেই যে, তার রুযী আল্লাহর দায়িত্বে নেই। *(সূরা হূদ ৬ আয়াত)* তিনি আরো বলেন,

{وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ الله إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ } (٩١) سورة النحل

অর্থাৎ, তোমরা যখন পরস্পর অঙ্গীকার কর তখন আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করো এবং আল্লাহকে তোমাদের যামিন ক'রে শপথ দৃঢ় করবার পর তোমরা তা ভঙ্গ করো না; তোমরা যা কর, অবশ্যই আল্লাহ তা জানেন। *(সূরা নাহল ৯১ আয়াত)*

কিন্তু ব্যাপকভাবে তাঁর নাম 'আল-কাফীল' বলা হয়নি। সুতরাং এটি তাঁর নামাবলীতে শামিল করা ঠিক নয়।

الْمَاجِدُ (আল-মা-জিদ)

এর অর্থ গৌরবময়। এ অর্থের তাঁর নাম আছে 'আল-মাজীদ'। পক্ষান্তরে 'আল-মা-জিদ' নামের হাদীস সহীহ নয়।

الْمَانِعُ (আল-মানে')

এর অর্থ রোধকারী, বাধাদানকারী। মহানবী ﷺ নামাযের সালাম ফেরার পর বলতেন,

((اَللّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الَجدِّ مِنْكَ الْجَدُّ)).

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি যা দান কর তা রোধ করার এবং যা রোধ কর তা দান করার সাধ্য কারো নেই। আর ধনবানের ধন তোমার আযাব থেকে মুক্তি পেতে কোন উপকারে আসবে না। *(বুখারী, মুসলিম)*

কিন্তু এখান থেকে তাঁর 'আল-মানে' নাম নির্বাচন করা ভুল।

الْمُبْدِئُ (আল-মুবদি')

এর অর্থ প্রথম সৃষ্টিকারী, অস্তিত্ব দানকারী। মহান আল্লাহ বলেন,

{أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ } (١٩)

অর্থাৎ, ওরা কি লক্ষ্য করে না যে, কিভাবে আল্লাহ সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন, অতঃপর তা পুনরায় সৃষ্টি করবেন? নিশ্চয়ই এ আল্লাহর জন্য অতি সহজ। *(সূরা আনকাবূত ১৯ আয়াত)*

{إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ } (١٣) سورة البروج

অর্থাৎ, তিনিই অস্তিত্ব দান করেন ও পুনরাবর্তন ঘটান। *(সূরা বুরূজ ১৩ আয়াত)*

কিন্তু তাঁর এ ক্রিয়া থেকে কর্তা বের ক'রে তাঁর নাম 'আল-মুবদি' ও 'আল-মুঈদ' নির্ধারণ করা ঠিক নয়।

الْمُحْصِي (আল-মুহস্বী)

এর অর্থ হিসাব যিনি রাখেন। মহান আল্লাহ বলেন,

{يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ } (٦) سورة المجادلة

অর্থাৎ, যেদিন আল্লাহ তাদের সকলকে একত্রে পুনরুত্থিত করবেন এবং তাদেরকে জানিয়ে দেবেন যা তারা করত; আল্লাহ ওর হিসাব রেখেছেন, আর তারা তা ভুলে গেছে। আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা। *(সূরা মুজাদালাহ ৬ আয়াত)*

বলা বাহুল্য, এখান থেকে তাঁর নাম নির্ধারণ করা যায় না। কারণ তাঁর নাম প্রমাণ-সাপেক্ষ।

الْمُحْيِي (আল-মুহয়ী)

এর অর্থাৎ, জীবনদাতা। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মহান আল্লাহ সকল জীবের জীবনদাতা। তিনিই নির্জীব বস্তুতে জীবন সঞ্চার করেন। তিনিই মৃতকে জীবিত করেন। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ ক'রে মৃত পৃথিবীকে সঞ্জীবিত করেন। তিনিই মৃত হৃদয়কে ঈমানের আলো দিয়ে উজ্জীবিত করেন। তিনি বলেন,

{فَانظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } (٥٠) سورة الروم

অর্থাৎ, সুতরাং তুমি আল্লাহর করুণার চিহ্ন লক্ষ্য কর, কিভাবে তিনি ভূমির মৃত্যুর পর একে পুনর্জীবিত করেন। নিঃসন্দেহে তিনি মৃতকে জীবিত করবেন এবং তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। *(সূরা রূম ৫০ আয়াত)*

{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّـــذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } (٣٩) سورة فصلت

অর্থাৎ, আর তাঁর একটি নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে দেখতে পাও শুষ্ক, অতঃপর আমি ওতে বৃষ্টি বর্ষণ করলে তা শস্য-শ্যামলা হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয়; নিশ্চয় যিনি ভূমিকে জীবিত করেন, তিনিই জীবিত করবেন মৃতকে। নিশ্চয়ই তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। *(সূরা হা-মীম সাজদাহ ৩৯ আয়াত)*

বলা বাহুল্য, মুহয়িল মাওতা তাঁর একটি নাম হতে পারে, 'আল-মুহ্য়ী' তাঁর নাম নয়।

الْمُدَبِّرُ (আল-মুদাব্বির)

এর অর্থ তদবীরকারী, পরিচালক। নিঃসন্দেহে তিনি এ বিশ্বের নিয়ন্তা ও পরিচালক। তিনি বলেন,

{إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَـــرْشِ يُدَبِّرُ الأَمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إِلاَّ مِن بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ } (٣)

অর্থাৎ, নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন, তিনি প্রত্যেক কাজ পরিচালনা ক'রে থাকেন। তাঁর অনুমতি ছাড়া সুপারিশকারী কেউ নেই। ঐ (স্রষ্টা ও পরিচালক) আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক। অতএব তোমরা তাঁর ইবাদত কর। তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না? *(সূরা ইউনুস ৩ আয়াত)*

কিন্তু এখান থেকে তাঁর নাম উদ্ভাবন করা যায় না। যেহেতু পূর্বেই বলা হয়েছে, কুরআন-হাদীসে স্পষ্টভাবে তাঁর নাম উল্লিখিত না হলে, তাঁর কোন ক্রিয়া থেকে কর্তার উৎপত্তি ঘটিয়ে নামকরণ করা যায় না।

الْمُذِلُّ (আল-মুযিল্ল)

এর অর্থ লাঞ্ছনাকারী, অপমানকারী। মহান আল্লাহ বলেন,

{قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } (٢٦) سورة آل عمران

অর্থাৎ, বল, 'হে রাজ্যাধিপতি আল্লাহ! তুমি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান কর এবং যার নিকট থেকে ইচ্ছা রাজত্ব কেড়ে নাও, যাকে ইচ্ছা সম্মানিত কর এবং যাকে ইচ্ছা অপমানিত কর। (যাবতীয়) কল্যাণ তোমার হাতেই। নিশ্চয় তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।' *(সূরা আলে ইমরান ২৬ আয়াত)*

কিন্তু এ ক্রিয়া হতে তাঁর 'আল-মুযিল্ল' বা 'আল-মুইয্য' নাম নির্ধারণ করা সহীহ নয়।

এ কথা মহাসত্য যে, মহান আল্লাহ চাইলে কেউ অপমানিত হতে পারে না। যে মানুষকে তিনি সম্মান দেন, সে মানুষের সম্মান নষ্ট করার জন্য দুশমন যতই চেষ্টা করুক, তার সম্মান নষ্ট হয় না।

প্রতিদ্বন্দ্বী হিংসুক চেষ্টা করে অপমান ক'রে ফায়দা লুটতে, গীবতকারী ও চুগোলখোর চেষ্টা করে গীবত ও চুগলখোরি ক'রে অপমান করতে, শত্রু (কাফের, মুনাফিক, ফাসেক) চেষ্টা করে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে অসম্মান করতে, পরশ্রীকাতর চেষ্টা করে কলঙ্কের কাদা গায়ে লেপে দিয়ে লাঞ্ছিত করতে, কিন্তু 'দুশমন লাখ বুরা

চাহে কিয়া হোতা হ্যায়, ওহী হোতা হ্যায় জো মঞ্জুরে খুদা হোতা হ্যায়।'

আপনি বাঁচার চেষ্টা করলেও হয়তো আপনি আপনার স্ত্রী, ছেলেমেয়ে বা অন্য কোন আত্মীয় দ্বারা অপমানিত হতে পারেন। সেটাও আল্লাহর ইচ্ছা। তাতে আপনার কোন হাত না থাকলে অবশ্যই আপনার অপমানের কিছু নেই।

জীবনের শেষ মুহূর্তেও লাঞ্ছনার সময় রয়েছে। যদি আল্লাহ আপনাকে এমন বয়স বা রোগ দেন, যাতে বিছানায় পেশাব-পায়খানা করতে হয়। তাহলে পরের বেটি তো দূরের কথা স্ত্রী ও নিজের বেটিও আপনাকে 'ছিনঘিন' করতে পারে, আপনার মৃত্যু-কামনা করতে পারে। অসহায় অবস্থায় তখন কত কথা শুনতে হবে, কত লাঞ্ছনা হজম করতে হবে। অথচ সেই বয়স কি আর হজম করার মত?

সুযোগ থাকলে হয়তো আপনি 'বৃদ্ধ-খোঁয়াড়'-এ আশ্রয় নেবেন। কিন্তু কত দিয়ে কত পাওয়ার হিসাব আজীবন আপনাকে নিষ্পিষ্ট করবে। সুতরাং সেখানেও কি সসম্মানের শান্তি পাবেন ভাবছেন?

বাস্তব এই যে, যে বয়সে বৃদ্ধরা সম্মান পায়, সেই বয়সে যদি আপনি অথর্ব বৃদ্ধ হন, তাহলে সম্মানের জায়গায় অসম্মানই আশঙ্কা করতে পারেন। সুতরাং আশাবাদী হওয়ার সাথে সাথে সম্মান-অসম্মানদাতা মহান আল্লাহর কাছে দুআতে বলুন,

((اَللّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ)).

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট কার্পণ্য ও ভীরুতা থেকে পানাহ চাচ্ছি, স্থবিরতার বয়সে কবলিত হওয়া থেকে আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর দুনিয়ার ফিতনা ও কবরের আযাব থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। *(বুখারী ৬/৩৫)*

اَللّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَالْقَسْوَةِ وَالْغَفْلَةِ وَالْعَيْلَةِ وَالذِّلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ. وَ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْكُفْرِ وَالْفُسُوْقِ وَالشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَالسُّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ. وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الصَّمَمِ وَالْبَكَمِ وَالْجُنُوْنِ. وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَسَيِّءِ الأَسْقَامِ.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট অক্ষমতা, অলসতা, ভীরুতা, কৃপণতা, স্থবিরতা, কঠোরতা, ঔদাস্য, দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা এবং দীনতা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। তোমার নিকট অভাব-অনটন, কুফরী, ফাসেকী, বিরোধিতা, কপটতা এবং (আমলে) সুনাম ও লোক প্রদর্শনের উদ্দেশ্য থেকে পানাহ চাচ্ছি। আর আমি তোমার নিকট বধিরতা, মূকতা, উন্মাদনা, কুষ্ঠরোগ, ধবল এবং সকল প্রকার কঠিন ব্যাধি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *(সহীহুল জামে' ১/৪০৬)*

الْمُسْتَعَانُ (আল-মুস্তাআন)

এর অর্থ সাহায্যস্থল। মহান আল্লাহ সকলের সাহায্যস্থল। তাঁরই কাছেই সবাই সাহায্য চায়। তিনি ছাড়া সত্যিকার সাহায্য করার ক্ষমতা কারো নেই। আমরা প্রত্যেক নামাযে সূরা ফাতিহায় বলি, 'আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য চাই।' মহানবী ﷺ ইবনে আব্বাস ﷺ-কে বলেছিলেন, "তুমি কিছু চাইলে আল্লাহর কাছে চেয়ো এবং সাহায্য চাইলে আল্লাহর সাহায্য চেয়ো।" *(আহমাদ, তিরমিযী প্রমুখ)*

ইউসুফ ﷺ-কে বাঘে খেয়ে ফেলেছে শুনে পিতা ইয়াকূব ﷺ তাঁর পুত্রদেরকে বলেছিলেন,

{ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ } [يوسف : ١٨]

অর্থাৎ, আমার পক্ষে পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়। তোমরা যা বর্ণনা করছ সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্যস্থল। *(সূরা ইউসুফ ১৮ আয়াত)*

এই আয়াতের ভিত্তিতে অনেকে 'আল-মুস্তাআন' মহান আল্লাহর অন্যতম নাম বলে গণনা করেছেন। কিন্তু অনেকের মতে এটি সীমাবদ্ধভাবে উল্লেখ হওয়ার কারণে ব্যাপকভাবে তা তাঁর নাম গণ্য করা ঠিক হবে না।

الْمُطَّلِبُ (আল-মুত্ত্বালিব)

'আল-মুত্ত্বালিব' মানে তলবকারী। এটি আল্লাহর নাম নয়। আল্লাহর রসূল ﷺ-এর দাদার নাম আব্দুল মুত্ত্বালিব ছিল। কিন্তু ইসলামে সে নাম বৈধ নয়। অনুরূপ আব্দে মানাফও।

الْمُعِزُّ (আল-মুইয্য)

এর অর্থ সম্মানদাতা, ইয্যতদাতা। নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ তা-ই। কিন্তু এটি তাঁর নাম হওয়ার ব্যাপারে কোন সহীহ ও সঠিক দলীল নেই। *('আল-মুযিল্ল' দ্রষ্টব্য)*

الْمُعِيدُ (আল-মুঈদ)

এর অর্থ পুনরাবর্তনকারী। এটি শুদ্ধভাবে আল্লাহর নাম বলে প্রমাণিত নয়। *(আল-মুবদি' দ্রষ্টব্য)*

الْمُعِينُ (আল-মুঈন)

এর অর্থ সাহায্যকারী, মদদদাতা। নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ আমাদের সাহায্যকারী ও মদদদাতা, তিনিই 'আল-মুস্তাআন'। কিন্তু এ দু'টি তাঁর নাম নয়।

الْمُغْنِي (আল-মুগনী)

এর অর্থ মুখাপেক্ষিতা দূরকারী, অভাব দূরকারী, ধনদাতা। নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ তা-ই। তিনি বলেন,

{وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى} (٤٨) سورة النجم

অর্থাৎ, আর এই যে, তিনিই অভাবমুক্ত করেন ও সম্পদ দান করেন। *(সূরা নাজ্ম ৪৮ আয়াত)*

{وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاء إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (٢٨)

অর্থাৎ, যদি তোমরা দারিদ্র্যের আশঙ্কা কর, তাহলে জেনে রাখ, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাঁর নিজ করুণায় তিনি তোমাদেরকে অভাবমুক্ত ক'রে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। *(সূরা তাওবাহ ২৮ আয়াত)*

কিন্তু এ কাজ তাঁর কর্মগত একটি গুণ হলেও 'আল-মুগনী' বলে তাঁর নাম প্রমাণিত নয়।

الْمُغِيثُ (আল-মুগীস)

এর অর্থ কষ্ট দূরীকরণে সাহায্যকারী, বৃষ্টি বর্ষণকারী।

{إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ} (٩)

অর্থাৎ, স্মরণ কর, যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সকাতর প্রার্থনা করেছিলে, আর তিনি তা কবুল করেছিলেন....। *(সূরা আনফাল ৯ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বৃষ্টি প্রার্থনার সময় দুআ ক'রে বলেছিলেন,

((اَللّهُمَّ أَغِثْنَا، اَللّهُمَّ أَغِثْنَا، اَللّهُمَّ أَغِثْنَا)).

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমাদের জন্য পানি বর্ষণ কর। *(বুখারী, মুসলিম ৮৯৭নং)*

কিন্তু এখান থেকে তাঁর নাম উদ্ভাবন করা যায় না।

الْمُقْسِطُ (আল-মুক্বসিত্ব)

এর অর্থ ন্যায়পরায়ণ। নিঃসন্দেহে তিনি ন্যায়পরায়ণ, ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখতে আদেশ দেন এবং ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালবাসেন। তিনি বলেন,

{وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} (٤٢) سورة المائدة

অর্থাৎ, যদি বিচার-নিষ্পত্তি কর, তাহলে তাদের মাঝে ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার-নিষ্পত্তি কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালবাসেন। *(সূরা মাইদাহ ৪২ আয়াত)*

{قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ} (٢٩) سورة الأعراف

অর্থাৎ, বল, আমার প্রতিপালক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। *(সূরা আ'রাফ ২৯ আয়াত)*

কিন্তু এখান থেকে তাঁর 'আল-মুক্বসিত্ব' নাম মনোনয়ন করা বান্দার জন্য বৈধ নয়।

الْمَقْصُوْدُ (আল-মাক্বসূদ)

এর অর্থ অভীষ্ট, ঈপ্সিত। নিশ্চয় মহান আল্লাহ সকলের অভীষ্ট। কিন্তু 'আল-মাক্বসূদ' তাঁর নাম প্রমাণিত নয়।

الْمُمِيتُ (আল-মুমীত)

এর অর্থ মৃত্যুদানকারী, মরণদাতা। নিঃসন্দেহে জীবের জীবন-মরণ মহান আল্লাহর হাতে। তিনিই সকল জীবকে মৃত্যুমুখে পতিত করেন। তিনি বলেন,

{هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} (٥٦) سورة يونس

অর্থাৎ, তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান, আর তোমরা সবাই তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। *(সূরা ইউনুস ৫৬ আয়াত)*

মরণ আসার আগে আমরা রোজ সকালে ঘুম থেকে জেগে ছোট মরণ স্মরণ ক'রে বলি,

اَلْحَمْدُ لله الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْه النُّشُوْرُ.

অর্থাৎ, সেই আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাদেরকে মৃত্যু (নিদ্রা) দেওয়ার পর জীবিত করলেন এবং তাঁরই দিকে আমাদের পুনর্জীবন। *(বুখারী, মুসলিম)*

কিন্তু 'আল-মুমীত' বলে তিনি নিজের নাম ঘোষণা করেননি। সুতরাং এ নামও শুদ্ধ নয়।

الْمُنْتَقِمُ (আল-মুন্তাক্বিম)

এর অর্থ প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

{عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ} (٩٥)

অর্থাৎ, যা গত হয়েছে আল্লাহ তা ক্ষমা করেছেন। কিন্তু কেউ তা পুনরায় করলে, আল্লাহ তার নিকট হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী। *(সূরা মাইদাহ ৯৫ আয়াত)*

(فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ) [الزخرف:٢٥]

অর্থাৎ, সুতরাং আমি ওদের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করলাম। অতএব দেখ, মিথ্যাচারীদের পরিণাম কি হয়েছে? *(সূরা যুখরুফ ২৫ আয়াত)*

{فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ} (٤١) سورة الزخرف

অর্থাৎ, আমি যদি তোমার মৃত্যু ঘটাই তবুও আমি ওদের নিকট থেকে অবশ্যই প্রতিশোধ নেব। *(ঐ ৪১ আয়াত)*

কিন্তু সরাসরি 'আল-মুন্তাক্বিম' নাম তাঁর আছে বলে কুরআন-হাদীসের কোথাও উল্লেখ নেই। অবশ্য এই অর্থে 'যুনতিক্বাম'কে একটি নাম বলতে পারেন।

الْمُنْعِمُ (আল-মুনইম)

এর অর্থ নিয়ামতদাতা, অনুগ্রহকর্তা, পুরস্কারদাতা।

{يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ}

অর্থাৎ, হে বনী ঈস্রাঈল! আমার সেই অনুগ্রহকে তোমরা স্মরণ কর, যার দ্বারা আমি তোমাদেরকে অনুগৃহীত করেছি এবং বিশ্বে সবার উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। *(সূরা বাক্বারাহ ৪৭ আয়াত)*

{وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا} (٦٩) سورة النساء

অর্থাৎ, যে কেউ আল্লাহ এবং রসূলের আনুগত্য করবে, (শেষ বিচারের দিন) সে তাদের সঙ্গী হবে, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন; অর্থাৎ নবী, সিদ্দীক (নবীর সহচর), শহীদ ও সৎকর্মশীলগণ। আর সঙ্গী হিসাবে এরা অতি উত্তম। *(সূরা নিসা ৬৯ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেন,

(إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً أَحَبَّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ).

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে নিয়ামত প্রদান করেন, তখন তিনি পছন্দ করেন যে, তাঁর নিয়ামতের প্রভাব তার উপর দেখবেন। *(আহমাদ, বাইহাক্বী, ত্বাবারানী প্রমুখ, মিশকাত ৪৩৭৯নং)*

কিন্তু তাঁর এই কর্মগত গুণ থেকে 'আল-মুনইম' নাম নির্ধারণ করা যায় না।

النَّافِعُ (আন-নাফে')

এর অর্থ উপকারী। নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ আমাদের উপকারী। তিনি বলেন,

{قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاء اللّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَاْ إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} (١٨٨)

অর্থাৎ, বল, 'আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমার নিজের ভাল-মন্দের উপরই আমার কোন অধিকার নেই। আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানতাম, তাহলে তো আমি প্রভূত কল্যাণ লাভ করতাম এবং কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করত না। আমি তো শুধু বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদবাহী।' *(সূরা আ'রাফ ১৮৮ আয়াত)*

মহানবী ﷺ জ্ঞান চেয়ে দুআ করতেন,

(اَللّهُمَّ انْفَعْنِيْ بِمَا عَلَّمْتَنِيْ وَعَلِّمْنِيْ مَا يَنْفَعُنِيْ وَارْزُقْنِيْ عِلْماً تَنْفَعُنِيْ بِهِ)

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যে জ্ঞান দান করেছ, তার দ্বারা উপকৃত কর, সেই জ্ঞান দান কর, যা আমাকে উপকৃত করবে এবং আমাকে এমন জ্ঞান দাও, যার দ্বারা তুমি আমার উপকার সাধন করবে। *(সিলসিলাহ সহীহাহ ৩১৫১নং)*

কিন্তু তাঁর সে ক্রিয়া হতে কর্তা নির্ণয় ক'রে তাঁর নাম 'আন-নাফে' দেওয়া যায় না।

النُّورُ (আন-নূর)

এর অর্থ জ্যোতি, আলো। এ কথা বিদিত যে, আল্লাহ আকাশ-পৃথিবীর জ্যোতি। তিনি তাঁর জ্যোতির উদাহরণ দিয়ে বলেন,

{اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (٣٥) سورة النور

অর্থাৎ, আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি; তাঁর জ্যোতির উপমা যেন সে তাকের মত; যার মধ্যে আছে এক প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের মধ্যে স্থাপিত, কাঁচের আবরণটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ; যা পবিত্র যয়তুন বৃক্ষের তৈল হতে প্রজ্জ্বলিত হয়, যা প্রাচ্যের নয়, প্রতীচ্যেরও নয়, অগ্নি স্পর্শ না করলেও মনে হয়, ওর তৈল যেন উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে; জ্যোতির উপর জ্যোতি! আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাঁর জ্যোতির দিকে পথনির্দেশ করেন। আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। *(সূরা নূর ৩৫ আয়াত)*

তাঁর পর্দা হল নূর বা জ্যোতি। কিন্তু তাঁর নাম 'আন-নূর' বলে কোথাও উল্লেখ হয়নি।

الْهَادِي (আল-হাদী)

এর অর্থ হিদায়াতকারী, সুপথপ্রদর্শনকারী, সঠিক পথে পরিচালনাকারী। নিশ্চয় মহান আল্লাহ তা-ই। তিনি বলেন,

{قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى} (٥٠) سورة طـه

অর্থাৎ, (মূসা) বলল, 'আমাদের প্রতিপালক তিনি যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর পথ নির্দেশ করেছেন।' *(সূরা ত্বাহা ৫০ আয়াত)*

{إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ} (٥٦)

অর্থাৎ, কাকেও প্রিয় মনে করলে তুমি তাকে সৎপথে আনতে পারবে না, তবে আল্লাহই যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনেন এবং তিনিই ভাল জানেন কারা সৎপথের অনুসারী। *(সূরা ক্বাস্বাস ৫৬ আয়াত)*

{وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ} (٥٤) سورة الحج

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস করেছে তাদেরকে আল্লাহ অবশ্যই সরল পথে পরিচালিত করেন। *(সূরা হাজ্জ ৫৪ আয়াত)*

{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا} (٣١)

অর্থাৎ, এভাবেই আমি অপরাধীদেরকে প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছিলাম। তোমার জন্য তোমার প্রতিপালকই পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারীরূপে যথেষ্ট। *(সূরা ফুরক্বান ৩১)*

শুধু দ্বীনের পথই নয়, বরং দুনিয়ার পথও বিভিন্ন অসীলায় তিনিই দেখিয়ে থাকেন। তিনি বলেন,

{أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} (٦٣) سورة النمل

অর্থাৎ, কিংবা তিনি, যিনি তোমাদেরকে জলে ও স্থলের অন্ধকারে পথ প্রদর্শন করেন এবং যিনি স্বীয় করুণার প্রাক্কালে (বৃষ্টির পূর্বে) সুসংবাদবাহী বাতাস প্রেরণ করেন। আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? ওরা যাকে অংশী করে, আল্লাহ তা থেকে বহু উর্ধ্বে। *(সূরা নামল ৬৩ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলতেন,

(مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ.)

অর্থাৎ, আল্লাহ যাকে হিদায়াত করেন, তাকে ভ্রষ্টকারী কেউ নেই এবং তিনি যাকে ভ্রষ্ট করেন, তাকে হিদায়াতকারী কেউ নেই। *(আহমাদ, সুনান আরবাআহ)*

তাঁর এই কর্মগত গুণ নির্দিষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু 'আল-হাদী' তাঁর নাম বলে বর্ণিত হয়নি।

الْوَاجِدُ (আল-ওয়াজিদ)

এর অর্থ ধনী, অভাবমুক্ত, যিনি সবকিছু পেয়ে যান। এ নাম কুরআন বা সহীহ হাদীসে নেই।

الوَاقِيُ (আল-ওয়াক্বী)

এর অর্থ পরিত্রাতা, রক্ষাকারী, বাঁচানে-ওয়ালা। নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ বান্দাকে বিপদাপদ ও দোযখ থেকে বাঁচান।

{لَّهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللّهِ مِن وَاقٍ} (٣٤)

অর্থাৎ, তাদের জন্য পার্থিব জীবনে আছে শাস্তি এবং পরকালের শাস্তি তো আরো কঠোর। আর আল্লাহর (শাস্তি) হতে রক্ষাকর্তা তাদের কেউ নেই। *(সূরা রা’দ ৩৪ আয়াত)*

{لاَ يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ} (٥٦)

অর্থাৎ, (ইহকালে) প্রথম মৃত্যুর পর তারা সেখানে আর মৃত্যু আস্বাদন করবে না। আর তিনি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন। *(সূরা দুখান ৫৬ আয়াত)*

আর আমরা আমাদের প্রার্থনা ক’রে বলে থাকি,

{رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} (٢٠١) سورة البقرة

অর্থাৎ, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ইহকালে কল্যাণ দান কর এবং পরকালেও কল্যাণ দান কর। আর আমাদেরকে দোযখ-যন্ত্রণা থেকে রক্ষা কর।’ *(সূরা বাক্বারাহ ২০১ আয়াত)*

কিন্তু ‘আল-ওয়াক্বী’ বলে তাঁর নাম শুদ্ধ নয়।

الْوَالِي (আল-ওয়ালী)

এর অর্থ অভিভাবক। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَإِذَا أَرَادَ اللّهُ بِقَوْمٍ سُوءاً فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ} (١١)

অর্থাৎ, আর কোন সম্প্রদায়ের সম্পর্কে যদি আল্লাহ অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন, তাহলে তা রদ করবার কেউ নেই এবং তিনি ছাড়া তাদের কোন অভিভাবক নেই। *(সূরা রা’দ ১১ আয়াত)*

কিন্তু এ থেকে তাঁর ঐ নাম প্রমাণিত হয় না।

الْوَفِيُّ (আল-অফী)

এর অর্থ পূর্ণকারী, পালনকারী, পুরোপুরিভাবে দানকারী। মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْــدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ} (٤٠) سورة البقرة

অর্থাৎ, হে বনী ঈস্রাঈল! আমার সেই অনুগ্রহকে তোমরা স্মরণ কর, যার দ্বারা আমি তোমাদেরকে অনুগৃহীত করেছি, এবং আমার সঙ্গে তোমাদের কৃত অঙ্গীকার

পূর্ণ কর, আমিও তোমাদের সঙ্গে আমার কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করব; এবং তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর। *(সূরা বাক্বারাহ ৪০ আয়াত)*

{وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ}

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস করেছে এবং সৎকার্য করেছে, তিনি তাদের প্রতিদান পুরোপুরিভাবে প্রদান করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ অত্যাচারিগণকে ভালবাসেন না। *(সূরা আলে ইমরান ৫৭ আয়াত)*

কিন্তু এখান থেকে তাঁর ‘আল-অফী’ নাম প্রমাণিত হয় না।

ইবনে আব্বাসের এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, ‘কাফ-হা-য়্যা-আইন-স্বাদ’, ‘ত্বা-হা’, ‘ত্বা-সীন’, ‘ত্বা-সীন-মীম’, ‘ইয়া-সীন, ‘স্বা-দ’, ‘হা-মীম’, ‘ক্বা-ফ’ প্রভৃতি মহান আল্লাহর এক একটি নাম। কিন্তু তা সহীহ নয়।

অনুরূপ বর্ণনা করেছেন মুফাস্‌সির সুদ্দীও। *(আল-আসমা অস্‌স্বিফাত, বাইহাক্বী ১/২৩৩)*

খুদা = খুদ আ। যিনি খোদ বা নিজে এসেছেন; স্বয়ম্ভু। এটি কোন বর্ণিত গুণও নয় এবং নামও নয়। সুতরাং এ নাম ধরে দুআ না করাই উচিত। যেমন গড, ঈশ্বর, ভগবান ইত্যাদি শব্দ দিয়ে কেউ মহান আল্লাহকে বুঝাতে চাইলেও মুসলিমদেরকে সেসব শব্দ ব্যবহার না করাই উচিত।

আল্লাহর নামের তা’যীম

পরিচয়ে বস্তুর মাহাত্ম্যের বিকাশ ঘটে। ফুলের ভিতর যে মধু আছে, তা কেউ জানত না, যদি মৌমাছি তা আহরণ ক’রে মৌচাকে সংগ্রহ না করত।

নিজের কথাই বলি, অনেক জায়গায় অনেক লোক আমার সাথে সালাম-মুসাফাহাহ করে না। কিন্তু পরিচয়ের পর নতুনভাবে সালাম ক’রে মুসাফাহার জন্য হাত বাড়ায়। অনেকে সালাম-মুসাফাহার পর পরিচয় হলে ডবল সালাম-মুসাফাহাহ করে।

বাসে উঠলে সিটে বসে থাকা কোন মুসলিম সিট ছাড়ে না। পরিচয়ের পরে সিট ছেড়ে বসতে দেয়।

অবশ্য পরিচয়ের ফলে বস্তুর মান কমে যেতেও পারে। পরিচয়ে সতীর কুল নষ্ট হয়। আমার সাথে পরিচয়ের পর আমার বিরোধীরা আমার সুবিধাটাও নষ্ট করার চেষ্টা করে। যখন জানতে পারে যে, আমি ওয়াহহাবী অথবা আমি তার প্রতিদ্বন্দ্বী অথবা তার মন ও

মতের বিরোধী, তখন সাথে ওঠা-বসা করা অনেক মানুষ আমাকে দেখে সালাম পর্যন্ত দেয় না। অনেকে গালি দিতেও কসুর করে না!

মহান আল্লাহর জন্য উত্তম উপমা। তাঁকে না চেনার ফলে অনেকে তাঁর যথার্থ তা'যীম করে না। না চেনার ফলে অনেকে বড় ডাক্তার ছেড়ে ছোট ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা করাতে যায়। না জানার ফলে রাজা ছেড়ে দারোয়ানের কাছে দান চায়। আল্লাহর যথার্থ পরিচয় জানা নেই বলেই তো লোকে তাঁর দরবার ছেড়ে তাঁর সৃষ্টি ও গোলামের দরবারে প্রার্থনা করে, মাথা লুটায়, নযর মানে, কুরবানী দেয়। অনেকে মানে না বলে তাঁর পবিত্রতা ও সম্মানকে মলিন করার অপচেষ্টা করে। তাঁর প্রতি অভিযোগ ও অপবাদ আনে, তাঁকে গালি দেয় ইত্যাদি।

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} (٦٧) سورة الزمر

অর্থাৎ, ওরা আল্লাহর যথোচিত কদর করেনি। কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী তাঁর হাতের মুঠোয় থাকবে এবং আকাশমন্ডলী থাকবে তাঁর ডান হাতে গুটানো। পবিত্র ও মহান তিনি, ওরা যাকে অংশী করে তিনি তার উর্ধ্বে। *(সূরা যুমার ৬৭ আয়াত)*

মহান আল্লাহ সবচেয়ে বড়। আল্লাহু আকবার। তাঁর এক নাম 'আল-আযীম'। তিনি তা'যীমযোগ্য বড়। বড়র বড়ত্ব ও সম্মান রক্ষা ছোটদের কাজ। প্রভুর মান রক্ষা করা প্রত্যেক দাসের কর্তব্য। কোন রকমভাবেই যাতে তাঁর নাম-মান-সম্মান মলিন না হয় তার আপ্রাণ চেষ্টা রাখা প্রত্যেক দাস-দাসীর কর্তব্য।

আল্লার নামে মিথ্যা কসম খাওয়া যাবে না। যারা খায়, তারা আসলে আল্লাহর নামকে নগণ্য ভাবে। তাই নয় কি?

আল্লাহর নামে হলফ ক'রে কোন ভাল কাজ বন্ধ করার সংকল্প করা বৈধ নয়। কোন বৈধ কাজ করতে অথবা না করতে কসম খেলে তা রক্ষা করতে হবে। আর রক্ষা করতে না পারলে কাফ্ফারা লাগবে। দশটি মিসকীনকে খাদ্যদান অথবা বস্ত্রদান করতে হবে অথবা একটি ক্রীতদাস স্বাধীন করতে হবে। এসবের কোন একটিতে সক্ষম না হলে তিনদিন রোযা রাখতে হবে। আর এ সবকিছু মহান আল্লাহর নামের তা'যীম রক্ষার জন্যই।

অনুরূপ আল্লাহর নামে কসম খেয়ে যাকে কিছু বলা হয়, তার উচিত, সেই

নামের তা'যীম রক্ষা ক'রে তা বিশ্বাস করা।

যদি কেউ আপনাকে বলে, 'আল্লাহর কসম! আমি এ কথা বলিনি।' তাহলে আপনি বিশ্বাস ক'রে নেন যে, সত্যিই সে বলেনি।

যদি কেউ আপনাকে বলে, 'আল্লাহর কসম! আপনাকে খেতে হবে।' তাহলে খাওয়ার ইচ্ছা মোটেও না থাকলে আল্লাহর নামের কদর রক্ষা করতে আপনার খাওয়া উচিত।

যদি কেউ আপনাকে বলে, 'আল্লাহর কসম! তুমি অমুক কাজ করবে না।' তাহলে আপনার উচিত, আল্লাহর নামের সম্মান বজায় রাখতে সেই কাজ না করা।

মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা তোমাদের বাপ-দাদাদের নামে কসম করো না। যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে কসম করবে, সে যেন সত্য বলে। যার জন্য আল্লাহর নামে কসম খাওয়া হবে, সে যেন তাতে রাজি হয়ে যায়। আর যে রাজি হয় না, সে আল্লাহর নিকটবর্তী নয়।" *(ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে' ৭২৪৭নং)*

তিনি বলেন, "একদা ঈসা বিন মারয়্যাম একটি লোককে চুরি করতে দেখে বললেন, 'তুমি কি (অমুক জিনিস) চুরি করেছ?' সে বলল, 'সেই আল্লাহর কসম, যিনি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, আমি চুরি করিইনি।' ঈসা বললেন, 'আমি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখছি এবং আমার চক্ষুকে মিথ্যা জানছি।" *(আহমাদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে' ৩৪৫০নং)*

আল্লাহর নামের তা'যীম করতে সেই নামের সাথে অন্য কাউকে 'এবং, 'ও' বা 'আর' লাগিয়ে কথা বলবেন না। যেমন 'আল্লাহ আর তুমি না থাকলে, আল্লাহ এবং অমুক না দয়া করলে' ইত্যাদি বলে কথা বলবেন না। বলতে হলে 'অতঃপর' যোগে বলবেন। অবশ্য শরীয়তের কথা হলে স্বতন্ত্র। যেমন 'আল্লাহ ও তাঁর রসূল বলেছেন' ইত্যাদি।

তাঁর নাম লেখার সময় অনেকে পাশাপাশি 'মুহাম্মাদ' লেখে। এতে কিন্তু আল্লাহর নামের তা'যীম লাঘব হয়ে যায়। কোথাও লিখতে হলে মহানবী ﷺ-এর মোহরের মত লিখতে হবে। উপরে 'আল্লাহ' এবং নিচে 'মুহাম্মাদ' লিখতে হবে।

মহানবী ﷺ বলেন, "কেউ আল্লাহর নাম নিয়ে চাইলে তাকে দাও। কেউ আল্লাহর নাম নিয়ে আশ্রয় চাইলে তাকে আশ্রয় দাও।" *(আবূ দাঊদ)*

"অভিশপ্ত সে, যে আল্লাহর দোহাই দিয়ে কিছু চায় এবং অভিশপ্ত সেও, যার কাছে আল্লাহর দোহাই দিয়ে কিছু চাওয়া এবং (জিনিস) অবৈধ না হওয়া সত্ত্বেও সে

তাকে তা দেয় না।” *(ত্বাবারানী, সহীহুল জামে' ৫৮৯০নং)*

“সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি সে, যার কাছে আল্লাহর দোহাই দিয়ে চাওয়া হয়, অথচ দেয় না।” *(সহীহুল জামে' ৩৭০৮নং)*

মহান আল্লাহর তা'যীম আপনার মনে থাকলে আপনি কি আর মসজিদের অসম্মান করতে পারেন? ক্বিবলার দিকে কি থুথু পেলতে পারেন? ক্বিবলার দিকে মুখ অথবা পিঠ ক'রে কি পেশাব-পায়খানা করতে পারেন? কুরআনের দিকে পা ক'রে কি বসতে পারেন? কুরআনের উপরে কি অন্য কিছু রাখতে পারেন? অপবিত্র অবস্থায় তা কি স্পর্শ করতে পারেন? কুরআনের ছেঁড়া পাতা পড়ে থাকা দেখলে কি তা না তুলে থাকতে পারেন? কুরআনের কোন অংশ নিয়ে কি বাথরুমে যেতে পারেন? যে পেপারে আল্লাহর নাম আছে সে পেপার বিছিয়ে কি বসতে অথবা খাবার খেতে পারেন? সে পেপার দিয়ে কি কোন নোংরা পরিষ্কার করতে পারেন?

কক্ষনোই না। মহান আল্লাহ বলেন,

{ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ } (٣٢) سورة الحـــج

অর্থাৎ, এটাই (আল্লাহর) বিধান। আর কেউ আল্লাহর (দ্বীনের) প্রতীকসমূহের সম্মান করলে এটা তো তার হৃদয়ের পরহেযগারীরই বহিঃপ্রকাশ। *(সূরা হাজ্জ ৩২ আয়াত)*

মহান আল্লাহর নাম যেখানেই থাক, তার যথার্থ সম্মান করা প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য।

কোন কোন দেহতত্ত্ববাদীদের মতে মানুষের উভয় হাতের আঙ্গুলগুলিতে নাকি আরবীতে الله শব্দ লেখা আছে। তা যদি সত্য হয়, তাহলে সেই আঙ্গুল দিয়ে কোন অপবিত্র জিনিস ধরা ও ছোঁয়া হারাম। কিন্তু ব্যাপারটা যে নিছক কষ্ট-কল্পনা তা বলাই বাহুল্য।

মহান আল্লাহর সুউচ্চ গুণাবলী

আল্লাহ সাকার, না নিরাকার?

অধিকাংশ মানুষ জানে আল্লাহ নিরাকার। অর্থাৎ তাঁর কোন আকার নেই। সউদী আরবে ছাপা (বর্তমানে নিষিদ্ধ) মাআরিফুল ক্বুরআনে মুফতী শফী সাহেব কুরতুবীর বরাতে লিখেছেন, 'আল্লাহ তাআলার কোন আকার নেই।' *(১৪৬৫পৃঃ)*

ডক্টর ওসমান গনী সাহেব বলেছেন,

'তুমি শুন আমার কথা, আমি শুধু বলি
তুমি স্থির স্থিতিমান, আমি সদা চলি।
আলো আর অন্ধকারে আমি যে সাকার
অদৃশ্যে আলোময় তুমি নিরাকার।' - *(কোরআন শরীফ ৪০পৃঃ)*

তিনি বলেছেন 'নিরাকার আল্লাহর উপাসনা....।' *(ঐ পূর্বাভাস ৭৭পৃঃ)*

কবি নজরুল বলেছেন,

'নিরাকার তুমি নিরঞ্জন --- ব্যাপিয়া আজ ত্রিভুবন
পাতিয়া মনের সিংহাসন ধরিতে চাহে তবু প্রাণ।'

- নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ৯৭ নং

আর সম্ভবতঃ এ ধারণা এসেছে ভারতের পুরানো ধর্ম-বিশ্বাস থেকে। মোহাম্মদ আব্দুল আযীয (নও মুসলিম) সাহেব লিখেছেন, 'আমাদের শাস্ত্রের “কঠোপনিষধ”-এর একটা শ্লোকে লিখা আছে, “অ শব্দম স্পর্শম রূপম ব্যয়ং রসান্নতম গন্ধ বয়ৎ অনাদ্যনন্তং মহতো পরং ধ্রাবং।” অর্থ ঃ-- “যার শব্দ নাই, স্পর্শ নাই, রূপ নাই, গন্ধ নাই, ক্রয় নাই, যিনি মহৎ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং যার বিকার ব্যাধি নাই, তিনি প্রভু ঈশ্বর।”

এই শ্লোক পড়ে আমি চিন্তা করতে লাগলাম যে, এই শ্লোকে যা বলছে তা তো ইসলামেরই কথা। ঈশ্বর তিনিই যাঁর কোন রূপ নাই, ঈশ্বর তিনিই যাঁকে কেউ স্পর্শ করতে পারে না, যাকে কেউ চর্ম চক্ষু দিয়া দেখতে পায় না।' *(আমি কেন মুসলমান হলাম ৬পৃঃ)*

কিন্তু তা ইসলামের কথা নয়। যদি আপনি বলেন, 'আল্লাহর আকার নেই।' তার মানে তিনি দৃশ্য নন। তাঁকে দেখা যাবে না। তাহলে প্রশ্ন যে, আপনি বেহেশ্ত

যাবেন কি না? অবশ্যই। সেই বেহেশ্তের সবচেয়ে বড় নিয়ামত কি?

নিশ্চয় আপনি বলবেন, 'আল্লাহর দীদার।' অর্থাৎ, আপনি আল্লাহর দীদার লাভ করবেন। তাঁর চেহারা আছে। সেই চেহারা বেহেশ্তীগণ বেহেশ্তে দর্শন করবে। আর সেই দর্শন ও দীদার হবে জান্নাতের সব চাইতে বড় সুখ।

জান্নাতে প্রবেশের পর আল্লাহ পাক জান্নাতীদের উদ্দেশে বলবেন, "আরো অধিক (উত্তম সম্পদ) এমন কিছু চাও, যা আমি তোমাদেরকে প্রদান করব।" তারা বলবে, 'আপনি আমাদের চেহারা উজ্জ্বল করেছেন, আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ দিয়ে জান্নাতে প্রবিষ্ট করেছেন। (এর চেয়ে আবার উত্তম কি চাই প্রভু?)' ইত্যবসরে (উর্ধ্বদিকে) জ্যোতির যবনিকা উন্মোচিত হবে। তখন জান্নাতীরা সকলে আল্লাহর চেহারার প্রতি (নির্নিমেষ) দৃষ্টিপাত করবে। (তাতে তাদের নিকট অন্যান্য সব কিছু অবহেলিত হবে) এবং সেই দর্শন সুখই হবে জান্নাতীদের সর্বোৎকৃষ্ট মনোনীত সম্পদ। *(মুসনাদে আহমাদ ৪/৩৩২)*

একদিন পূর্ণিমার রাতে মহানবী ﷺ চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "নিঃসন্দেহে তোমরা (পরকালে) তোমাদের প্রতিপালককে ঠিক সেইভাবে দর্শন করবে, যেভাবে তোমরা এই পূর্ণিমার চাঁদ দর্শন করছ। এটি দেখতে তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না।" *(বুখারী-মুসলিম)*

আর যে জিনিসকে দেখা যাবে, তাকে কি নিরাকার বলা যাবে?

যে কবি মহান আল্লাহকে নিরাকার বলেছেন, সেই কবিই তাঁকে দেখার ইচ্ছা পোষণ ক'রে বলেছেন,

'যেদিন রোজ হাশরে করতে বিচার তুমি হ'বে কাজী,
সেদিন তোমার দীদার আমি পাব কি আল্লাজী।।
সেদিন না-কি তোমার ভীষণ কাহ্‌হার-রূপ দেখে,
পীর পয়গম্বর কাঁদবে ভয়ে 'ইয়া নফ্‌সি' ডেকে
সেই সুদিনের আশায় আমি নাচি এখন থেকে।
আমি তোমায় দেখে হাজার বার দোজখ' যেতে রাজি।।
যেরূপে হোক বারেক যদি দেখে তোমায় কেহ,
দোজখ কি আর ছুঁতে পারে পবিত্র তার দেহ।
সে হোক্ না কেন হাজার পাপী, হোক্ না বে-নামাজী।।'

- নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ১৭১নং

মোটের উপর কথা, মহান আল্লাহর আকার আছে। তবে সে আকার কেমন তা কেউ বলতে পারে না। সে আকারের কোন উপমা নেই, দৃষ্টান্ত নেই, সাদৃশ্য নেই।

ভ্রান্তি অপনোদন

হাদীসে এসেছে যে, মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْهَ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ).

অর্থাৎ, "তোমরা (কোন মানুষকে) মারলে চেহারায় মারা থেকে বিরত থেকো। কেননা, আল্লাহ আদমকে তাঁর আকারে সৃষ্টি করেছেন।" *(আহমাদ, বুখারী, মুসলিম)*

এই হাদীস থেকে অনেকে ধারণা করে যে, আদমকে আল্লাহ তাঁর নিজ আকার দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু সে ধারণা ঠিক নয়। যেহেতু এখানে 'তাঁর আকারে' বলতে আদমের আকারকেই বুঝানো হয়েছে। যেহেতু অন্য হাদীসে এসেছে যে,

(خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا، فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ: اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ النَّفَرِ مِنْ الْمَلَائِكَةِ جُلُوسٌ فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا: السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَزَادُوهُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ، فَلَمْ يَزَلْ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدُ حَتَّى الْآنَ).

অর্থাৎ, আল্লাহ আদমকে তার আকারে সৃষ্টি করেছেন, যার দৈর্ঘ্য হল ষাট হাত। সুতরাং যখন তাঁকে সৃষ্টি করলেন, তখন বললেন, 'তুমি যাও এবং ঐ যে ফিরিশ্তামন্ডলীর একটি দল বসে আছে, তাদের উপর সালাম পেশ কর। আর ওরা তোমার সালামের কি জবাব দিচ্ছে তা মন দিয়ে শুনো। কেননা, ওটাই হবে তোমার ও তোমার সন্তান-সন্ততির সালাম বিনিময়ের রীতি।' সুতরাং তিনি (তাঁদের কাছে গিয়ে) বললেন, 'আসসালামু আলায়কুম'। তাঁরা উত্তরে বললেন, 'আসসালামু আলাইকা অরাহমাতুল্লাহ'। অতএব তাঁরা 'অরাহমাতুল্লাহ' শব্দটা বেশী বললেন। যারা বেহেশ্তে প্রবেশ করবে, তাদের প্রত্যেকে হবে তাঁর আকারের (ষাট হাত)। তখন থেকে এ যাবৎ সৃষ্টি (মানুষের দৈর্ঘ্য) কম হয়ে আসছে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

এ হাদীস থেকে স্পষ্ট হয় যে, 'তাঁর আকারে' বলতে আদমের নিজস্ব আকারকেই বুঝানো হয়েছে। যেহেতু পরবর্তীতে সেই আকারের ব্যাখ্যাও বলে দেওয়া হয়েছে।

তাঁর নিজস্ব আকার ও সৃষ্টি-পদ্ধতি ভিন্ন। তাঁকে মায়ের পেটে তাঁর সন্তানদের মত

অন্য আকারের পর্যায়সমূহ অতিক্রম করতে হয়নি। বরং মহান আল্লাহ তাঁকে সরাসরি পরিপূর্ণ 'মানব' আকার সৃষ্টি ক'রে তাতে রূহ ফুঁকে দিয়েছেন।

বাকি থাকল এই হাদীস,

(خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَى صُورَةِ الرَّحْمَن).

অর্থাৎ, আল্লাহ আদমকে রহমানের আকারে সৃষ্টি করেছেন।

তা সহীহ নয়; বরং হাদীসটি মুনকার। *(দেখুন ঃ সিলসিলাহ যয়ীফাহ আলবানী ১১৭৫-১১৭৬নং)*

পার্থিব জীবনে আল্লাহর দর্শন

পার্থিব-জগতে মানব-দানবের জন্য আল্লাহপাক অদৃশ্য। যেহেতু তাঁর নবীর ঘোষণা, "তোমরা মরণের পূর্ব পর্যন্ত তোমাদের প্রতিপালককে মোটেই দেখবে না।" *(মুসলিম ১৬৯, ১৭৭নং)*

মূসা ﷺ আল্লাহকে দেখতে চাইলেন। বললেন, "প্রভু হে! আমাকে দর্শন দাও, আমি তোমাকে দেখব।" আল্লাহ বললেন, "তুমি আমাকে কখনই দেখবে না। তুমি বরং পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য কর, যদি তা স্বস্থানে স্থির থাকে, তাহলে তুমি আমাকে দেখবে।" কিন্তু যখন আল্লাহ আযযা অজাল্ল্ পাহাড়ে জ্যোতিষ্মান হলেন, তখন পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হল এবং মূসা ﷺও সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। অতঃপর জ্ঞান ফিরে পেলে তিনি অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর নিকট তওবা করলেন। *(সূরা আ'রাফ ১৪৩)*

মহান আল্লাহকে কি স্বপ্নে দেখা যাবে?

জাগ্রত অবস্থায় কোন নবী-ওলী আল্লাহকে দেখতে পারেন না। কিন্তু স্বপ্নের মাধ্যমে কি হৃদয়-নেত্রে তাঁরা তাঁকে দেখতে পারেন? এ বিষয়টি জটিল ও বিতর্কিত।

আল্লাহর নবী ﷺ স্বপ্নে তাঁকে দর্শন করেছেন। তিনি বলেছেন,

(رَأَيْتُ رَبِّيْ فِيْ أَحْسَنِ صُوْرَةٍ).

অর্থাৎ, আমি আমার প্রতিপালককে সবচেয়ে সুন্দর আকৃতিতে দর্শন করেছি। *(আহমাদ, তিরমিযী, সহীহুল জামে' ৫৯নং)*

স্বপ্নের এ দর্শন কেবল মহানবী ﷺ-এর জন্য প্রমাণিত। আল্লামা ইবনে উসাইমীন

(রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'এ দর্শন কোন অনবীর জন্য প্রমাণিত বলে জানি না এবং এ কথাও জানি না যে, কোন অনবীর জন্য এ দর্শন সম্ভব কি না।' *(লিক্বাআতুল বাবিল মাফতূহ ৩০/৯)*

তিনি অন্যত্র বলেন, 'অন্য কেউ দেখতে পারে, এ ব্যাপারে আমার মনে সন্দেহ আছে। এমনকি ইমাম আহমাদ থেকে (তাঁর স্বপ্নে মহান আল্লাহকে দেখা সম্পর্কে) যা বর্ণনা করা হয়, সে ব্যাপারেও আমার মনে সন্দেহ আছে। যেহেতু "তোমরা মরণের পূর্ব পর্যন্ত তোমাদের প্রতিপালককে মোটেই দেখবে না।" *(মুসলিম ১৬৯, ১৭৭নং)* নবী ﷺ-এর এই বাণী জাগ্রত ও ঘুমন্ত উভয় অবস্থাই শামিল। আর যদি উভয় অবস্থা শামিল হয়, তাহলে কিভাবে বলতে পারি যে, তাঁকে স্বপ্নে দেখা সম্ভব?' *(ঐ ৭০/৮)*

মহানবী ﷺ কি তাঁকে মি'রাজের রাতে দেখেছিলেন?

এটিও একটি বিতর্কিত বিষয়। খোদ সাহাবা ﷺগণ এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন।

ইবনে আব্বাস বলেন, 'তিনি অন্তর-নেত্রে তাঁকে দর্শন করেছেন।' *(মুসলিম ৪৫৪নং)*

মা আয়েশা বলেন, যে বলে যে, 'মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর রব্ব (আল্লাহ)কে দেখেছেন, সে মিথ্যুক। (সে আল্লাহর প্রতি বড় মিথ্যা আরোপ করে।)' *(বুখারী ৪৮৫৫, মুসলিম ১৭৭নং)*

যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন,

{لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} (١٠٣) سورة الأنعام

অর্থাৎ, দৃষ্টিসমূহ তাঁকে আয়ত্ব করতে পারে না, কিন্তু দৃষ্টিসমূহ তাঁর আয়ত্বে আছে এবং তিনিই সূক্ষ্মদর্শী; সম্যক পরিজ্ঞাত। *(সূরা আনআম ১০৩ আয়াত)*

{وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاء إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ} (٥١) سورة الشورى

অর্থাৎ, কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় যে, আল্লাহ তার সঙ্গে সরাসরি কথা বলবেন ওহীর (প্রত্যাদেশ) মাধ্যম ব্যতিরেকে, অন্তরাল ব্যতিরেকে অথবা কোন দূত প্রেরণ ব্যতিরেকে; আর তখন আল্লাহ যা চান তা তাঁর অনুমতিক্রমে অহী (প্রত্যাদেশ) করেন; নিঃসন্দেহে তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়। *(সূরা শূরা ৫১ আয়াত)*

প্রিয় নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'আপনি কি আপনার প্রতিপালককে দেখেছেন?' উত্তরে তিনি বললেন, "তাঁকে কিরূপে দেখা সম্ভব? যাঁর পর্দা (অন্তরাল) হল নূর (জ্যোতি)। যে পর্দা উন্মোচিত হলে তাঁর আনন-দীপ্তি সমগ্র সৃষ্টিকুলকে দগ্ধীভূত ক'রে ফেলবে।" *(মুসলিম ৪৬৩নং)* অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেন, "আমি নূর দেখেছি।"

সুতরাং কেউ বলেন, তিনি আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখেছেন। কেউ বলেন, অন্তর-নেত্রে দর্শন করেছেন। আবার কেউ বলেন, তিনি ঐ রাত্রে মহান আল্লাহর নূর ও জিব্রাঈলকে দর্শন করেছিলেন, মহান আল্লাহকে নয়। *(তফসীর ইবনে কাসীর ৪/২৫০)*

সত্যানুসন্ধানী উলামাগণ বলেন, সঠিক এই যে, তিনি চাক্ষুষ দৃষ্টিতে মহান আল্লাহকে দর্শন করেননি। বরং অন্তর-দৃষ্টি দ্বারা স্বপ্নে ও মি'রাজের রাত্রে দর্শন করেছেন। *(লিক্বাআতুল বাবিল মাফতূহ ২২৭/২০)*

পরকালে মহান আল্লাহর দর্শন

কিয়ামতের দিন মহানবী ﷺ আল্লাহকে দেখে সিজদা করবেন। *(বুখারী, মুসলিম)*

মু'মিন বান্দাগণ কিয়ামতে মহান আল্লাহর পদনালী দেখে সিজদা করবে। মুনাফিকরা সিজদা করতে পারবে না। তাদের পিঠ পাটার মত সোজা হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ} (٤٢) سورة القلم

অর্থাৎ, (স্মরণ কর,) যেদিন পায়ের রলা উন্মোচন করা হবে এবং তাদেরকে সিজদা করার জন্য আহবান করা হবে; কিন্তু তারা তা করতে সক্ষম হবে না। *(সূরা ক্বালাম ৪২ আয়াত, বুখারী, মুসলিম)*

পরকালে মহান আল্লাহ তাঁর বেহেশ্তী বান্দাদেরকে দীদার দানে ধন্য করবেন। মহান আল্লাহ বলেন,

{وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ (٢٢) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} (٢٣) سورة القيامة

অর্থাৎ, সেদিন বহু মুখমন্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে। *(সূরা ক্বিয়ামাহ ২২-২৩ আয়াত)*

{كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ} (١٥) سورة المطففين

অর্থাৎ, কক্ষনো না, অবশ্যই তারা সেদিন তাদের প্রতিপালক (দর্শন) থেকে

পর্দাবৃত থাকবে। *(সূরা মুত্বাফ্‌ফিফীন ১৫ আয়াত)*

{لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذِلَّةٌ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (٢٦) سورة يونس

অর্থাৎ, যারা কল্যাণকর কাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ (জান্নাত) এবং আরো অধিক (আল্লাহর দীদার)। তাদের মুখমন্ডলকে মলিনতা আচ্ছন্ন করবে না এবং লাঞ্ছনাও না; তারাই হচ্ছে জান্নাতের অধিবাসী, তারা ওর মধ্যে অনন্তকাল বাস করবে। *(সূরা ইউনুস ২৬ আয়াত)*

{لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ} (٣٥) سورة ق

অর্থাৎ, সেখানে তারা যা কামনা করবে তাই পাবে এবং আমার নিকট রয়েছে তারও অধিক (আল্লাহর দর্শন)। *(সূরা ক্বাফ ৩৫ আয়াত)*

জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ বাজালী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর নিকট পূর্ণিমার রাতে বসে ছিলাম। তিনি চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, নিঃসন্দেহে তোমরা (পরকালে) তোমাদের প্রতিপালককে ঠিক এইভাবে দর্শন করবে যেভাবে তোমরা এই পূর্ণিমার চাঁদ দর্শন করছ। এটি দেখতে তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না। সুতরাং যদি তোমরা সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের আগে (নিয়মিত) নামায পড়তে পরাহত না হতে সক্ষম হও (অর্থাৎ এ নামায ছুটে না যায়), তাহলে অবশ্যই তা বাস্তবায়ন কর। *(বুখারী, মুসলিম)* অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি চৌদ্দ তারীখের রাতের চাঁদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে বললেন---।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "জান্নাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করে যাবে, তখন মহান বর্কতময় আল্লাহ বলবেন, 'তোমরা কি চাও যে, আমি তোমাদের জন্য আরো কিছু বেশি দিই?' তারা বলবে, 'তুমি কি আমাদের মুখমন্ডল উজ্জ্বল ক'রে দাওনি? আমাদেরকে তুমি জান্নাতে প্রবিশ করাওনি এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দাওনি?' অতঃপর আল্লাহ (হঠাৎ) পর্দা সরিয়ে দেবেন (এবং তারা তাঁর চেহারা দর্শন লাভ করবে)। সুতরাং জান্নাতের লব্ধ যাবতীয় সুখ-সামগ্রীর মধ্যে জান্নাতীদের নিকট তাদের প্রভুর দর্শন (দীদার)ই হবে সবচেয়ে বেশী প্রিয়।" *(মুসলিম)*

মহানবী ﷺ বলেছেন, ((إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا)).

অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে চাক্ষুষ দর্শন করবে।

সুতরাং এ কথার অপব্যাখ্যা ক'রে কেউ বলতে পারে না যে, বেহেশ্তীরা মহান

আল্লাহর সওয়াব দর্শন করবে।

আনাস বিন মালেক ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন '(বেহেশ্‌তী) লোকেরা আল্লাহ তাআলাকে স্বচক্ষে দর্শন করবে।' *(হা-দিউল আরওয়াহ ৩২৭নং)*

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল বলেন, 'যে ব্যক্তি বলে যে, আল্লাহকে পরকালে দেখা যাবে না, সে কাফের।' *(ঐ ৩২৯নং)*

মহান আল্লাহর মন

মহান আল্লাহর 'মন'-এর কথা কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ হয়েছে, সেহেতু আমাদেরকে তার প্রতি ঈমান রাখতে হবে। কুরআন মাজীদে তিনি তাঁর নবী ঈসা ﷺ-এর কথা উদ্ধৃত ক'রে বলেন,

{وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ} (١١٦) سورة المائدة

অর্থাৎ, (স্মরণ কর) যখন আল্লাহ বলবেন, 'হে মারয়্যাম-তনয় ঈসা! তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আমাকে ও আমার জননীকে উপাস্যরূপে গ্রহণ কর?' সে বলবে, 'তুমিই মহিমান্বিত! যা বলার অধিকার আমার নেই তা বলা আমার জন্য আদৌ শোভনীয় নয়। যদি আমি বলে থাকি, তাহলে তা তো তুমি অবশ্যই জানো। আমার মনে কি আছে তা তুমি অবগত আছ, কিন্তু তোমার মনে যা আছে, তা আমি অবগত নই, নিশ্চয় তুমি অদৃশ্য সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত। *(সূরা মাইদাহ ১১৬ আয়াত)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি আমার বান্দার ধারণার পাশে থাকি। (অর্থাৎ, সে যদি ধারণা রাখে যে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন, তার তওবা কবুল করবেন, বিপদ আপদ থেকে উদ্ধার করবেন, তাহলে তাই করি।) আর আমি তার সাথে থাকি, যখন সে আমাকে স্মরণ করে। সুতরাং সে যদি তার মনে আমাকে স্মরণ করে, তাহলে আমি তাকে আমার মনে স্মরণ করি, সে যদি কোন সভায় আমাকে স্মরণ করে, তাহলে আমি তাকে তাদের চেয়ে উত্তম ব্যক্তিদের (ফিরিশ্তাদের) সভায় স্মরণ করি। *(বুখারী ও মুসলিম)*

মহান আল্লাহর মুখমণ্ডল

মহান আল্লাহর মুখমণ্ডল তাঁর সত্তাগত একটি গুণ। তাঁর মুখমণ্ডল আছে, যেমন তাঁর জন্য শোভনীয়। সে মুখমণ্ডল কোন সৃষ্টির মুখমণ্ডলের মত নয়। তার কোন উদাহরণ নেই উপমা নেই। তার কেমনত্ব আমাদের অজানা; কিন্তু তার প্রতি ঈমান ওয়াজেব। মহান আল্লাহ বলেন,

{كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} (٨٨) سورة القصص

অর্থাৎ, তাঁর মুখমন্ডল ব্যতীত সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল। বিধান তাঁরই এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। *(সূরা ক্বাসাস ৮৮ আয়াত)*

{كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (٢٦) وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ} (٢٧)

অর্থাৎ, ভূ-পৃষ্ঠে যা কিছু আছে সমস্তই নশ্বর। অবিনশ্বর শুধু তোমার মহিমময়, মহানুভব প্রতিপালকের মুখমন্ডল (সত্তা)। *(সূরা রহমান ২৬-২৭ আয়াত)*

সেই চেহারা বড় দীপ্তিময়, তার পর্দা হল জ্যোতি।

মহানবী ﷺ বলেন, "তাঁকে কিরূপে দেখা সম্ভব? যাঁর পর্দা (অন্তরাল) হল নূর (জ্যোতি)। যে পর্দা উন্মোচিত হলে তাঁর মুখমণ্ডলের দীপ্তি সমগ্র সৃষ্টিকুলকে দগ্ধীভূত ক'রে ফেলবে।" *(মুসলিম ৪৬৩নং)*

সেই মুখমণ্ডল বা চেহারা জান্নাতীরা জান্নাতে দর্শন করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "জান্নাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করে যাবে, তখন মহান বর্কতময় আল্লাহ বলবেন, 'তোমরা কি চাও যে, আমি তোমাদের জন্য আরো কিছু বেশি দিই?' তারা বলবে, 'তুমি কি আমাদের মুখমন্ডল উজ্জ্বল ক'রে দাওনি? আমাদেরকে তুমি জান্নাতে প্রবিশ করাওনি এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দাওনি?' অতঃপর আল্লাহ (হঠাৎ) পর্দা সরিয়ে দেবেন (এবং তারা তাঁর চেহারা দর্শন লাভ করবে)। সুতরাং জান্নাতের লব্ধ যাবতীয় সুখ-সামগ্রীর মধ্যে জান্নাতীদের নিকট তাদের প্রভুর দর্শন (দীদার)ই হবে সবচেয়ে বেশী প্রিয়।" *(মুসলিম)*

বলা বাহুল্য, চেহারা বা মুখমণ্ডলের অপব্যাখ্যা ক'রে 'সওয়াব' বলা বৈধ নয়। যেহেতু তা শাব্দিক অর্থের বিরোধী এবং সলফদের ইজমার পরিপন্থী।

যদি কেউ আল্লাহকে কোন সৃষ্টির চেহারার মত কল্পনা ক'রে প্রশ্ন করে যে, তাঁর নাক আছে কি? তাহলে প্রশ্ন বিদআত হলেও তার উত্তর হবে, 'জানি না।' যেহেতু

কুরআন-হাদীসে তার উল্লেখ নেই। আছে বলেও নেই, নেই বলেও নেই। সুতরাং যা 'নেই' বলে উল্লেখ নেই, তার জন্য আমরা মানবীয় চাহিদার উপর কিয়াস ক'রে 'অবশ্যই জানি, তাঁর নাক নেই' বলতে পারি না।

মহান আল্লাহর হাত

তাঁর দুই হাত আছে --যেমন তাঁর জন্য উপযুক্ত। তার কোন উপমা নেই। কেমন তাও তিনিই জানেন। তিনি তাঁর দুই হাত দ্বারা আদমকে তৈরী করেছেন। তিনি ইবলীসকে বলেছিলেন,

{يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ}

অর্থাৎ, হে ইবলীস! আমি যাকে নিজ দুই হাত দিয়ে সৃষ্টি করেছি তাকে সিজদা করতে তোমাকে কে বাধা দিল? তুমি কি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলে, না তুমি উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন? *(সূরা স্বাদ ৭৫ আয়াত)*

তিনি নিজ হাতে অনেক কিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন,

{أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ} (٧١)

অর্থাৎ, ওরা কি লক্ষ্য করে না যে, আমি নিজ হাতে যা সৃষ্টি করেছি, তার মধ্যে ওদের জন্য সৃষ্টি করেছি পশু এবং ওরাই এগুলির মালিক? *(সূরা ইয়াসীন ৭১ আয়াত)*

তাঁর দুই হাত অতি দানশীল, তিনি যথেচ্ছা দান ক'রে থাকেন। তিনি বলেন,

{وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ} (٦٤) سورة المائدة

অর্থাৎ, ইয়াহুদীরা বলে, 'আল্লাহর হাত সংকুচিত।' তাদের হাত সংকুচিত হোক এবং তারা যা বলে, তার জন্য তারা অভিশপ্ত হোক। বরং আল্লাহর উভয় হস্তই মুক্ত, যেভাবে ইচ্ছা তিনি দান ক'রে থাকেন। *(সূরা মাইদাহ ৬৪ আয়াত)*

তিনি নিজ হাতে তাওরাত লিখেছেন। মহানবী ﷺ বলেন,

((احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى فَقَالَ مُوسَى: يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُونَا خَيَّبْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ، فَقَالَ لَهُ آدَمُ: أَنْتَ مُوسَى اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَلَامِهِ وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ (كَتَبَ لَكَ التَّوْرَاةَ بِيَدِهِ)...

অর্থাৎ, একদা আদম ও মূসায় তর্কে লিপ্ত হলেন। মূসা বললেন, 'হে আদম! আপনি আমাদের পিতা। আপনি আমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন ও জান্নাত থেকে বের করেছেন।' আদম তাঁকে বললেন, 'তুমি মূসা। আল্লাহ তোমাকে নিজ (সরাসরি) কথোপকথন দ্বারা নির্বাচিত করেছেন এবং তোমার জন্য নিজ হাতে তওরাত লিখেছেন।......' *(বুখারী ৬৬১৪, মুসলিম ২৬৫২নং)*

তিনি কিয়ামতের দিন পৃথিবীকে নিজ হাতে রুটি বানিয়ে দেবেন।

মহানবী ﷺ বলেন,

((تَكُونُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً يَتَكَفَّؤُهَا الْجَبَّارُ بِيَدِهِ كَمَا يَكْفَأُ أَحَدُكُمْ خُبْزَتَهُ فِي السَّفَرِ نُزُلًا لِأَهْلِ الْجَنَّةِ....)) متفق عليه

অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন পৃথিবী একটি রুটির মত হবে। প্রতাপশালী (আল্লাহ) তা নিজ হাতে নিয়ে উলটপালট করবেন, যেমন তোমাদের কেউ সফরে তার রুটিকে উলটপালট করে। তা হবে বেহেশ্তীদের মেহমানী (আহার)। *(বুখারী, মুসলিম)*

তাঁর উভয় হাতই ডান। মহানবী ﷺ বলেন,

((إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِى حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا)).

অর্থাৎ, আল্লাহর নিকট যারা ন্যায়পরায়ণ তারা দয়াময়ের ডান পার্শ্বে জ্যোতির মিম্বরের উপর অবস্থান করবে। আর তাঁর উভয় হস্তই ডান। (ঐ ন্যায়পরায়ণ তারা) যারা তাদের বিচারে, পরিবারে এবং তার কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বাধীন ব্যক্তিবর্গের ব্যাপারে ন্যায়নিষ্ঠ।" *(মুসলিম ১৮২৭নং)*

তাঁর করতলের কথাও শুদ্ধভাবে প্রমাণিত। মহানবী ﷺ বলেন,

((مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ - وَلاَ يَقْبَلُ اللَّهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ - إِلاَّ أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً فَتَرْبُو فِى كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ كَمَا يُرَبِّى أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ)).

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি (তার) বৈধ উপায়ে উপার্জিত অর্থ থেকে একটি খেজুর পরিমাণও কিছু দান করে - আর আল্লাহ তো বৈধ অর্থ ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণই করেন না - সে ব্যক্তির ঐ দানকে আল্লাহ ডান হাতে গ্রহণ করেন। (অতঃপর তা ঐ ব্যক্তির জন্য লালন-পালন করেন;) পরিশেষে তা রহমানের করতলে বৃদ্ধিলাভ

ক'রে পাহাড় থেকেও বড় হয়ে যায়। যেমন তোমাদের কেউ তার অশ্ব-শাবককে লালন-পালন ক'রে থাকে। *(বুখারী ১৪১০, মুসলিম ১০১৪নং, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ প্রভৃতি)*

তাঁর আঁজলা বা অঞ্জলি ও মুঠির কথাও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

প্রিয় নবী ﷺ বলেন,

((وَعَدَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْفًا وَثَلَاثُ حَثَيَاتٍ مِنْ حَثَيَاتِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ)).

অর্থাৎ, আমার রব আয্‌যা অজাল্ল্‌ আমাকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি আমার উম্মতের সত্তর হাজার মানুষকে বিনা হিসাব ও আযাবে বেহেশ্‌ত প্রবেশ করাবেন। প্রত্যেক হাজারের সাথে থাকবে সত্তর হাজার এবং আমার রব আয্‌যা অজাল্লার তিন অঞ্জলি মানুষ। *(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)*

((...فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَفَعَتِ الْمَلاَئِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ قَدْ عَادُوا حُمَمًا...)). متفق عليه

অর্থাৎ, ... আল্লাহ আয্‌যা অজাল্ল্‌ বলবেন, 'ফিরিশ্‌তাগণ সুপারিশ করেছে, নবীগণ সুপারিশ করেছে এবং মু'মিনগণ সুপারিশ করেছে। এখন শ্রেষ্ঠ দয়ালু ছাড়া অন্য কেউ বাকী নেই।' সুতরাং দোযখ থেকে এক মুঠি মানুষ তুলে নেবেন এবং এমন এক সম্প্রদায়কে সেখান হতে বের করবেন, যারা (ঈমান আনার পর) কোন ভাল কাজ করেনি, তারা তখন কয়লায় পরিণত হয়ে গিয়ে থাকবে.....। *(বুখারী, মুসলিম)*

তাঁর আঙ্গুলসমূহের কথায়ও মু'মিন বিশ্বাস স্থাপন করে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((إِنَّ قُلُوبَ بَنِى آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ)).

অর্থাৎ, নিশ্চয় আদম সন্তানের হৃদয়সমূহ একটি হৃদয়ের মত রহমানের আঙ্গুলসমূহের মধ্যে দু'টি আঙ্গুলের মাঝে রয়েছে। তিনি তা নিজ ইচ্ছামত উলটপালট ক'রে থাকেন। *(বুখারী ৭৫১৩, মুসলিম ২৭৮৬নং)*

হাতের এত বিস্তারিত বর্ণনা থাকা সত্ত্বেও সঊদী আরব থেকে ছাপা (বর্তমানে নিষিদ্ধ) তফসীর 'মাআরিফুল ক্বুরআন'-এ 'আমি যাকে নিজ দুই হাত দিয়ে সৃষ্টি করেছি'র তফসীরে বলা হয়েছে, 'সকল তফসীরবিদই এ ব্যাপারে একমত যে,

মানুষের ন্যায় আল্লাহ তাআলারও হাত আছে, এখানে তা বোঝানো হয়নি। কেননা, আল্লাহ তাআলা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র। কাজেই এর অর্থ হল আল্লাহর কুদরত।' *(১১৭২পৃঃ)*

কিন্তু সঠিক বিশ্বাস এই যে, এ সব যেভাবে এসেছে, সেইভাবেই বিশ্বাস করতে হবে। এ সব তাঁর অঙ্গ কি না, সে প্রশ্ন মাথায় আনা চলবে না। আর অবশ্যই মনে রাখতে হবে মানবীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মত তাঁর কিছু নয় অথবা তা রক্ত-মাংস-হাড়বিশিষ্ট নয়। তিনি কেমন -- তা আমাদের যেমন জানা নেই, তেমনি তাঁর এ সকল গুণ কেমন -- তা আমাদের অজানা। এ সবের অন্য অর্থও করতে পারি না। 'হাত' মানে কুদরত বা নিয়ামত করলে অর্থ সঠিক হয় না। আল্লাহর নিজের দুই কুদরত বা দুই নিয়ামত দিয়ে আদমকে সৃষ্টি করার কি অর্থ হতে পারে? 'আল্লাহর দুটো কুদরতই ডান' কথার কি অর্থ হতে পারে?

লক্ষণীয় যে, 'হাত' শব্দটি কোথাও একবচন, কোথাও দ্বিবচন এবং কোথাও বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী বাক্যগঠনে এমনটি বৈধ। বহুবচন শব্দের সাথে তার সম্বন্ধই দ্বিবচনকে বহুবচনরূপে ব্যবহার করার বৈধতা প্রদান করে।

মহান আল্লাহর পা

মহান আল্লাহর পায়ের কথাও যেভাবে হাদীসে এসেছে, সেভাবে বিশ্বাস করতে হবে। তা কোন সৃষ্টির পায়ের মত নয়। তার অন্য কোন অর্থ করাও বৈধ নয়। বরং তা 'পা'ই, যেমন তাঁর জন্য শোভনীয়।

মহান আল্লাহ বলেন,

{يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ} (٣٠) سورة ق

অর্থাৎ, সেদিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করব, 'তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছ?' জাহান্নাম বলবে, 'আরো আছে কি?' *(সূরা ক্বাফ ৩০ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেন,

((لاَ تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ {هَلْ مِنْ مَزِيدٍ} حَتَّى يَضَعَ فِيهَا رَبُّ الْعِزَّةِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدَمَهُ (وفي رواية: رِجْلَهُ) فَتَقُولُ قَطْ قَطْ وَعِزَّتِكَ. وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ)). متفق عليه

অর্থাৎ, জাহান্নাম 'আরো আছে কি' বলতেই থাকবে। পরিশেষে রব্বুল ইয্‌যত

তাবারাকা অতাআলা তাতে নিজ পায়ের পাতা (পা) রেখে দেবেন। তখন সে বলবে, 'যথেষ্ট, যথেষ্ট, তোমার ইয্যতের কসম!' আর তার পরস্পর অংশগুলি সংকীর্ণ হয়ে যাবে। *(বুখারী ৭৩৮৪, মুসলিম ২৮৪৮নং, আবূ আওয়ানাহ)*

তাঁর পদনালীর কথাও কুরআনে রয়েছে। তারও কোন অপব্যাখ্যা ছাড়াই আমাদেরকে মেনে নিতে হবে।

মু'মিন বান্দাগণ কিয়ামতে মহান আল্লাহর পদনালী দেখে সিজদা করবে। মুনাফিকরা সিজদা করতে পারবে না। তাদের পিঠ পাটার মত সোজা হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ} (٤٢) سورة القلم

অর্থাৎ, (স্মরণ কর,) যেদিন পায়ের রলা উন্মোচন করা হবে এবং তাদেরকে সিজদা করার জন্য আহবান করা হবে; কিন্তু তারা তা করতে সক্ষম হবে না। *(সূরা ক্বালাম ৪২ আয়াত, বুখারী ৪৯১৯নং, মুসলিম)*

মহান আল্লাহর চক্ষু

মহান আল্লাহর চোখের কথাও আহলে সুন্নাহ অল-জামাআহ কোন রকম-ধরন বর্ণনা ছাড়াই বিশ্বাস করে। তাঁর চোখ যেমন তাঁর জন্য শোভনীয়, তার কোন উদাহরণ নেই। কোন সৃষ্টির চোখের মত তা নয়। তিনি গুপ্ত-প্রকাশ্য সবকিছু দেখেন। চোখের ব্যাখ্যা 'জ্ঞান' বা 'তত্ত্বাবধান' করা বৈধ নয়। আর এ কথাও বলা বৈধ নয় যে, তিনি চোখ ছাড়া দেখেন। যেহেতু কুরআন ও সুন্নাহতে তাঁর চোখের কথা বর্ণিত হয়েছে।

মহান আল্লাহ মূসা ﷺ-কে সম্বোধন ক'রে বলেছিলেন,

{وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي} (٣٩) سورة طـه

অর্থাৎ, আমি আমার নিকট হতে তোমার উপর ভালবাসা ঢেলে দিয়েছিলাম, যাতে তুমি আমার চোখের সামনে প্রতিপালিত হও। *(সূরা ত্বাহা ৩৯ আয়াত)*

তিনি নূহ ﷺ-কে বলেছিলেন,

{وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ} (٣٧)

অর্থাৎ, তুমি আমার চোখের সামনে ও আমার অহী (প্রত্যাদেশ) অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ কর, আর যালেমদের ব্যাপারে আমাকে কিছু বলো না। নিশ্চয়ই তাদেরকে

ডুবানো হবে। *(সূরা হূদ ৩৭ আয়াত)*

তিনি নূহ সম্বন্ধেই বলেছিলেন,

{وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ (١٣) تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاء لِّمَن كَانَ كُفِرَ} (١٤)

অর্থাৎ, তখন নূহকে আরোহণ করালাম কাঠ ও পেরেক দ্বারা নির্মিত এক নৌযানে। যা চলল আমার চোখের সামনে, এ ছিল অবিশ্বাসীদের প্রতিফল। *(সূরা ক্বামার ১৪ আয়াত)*

তিনি নবী মুহাম্মাদ ﷺ-কে বলেছিলেন,

{وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ} (٤٨) سورة الطور

অর্থাৎ, তুমি ধৈর্যধারণ কর তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায়; তুমি আমার চোখের সামনেই রয়েছ। আর তুমি তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর যখন তুমি শয্যা ত্যাগ কর। *(সূরা তূর ৪৮ আয়াত)*

একটি দুর্বল বর্ণনায় 'আইন' (চোখ) দ্বিবচন শব্দে বর্ণিত হয়েছে। *(সিলসিলাহ যয়ীফাহ ১০২৪নং)*

মহান আল্লাহর শ্রবণশক্তি

মহান আল্লাহর এক নাম 'আস্-সামী'। তিনি সর্বশ্রোতা। সব রকমের শব্দ তিনি শ্রবণ ক'রে থাকেন। মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন,

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتَ لَقَدْ جَاءَتْ الْمُجَادِلَةُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ تُكَلِّمُهُ وَأَنَا فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ مَا أَسْمَعُ مَا تَقُولُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.

অর্থাৎ, সেই আল্লাহর সকল প্রশংসা, যাঁর শ্রবণশক্তি সকল শব্দতে পরিব্যাপ্ত। একটি মহিলা রসূল ﷺ- এর সাথে কথা বলছিল, আর আমি ঘরের এক কোণে ছিলাম। সে কি বলছিল আমি শুনতে পাচ্ছিলাম না। (কিন্তু মহান আল্লাহ সাত আসমানের উপর থেকে তার কথা শুনে নিয়ে কুরআন অবতীর্ণ করলেন। "অবশ্যই আল্লাহ শুনেছেন সেই নারীর কথা, যে তার স্বামীর বিষয়ে তোমার সাথে বাদানুবাদ করছে...।" *(আহমাদ, ইবনে মাজাহ ঃ ভূমিকা, বুখারীতেও বিনা সনদে সংক্ষিপ্তভাবে তাওহীদ অধ্যায়ে এ বর্ণনা রয়েছে)*

السمع শব্দটি শ্রবণশক্তি ও কান অর্থে ব্যবহার হয়। ওদিকে কান অর্থের জন্য আরবীতে শব্দ রয়েছে الأذن । মহান আল্লাহর জন্য এ শব্দ (আমাদের জানা মতে) কুরআন-হাদীসে কোথাও ব্যবহার হয়নি। মা আয়েশার ভাষায় ব্যবহার হয়েছে السمع শব্দ। এই জন্য মহান আল্লাহর ক্ষেত্রে 'কান' শব্দ ব্যবহার না করাটাই সঙ্গত মনে হয়।

মহান আল্লাহ কোথায় আছেন?

এ প্রশ্নের উত্তরে অনেকে বলেন,

۞ 'তিনি কোথায় আছেন কেউ জানে না।'

ইমাম আবু হানীফাহ বলেন, যে ব্যক্তি বলে যে, 'জানি না আমার প্রতিপালক আকাশে আছেন নাকি পৃথিবীতে' সে অবশ্যই কাফের হয়ে যায়। যেহেতু আল্লাহ বলেন, (اَلرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى)

অর্থাৎ, "দয়াময় আরশে আরোহণ করলেন।" আর তাঁর আরশ সপ্তাকাশের উপরে। আবার সে যদি বলে, 'তিনি আরশের উপরেই আছেন', কিন্তু বলে, 'জানি না যে, আরশ আকাশে আছে নাকি পৃথিবীতে'---তাহলেও সে কাফের। কারণ সে একথা অস্বীকার করে যে, তিনি আকাশে আছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁর আকাশে থাকার কথা অস্বীকার করে, সে অবশ্যই কাফের হয়ে যায়। যেহেতু আল্লাহ সকল সৃষ্টির উর্ধ্বে আছেন এবং উপর দিকে মুখ ক'রেই তাঁকে ডাকা হয় (দুআ করা হয়), নিচের দিকে মুখ ক'রে নয়।' *(শারহুল আক্বীদাতিত্ব ত্বাহাবিয়্যাহ ৩২২পৃঃ, আল-ফিক্বহুল আবসাত্ব ৪৬পৃঃ, ই'তিক্বাদু আইম্মাতিল আরবাআহ ১/৬)*

۞ কেউ বলেন, 'আল্লাহ সব জায়গায় আছেন।' যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَهُوَ اللّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ}

অর্থাৎ, আকাশ ও পৃথিবীর তিনিই আল্লাহ। *(সূরা আনআম ৩ আয়াত)*

অনেকে এর অনুবাদ করেছেন, 'সেই আল্লাহ আসমানসমূহ ও যমীনব্যাপী বিরাজিত রহিয়াছেন।' *(বাংলা আল্ কুরআনুল কারীম, কিষাণগঞ্জ ২০০পৃঃ)*

{وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ}

অর্থাৎ, পূর্ব ও পশ্চিম (সর্বদিক) আল্লাহরই। সুতরাং যে দিকেই মুখ ফেরাও, সে দিকই আল্লাহরই দিক (মুখমন্ডল)। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বদিক পরিবেষ্টনকারী, সর্বজ্ঞ। *(সূরা বাক্বারাহ ১১৫ আয়াত)*

কেউ কেউ এর অনুবাদ করেছেন, 'আর আল্লাহরই পূর্ব ও পশ্চিম। অতএব তুমি যেদিকেই মুখ ফেরাবে সেদিকেই রয়েছে আল্লাহর চেহারা। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বত্র বিস্তৃত সবজান্তা।' *(আলকুরআনুল হাকীম, হাফেয শায়খ আইনুল বারী ১৯পৃঃ)*

'পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক একক আল্লাহ। অতএব তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাইয়া লও সেদিকেই আল্লাহ বিরাজমান রহিয়াছেন। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিস্তারিত জ্ঞানাধিকারী।' *(বাংলা আল্ কুরআনুল কারীম, কিষাণগঞ্জ ২৭পৃঃ)*

'পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। অতএব, তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাও, সেদিকেই আল্লাহ বিরাজমান। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।' *(মাআরিফুল কুরআন, মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেব, সঊদী আরব ছাপা ৫৫পৃঃ)*

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا}

অর্থাৎ, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব আল্লাহরই এবং সব কিছুকে আল্লাহ পরিবেষ্টন ক'রে আছেন। *(সূরা নিসা ১২৬ আয়াত)*

{أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاء رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ} (٥٤) سورة فصلت

অর্থাৎ, জেনে রাখ, ওরা ওদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎকারে সন্দিহান। জেনে রাখ, সব কিছুকে আল্লাহ পরিবেষ্টন ক'রে রয়েছেন। *(সূরা হা-মীম সাজদাহ ৫৪ আয়াত)*

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন,

{أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (٧) سورة المجادلة

অর্থাৎ, তুমি কি অনুধাবন কর না যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, আল্লাহ তা জানেন। তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থজন হিসাবে তিনি থাকেন না এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যে ষষ্ঠজন হিসাবে তিনি থাকেন না; তারা এ অপেক্ষা কম হোক বা বেশী হোক এবং যেখানেই থাকুক না

কেন, আল্লাহ তাদের সঙ্গে থাকেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে কিয়ামতের দিন জানিয়ে দেবেন তারা যা করে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত। *(সূরা মুজাদিলাহ ৭ আয়াত)*

ডক্টর ওসমান গনী সাহেব বলেন, 'আল্লাহ যে অন্তর্যামী, অণু-পরমাণুতে অবস্থানরত, কোরআনের এই আয়াতটিও তার প্রমাণ করে। অচিন্তনীয় এই বিশ্বে তাঁর অবস্থানও অতি অচিন্তনীয়। *(কোরআন শরীফ ৪১৪পৃঃ)*

۞ অনেকে বলেন, 'আল্লাহ থাকেন মু'মিনের অন্তরে।'

ডক্টর ওসমান গনী সাহেব বলেন, 'আল্লাহ মানব-অন্তরে থাকেন, যে অন্তরে সুন্দর নির্বিবাদে প্রতিষ্ঠিত। যে অন্তর বিশ্বাস করে আল্লাহকে এবং অর্জন করে মানবীয় মহান গুণগুলোকে, সেই অন্তরই আল্লাহর বাসভূমি।' *(ঐ ৪২পৃঃ)*

তিনি আরো বলেন, '(আরশ মানে) সিংহাসন---আকাশ ও পৃথিবী জুড়ে অবস্থিত, যা বিশ্বাসীদের অন্তরে অবস্থিত---।' *(ঐ ১১৫পৃঃ)*

۞ অথচ সঠিক বিশ্বাস হল এই যে, মহান আল্লাহ আছেন উপরে, সকল সৃষ্টির উপরে, সাত আসমানের উপরে, আরশের উপরে। তাঁর জ্ঞান ও দৃষ্টি সর্বময়, সর্বব্যাপী, সর্ববিস্তৃত। তাঁর যিক্র থাকে মু'মিনের অন্তরে। আরশে থেকে তিনি তাঁর জ্ঞান ও সাহায্য দ্বারা বান্দার সাথে থাকেন।

যে আয়াতে মহান আল্লাহর বান্দার সাথে থাকার কথা বলা হয়েছে সেই আয়াতেই তাঁর আরশে থাকার কথা রয়েছে। তিনি বলেন,

{هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}

অর্থাৎ, তিনিই ছয় দিনে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনি জানেন যা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা কিছু তা হতে বের হয় এবং আকাশ হতে যা কিছু নামে ও আকাশে যা কিছু উত্থিত হয়। তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন। *(সূরা হাদীদ ৪ আয়াত)*

তিনি যে উপরে আছেন তার প্রমাণ নিম্নরূপ ঃ-

১। আল্লাহ তাআলা বলেন,

(إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ)

অর্থাৎ, তাঁর প্রতিই সৎবাক্য আরোহণ করে এবং সৎকর্মকে তিনি উত্থিত করেন। *(সূরা ফাত্বির ১০ আয়াত)*

২। তিনি আরো বলেন,

(ذِيْ الْمَعَارِجِ، تَعْرُجُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوْحُ إِلَيْهِ)

অর্থাৎ, ---যিনি সোপান-শ্রেণীর মালিক। ফিরিশ্তা এবং রূহ তাঁর প্রতি উর্ধ্বগামী হবে---। *(সূরা মাআরিজ ৩-৪ আয়াত)*

তাঁর প্রতি আরোহণ করা, উত্থিত ও উর্ধ্বগামী হওয়াই এ কথার দলীল যে, তিনি উর্ধ্বে আছেন।

৩। মহান আল্লাহ বলেন,

{أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ} (١٦) سورة الملك

অর্থাৎ, তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, আকাশে যিনি রয়েছেন, তিনি তোমাদেরকে সহ ভূমিকে ধসিয়ে দেবেন না? আর ওটা আকস্মিকভাবে কেঁপে উঠবে। *(সূরা মুলক ১৬ আয়াত)*

৪। তিনি অন্যত্র বলেন, (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى)

অর্থাৎ, তুমি তোমার সুউচ্চ প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা কর। *(সূরা আ'লা ১)*

৫। বুখারী (তাঁর সহীহ গ্রন্থে) কিতাবুত তাওহীদে আবুল আলিয়াহ ও মুজাহিদ হতে (নিম্নোক্ত) আয়াতের ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন ঃ-

(ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ) (অতঃপর তিনি আকাশের প্রতি আরোহণ করেন) 'অর্থাৎ উর্ধ্বে হন এবং উপরে উঠেন।'

৬। আল্লাহ তাআলা বলেন, (الرَّحْمنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى)

অর্থাৎ, দয়াময় আরশে আরোহণ করলেন। *(সূরা ত্বা-হা ৫ আয়াত)* এর অর্থও (তিনি আরশের) উর্ধ্বে আছেন এবং (তার উপরে) উঠেছেন; যেমন তফসীরে ত্বাবারীতে এ কথার উল্লেখ এসেছে। আর এইভাবে কুরআনের সাত জায়গায় বলা হয়েছে, তিনি আরশে আছেন। *(দেখুন ঃ সূরা আ'রাফ ৫৪, ইউনুস ৩, রা'দ ২, ত্বাহা ৫, ফুরক্বান ৫৯, সাজদাহ ৪, হাদীদ ৪ আয়াত)*

৭। বিদায়ী হজ্জে আরাফার দিনে আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁর ভাষণে বলেন, "শুনো!

আমি কি পৌঁছে দিলাম?” সকলে বলল, ‘হ্যাঁ।’ (অতঃপর) তিনি আকাশের দিকে অঙ্গুলী উত্তোলন ক’রে এবং সকলের প্রতি তা নত ক’রে বলেন, “হে আল্লাহ সাক্ষী থাকুন।” *(মুসলিম)*

৮। প্রিয় নবী ﷺ আরো বলেন, “আল্লাহ সৃষ্টি সৃজন করার পূর্বে (নিজের হাতে) একটি কিতাব লিখেছেন। (যাতে আছে) ‘আমার ক্রোধ অপেক্ষা আমার করুণা অগ্রগামী।’ সুতরাং তা তাঁর নিকট আরশের উপর রয়েছে।” *(বুখারী, মুসলিম, ইবনে মাজাহ)*

৯। “তোমরা আমাকে বিশ্বাস কর না কি? অথচ আমি তাঁর নিকট বিশ্বস্ত যিনি আকাশে আছেন। আমার নিকট সকাল ও সন্ধ্যায় আকাশের খবর আসে।” *(বুখারী ও মুসলিম)*

১০। “পৃথিবীতে যে আছে, তার প্রতি দয়া কর, তাহলে যিনি আকাশে আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।” *(আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, হাকেম, সহীহুল জামে’ ৩৫২২নং)*

১১। মুআবিয়া বিন হাকাম ؓ বলেন, আমার একটি ক্রীতদাসী ছিল, সে উহুদ ও জাওয়ানিয়ার দিকে আমার ভেড়া চরাতো। একদিন হিসাব নিয়ে দেখলাম একটি ভেড়া নেকড়ে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। আমি আদম সন্তানের একজন (মানুষ)। সকল মানুষের মত আমিও আফসোস করি। কিন্তু তার গালে আমি চড় মারলাম। অতঃপর আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট এসে তা জানালে তিনি বিষয়টিকে আমার জন্য খুবই বড় বলে প্রকাশ করলেন। আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমি কি তাকে স্বাধীন ক’রে দেব না?’ তিনি বললেন, “তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো।” আমি তাকে তাঁর কাছে নিয়ে এলে তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন, “আল্লাহ কোথায়?” সে বলল, ‘আকাশে।’ তিনি আবার বললেন, “আমি কে?” সে বলল, ‘আল্লাহর রসূল।’ তিনি বললেন, “তুমি ওকে স্বাধীন ক’রে দাও, ও একজন মু’মিন নারী।” *(মুসলিম ১২২৭নং)*

১২। ইমাম আওযায়ী বলেন, ‘বহু সংখ্যক তাবেঈন বর্তমান থাকা কালীন সময়েও আমরা বলতাম, “আল্লাহ জাল্লা যিকরুহু আরশের উপরে আছেন। তাঁর যে সমস্ত সিফাত (গুণাবলী)র বর্ণনা সুন্নাহতে (হাদীসে) এসেছে আমরা তাতে ঈমান (বিশ্বাস) রাখি।’ *(এটিকে বাইহাক্বী সহীহ সনদ দ্বারা বর্ণনা করেছেন, দেখুন ফতহুল বারী)*

১৩। ইমাম শাফেয়ী বলেন, ‘আল্লাহ তাআলা আকাশে আরশের উপর আছেন। যেভাবে ইচ্ছা তিনি সৃষ্টির নিকটবর্তী হন এবং আল্লাহ যেভাবে চান পৃথিবীর

আকাশের প্রতি অবতরণ করেন।’ *(এটিকে হাকারী ‘আকীদাতুশ শাফেয়ী’তে বর্ণনা করেছেন।)*

মহান আল্লাহ আরশে আরূঢ় আছেন। তবে এ প্রশ্ন তোলা বৈধ নয় যে, তা কিভাবে? যেহেতু আমরা মহান আল্লাহর সত্তা ও আরশের স্বরূপ জানি না। সুতরাং তাঁর সেই আরোহণের স্বরূপ ও কেমনত্ব কিভাবে জানা যাবে?

‘আল্লাহ কিভাবে আরশে সমারূঢ়?’ --এ বিষয়ে ইমাম মালেক (রঃ) জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেছিলেন, ‘আরোহণ করা বিদিত, এর কেমনত্ব অবিদিত, এর প্রতি ঈমান (বিশ্বাস) রাখা ওয়াজেব এবং এর কেমনত্ব প্রসঙ্গে প্রশ্ন তোলা বিদ্‌আত। আর এই (প্রশ্নকারী) বিদআতীকে (আমার মজলিস থেকে) বের ক’রে দাও।’

পক্ষান্তরে استوي ‘ইস্‌তাওয়া’ (আরোহণ করেছেন)এর তফসীর ও ব্যাখ্যা استولي ‘ইস্‌তাওলা’ (ক্ষমতাসীন বা আধিপত্য বিস্তার করেছেন) করা বৈধ নয়। কারণ এরূপ ব্যাখ্যা সলফ কর্তৃক বর্ণিত হয়নি। আর তাঁদের নীতি ও পথ অধিকতর নিরাপদ, নিখুঁত, জ্ঞানগর্ভ, বলিষ্ঠ ও প্রজ্ঞাময়।

মহান আল্লাহর আরশ-কুরসী

আরশ হল রাজার সিংহাসন। শরীয়তে আরশ বলা হয় সেই মহাসনকে, যার উপর মহান আল্লাহ সমারূঢ় আছেন। এই আরশ হল মহান আল্লাহর সবচেয়ে বড় সৃষ্টি। মহানবী ﷺ বলেন, “কুরসীর তুলনায় সাত আসমান হল ময়দানে পড়ে থাকা একটি বালার মত। আর আরশের তুলনায় কুরসী হল ঐরূপ বালার মত!” *(সিলসিলাহ সহীহাহ ১০৯নং)*

ইবনে আব্বাস ؓ বলেন, ‘কুরসী হল মহান আল্লাহর পা রাখার জায়গা।’ *(মুখতাসারুল উলু ১/৭৫)*

মহান আল্লাহ সেই কুরসীর বিশালতা সম্বন্ধে বলেন,

{وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ}

অর্থাৎ, তাঁর কুরসী আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী পরিব্যাপ্ত। আর সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। তিনি সুউচ্চ, মহামহিম। *(সূরা বাক্বারাহ ২৫৫ আয়াত)*

মহান আল্লাহর আরশের নিচে আছে সর্বোচ্চ জান্নাত ফিরদাউস। মহানবী ﷺ বলেন, “অবশ্যই জান্নাতে একশ’টি দর্জা (মর্যাদা) রয়েছে, যা আল্লাহ তাঁর পথে জিহাদকারীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন; দুটি দর্জার মধ্যবর্তী ব্যবধান আসমান ও

জমিনের মত। সুতরাং তোমরা (জান্নাত) চাইলে ফিরদাউস চেয়ো। কারণ তা হল জান্নাতের মধ্যভাগ ও জান্নাতের উপরিভাগ, আর তার উপরে রয়েছে রহমানের আরশ।” *(বুখারী ২৭৯০ নং)*

এই মহা আরশের পায়া ও প্রান্ত আছে। মহানবী ﷺ বলেন, “নবীদের মধ্যে একজকে অপরের উপর প্রাধান্য দিয়ো না। যেহেতু কিয়ামতের দিন মানুষ মূর্ছিত হয়ে পড়বে। অতঃপর আমি সর্বপ্রথম কবর থেকে উঠে দেখব মূসা আরশের পায়াসমূহের একটি পায়া (অন্য এক বর্ণনা মতে আরশের এক প্রান্ত) ধরে আছেন। অতএব জানি না যে, তিনি মূর্ছিত হয়েছিলেন অথবা (আল্লাহকে দেখতে চাওয়ার সময়) মূর্ছিত হওয়ার বিনিময়ে তিনি মূর্ছিত হননি।” *(বুখারী, মুসলিম)*

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (৭৫) سورة الزمر

অর্থাৎ, তুমি ফিরিশ্তাদেরকে দেখতে পাবে যে, ওরা আরশের চারিপাশ ঘিরে ওদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে। ন্যায়ের সঙ্গে সকলের বিচার করা হবে; আর বলা হবে, ‘সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর প্রাপ্য।’ *(সূরা যুমার ৭৫ আয়াত)*

{الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ} (৭) سورة غافر

অর্থাৎ, যারা আরশ ধারণ ক’রে আছে এবং যারা এর চারিপাশ ঘিরে আছে, তারা তাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা প্রশংসার সাথে ঘোষণা করে এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং বিশ্বাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ক’রে বলে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী; অতএব যারা তওবা করে ও তোমার পথ অবলম্বন করে, তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা কর। *(সূরা মু’মিন ৭ আয়াত)*

আরশ বহনকারী নির্দিষ্ট ফিরিশ্তা আছেন। *(সূরা মু’মিন ৭, হা-ক্কাহ ১৭ আয়াত)*

কিয়ামতে আরশের ছায়া হবে। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি ঋণ-

পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তিকে সময় দেবে, অথবা তার ঋণ মকুব ক’রে দেবে, সে ব্যক্তিকে আল্লাহ সেই দিন তাঁর আরশের ছায়া দান করবেন, যে দিন তাঁর সেই ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না।” *(আহমাদ, মুসলিম, তিরমিযী, সহীহুল জামে’ ৬১০৬, ৬১০৭ নং)*

সা’দ বিন মুআযের ইন্তিকালে মহান আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছিল। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৬১৯৭নং)*

উক্ত আলোচনার পর ৩টি বাংলা কুরআন-অনুবাদকের আরশ সম্বন্ধে ধারণা পড়ুন---

“আল্লাহ আরশে আরূঢ় আছেন” অর্থাৎ, কুদরতের সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া আছেন। *(তফসীর, মওলানা আকরাম খাঁ, সূরা আ’রাফ ৫৪, ইউনুস ৩, রা’দ ২, ত্বাহা ৫ আয়াত)*

‘আরশ’ শব্দের শাব্দিক অর্থ ছাদবিশিষ্ট কিছু। সৃষ্টির ব্যাপার-বিষয়াদির পরিচালন-কেন্দ্রকে আল্লাহর ‘আরশ’ বলা হয়। *(কোরআন শরীফ, মাওলানা মোবারক করীম জওহর ১০৭পৃঃ)*

(আরশ মানে) সিংহাসন---আকাশ ও পৃথিবী জুড়ে অবস্থিত, যা বিশ্বাসীদের অন্তরে অবস্থিত---! *(কোরআন শরীফ, ডক্টর ওসমান গনী ১১৫পৃঃ)*

যে আরশ মহান আল্লাহর সবচেয়ে বড় সৃষ্টি এবং সকল সৃষ্টির ঊর্ধ্বে, সেই আরশ কি না বিশ্বাসীদের অন্তরে থাকে! কবি নজরুলও বলে গেছেন,

‘আমার যখন পথ ফুরাবে, আসবে গহীন রাতি,
তখন তুমি হাত ধরো মোর, হয়ো পথের সাথী।......
আমার তিমির-অন্ধ চোখে দৃষ্টি দিও প্রিয় (খোদা),
বিরাজ করো বুকে আমার আরশ খানি পাতি’।’

- নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ৯ নং

এ একটি অসম্ভাব্য কল্পনা যে, মহান আল্লাহ অথবা তাঁর আরশ কোন মানুষের হৃদয়ে স্থান পাবে। তবে হ্যাঁ তাঁরা এ কথা বলে যদি বিশ্বাসীর হৃদয়ে তাঁর স্মরণ বুঝাতে চান, তাহলে সে কথা ভিন্ন। তবুও বলতে হবে, তাতে আছে বিভ্রান্তিকর অতিরঞ্জন।

প্রকাশ থাকে যে, মহান আল্লাহ আরশের মুখাপেক্ষী নন।

আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন

মহান আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। অবশ্য তাঁর এই সঙ্গ দুই শ্রেণীর; আম ও খাস।

আম সঙ্গ হল তাই, যা সকল সৃষ্টির জন্য ব্যাপক। আর তার অর্থ হল তিনি সমগ্র সৃষ্টিকে তাঁর জ্ঞান, শক্তি, প্রতাপ ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পরিবেষ্টন ক'রে আছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

{هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (٤) سورة الحديد

অর্থাৎ, তিনিই ছয় দিনে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনি জানেন যা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা কিছু তা হতে বের হয় এবং আকাশ হতে যা কিছু নামে ও আকাশে যা কিছু উত্থিত হয়। তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন। *(সূরা হাদীদ ৪ আয়াত)*

{أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (٧) سورة المجادلة

অর্থাৎ, তুমি কি অনুধাবন কর না যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, আল্লাহ তা জানেন। তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থজন হিসাবে তিনি থাকেন না এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যে ষষ্ঠজন হিসাবে তিনি থাকেন না; তারা এ অপেক্ষা কম হোক বা বেশী হোক এবং যেখানেই থাকুক না কেন, আল্লাহ তাদের সঙ্গে থাকেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে কিয়ামতের দিন জানিয়ে দেবেন তারা যা করে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত। *(সূরা মুজাদিলাহ ৭ আয়াত)*

দ্বিতীয় শ্রেণী হল খাস সঙ্গ। এই সঙ্গ মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দা রসূল ও তাঁর অনুসারিগণকে দান ক'রে থাকেন। আর এর অর্থ হল তিনি তাঁর সাহায্য ও

সহায়তার মাধ্যমে তাঁদের সঙ্গে থাকেন। মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ} (١٥٣)

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন। *(সূরা বাক্বারাহ ১৫৩ আয়াত)*

{وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ} (١٩٤) سورة البقرة

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ সাবধানীদের সাথী। *(ঐ ১৯৪ আয়াত)*

{إِنَّ اللّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ} (١٢٨) سورة النحل

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরই সঙ্গে থাকেন, যারা সংযম অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ। *(সূরা নাহল ১২৮ আয়াত)*

মহান আল্লাহ তাঁর নবী মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর সাথী সম্বন্ধে বলেন,

{إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُواْ السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}

অর্থাৎ, যদি তোমরা তাকে (রাসূলুল্লাহকে) সাহায্য না কর, তাহলে আল্লাহই (তাকে সাহায্য করবেন যেমন তিনি) তাকে সাহায্য করেছিলেন সেই সময়ে, যখন অবিশ্বাসীরা তাকে (মক্কা হতে) বহিষ্কার ক'রে দিয়েছিল, যখন সে ছিল দু'জনের মধ্যে একজন; যখন উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল। সে তখন স্বীয় সঙ্গী (আবু বাক্র)কে বলেছিল, 'তুমি বিষণ্ণ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন।' অতঃপর আল্লাহ তার প্রতি স্বীয় সান্ত্বনা অবতীর্ণ করলেন এবং এমন সেনাদল দ্বারা তাকে শক্তিশালী করলেন, যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি এবং তিনি অবিশ্বাসীদের বাক্য নীচু ক'রে দিলেন, আর আল্লাহর বাণীই সমুচ্চ রইলো। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। *(সূরা তাওবাহ ৪০ আয়াত)*

অনুরূপভাবে মহানবী ﷺ সফরে গেলে দুআ পড়তেন,

((اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِيْ السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِي الأَهْلِ)).

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমিই সফরের সাথী এবং পরিবারে প্রতিনিধিও তুমিই। *(মুসলিম)*

অতএব স্পষ্ট যে, তিনি সত্তা সহ বান্দার সাথী হন না। যেহেতু তিনি আছেন আরশের উপরে। এর উদাহরণ ঠিক চাঁদের মত। রাতে চললে চাঁদ আমাদের সাথে থাকে, অর্থাৎ, তার জ্যোৎস্না আমাদের সাথে থাকে, অথচ তা থাকে আকাশে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, 'মহান আল্লাহ সকলের সাথে আছেন' মানে 'তিনি সর্বময় বা সর্বস্থানে বিরাজমান' নয়।

মহান আল্লাহ আমাদের নিকটে

মহান আল্লাহ আছেন সৃষ্টিকুলের ঊর্ধ্বে।

মহান আল্লাহর সাত আসমানের নীচে যে কত সৃষ্টি রয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। ঐ সূর্য আমাদের পৃথিবী থেকে ১৩ লক্ষ গুণ বড় বলে অনুমান করা হয়। ঐ সূর্যের মত অথবা তার থেকেও বড় বড় কত দূরে দূরে কত কোটি কোটি গ্রহ-নক্ষত্র আছে তা একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহই জানেন।

"কোন কোন নক্ষত্র এত বড় যে, যার মধ্যে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র স্থান পেতে পারে এবং তারপরও সেখানে শূন্যস্থান পড়ে থাকবে। আবার কোন কোন নক্ষত্র এত বড় যে, আমাদের এই পৃথিবীর মত শত-কোটি পৃথিবী তার মধ্যে ঢুকে যাবে! এদের সংখ্যা-নির্ণয়ে বলা যেতে পারে---পৃথিবীর সকল সমুদ্রতীরে যত অগণিত ও অসংখ্য বালুরাশি আছে, নভমণ্ডলের নক্ষত্রগুলো সংখ্যায় তা অপেক্ষাও বেশি।......মহাশূন্যে এমন অনেক নক্ষত্র আছে, যা পৃথিবী হতে এত দূরে অবস্থিত যে, তাদের আলো আমাদের পৃথিবীতে পৌঁছতে এক কোটি বছর লাগে! অথচ আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে দু'লক্ষ মাইল।" *(কোরআন শরীফ, ডক্টর ওসমান গনী ৩-৪পৃঃ)*

আর এ সবের উপরে রয়েছে প্রথম আসমান। কারণ সকল গ্রহ-নক্ষত্র প্রথম আসমানের নীচে। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ } (٦) سورة الصافات

অর্থাৎ, আমি তোমাদের নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্ররাজি দ্বারা সুশোভিত করেছি। *(সূরা স্বাফ্ফাত ৬ আয়াত)*

{فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ } (١٢) سورة فصلت

অর্থাৎ, অতঃপর তিনি আকাশমন্ডলীকে দু'দিনে সপ্তাকাশে পরিণত করলেন এবং

প্রত্যেক আকাশের নিকট তার কর্তব্য ব্যক্ত করলেন। আর আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করলাম প্রদীপমালা দ্বারা এবং তাকে করলাম সুরক্ষিত। এ সব পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা। *(সূরা ফুস্‌স্বিলাত ১২ আয়াত)*

{وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ }

অর্থাৎ, আমি নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুশোভিত করেছি এবং ওগুলোকে করেছি শয়তানদের প্রতি ক্ষেপণাস্ত্র স্বরূপ এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি। *(সূরা মুল্‌ক ৫ আয়াত)*

এই সুন্দর সুশোভিত মহাশূন্যের উপরে প্রথম আসমান এবং তার ঊর্ধ্বে পরপর আরো ছয় আসমান। তার উপরে আছে কুরসী। সেই কুরসী এত বিশাল যে, তা ঐ সাত আসমানকে ঘিরে আছে। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ }

অর্থাৎ, তাঁর কুরসী আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী পরিব্যাপ্ত। আর সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। তিনি সুউচ্চ, মহামহিম। *(সূরা বাক্বারাহ ২৫৫ আয়াত)*

তাঁর উপরে মহান আল্লাহর মহাসন আরশ। তার উপর তিনি আছেন।

কিন্তু এত ঊর্ধ্বে থাকা সত্ত্বেও তিনি আমাদের অতি নিকটে। তাঁর এই নিকটবর্তিতা সম্পর্কে তিনি বলেন,

{وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ } (١٨٦) سورة البقرة

অর্থাৎ, আর আমার দাসগণ যখন আমার (অবস্থান) সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন তুমি বল, আমি তো কাছেই আছি। যখন কোন প্রার্থনাকারী আমাকে ডাকে, তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিই। অতএব তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমাতে বিশ্বাস স্থাপন করুক, যাতে তারা ঠিক পথে চলতে পারে। *(সূরা বাক্বারাহ ১৮৬)*

স্বালেহ ﷺ তাঁর স্বজাতি সামূদকে বলেছিলেন,

{يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ } (٦١) سورة هود

অর্থাৎ, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন (সত্য) উপাস্য নেই। তিনি তোমাদেরকে পৃথিবী (মাটি) হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে তাতে আবাদ করেছেন। অতএব তোমরা

(নিজেদের পাপের জন্য) তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর প্রত্যাবর্তন কর তাঁরই দিকে; নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক নিকটবর্তী, আহবানে সাড়াদানকারী।' *(সূরা হূদ ৬১ আয়াত)*

তিনি তাঁর নবী মুহাম্মাদ ﷺ-কে বলেন,

{قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ }

অর্থাৎ, বল, 'আমি বিভ্রান্ত হলে বিভ্রান্তির পরিণাম আমাকেই ভোগ করতে হবে। আর যদি আমি সৎপথে থাকি তবে তা এ জন্য যে, আমার প্রতি আমার প্রতিপালক অহী (প্রত্যাদেশ) প্রেরণ করেন। তিনি সর্বশ্রোতা, সন্নিকটবর্তী।' *(সূরা সাবা' ৫০ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেন, "শেষ রাতের গভীরে প্রতিপালক নিজ বান্দার সবচেয়ে বেশী নিকটবর্তী হন। সুতরাং তুমি যদি ঐ সময় আল্লাহর যিক্‌রকারীদের দলভুক্ত হতে সক্ষম হও, তাহলে তা হয়ে যাও।" *(তিরমিযী, নাসাঈ, হাকেম, ইবনে খুযাইমা, সহীহুল জামে' ১১৭৩নং)*

তিনি আরো বলেন, "সিজদাহ অবস্থায় বান্দা আপন প্রভুর সবচেয়ে অধিক নিকটতম হয়ে থাকে। সুতরাং ঐ অবস্থায় তোমরা বেশী-বেশী ক'রে দুআ কর।" *(মুসলিম ৪৮২নং, আবূ আওয়ানাহ, বাইহাক্বী)*

আবূ মূসা আশআরী ؓ বলেন, একদা আমরা নবী ﷺ-এর সাথে সফরে ছিলাম। আমরা যখন কোন উঁচু উপত্যকায় চড়তাম তখন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার' বলতাম। (এক সময়) আমাদের শব্দ উঁচু হয়ে গেল। নবী ﷺ তখন বললেন, "হে লোক সকল! তোমরা নিজেদের প্রতি নম্রতা প্রদর্শন কর। কেননা, তোমরা কোন বধির ও অনুপস্থিতকে ডাকছ না। তিনি তো তোমাদের সঙ্গেই রয়েছেন। তিনি সর্বশ্রোতা ও নিকটবর্তী।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

তিনি আরশে আছেন। তবুও তিনি নিকটবর্তী। যেহেতু তিনি আমাদের সাথে। তাঁর জ্ঞান ও দৃষ্টি সর্বত্রে। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা। তিনি তাঁর জ্ঞান ও দৃষ্টি দ্বারা সকল সৃষ্টিকে পরিবেষ্টন ক'রে আছেন।

তিনি সৃষ্টির সবকিছু জানেন। তাঁর জ্ঞান সকল সৃষ্টিকে পরিবেষ্টন ক'রে আছে, সারা সৃষ্টিতে পরিব্যাপ্ত আছে। কোন মানুষ একটি ঘর বানিয়ে যেরূপ সেই ঘরের ভিতরে ও বাইরের সকল কিছুর ব্যাপারে তার জ্ঞান পরিবেষ্টন ক'রে থাকে, সেইরূপ মহান আল্লাহর পরিবেষ্টন। তিনি সৃষ্টির বাইরে এবং সকল সৃষ্টির ঊর্ধ্বে।

মহান আল্লাহ নামাযীর সামনে

নামাযী যখন নামায পড়ে, মহান আল্লাহ তখন তার সামনে থাকেন। মহানবী ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায়, তখন সে তার প্রতিপালকের সাথে নিরালায় আলাপ করে। তার প্রতিপালক থাকেন তার ও তার কিবলার মাঝে। সুতরাং তোমাদের কেউ যেন তার সামনের দিকে অবশ্যই থুথু না ফেলে। বরং সে যেন তার বাম দিকে অথবা পায়ের নিচে থুথু ফেলে।" অতঃপর তিনি তাঁর চাদরের এক প্রান্ত ধরে তার উপর থুথু ফেললেন এবং পাশাপাশি কাপড় ধরে কচলে দিলেন, আর বললেন, "অথবা সে যেন এইরূপ করে।" *(বুখারী, মিশকাত ৭৪৬নং)*

যিনি সকল সৃষ্টির ঊর্ধ্বে আরশে আছেন, তিনি আবার নামাযীর সামনে কিভাবে হন? সে কথা তিনিই ভাল জানেন। তাঁর জন্য অসম্ভব কিছু নয়। সৃষ্টির জন্য তা অসম্ভব হতে পারে।

সূর্য যখন উদয় হতে লাগে, তখন তা আমার-আপনার সামনে হয়। অথচ তা আছে আকাশে বহু দূরে। অনুরূপ মহান আল্লাহর জন্যও আকাশের উপরে থেকে বান্দার সামনে হওয়া যুক্তি-অগ্রাহ্য নয়।

মহান আল্লাহর জ্ঞান

জ্ঞান হল প্রত্যেক বস্তুর প্রকৃতত্ব জানার নাম। মহান আল্লাহ সর্বজ্ঞ। তাঁর জ্ঞান সারা সৃষ্টিতে পরিব্যাপ্ত। তিনি বলেন,

{إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } (১১৫) سورة التوبة

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। *(সূরা তাওবাহ ১১৫ আয়াত)*

অনুরূপ কুরআন মাজীদের প্রায় ২০ জায়গায় বলা হয়েছে। এ হল তাঁর ব্যাপক জ্ঞানের দলীল।

তাঁর বিশেষ বিশেষ জ্ঞানবত্তা সম্পর্কে তিনি বলেন,

{وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ }

অর্থাৎ, তাঁরই নিকট অদৃশ্যের চাবি রয়েছে; তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা জানে

না। জলে-স্থলে যা কিছু আছে, তা তিনিই অবগত। তাঁর অজ্ঞাতসারে (বৃক্ষের) একটি পাতাও পড়ে না, মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোন শস্যকণা অথবা রসযুক্ত কিম্বা শুষ্ক এমন কোন বস্তু পড়ে না, যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই। *(সূরা আনআম ৫৯ আয়াত)*

{إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} (٣٤) سورة لقمان

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহর নিকটেই আছে কিয়ামত (সংঘটিত হওয়ার) জ্ঞান, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন জরায়ুতে যা আছে। কেউ জানে না আগামী কাল সে কি অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন্ দেশে তার মৃত্যু ঘটবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত। *(সূরা লুক্বমান ৩৪ আয়াত)*

{وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ} (٦) سورة هود

অর্থাৎ, আর ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী কোন এমন প্রাণী নেই যে, তার রুযী আল্লাহর দায়িত্বে নেই। আর তিনি প্রত্যেকের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থানক্ষেত্র সম্বন্ধে জ্ঞান রাখেন; সবই সুস্পষ্ট গ্রন্থে (লাওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ) রয়েছে। *(সূরা হূদ ৬ আয়াত)*

{وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} (٢٨٣) سورة البقرة

অর্থাৎ, তোমরা যা কর, আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত। *(সূরা বাক্বারাহ ২৮৩ আয়াত)*

মহান আল্লাহর ক্ষমতা

ক্ষমতা হল বিনা বাধা ও অক্ষমতায় কাজ করার যোগ্যতা। মহান আল্লাহর ক্ষমতা সর্ববিষয় ও বস্তুর উপর। তিনি কোন কিছু করতে অক্ষম নন। তিনি বলেন,

{إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (٢٠) سورة البقرة

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। *(সূরা বাক্বারাহ ২০ আয়াত)*

মহান আল্লাহর শক্তি

শক্তি হল বিনা বাধা ও দুর্বলতায় কাজ করার যোগ্যতা। মহান আল্লাহর শক্তিও সর্ববিষয় ও বস্তুর উপর। তিনি কোন কিছু করতে দুর্বল নন। তিনি সর্ববিষয়ে সবল

ও প্রবল। তিনি বলেন,

{إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ} (٥٨) سورة الذاريات

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ; তিনিই রুযী দাতা প্রবল, পরাক্রান্ত। *(সূরা যারিয়াত ৫৮ আয়াত)*

{مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ} (٧٤) سورة الحج

অর্থাৎ, তারা আল্লাহর যথোচিত মর্যাদা উপলব্ধি করে না; আল্লাহ নিশ্চয়ই চরম ক্ষমতাবান, মহাপরাক্রমশালী। *(সূরা হাজ্জ ৭৪ আয়াত)*

মহান আল্লাহর প্রজ্ঞা

যেখানে যে জিনিস রাখা দরকার, সেখানে নৈপুণ্যের সাথে তা রাখাই হল হিকমত ও প্রজ্ঞা। মহান আল্লাহর কোন কাজই হিকমত, প্রজ্ঞা ও যৌক্তিকতা থেকে খালি নয়। তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টির মাঝে হিকমত আছে, প্রত্যেকটি কাজের পশ্চাতে যুক্তি আছে এবং প্রত্যেকটি বিধানের মাঝে নিগূঢ় তাৎপর্য আছে।

তাঁর কোন কাজই লীলাখেলা নয়। কোন সৃষ্টিই বেকার নয়। বলা বাহুল্য, তাঁর হিকমত দুই প্রকার, বিধানগত ও সৃষ্টিগত হিকমত। তাঁর এক নাম 'আল-হাকীম'। *(এ নামের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)*

মহান আল্লাহর রুযীদান

মহান সৃষ্টিকর্তা মহা রুযীদাতাও। রুযী হল সৃষ্টির জীবিকা, যার দ্বারা জীবন ধারণ করা যায়। এ হল আম রুযী, যা তিনি সকলকে দিয়ে থাকেন। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا} (٦) سورة هود

অর্থাৎ, ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী কোন এমন প্রাণী নেই যে, তার রুযী আল্লাহর দায়িত্বে নেই। *(সূরা হূদ ৬ আয়াত)*

আর খাস রুযী তাঁর খাস বান্দাগণকে দিয়ে থাকেন। আর তা হল সেই রুযী যার দ্বারা তাদের হৃদয় জীবন ধারণ করতে পারে। যেমন হিদায়াতের আলো, ঈমান, ইল্‌ম ও নেক আমল।

মহান আল্লাহর চাওয়া

মহান আল্লাহ যা চান, তাই হয়। যা চেয়েছেন, তাই হয়েছে। যা চাইবেন, তাই হবে। তিনি না চাইলে কিছু হয় না ও হবে না। যা চাননি, তা হয়নি।

তাঁর (ইরাদা) চাওয়া দুই প্রকার ঃ কওনী (সৃষ্টিগত চাওয়া) ও শরয়ী (বিধানগত চাওয়া)।

তিনি কওনী চাওয়া দ্বারা কিছু চাইলে, তা ঘটতে বাধ্য; চাহে তা তাঁর প্রিয় হোক অথবা অপ্রিয়।

আর শরয়ী চাওয়া দ্বারা কিছু চাইলে, তা ঘটতে বাধ্য নয়; অবশ্য সেটা তাঁর প্রিয়।

যেমন তিনি বলেন,

{فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاء كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ }

অর্থাৎ, আল্লাহ কাউকে সৎপথে পরিচালিত করার ইচ্ছা করলে, তিনি তার হৃদয়কে ইসলামের জন্য প্রশস্ত ক'রে দেন এবং কাউকে বিপথগামী করার ইচ্ছা করলে, তিনি তাঁর হৃদয়কে অতিশয় সংকীর্ণ ক'রে দেন; তার কাছে ইসলাম অনুসরণ আকাশে আরোহণের মতই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। যারা বিশ্বাস করে না, আল্লাহ তাদের উপর এরূপে অপবিত্রতা (শয়তান অথবা আযাব) নির্ধারিত করেন। *(সূরা আনআম ১২৫ আয়াত)*

এ হল কওনী ইরাদা বা চাওয়া।

{وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيمًا }

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদের তওবা কবুল করতে চান। আর যারা প্রবৃত্তির অনুসারী তারা চায় যে, তোমরা ভীষণভাবে পথচ্যুত হও। *(সূরা নিসা ২৭ আয়াত)*

এ হল শরয়ী ইরাদা বা চাওয়া।

উদাহরণস্বরূপ শরয়ী ইরাদায় চেয়েছিলেন ফিরআউন ঈমান আনুক, কিন্তু কওনী ইরাদায় চাননি সে ঈমান আনুক; নচেৎ সে ঈমান আনত।

মহান আল্লাহর অপ্রিয় যত কিছু ঘটে তা তাঁর কওনী ইরাদা দ্বারা ঘটে। পক্ষান্তরে তাঁর প্রিয় সকল কিছু কওনী ও শরয়ী উভয় ইরাদা দ্বারা ঘটে। অবশ্য কওনী ইরাদায় চান না বলে শরয়ী ইরাদার অনেক কিছু ঘটে না।

মহান আল্লাহর ইচ্ছা

আল্লাহর মাশীআত বা ইচ্ছা আসলে তাঁর কওনী ইরাদার নামান্তর। যেমন তিনি বলেন,

{وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ } (١٣) سورة السجدة

অর্থাৎ, আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎপথে পরিচালিত করতাম। কিন্তু আমার এ কথা যথার্থ সত্য, আমি নিশ্চয়ই মানব ও দানব উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব। *(সূরা সাজদাহ ১৩ আয়াত)*

{وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ } (١٣٧) سورة الأنعام

অর্থাৎ, এরূপে তাদের দেবতাগণ বহু অংশীবাদীর দৃষ্টিতে সন্তান হত্যাকে শোভন করেছে; যাতে সে তাদের ধ্বংস সাধন করে এবং তাদের ধর্ম সম্বন্ধে তাদের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তারা এ করত না। সুতরাং তাদের মিথ্যা নিয়ে তাদেরকে থাকতে দাও। *(সূরা আনআম ১৩৭ আয়াত)*

আল্লাহর ইচ্ছা থাকলে সারা বিশ্বের মানুষ ঈমান আনত। আল্লাহ ইচ্ছা করলে কোন পাপ ঘটতে দিতেন না। আল্লাহর ইচ্ছা না থাকলে অন্য কারো ইচ্ছাতে ভাল-মন্দ কিছুই ঘটত না।

মহান আল্লাহর রহমত (দয়াশীলতা)

মহান আল্লাহ সৃষ্টির প্রতি করুণাময় ও দয়াশীল। এ গুণের কারণে তিনি সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহ করেন, প্রয়োজনীয় নিয়ামত দান করেন।

তাঁর এই রহমত দুই প্রকার; আম ও খাস।

আম রহমত সারা সৃষ্টির জন্য। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ} (١٥٦) سورة الأعراف

অর্থাৎ, আমার দয়া তা তো প্রত্যেক বস্তুতে পরিব্যাপ্ত। *(সূরা আ'রাফ ১৫৬ আয়াত)*

{الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ} (٧) سورة غافر

অর্থাৎ, যারা আরশ ধারণ ক'রে আছে এবং যারা এর চারিপাশ ঘিরে আছে, তারা তাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা প্রশংসার সাথে ঘোষণা করে এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং বিশ্বাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী; অতএব যারা তওবা করে ও তোমার পথ অবলম্বন করে, তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা কর। *(সূরা মু'মিন ৭ আয়াত)*

আর খাস রহমত কেবল তাঁর খাস বান্দাগণের জন্য। তিনি বলেন,

{هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا} (٤٣) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফিরিশ্তাগণও তোমাদের জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে; যাতে তিনি অন্ধকার হতে তোমাদেরকে আলোকে আনয়ন করেন। আর তিনি বিশ্বাসীদের প্রতি পরম দয়ালু। *(সূরা আহযাব ৪৩ আয়াত)*

সুতরাং রহমতের অর্থ সরাসরি ইহসান করা বৈধ নয়। বরং তিনি 'আর-রাহমানুর রাহীম' ও 'আরহামুর রা-হিমীন'। তাঁর দয়া না হলে কি কেউ বাঁচতে পারত?

সলফগণ আল্লাহর দয়াশীলতায় বিশ্বাস করেন। কিন্তু খলফগণ বলে, 'না, না। দয়া তো হৃদয়ের এক শ্রেণীর দুর্বলতা এবং দয়াযোগ্য মানুষের প্রতি এক প্রকার ব্যথার অনুভূতি। আর তা তো আল্লাহর জন্য বৈধ নয়!'

আসলে এরা মহান সৃষ্টিকর্তাকেও সৃষ্টির মত মনে করে। তাই তাদের কুরআন-হাদীসের স্পষ্ট উক্তির ঐ অপব্যাখ্যা।

মহান আল্লাহর ক্ষমাশীলতা

মাগফিরাত বা ক্ষমাশীলতা মহান আল্লাহর একটি গুণ। তিনি বান্দার পাপ গোপন করেন এবং তা মাফ ক'রে দেন। তিনি 'আল-গাফূরুল গাফ্ফার'। মহান আল্লাহ বলেন,

{الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى} (٣٢) سورة النجم

অর্থাৎ, যারা ছোট-খাট অপরাধ ছাড়া গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্য হতে বিরত থাকে। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক অপরিসীম ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত, যখন তিনি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছিলেন এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে অবস্থান কর। অতএব তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না। তিনিই সম্যক জানেন আল্লাহভীরু কে। *(সূরা নাজ্ম ৩২ আয়াত)*

{وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ} (٥٦) سورة المدثر

অর্থাৎ, আর আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেউ উপদেশ গ্রহণ করবে না। একমাত্র তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং তিনিই ক্ষমা করার অধিকারী। *(সূরা মুদ্দাস্সির ৫৬ আয়াত)*

মহান আল্লাহর ভালবাসা

ভালবাসা তাঁর একটি কর্মগত গুণ। তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাগণকে ভালবাসেন। তিনি বলেন,

{قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (٣١) سورة آل عمران

অর্থাৎ, বল, 'তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর। ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' *(সূরা আলে ইমরান ৩১ আয়াত)*

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} (٥٤) سورة المائدة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ ধর্ম হতে ফিরে গেলে আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় আনয়ন করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন ও যারা তাঁকে

ভালবাসবে, তারা হবে বিশ্বাসীদের প্রতি কোমল ও অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দায় ভয় করবে না, এ আল্লাহর অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়। *(সূরা মাইদাহ ৫৪ আয়াত)*

তাঁর রয়েছে খাঁটি ভালবাসা। তিনি বলেন,

{وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ} (١٤) سورة البروج

অর্থাৎ, তিনিই ক্ষমাশীল, প্রেমময়। *(সূরা বুরূজ ১৪ আয়াত)*

বলা বাহুল্য, তাঁর ভালবাসার অর্থ পুরস্কার, অনুগ্রহ অথবা সওয়াব করা বৈধ নয়। যেমন অনেকে বলে থাকে, 'না না, ভালবাসা তো হৃদয়ের জিনিস। আল্লাহর কি হৃদয় আছে নাকি? আল্লাহ কি মানুষের মত নাকি? ভালবাসা তো এক প্রকার দুর্বলতা। ভালবাসায় তো মন বাঁধা যায়? সেটা কি আল্লাহর জন্য সম্ভব?'

আসলে ওদের মুশকিলটাই হল এখানে; ওরা মানুষের মত কোন গুণের কথা শুনলে আল্লাহকেও মানুষের মত খেয়াল ক'রে প্রত্যেক গুণকে অস্বীকার করে। আর নিঃসন্দেহে তারা আহলে সুন্নাহ থেকে খারিজ।

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি

প্রিয় বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া তাঁর একটি কর্মগত গুণ। যার ফলে মহান আল্লাহ প্রিয় বান্দাকে ভালবাসেন, তার প্রতি খুশি হন এবং তাকে পুরস্কৃত করেন। তিনি বলেন,

{وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} (١٠٠) سورة التوبة

অর্থাৎ, যেসব মুহাজির ও আনসার (ঈমান আনয়নে) অগ্রবর্তী এবং প্রথম, আর যেসব লোক সরল অন্তরে তাদের অনুগামী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁতে সন্তুষ্ট। তিনি তাদের জন্য এমন উদ্যানসমূহ প্রস্তুত ক'রে রেখেছেন, যার তলদেশে নদীমালা প্রবাহিত; যার মধ্যে তারা চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে, এ হল বিরাট সফলতা। *(সূরা তাওবাহ ১০০ আয়াত)*

মহান আল্লাহর রাগ ও ক্রোধ

অসন্তোষ, রাগ, রোষ বা ক্রোধ মহান আল্লাহর একটি কর্মগত গুণ। যার ফলে তিনি ক্রোধভাজন ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন এবং তার নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। তিনি বলেন,

{وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} (٩٣) سورة النساء

অর্থাৎ, যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন বিশ্বাসীকে হত্যা করবে, তার শাস্তি জাহান্নাম। সেখানে সে চিরকাল থাকবে এবং আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে অভিসম্পাত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত ক'রে রাখবেন। *(সূরা নিসা ৯৩ আয়াত)*

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ} (١٣) سورة الممتحنة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! আল্লাহ যে সম্প্রদায়ের প্রতি ক্রোধান্বিত, তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করো না, তারা তো পরকাল সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েছে; যেমন হতাশ হয়েছে অবিশ্বাসীরা কবরবাসীদের বিষয়ে। *(সূরা মুমতাহিনাহ ১৩ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ} (٢٨)

অর্থাৎ, এটা এ জন্য যে, যা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে, তারা তার অনুসরণ করে এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করে, সুতরাং তিনি তাদের কর্ম নিষ্ফল ক'রে দেন। *(সূরা মুহাম্মাদ ২৮ আয়াত)*

{تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ} (٨٠) سورة المائدة

অর্থাৎ, তাদের অনেককে তুমি অবিশ্বাসীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবে। তাদের কৃতকর্ম কত নিকৃষ্ট, যে কারণে আল্লাহ তাদের উপর রাগান্বিত হয়েছেন! আর তারা চিরকাল শাস্তিভোগ করবে। *(সূরা মাইদাহ ৮০ আয়াত)*

{فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ} (٥٥) سورة الزخرف

অর্থাৎ, যখন ওরা আমাকে ক্রোধান্বিত করল, আমি ওদের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করলাম এবং ওদের সকলকে ডুবিয়ে মারলাম। *(সূরা যুখরুফ ৫৫ আয়াত)*

মহান আল্লাহর কষ্ট পাওয়া

মহান আল্লাহ কষ্ট পান। হতভাগা আদম-সন্তান তাঁকে কষ্ট দেয়। হাদীসে কুদসীতে তিনি নিজে বলেছেন, “আদম-সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়; বলে, ‘হায়রে দুর্ভাগা যুগ!’ সুতরাং তোমাদের কেউ যেন অবশ্যই না বলে, ‘হায়রে দুর্ভাগা যুগ!’ কারণ, আমিই তো যুগ (যুগের আবর্তনকারী)। তার রাত ও দিনকে আমিই আবর্তন ক’রে থাকি। অতঃপর আমি যখন চাইব, তখন উভয়কে নিশ্চল ক’রে দেব।”

অন্য এক বর্ণনায় আছে, (আল্লাহ বলেন,) “আদম-সন্তান আমাকে কষ্ট দিয়ে থাকে; সে কাল-কে গালি দেয়। অথচ আমিই তো কাল (বিবর্তনকারী)। আমিই দিবা-রাত্রিকে আবর্তন ক’রে থাকি।” *(মুসলিম ২২৪৬, প্রমুখ)*

সুতরাং তা কিভাবে সম্ভব, সে প্রশ্ন আমাদের মনে আসা উচিত নয়।

মহান আল্লাহর অপছন্দনীয়তা

যে কাজের জন্য ঘৃণার উদ্রেক হয়, মহান আল্লাহ সেই কাজকে ঘৃণা ও অপছন্দ করেন। তিনি বলেন,

{وَلَوْ أَرَادُواْ الْخُرُوجَ لأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُواْ مَعَ الْقَاعِدِينَ} (٤٦) سورة التوبة

অর্থাৎ, যদি তারা (যুদ্ধে) বের হওয়ার ইচ্ছা করত, তাহলে এর কিছু সরঞ্জাম তো প্রস্তুত করত, কিন্তু আল্লাহ তাদের যাত্রাকে অপছন্দ করেছেন, এ জন্য তাদেরকে বিরত রাখলেন এবং বলে দেওয়া হলো, তোমরাও বসে থাকা (অক্ষম) লোকদের সাথে বসে থাকো। *(সূরা তাওবাহ ৪৬ আয়াত)*

{هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا} (٣٩) سورة فاطر

অর্থাৎ, তিনিই পৃথিবীতে তোমাদেরকে প্রতিনিধি করেছেন। সুতরাং কেউ অবিশ্বাস করলে তার অবিশ্বাসের জন্য সে নিজেই দায়ী হবে। অবিশ্বাসীদের অবিশ্বাস কেবল ওদের প্রতিপালকের ঘৃণা (বা ক্রোধ)ই বৃদ্ধি করে এবং ওদের অবিশ্বাস ওদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। *(সূরা ফাত্বির ৩৯ আয়াত)*

{كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ} (٣) سورة الصف

অর্থাৎ, তোমরা যা কর না, তোমাদের তা বলা আল্লাহর নিকট অতিশয় ঘৃণিত। *(সূরা স্বাফ ৩ আয়াত)*

বলাই বাহুল্য যে, তাঁর অসন্তোষ, রাগ ও ঘৃণা প্রভৃতিকে শাস্তি ইত্যাদি বলে অপব্যাখ্যা করা বৈধ নয়।

মহান আল্লাহর খুশী

খুশীর কাজ দেখে মহান আল্লাহ খুশী হন। মহানবী ﷺ বলেন, “নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দার তওবায় যখন সে তওবা করে তোমাদের সেই ব্যক্তির চেয়ে বেশী খুশী হন, যে তার বাহনের উপর চড়ে কোন মরুভূমি বা জনহীন প্রান্তর অতিক্রমকালে বাহনটি তার নিকট থেকে পালিয়ে যায়। আর খাদ্য ও পানীয় সব ওর পিঠের উপর থাকে। অতঃপর বহু খোঁজাখুঁজির পর নিরাশ হয়ে সে একটি গাছের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়ে। ইতি মধ্যে বাহনটি হঠাৎ তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে যায়। সে তার লাগাম ধরে খুশীর চোটে বলে ওঠে, ‘হে আল্লাহ! তুমি আমার দাস, আর আমি তোমার প্রভু!’ সীমাহীন খুশীর কারণে সে ভুল ক’রে ফেলে।” *(বুখারী, মুসলিম)*

তাঁর খুশী কোন সৃষ্টির খুশীর মত নয়। সুতরাং তা তাঁর জন্য কোন ত্রুটিও নয়।

মহান আল্লাহর হাসি

হাসির কাজ দেখে মহান আল্লাহ হাসেন। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “আল্লাহ সুবহানাহু অতাআলা ঐ দু’টি লোককে দেখে হাসেন, যাদের মধ্যে একজন অপরজনকে হত্যা করে এবং দু’জনই জান্নাতে প্রবেশ করবে। নিহত ব্যক্তিকে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা অবস্থায় (কোন কাফের কর্তৃক) হত্যা ক’রে দেওয়া হয়। পরে আল্লাহ তাআলা হত্যাকারী কাফেরকে তওবা করার তাওফীক প্রদান করেন। ফলে সে ইসলাম গ্রহণ ক’রে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে যায়। *(বুখারী-মুসলিম)*

ইবনে মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সর্বশেষে যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে বের হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে তার সম্পর্কে অবশ্যই আমার জানা আছে। এক ব্যক্তি হামাগুড়ি দিয়ে (বা বুকে ভর দিয়ে) চলে জাহান্নাম থেকে বের হবে। তখন আল্লাহ আয্‌যা অজাল্ল্‌ বলবেন, 'যাও জান্নাতে প্রবেশ কর।' তখন সে জান্নাতের কাছে এলে তার ধারণা হবে যে, জান্নাত পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। ফলে সে ফিরে এসে বলবে, 'হে প্রভু! জান্নাত তো পরিপূর্ণ দেখলাম।' আল্লাহ আয্‌যা অজাল্ল্‌ বলবেন, 'যাও, জান্নাতে প্রবেশ কর।' তখন সে জান্নাতের কাছে এলে তার ধারণা হবে যে, জান্নাত তো ভরে গেছে। তাই সে আবার ফিরে এসে বলবে, 'হে প্রভু! জান্নাত তো ভরতি দেখলাম।' তখন আল্লাহ আয্‌যা অজাল্ল্‌ বলবেন, 'যাও জান্নাতে প্রবেশ কর। তোমার জন্য থাকল পৃথিবীর সমতুল্য এবং তার দশগুণ (পরিমাণ বিশাল জান্নাত)! অথবা তোমার জন্য পৃথিবীর দশগুণ (পরিমাণ বিশাল জান্নাত রইল)!' তখন সে বলবে, 'হে প্রভু! তুমি কি আমার সাথে ঠাট্টা করছ? অথবা আমার সাথে হাসি-মজাক করছ অথচ তুমি বাদশাহ (হাসি-মজাক তোমাকে শোভা দেয় না)।' ইবনে মাসঊদ ﷺ বলেন, তখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এমনভাবে হাসতে দেখলাম যে, তাঁর চোয়ালের দাঁতগুলি প্রকাশিত হয়ে গেল। (আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি হাসলেন কেন হে আল্লাহর রসূল?' তিনি বললেন, "রব্বুল আলামীনের হাসির কারণে। অতঃপর তিনি বলবেন, 'আমি তোমার সাথে হাসি-মজাক করিনি। বরং আমি যা ইচ্ছা তাই করতে সক্ষম।' তিনি বললেন, "এ হল সর্বনিম্ন মানের জান্নাতী।" *(বুখারী-মুসলিম)*

কিন্তু তাঁর হাসি কোন সৃষ্টির হাসির মত নয়। সে হাসির কোন উপমা নেই, সাদৃশ্য নেই।

'আল্লাহ হাসেন?' এ প্রশ্ন অনেকের মনেই আসতে পারে? হাদীসে এসেছে,

((ضَحِكَ رَبُّنَا مِنْ قُنُوطِ عَبْدِهِ وَقُرْبِ غَيْرِهِ)). قَالَ أبو رَزِيـــنٍ: يَـــا رَسُـــولَ اللّـــهِ أَوَيَضْحَكُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: ((نَعَمْ)). قَالَ: لَنْ نَعْدَمَ مِنْ رَبٍّ يَضْحَكُ خَيْرًا.

একদা নবী ﷺ বললেন, "আমাদের প্রতিপালক নিজ বান্দার নিকটে তাঁর (মন্দ) অবস্থার পরিবর্তন করবেন তা সত্ত্বেও তার নিরাশ হওয়ার ব্যাপারে হাসেন।" আবূ রাযীন বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! মহান প্রতিপালকও কি হাসেন?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ--!" আবূ রাযীন বললেন, 'সেই প্রতিপালকের নিকট কল্যাণ অবর্তমান কক্ষনই পাব না, যিনি হাসেন।' *(ইবনে মাজাহ প্রমুখ, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৮১০নং)*

সুতরাং এর পরেও কি কোন অপব্যাখ্যার পথ খোলা থাকে যে, তিনি হাসেন মানে তাঁর ফিরিশ্‌তা হাসেন অথবা এর মানে তিনি খুশী হন অথবা তিনি অপরকে হাসান অথবা তিনি তাঁর রহমত বিতরণ করেন? আসলে এই শ্রেণীর অপব্যাখ্যা তারাই করে, যারা মনে করে যে, তাঁর হাসি তাদের হাসির মত। অথচ মোটেই তা নয়।

ওরা বলে, 'আল্লাহর আবার হাসি? এটা তো মানুষের।'

হ্যাঁ, মানুষের হাসি মনের আনন্দে। কিন্তু আল্লাহর হাসি তো আর মানুষের মত নয়। যদি আল্লাহর সত্তা সম্বন্ধে আমাদের পূর্ণ ধারণা না থাকে, তাহলে তার হাসি সম্বন্ধে ধারণা জন্মাবে কিভাবে? আর তা মানুষের হাসির সাথে তুলিত ক'রে হাদীসের স্পষ্ট উক্তিকে রদ করা যায় কিভাবে?

মহান আল্লাহর আশ্চর্যবোধ

আলী ﷺ সওয়ারীর উপর সওয়ার হয়ে নির্দিষ্ট দুআ পড়ার পর হাসলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি হাসলেন কেন?' তিনি বললেন, আমি নবী ﷺ-কে দেখলাম, তিনি তাই করলেন, যা আমি করলাম। অতঃপর তিনি হাসলেন। আমি প্রশ্ন করলাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি হাসলেন কেন?' তিনি বললেন, "তোমার মহান প্রতিপালক তাঁর সেই বান্দার প্রতি আশ্চর্যান্বিত হন, যখন সে বলে, 'ইগফিরলী যুনূবী' (অর্থাৎ, আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা ক'রে দাও।) সে জানে যে, আমি (আল্লাহ) ছাড়া পাপরাশি আর কেউ মাফ করতে পারে না।" *(আবূ দাউদ, তিরমিযী)*

মহানবী ﷺ বলেন, "তোমার প্রতিপালক বিস্মিত হন পর্বত চূড়ায় সেই ছাগলের রাখালকে দেখে যে নামাযের জন্য আযান দিয়ে (সেখানেই) নামায আদায় করে; আল্লাহ আযযা অজাল্ল্‌ বলেন, "তোমরা আমার এই বান্দাকে লক্ষ্য কর, (এমন জায়গাতেও) আযান দিয়ে নামায কায়েম করছে! সে আমাকে ভয় করে। আমি তাকে ক্ষমা ক'রে দিলাম এবং জান্নাতে প্রবেশ করালাম।" *(আবূ দাঊদ, নাসাঈ, সহীহ তারগীব ২৩৯ নং)*

তিনি কোন কাজ ভাল দেখে ও ভালবেসে বিস্মিত হন। যেমন মহানবী ﷺ বলেন,

"আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তির প্রতি বিস্মিত হন, যাকে শিকলে বেঁধে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করানো হবে।" *(সিলসিলাহ সহীহাহ ২৮৭৪নং)*

"আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তির প্রতি বিস্মিত হন, যে নিজের বিছানা, লেপ ও স্ত্রী ছেড়ে উঠে নামায পড়ে।" *(সিলসিলাহ সহীহাহ ৮/৩৪)*

"আল্লাহ তাআলা সেই যুবকের প্রতি বিস্মিত হন, যার যৌবনে কোন কুপ্রবৃত্তি ও ভ্রষ্টতা নেই।" *(সিলসিলাহ সহীহাহ ২৮৪৩নং)*

পক্ষান্তরে কোন কাজ খারাপ দেখে ঘৃণা ক'রেও বিস্মিত হন। যেমন তিনি বলেন,

{بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ} (١٢) سورة الصافات

অর্থাৎ, তুমি তো বিস্ময়বোধ করছ, আর ওরা করছে বিদ্রূপ। *(সূরা স্বাফ্ফাত ১২ আয়াত)*

অন্য এক ক্বিরাআতের মতে, আমি তো বিস্ময়বোধ করছি, আর ওরা করছে বিদ্রূপ। *(সূরা স্বাফ্ফাত ১২ আয়াত)*

{كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} (٢٨) سورة البقرة

অর্থাৎ, তোমরা কি আল্লাহকে অস্বীকার কর? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, তিনি তোমাদেরকে প্রাণ দান করেছেন, আবার তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন এবং পুনরায় তোমাদেরকে জীবন্ত করবেন, পরিণামে তোমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে! *(সূরা বাক্বারাহ ২৮ আয়াত)*

{وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ} (١٠١) سورة آل عمران

অর্থাৎ, কিরূপে তোমরা কাফের হয়ে যাবে? অথচ আল্লাহর আয়াত তোমাদের নিকট পাঠ করা হয় এবং তোমাদের মধ্যেই তাঁর রসূলও বিদ্যমান রয়েছে! আর যে আল্লাহকে অবলম্বন করবে, সে অবশ্যই সরল পথ পাবে। *(সূরা আলে ইমরান ১০১ আয়াত)*

{وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا}

অর্থাৎ, কিরূপে তোমরা তা (মোহর) গ্রহণ করবে, যখন তোমরা পরস্পর সহবাস করেছ এবং তারা তোমাদের নিকট থেকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি নিয়েছে?! *(সূরা নিসা ২১ আয়াত)*

কোন বিষয়ের কারণ গুপ্ত অথবা রহস্যাবৃত থাকার কারণে যে বিস্ময় হয়, মহান আল্লাহ তা থেকে পবিত্র। কেন না, তাঁর নিকট গুপ্ত কিছুই নেই। কোন বিষয় তার প্রকৃতি ও স্বাভাবিকতার বাইরে গেলে যে আশ্চর্য হয়, তাই আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত।

মহান আল্লাহর শোনা

মহান আল্লাহ সকল শব্দ শোনেন। শোনা তাঁর সত্তাগত গুণ। তিনি বলেন,

{وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} (١٣٧) سورة البقرة

অর্থাৎ, তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ। *(সূরা বাক্বারাহ ১৩৭ আয়াত, অনুরূপ কুরআনে প্রায় কুড়ি জায়গায় এ কথা রয়েছে।)*

অবশ্য তাঁর শোনা দুই প্রকার।

প্রথম প্রকারের অর্থ কবুল করা, মঞ্জুর করা। যেমন তিনি ইব্রাহীম ﷺ-এর উক্তি উদ্ধৃত ক'রে বলেন,

{إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء} (٣٩) سورة إبراهيم

অর্থাৎ, আমার প্রতিপালক অবশ্যই দুআ শ্রবণকারী। *(সূরা ইব্রাহীম ৩৯ আয়াত)*

দ্বিতীয় প্রকারের অর্থ শুনতে পাওয়া। যেমন তিনি বলেন,

{قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ} (١) سورة المجادلة

অর্থাৎ, (হে রসূল!) অবশ্যই আল্লাহ শুনেছেন সেই নারীর কথা, যে তার স্বামীর বিষয়ে তোমার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করছে। আল্লাহ তোমাদের কথোপকথন শুনেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। *(সূরা মুজাদালাহ ১ আয়াত)*

অবশ্য এই শোনার অর্থ কখনও সাহায্যের অর্থে আসে। যেমন তিনি মূসা ও হারূণ (আলাইহিমাস সালাম)কে বলেছিলেন,

{لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى} (٤٦) سورة طـه

অর্থাৎ, তোমরা ভয় করো না, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি; আমি শুনি ও দেখি। *(সূরা ত্বাহা ৪৬ আয়াত)*

কখনও ধমকের অর্থে আসে। যেমন তিনি বলেছেন,

{لَّقَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاء سَنَكْتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ الأَنبِيَاء بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ} (١٨١) سورة آل عمران

অর্থাৎ, আল্লাহ অবশ্যই তাদের কথা শুনেছেন যারা বলে, আল্লাহ অভাবগ্রস্ত ও আমরা অভাবমুক্ত। তারা যা বলেছে তা এবং নবীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করার বিষয় আমি লিখে রাখব এবং বলব, তোমরা দহন যন্ত্রণা ভোগ কর। *(সূরা আলে ইমরান ১৮১ আয়াত)*

{أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ }

অর্থাৎ, ওরা কি মনে করে যে, আমি ওদের গোপন বিষয় ও গোপন পরামর্শের খবর রাখি না? অবশ্যই (রাখি)। আমার দূতগণ তো ওদের কাছে থেকে সব লিপিবদ্ধ করে। *(সূরা যুখরুফ ৮০ আয়াত)*

মহান আল্লাহর দেখা

মহান আল্লাহ সবকিছু দেখেন। এটি তাঁর একটি সাত্ত্বিক গুণ।

এ দেখার অর্থ দু'রকম হতে পারে। প্রথম ঃ দেখতে পাওয়া। যেমন তিনি মূসা ও হারূন (আলাইহিমাস সালাম)কে বলেছিলেন,

{لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى } (٤٦) سورة طـــه

অর্থাৎ, তোমরা ভয় করো না, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি; আমি শুনি ও দেখি। *(সূরা ত্বাহা ৪৬ আয়াত)*

এ দেখা সাহায্য করার অর্থে। যেমন কখনও দেখা ধমকের অর্থেও হতে পারে। যেমন তিনি বলেন,

{أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى } (١٤) سورة العلق

অর্থাৎ, সে কি জানে না যে, আল্লাহ দেখেন? *(সূরা আলাক্ব ১৪ আয়াত)*

{إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ } (٢٠) سورة غافر

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। *(সূরা মু'মিন ২০ আয়াত)*

দ্বিতীয় ঃ জানা। যেমন তিনি বলেন,

{إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا } (٦) {وَنَرَاهُ قَرِيبًا } (٧) سورة المعارج

অর্থাৎ, নিশ্চয় তারা এ (শাস্তি)কে সুদূর মনে করছে। কিন্তু আমি এটাকে আসন্ন দেখছি। *(সূরা মাআরিজ ৬-৭ আয়াত)*

মহান আল্লাহর আসা

মহান আল্লাহর আসার কথা কুরআন মাজীদেই সাব্যস্ত। তিনি আসেন, যেমন তাঁর সত্তার সাথে শোভনীয়। কোন সৃষ্টির আসার মত তাঁর আসা নয়। সে আসার কোন উদাহরণও নেই। তিনি বলেন,

{هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلآئِكَةُ وَقُضِيَ الأَمْرُ وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ } (٢١٠) سورة البقرة

অর্থাৎ, তারা কেবল এ প্রতীক্ষায় আছে যে, আল্লাহ মেঘের ছায়ায় ফিরিশ্তাগণসহ তাদের কাছে উপস্থিত হবেন, অতঃপর সব কিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে। আর সব বিষয় আল্লাহরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হয়ে থাকে। *(সূরা বাক্বারাহ ২১০ আয়াত)*

{وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا } (٢٢) سورة الفجر

অর্থাৎ, যখন তোমার প্রতিপালক আগমন করবেন আর সারিবদ্ধভাবে ফিরিশ্তাগণও (সমুপস্থিত হবে)। *(সূরা ফাজ্র ২২ আয়াত)*

কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহর আসার কথা হাদীসেও প্রসিদ্ধ।

বলা বাহুল্য, তাঁর আসার ব্যাখ্যা 'তাঁর নির্দেশ আসা' করা বৈধ নয়। যেহেতু তা স্পষ্ট অর্থের পরিপন্থী ও সলফদের আকীদার বিরোধী।

যেমন এ প্রশ্নও বৈধ নয় যে, তিনি আরশ-সহ আসবেন, নাকি আরশ ছেড়ে আসবেন? যেহেতু সে আসার প্রকৃতত্ব কেবল তিনিই জানেন।

মহান আল্লাহর দৌড়ে আসা

অনুরূপভাবে তাঁর ছুটে আসার কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আমরা তার কোন অপব্যাখ্যা না ক'রে আসল অর্থেই ব্যবহার করব। তবে এ বিশ্বাস রাখব যে, তাঁর সে দৌড়ে আসা কোন সৃষ্টির মত নয় এবং সে আসার কোন উপমাও নেই। তাঁর সত্তার মতই তাঁর সকল গুণকে গায়বীভাবেই বিশ্বাস করতে হবে।

মহানবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ বলেন, যে ব্যক্তি একটি নেকী করবে তার জন্য দশ গুণ নেকী রয়েছে অথবা ততোধিক বেশী। আর যে ব্যক্তি একটি পাপ করবে তার বিনিময় (সে) ততটাই (পাবে; তার বেশী নয়) অথবা আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। আর যে ব্যক্তি আমার প্রতি এক বিঘত নিকটবর্তী হবে,

আমি তার প্রতি এক হাত নিকটবর্তী হব। আর যে ব্যক্তি আমার প্রতি এক হাত নিকটবর্তী হবে আমি তার প্রতি দু'হাত নিকটবর্তী হব। যে আমার দিকে হেঁটে আসবে আমি তার দিকে দৌড়ে যাব। আর যে ব্যক্তি প্রায় পৃথিবী সমান পাপ করে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, অথচ সে আমার সাথে কাউকে শরীক করেনি, তার সাথে আমি তত পরিমাণই ক্ষমা নিয়ে সাক্ষাৎ করব। *(মুসলিম)*

মহান আল্লাহর অবতরণ

মহানবী ﷺ বলেন, "আল্লাহ তাআলা প্রত্যহ রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশে নীচের আসমানে অবতরণ করেন এবং বলেন, "কে আমাকে ডাকে? আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে আমার নিকট প্রার্থনা করে? আমি তাকে দান করব। এবং কে আমার নিকট ক্ষমা চায়? আমি তাকে ক্ষমা করব।" *(বুখারী, মুসলিম, সুনান আরবাআহ, মিশকাত ১২২৩নং)*

মহান আল্লাহর সত্তার জন্য যেমন শোভনীয়, তেমনি তিনি অবতরণ করেন। তাঁর অবতরণ কোন সৃষ্টির অবতরণের মত নয়। অতএব তিনি কিভাবে অবতরণ করেন? এক স্থানে রাত্রি, অপর স্থানে দিন ---কি ক'রে তা সম্ভব? তিনি কি সসত্তায় অবতরণ করেন? তাঁর অবতরণকালে আরশ খালি হয় কি না? যখন তিনি পৃথিবীর আকাশে অবতরণ করেন, তখন অন্যান্য আকাশ তাঁর উপরে হয় কি না? ---এসব নানাবিধ প্রশ্নের উত্তর কেবল তিনিই জানেন। মুসলিম এসব প্রশ্ন মনেই আনে না। কারণ, বিশাল পর্বতসম বস্তু অথবা স্বর্ণের ন্যায় সূক্ষ্ম ওজনের জিনিসকে মানুষ তার সব্জি-বেচা তুলাদন্ডের ন্যায় মস্তিস্কে ওজন করতে সক্ষম নয়।

এখানে এ অপব্যাখ্যা করা বৈধ নয় যে, তাঁর নির্দেশ অবতরণ করে, অথবা তাঁর রহমত বা কুদরত নামে অথবা তাঁর ফিরিশ্তা নামেন। কারণ, এ হল অনুমানে এমন কথা বলা, যার কোন প্রমাণ নেই।

ইমাম আবূ হানীফা (রাহিমাহুল্লাহ)কে মহান আল্লাহর অবতরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, 'তিনি অবতরণ করেন, তার কোন রকমত্ব নেই।'

মুহাম্মাদ বিন হাসান শাইবানী বলেন, 'মহান আল্লাহর নীচের আসমানে অবতরণ করার হাদীস শুদ্ধভাবে বর্ণিত হয়েছে। আমরা তা বর্ণনা করব, বিশ্বাস রাখব এবং অপব্যাখ্যা করব না।'

অনুরূপ এ কথাও বলা বৈধ নয় যে, তিনি অবতরণ করেন; কিন্তু তাতে তিনি

স্থানান্তরিত হন না অথবা তাঁর অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় না। বরং যেভাবে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঠিক সেইভাবেই অবতরণ করার আসল অর্থে বিশ্বাস করতে হবে।

হাম্বল শাইবানী বলেন, একদা আমি আবূ আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্বলকে বললাম, 'আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন, তা কি তাঁর ইল্ম দ্বারা অথবা কি?'

তিনি বললেন, 'এ ব্যাপারে চুপ থাকো। এর সাথে তোমার সাথ কি? যেভাবে হাদীসে এসেছে সেইভাবে কোন কেমনত্ব ও সীমা বর্ণনা না ক'রে আসার ও কিতাব অনুযায়ী বুঝে যাও।' (এতে তিনি রাগান্বিতও হলেন।)

আমীর আব্দুল্লাহ বিন ত্বাহের একদা ইসহাক বিন রাহওয়াইহেকে বললেন, 'হে আবূ ইয়াকূব! যে হাদীস আপনি বর্ণনা করছেন, "আমাদের প্রতিপালক আয্যা অজাল্ল্ প্রত্যেক রাতে দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন" কিভাবে অবতরণ করেন?'

ইসহাক বললেন, 'আল্লাহ আমীরকে সম্মান দান করুন। প্রতিপালকের কোন ব্যাপারে 'কিভাবে?' বলতে হয় না। তিনি কোন কেমনত্ব ছাড়াই অবতরণ করেন।' *(আক্বীদাতুল হাফিয আব্দুল গনী আল-মাক্বদিসী ৫৪পৃঃ)*

পরিশেষে যেরূপ ইমাম মালেক (রঃ) আরশে আরোহণের ব্যাপারে বলেছিলেন, আমরাও তদ্রূপ বলি,

النزول معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة.

অর্থাৎ,অবতরণ করার অর্থ বিদিত, তার কেমনত্ব অবিদিত, তার প্রতি ঈমান ওয়াজেব এবং সে ব্যাপারে প্রশ্ন করা বিদআত। *(আস-স্বিফাতুল ইলাহিয়্যাহ, আমান আল-জামী ১/১৯৭)*

মহান আল্লাহর কথা

আল্লাহ তাআলা বান্দাকে সম্বোধন করেন, বলেন, আদেশ করেন, উপদেশ দেন। তাঁর বাণী অহীর মাধ্যমে বা পর্দার অন্তরাল থেকে কিংবা দূত মারফৎ মানুষের কাছে পৌঁছে থাকে। তিনি বলেন,

{وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ} (٥١) سورة الشورى

অর্থাৎ, কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় যে, আল্লাহ তার সঙ্গে সরাসরি কথা

বলবেন ওহীর (প্রত্যাদেশ) মাধ্যম ব্যতিরেকে, অন্তরাল ব্যতিরেকে অথবা কোন দূত প্রেরণ ব্যতিরেকে; আর তখন আল্লাহ যা চান তা তাঁর অনুমতিক্রমে অহী (প্রত্যাদেশ) করেন; নিঃসন্দেহে তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়। *(সূরা শূরা ৫১ আয়াত)*

তিনি মূসা কালীমুল্লাহ ﷺ-এর সাথে তুর পাহাড়ে কথা বলেছেন। তিনি বলেন,

{وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} (١٦٤) سورة النساء

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি অনেক রসূলের কথা পূর্বে তোমার নিকট বর্ণনা করেছি এবং অনেক রসূলের কথা তোমার নিকট বর্ণনা করিনি। আর মূসার সাথে আল্লাহ সাক্ষাৎ বাক্যালাপ করেছেন। *(সূরা নিসা ১৬৪ আয়াত)*

{وَلَمَّا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ موسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ} (١٤٣) {قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاَتِي وَبِكَلاَمِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ} (١٤٤) سورة الأعراف

অর্থাৎ, মূসা যখন আমার নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হল এবং তার প্রতিপালক তার সঙ্গে কথা বললেন, তখন সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দর্শন দাও, আমি তোমাকে দেখব।' তিনি বললেন, 'তুমি আমাকে কখনই দেখবে না। তুমি বরং পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য কর, যদি তা স্বস্থানে স্থির থাকে, তাহলে তুমি আমাকে দেখবে।' সুতরাং যখন তার প্রতিপালক পাহাড়ে জ্যোতিষ্মান হলেন, তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করল আর মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেল। অতঃপর যখন সে জ্ঞান ফিরে পেল, তখন বলল, 'মহিমময় তুমি! আমি অনুতপ্ত হয়ে তোমাতেই প্রত্যাবর্তন করলাম এবং বিশ্বাসীদের মধ্যে আমিই প্রথম।' তিনি বললেন, 'হে মূসা! আমি তোমাকে আমার রিসালাত ও বাক্য দ্বারা লোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি, সুতরাং আমি যা দিলাম, তা গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হও। *(সূরা আ'রাফ ১৪৩-১৪৪ আয়াত)*

আদম-সহ নবীদের সঙ্গে তিনি কথা বলেছেন। তিনি মি'রাজের রাতে শেষনবী ﷺ-এর সাথে কথা বলেছেন। কিয়ামতের দিনে তিনি বান্দার সাথে কথা বলবেন।

যখন ইচ্ছা তিনি বলেন, যা ইচ্ছা বলেন। 'আযাল' থেকে সর্বদা যে কোন সময়ে তিনি কথা বলেন। আর সে বলার কোন দৃষ্টান্ত নেই, কোন রকমত্ব নেই। কোন সৃষ্টির বলার মত তাঁর বলা নয়।

কুরআন মাজীদ তাঁরই বলা 'কালাম' (বাণী)। তা কোন সৃষ্টি নয়, বরং তা তাঁর একটি গুণ।

মহান আল্লাহর কৌশল, চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র

শত্রুর নিকট থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য গোপন উপায় প্রয়োগ করলে কৌশল, ষড়যন্ত্র ইত্যাদি বলা হয়। এ কাজ সাধারণভাবে মহান আল্লাহর সুন্দর গুণাবলী নয়। বরং দুশমনের মুকাবিলায় এর প্রয়োগ প্রশংসনীয়। যেহেতু তাতে তাঁর ইল্‌ম, কুদরত ও অসীম ক্ষমতার বিকাশ ঘটে।

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ} (٣٠) سورة الأنفال

অর্থাৎ, স্মরণ কর, যখন অবিশ্বাসীরা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তোমাকে বন্দী করার জন্য, হত্যা অথবা নির্বাসিত করার জন্য। তারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহও ষড়যন্ত্র করেন। আর ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে আল্লাহ শ্রেষ্ঠ। *(সূরা আনফাল ৩০ আয়াত)*

{وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ} (٥٠) سورة النمل

অর্থাৎ, ওরা চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও চক্রান্ত করলাম, কিন্তু ওরা বুঝতে পারেনি। *(সূরা নাম্‌ল ৫০ আয়াত)*

{إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا} (١٥) {وَأَكِيدُ كَيْدًا} (١٦) سورة الطارق

অর্থাৎ, নিশ্চয় তারা ভীষণ চক্রান্ত করে এবং আমিও ভীষণ কৌশল করি। *(সূরা ত্বারিক ১৫-১৬ আয়াত)*

{وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ} (١٣) سورة الرعد

অর্থাৎ, ওরা আল্লাহ সম্বন্ধে বিতন্ডা করে; আর তিনি মহা চক্রান্তকারী (মহাশক্তিশালী)। *(সূরা রা'দ ১৩ আয়াত)*

মহান আল্লাহর লজ্জাশীলতা

মহানবী ﷺ বলেন,

((إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِى مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا)).

অর্থাৎ, নিশ্চয় তোমাদের মহান প্রভু লজ্জাশীল অনুগ্রহপরায়ণ, বান্দা যখন তাঁর দিকে দুই হাত তোলে, তখন তা শূন্য ও নিরাশভাবে ফিরিয়ে দিতে বান্দা থেকে লজ্জা করেন। *(আবুদাউদ ২/৭৮, তিরমিযী ৫/৫৫৭)* তা কি সম্ভব? অবশ্যই তাঁর রসূল ﷺ যখন বলেছেন, তখন অসম্ভব কিসের? তবে নিশ্চয় তাঁর লজ্জাবোধ মানুষের মত নয়। তাঁর লজ্জাশীলতা যেমন তাঁর জন্য শোভনীয়।

মহান আল্লাহর ঈর্ষা বা আত্মমর্যাদা

মহান আল্লাহর ঈর্ষা আছে। সে ঈর্ষা কোন সৃষ্টির মত নয়। তার কোন উপমা নেই, উদাহরণ নেই। মহানবী ﷺ বলেন,

((يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنْ اللَّهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا)). متفق عليه

অর্থাৎ, হে মুহাম্মাদের উম্মত! আল্লাহ অপেক্ষা বেশি ঈর্ষাবান কেউ নেই যে, তার ক্রীতদাস অথবা দাসী ব্যভিচার করবে (আর সে তা সহ্য ক'রে নেবে)। হে মুহাম্মাদের উম্মত! আল্লাহর কসম! আমি যা জানি যদি তোমরা তা জানতে, তাহলে অল্প হাসতে এবং বেশি কাঁদতে। *(বুখারী, মুসলিম)*

একদা সা'দ বিন উবাদাহ বললেন, 'যদি কোন ব্যক্তিকে আমার স্ত্রীর সাথে (ব্যভিচারে লিপ্ত) দেখি, তাহলে তরবারির ধারালো দিকটা দিয়ে তাকে আঘাত করব।' এ কথা নবী ﷺ-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন,

((أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ؟ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي)). متفق عليه

অর্থাৎ, তোমরা কি সা'দের ঈর্ষায় আশ্চর্যান্বিত হও? নিশ্চয় আমি ওর থেকে বেশি ঈর্ষান্বিত এবং আল্লাহর আমার চেয়েও বেশি ঈর্ষান্বিত। *(বুখারী, মুসলিম)*

মহান আল্লাহর ধারণ করা

মহান আল্লাহ ধরেন, ধারণ করেন, গ্রহণ করেন। তিনি বলেন,

{إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا } (٤١) سورة فاطر

অর্থাৎ, আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে (ধরে) স্থির রাখেন, যাতে ওরা কক্ষচ্যুত না হয়। ওরা কক্ষচ্যুত হলে তিনি ব্যতীত কেউ ওগুলিকে (ধরে) স্থির রাখতে পারে না। তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ। *(সূরা ফাত্বির ৪১ আয়াত)*

{مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا } (٥٦) سورة هود

অর্থাৎ, ভূপৃষ্ঠে যত বিচরণকারী জীব রয়েছে, তাদের প্রত্যেকেরই চুলের ঝুঁটি তিনি ধারণ ক'রে আছেন (সবাই তাঁর করায়ত্তে)। *(সূরা হূদ ৫৬ আয়াত)*

তিনি হাতে গ্রহণ করেন। যেমন মহান আল্লাহর হাতের আলোচনায় বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তি (তার) বৈধ উপায়ে উপার্জিত অর্থ থেকে একটি খেজুর পরিমাণও কিছু দান করে -- আর আল্লাহ তো বৈধ অর্থ ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণই করেন না -- সে ব্যক্তির ঐ দানকে আল্লাহ ডান হাতে গ্রহণ করেন। (অতঃপর তা ঐ ব্যক্তির জন্য লালন-পালন করেন;) পরিশেষে তা রহমানের করতলে বৃদ্ধিলাভ ক'রে পাহাড় থেকেও বড় হয়ে যায়। যেমন তোমাদের কেউ তার অশ্ব-শাবককে লালন-পালন ক'রে থাকে।" *(বুখারী ১৪১০, মুসলিম ১০১৪নং, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ প্রভৃতি)*

এ ধারণ ও গ্রহণ নিশ্চয় মানুষের মত নয়। তাঁর জন্য যেভাবে শোভনীয় সেইভাবে ধারণ ও গ্রহণ করেন। তা মানুষের কল্পনার বাইরে।

মহান আল্লাহর ঘর

মহান আল্লাহ থাকেন আরশের উপরে। তাঁর পর্দা হল নূর বা জ্যোতি। কিন্তু তাঁর 'ঘর' অর্থ কি? কিয়ামতে শাফাআতের হাদীসে মহানবী ﷺ বলেন,

((فَيَأْتُونِي فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فِي دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا)).

অর্থাৎ, লোকেরা আমার কাছে আসবে। তখন আমি আমার প্রতিপালকের নিকট

তাঁর ঘর প্রবেশের অনুমতি চাইব। আমাকে তাঁর নিকট যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হলে আমি তাঁকে দেখামাত্র সিজদায় পতিত হব।...... *(বুখারী)*

তাঁর 'ঘর' বলতে তাঁর জন্য যেমন শোভনীয় তেমন ঘর। হয়তো বা তা নূরের ঘর। অনেকে বলেছেন, তাঁর ঘর হল জান্নাত অথবা আরশের নিচে মাক্বামে মাহমূদ। যেমন কা'বাগৃহ তথা সকল মসজিদকে আল্লাহর ঘর বলা হয়।

সে যাই হোক, তাঁর ঘর বলেই আমরা বিশ্বাস রাখব। আর তার কেমনত্ব নিয়ে কোন প্রশ্ন তুলব না। এটাই হল গভীর ঈমানের দাবী।

মহান আল্লাহর লুঙ্গী ও চাদর

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা বলেন, 'সম্মান আমার লুঙ্গি এবং গর্ব আমার চাদর। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার কাছ থেকে এর মধ্য থেকে যে কোন একটি টেনে নিতে চাইবে আমি তাকে শাস্তি দেব।" *(মুসলিম)*

তাঁর লুঙ্গি ও চাদরের ব্যাপারে আমাদেরকে সেইভাবেই ঈমান রাখতে হবে, যেভাবে মহানবী ﷺ-এর মুখে এসেছে। তা কেমন, কিরূপ ইত্যাদি প্রশ্ন আমাদের মনে উঁকি দেওয়া উচিত নয়।

অবশ্য এ কথা নিশ্চিতভাবে জানতে হবে যে, সে লুঙ্গি ও চাদর নিশ্চয় কটন, উল বা রেশম ইত্যাদির তৈরি নয়। কারণ তা মানুষের ও দুনিয়ার জিনিস। মহান আল্লাহ যেমন আমাদের নিকট অদৃশ্য, তেমনি তাঁর গুণাবলীও অদৃশ্য। তা কিসের ও কেমন কে বলতে পারে?

মহান আল্লাহর নেতিবাচক গুণাবলী

মহান আল্লাহর কিছু নেতিবাচক গুণ আছে, যা তাঁর পরিপূর্ণ জ্ঞান, মহত্ত্ব ও মাহাত্ম্য, অসীম ক্ষমতা ও প্রশংসারই দলীল। সেই শ্রেণীর গুণাবলীর কিছু নিম্নরূপ ঃ-

মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا } (٢٦) سورة البقرة

অর্থাৎ, আল্লাহ মশা কিংবা তার থেকে উচ্চ (অথবা ক্ষুদ্র) পর্যায়ের কোন বস্তুর উদাহরণ দিতে লজ্জাবোধ করেন না। *(সূরা বাক্বারাহ ২৬ আয়াত)*

{وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ } (٥٣) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, আল্লাহ সত্য বলতে সংকোচবোধ করেন না। *(সূরা আহযাব ৫৩ আয়াত)*

{لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ }

অর্থাৎ, তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। *(সূরা বাক্বারাহ ২৫৫ আয়াত)*

{وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ } (٢٥٥) سورة البقرة

অর্থাৎ, তাঁর কুরসী আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী পরিব্যাপ্ত। আর সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। তিনি সুউচ্চ, মহামহিম। *(ঐ)*

{وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ }

অর্থাৎ, আমি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যস্থিত সব কিছু সৃষ্টি করেছি ছয় দিনে; আমাকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করেনি। *(সূরা ক্বাফ ৩৮ আয়াত)*

{لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ } (٣) سورة سبأ

অর্থাৎ, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণ কিছু কিংবা তার থেকে ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ কিছু তাঁর অগোচর নয় ; ওর প্রত্যেকটি সুস্পষ্ট গ্রন্থে লিপিবদ্ধ। *(সূরা সাবা' ৩ আয়াত)*

{لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ } (١٠٣) سورة الأنعام

অর্থাৎ, দৃষ্টিসমূহ তাঁকে আয়ত্ব করতে পারে না, কিন্তু দৃষ্টিসমূহ তাঁর আয়ত্বে আছে এবং তিনিই সূক্ষ্মদর্শী; সম্যক পরিজ্ঞাত। *(সূরা আনআম ১০৩ আয়াত)*

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ (٤) سورة الإخلاص

অর্থাৎ, তাঁর কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারো সন্তান নন এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই। *(সূরা ইখলাস ৩-৪ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেন,

((عَلَيْكُمْ مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَوَاللَّهِ لاَ يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا)). متفق عليه

অর্থাৎ, তোমরা সাধ্যমত আমল কর। আল্লাহর কসম! আল্লাহ ক্লান্ত হন না যতক্ষণ না তোমরা ক্লান্ত হয়ে পড়।" *(বুখারী-মুসলিম)*

মহান আল্লাহ মানুষের অঙ্গ হন?

মহানবী ﷺ বলেন,

((إِنَّ اللَّهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مُسَاءَتَهُ)).

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার অলীর বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করবে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব। বান্দা যা কিছু দিয়ে আমার নৈকট্য লাভ ক'রে থাকে তার মধ্যে আমার নিকট প্রিয়তম হল সেই ইবাদত, যা আমি তার উপর ফরয করেছি। আর সে নফল ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে। পরিশেষে আমি তাকে ভালোবাসি। অতঃপর আমি তার শোনার কান হয়ে যাই, তার দেখার চোখ হয়ে যাই, তার ধরার হাত হয়ে যাই, তার চলার পা হয়ে যাই! সে আমার কাছে কিছু চাইলে আমি অবশ্যই তাকে তা দান করি। সে আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় দিয়ে থাকি। আর আমি যে কাজ করি তাতে কোন দ্বিধা করি না --যতটা দ্বিধা করি এজন মুমিনের জীবন সম্পর্কে; কারণ, সে মরণকে অপছন্দ করে। আর আমি তার (বেঁচে থেকে) কষ্ট পাওয়াকে অপছন্দ করি।' *(বুখারী ৬৫০২নং)*

উক্ত হাদীসে প্রকাশ্য শব্দাবলী যে অর্থ বুঝাতে চায়, তা কিন্তু উদ্দিষ্ট নয়। উদ্দিষ্ট হল,

'আমি তার শোনার কান হয়ে যাই' অর্থাৎ, আমি তাকে ভাল জিনিস শোনার তওফীক দান করি অথবা সে সেই জিনিস শোনে যাতে আমি সন্তুষ্ট।

'তার দেখার চোখ হয়ে যাই' অর্থাৎ, আমি তাকে ভাল জিনিস দেখার তওফীক দান করি অথবা সে সেই জিনিস দেখে যাতে আমি সন্তুষ্ট।

'তার ধরার হাত হয়ে যাই, তার চলার পা হয়ে যাই' অর্থাৎ, আমি তাকে ভাল পথে চলার তওফীক দান করি অথবা সে সেই পথে চলে যাতে আমি সন্তুষ্ট।

আর এ অর্থ এক শ্রেণীর 'তা'বীল' হলেও অন্য দলীল দ্বারা তা বৈধ। তাছাড়া মহান স্রষ্টা তো আর সৃষ্ট মানুষের কোন অংশ হতে পারেন না। সুতরাং এমন অর্থ বুঝাটাই ভুল। যেহেতু এমন অর্থ উদ্দেশ্য নয়।

আল্লাহর চাওয়া

মহানবী ﷺ বলেন,

((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِى، قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ! قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِى فُلاَنًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِى عِنْدَهُ، يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِى. قَالَ: يَا رَبِّ وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ! قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِى فُلاَنٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِى، يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِى. قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ! قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِى فُلاَنٌ فَلَمْ تَسْقِهِ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِى)).

অর্থাৎ, আল্লাহ আযযা অজাল্ল কিয়ামতের দিন বলবেন, 'হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ ছিলাম, তুমি আমাকে দেখতে আসনি।' সে বলবে, 'হে প্রভু! কিভাবে আমি আপনাকে দেখতে যাব, আপনি তো সারা জাহানের পালনকর্তা?' তিনি বলবেন, 'তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল? তুমি তাকে দেখতে যাওনি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি তাকে দেখতে যেতে তাহলে অবশ্যই তুমি আমাকে তার কাছে পেতে?

হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম তুমি আমাকে খাবার দাওনি।' সে বলবে, 'হে প্রভু! আমি আপনাকে কিভাবে খাবার দেব, আপনি তো সারা জাহানের প্রভু?' আল্লাহ বলবেন, 'তোমার কি জানা ছিল না যে, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে খাবার চেয়েছিল, কিন্তু তাকে তুমি খাবার দাওনি? তোমার কি জানা ছিল না যে, যদি তাকে খাবার দিতে, তাহলে অবশ্যই তা আমার কাছে পেতে?

হে আদম সন্তান! তোমার কাছে আমি পানি পান করতে চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে পান করাওনি।' বান্দা বলবে, 'হে প্রভু! আপনাকে কিরূপে পানি পান করাবো, আপনি তো সমগ্র জগতের প্রভু?' তিনি বলবেন, 'আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে পানি চেয়েছিল, তুমি তাকে পান করাওনি। তুমি কি জানতে না যে,

যদি তাকে পান করাতে, তাহলে তা অবশ্যই আমার কাছে পেতে?’ *(মুসলিম)*

উক্ত হাদীসে আল্লাহর অসুস্থ হওয়া, খাবার চাওয়া ও পানি চাওয়ার উদ্দেশ্য তাঁর নিজের কথা নয়। যেমন সে কথা শুনে ঐ বান্দা বুঝবে এবং সরাসরি তাঁকে প্রশ্ন করবে, তা কিভাবে সম্ভব?

আল্লাহ বলবেন, ‘তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল? তুমি তাকে দেখতে যাওনি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি তাকে দেখতে যেতে তাহলে অবশ্যই তুমি আমাকে তার কাছে পেতে?

‘তোমার কি জানা ছিল না যে, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে খাবার চেয়েছিল, কিন্তু তাকে তুমি খাবার দাওনি? তোমার কি জানা ছিল না যে, যদি তাকে খাবার দিতে, তাহলে অবশ্যই তা আমার কাছে পেতে?

‘আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে পানি চেয়েছিল, তুমি তাকে পান করাওনি। তুমি কি জানতে না যে, যদি তাকে পান করাতে, তাহলে তা অবশ্যই আমার কাছে পেতে?’

যেমন মানুষকে দান করলে, আল্লাহকে ঋণ দেওয়া হয়। রসূলের আনুগত্য করলে, আল্লাহর আনুগত্য হয়।

এই অর্থেই কবির কথা মানা যেতে পারে, যিনি বলেছেন, ‘জীবে প্রেম করে যে জন সেজন সেবিছে ঈশ্বর।’ নচেৎ জীবই ঈশ্বর উদ্দেশ্য হলে, তা মান্য নয়। যে মানে, সে ভ্রষ্ট সর্বেশ্বরবাদী।

কবি নজরুল বলেছেন,

‘দ্বারে গালি খেয়ে ফিরে যায় নিতি ভিখারী ও ভিখারিণী,
তারি মাঝে কবে এলো ভোলা-নাথ গিরিজায়া, তা কি চিনি!
তোমার ভোগের হ্রাস হয় পাছে ভিক্ষা-মুষ্টি দিলে,
দ্বারী দিয়ে তাই মার দিয়ে তুমি দেবতারে খেদাইলে?
সে মার রহিল জমা----
কে জানে তোমার লাঞ্ছিতা দেবী করিয়াছে কিনা ক্ষমা!’

তা অবতারবাদে বিশ্বাসীদের ধারণায় হতে পারে। তওহীদবাদীদের ধারণায় তা কুফরী। মানুষের বেশে আল্লাহ প্রকাশ পান না। তবে মানুষকে খেতে দিলে তা আল্লাহর কাছে পাওয়া যায়।

বলা বাহুল্য, উক্ত হাদীস এ কথার দলীল যে, বাক্যের বাহ্যিক অর্থ উদ্দিষ্ট নয়

বলে যদি আল্লাহ বা তাঁর রসূল ﷺ কর্তৃক বিবৃতি থাকে, তাহলে তাকে নিষিদ্ধ ‘তা’বীল’ বলা হয় না। নিষিদ্ধ তা’বীল তখনই হবে, যখন আল্লাহ বা তাঁর রসূল ﷺ কর্তৃক বাক্যের কোন ব্যাখ্যা থাকবে না এবং মনগড়াভাবে নিজের তরফ থেকে ধারণাবশতঃ কোন দূর বা কূট অর্থ করা হবে।

সিফাতে বিরোধীদের পদ্ধতি

আল্লাহর বিভিন্ন সিফাত বা গুণসমূদয়কে অস্বীকার করার নানা পদ্ধতি অবলম্বন ক’রে থাকে আহলে সুন্নাহর বিরোধীরা। যেমন ঃ-

১। তাহরীফ (বিকৃত করা, পরিবর্তন করা) ঃ

এই পদ্ধতিতে তারা কখনও কখনও শব্দই বিকৃত ক’রে ফেলে। যেমন ‘আল্লাহ কথা বলেন’ এ বিশ্বাস খণ্ডন করার জন্য তারা এই আয়াতের বিকৃতি ঘটিয়েছে,

{وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوسَى تَكْلِيمًا } (١٦٤) سورة النساء

অর্থাৎ, মূসার সাথে আল্লাহ সাক্ষাৎ বাক্যালাপ করেছেন। *(সূরা নিসা ১৬৪ আয়াত)*

তারা ‘আল্লাহ’ শব্দে যবর লাগিয়ে পড়েছে,

{وَكَلَّمَ اللّٰهَ مُوسَى تَكْلِيمًا } (١٦٤) سورة النساء

অর্থাৎ, আল্লাহর সাথে মূসা সাক্ষাৎ বাক্যালাপ করেছেন।

কিন্তু এমন জাহেলরা অন্য আয়াতে ধরা পড়ে যায়, যেখানে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ موسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ }

অর্থাৎ, মূসা যখন আমার নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হল এবং তার প্রতিপালক তার সঙ্গে কথা বললেন, তখন সে বলল, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দর্শন দাও, আমি তোমাকে দেখব।’ তিনি বললেন, ‘তুমি আমাকে কখনই দেখবে না। তুমি বরং পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য কর, যদি তা স্বস্থানে স্থির থাকে, তাহলে তুমি আমাকে দেখবে।’ সুতরাং যখন তার প্রতিপালক পাহাড়ে জ্যোতিষ্মান হলেন, তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করল আর মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেল।

অতঃপর যখন সে জ্ঞান ফিরে পেল, তখন বলল, 'মহিমময় তুমি! আমি অনুতপ্ত হয়ে তোমাতেই প্রত্যাবর্তন করলাম এবং বিশ্বাসীদের মধ্যে আমিই প্রথম।' *(সূরা আ'রাফ ১৪৩ আয়াত)*

এখানে তো আর رَبُّـــه শব্দে যবর লাগানোর উপায় নেই। কিন্তু ধৃষ্টতার যেখানে কোন সীমা নেই, সেখানে আর কি বলার আছে?

কখনও তারা অর্থের বিকৃতি ঘটিয়ে থাকে। যেমন 'আল্লাহ আরশে আছেন' এই বিশ্বাস খন্ডন করার জন্য তারা اســتوى শব্দের অর্থ اســتولى ক'রে থাকে। অর্থাৎ, 'আল্লাহ আরশে সমারূঢ় আছেন' এর অর্থ এই করে যে, তিনি সার্বভৌম ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের অধিকারী।'

আর কুরআন-হাদীসের এমন বিকৃতি সাধন অবশ্যই বিপজ্জনক। এমন গুণ ইয়াহুদীদের। *(দেখুন ঃ সূরা বাক্বারাহ ৫৮-৫৯, ৭৫, নিসা ৪৬, মাইদাহ ১৩, ৪১, আ'রাফ ১৬১-১৬২ আয়াত)*

২। তাফবীয (ভারার্পণ করা) ঃ

এই পদ্ধতিতে তারা শব্দের অর্থই অবোধগম্য মনে করে এবং গুণাবলী অস্বীকার করে। গুণাবলী সম্পর্কিত শব্দাবলীর অর্থ সম্বন্ধে তারা বলে, 'আল্লাহই জানেন।' অথচ সলফগণ আল্লাহর গুণাবলীর কেমনত্ব বিষয়ের জ্ঞান তাঁর প্রতি সমর্পণ করেন এবং ঐ গুণাবলীর অর্থ বিষয়ক জ্ঞান তাঁর প্রতি সমর্পণ করেন না (যেহেতু সে সবের অর্থ তাঁদের নিকট স্পষ্ট ও বিদিত এবং কেমনত্ব অবিদিত)। উদাহরণ স্বরূপ استوي 'ইসতিওয়া' (আরোহণ করা) এর অর্থ কোন কিছুর ঊর্ধ্বে অবস্থান বা আরোহণ করা যার কেমনত্ব আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না।

ইমাম মালেক বলেছেন, '(আল্লাহর আরশে) আরোহণ করা বিদিত, এর কেমনত্ব অবিদিত, এর প্রতি ঈমান (বিশ্বাস) রাখা ওয়াজেব এবং এর কেমনত্ব প্রসঙ্গে প্রশ্ন তোলা বিদ্আত।' আর এই কথাই প্রয়োগ হবে মহান আল্লাহর সকল গুণাবলীর ক্ষেত্রে।

৩। তাজসীম (দেহ কল্পনা করা) ঃ

অনেকে আল্লাহর হাত, পা, মুখমন্ডল ইত্যাদি শুনে ধারণা করে যে, আল্লাহর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা গঠিত দেহ আছে। অথচ এমন ধারণা নিশ্চয়ই ভ্রষ্টতা।

প্রকাশ থাকে যে, মহান আল্লাহর বিভিন্ন নামাবলী ও গুণাবলীবিশিষ্ট সত্তা আছে।

তাঁর দেহ 'আছে' অথবা 'নেই' বলে কুরআন-হাদীসে কোন প্রমাণ নেই। সে ক্ষেত্রে এমন শব্দ ও কল্পনা থেকে দূরে থাকাই ওয়াজেব। আর হাত-পা-মুখমন্ডল ইত্যাদি শুনে মানুষের মত অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কল্পনা ক'রে তাঁকে 'দেহধারী' ধারণা করা মোটেই বৈধ নয়।

৪। তাক্য়ীফ (কেমনত্ব বর্ণনা করা) ঃ

আল্লাহর গুণাবলীর কেমনত্ব বর্ণনা করাকে বলে। কেমন ক'রে, কিভাবে, কি রূপে ইত্যাদি প্রশ্নের জবাবে 'তাক্য়ীফ' হয়। যেমন বলা, 'তার রকমত্ব (হস্ত-পদ প্রভৃতি) এই রূপ, আল্লাহ এভাবে আরশে আছেন' ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য, যে ব্যক্তি প্রশ্ন করে যে, 'আল্লাহ নিচের আসমানে নেমে আসেন, সে আবার কেমন?' তাকে বলুন যে, 'আল্লাহ কেমন?' সে নিশ্চয় বলবে, 'তা তো জানি না।' আপনি বলেন, 'তাহলে তাঁর নামা কেমন কিভাবে জানতে পারবে? এ জানার উপায় আমাদের নেই।' অনুরূপ সকল সিফাতই।

৫। তামসীল (নমুনা বা দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা) ঃ

সৃষ্টির গুণাবলীর দ্বারা আল্লাহর গুণাবলীর দৃষ্টান্ত দেওয়া অথবা তাঁর গুণাবলীকে সৃষ্টির গুণাবলীর সাথে তুলনা করা। যেমন 'আল্লাহর হাত মানুষের হাতের মত, তিনি রাজার মত সিংহাসনে বসে আছেন' ইত্যাদি।

৬। তাশবীহ (সদৃশ বর্ণনা করা) ঃ

পুরোপুরি দৃষ্টান্ত নয়, কাছাকাছি কোন সদৃশ ধারণা করা।

'তামসীল' সর্বদিক দিয়ে এটি ঐটির মত হয়। পক্ষান্তরে 'তাশবীহ' কোন কোন দিক দিয়ে এটি ঐটির মত হয়।

যারা মনে করে যে, মহান আল্লাহর কোন গুণ মানবীয় কোন গুণের মত, তারা অবশ্যই পাগল অথবা ভ্রষ্ট। তারা এই আয়াতের বক্তাদের দলে শামিল হতে পারে; মহান আল্লাহ বলেন,

{تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (٩٧) إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ}

অর্থাৎ,'আল্লাহর শপথ! আমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিলাম, যখন আমরা তোমাদেরকে বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সমকক্ষ গণ্য করতাম। *(সূরা শুআরা ৯৭-৯৮ আয়াত)*

৭। তা'ত্বীল (অর্থবিহীন, নিষ্ক্রিয় বা বিরহিতকরণ) ঃ

আল্লাহর গুণাবলীকে অস্বীকার করা এবং তাঁকে (ঐ সমস্ত) গুণবিহীন ভাবাকে বলে। যেমন, আল্লাহর আকাশের ঊর্ধ্বে অবস্থানকে কিছু ভ্রষ্ট ফির্কাহ অস্বীকার করে ও বলে, 'আল্লাহ সকল স্থানেই আছেন!' যেমন অনেকে বলে, 'চোখ ছাড়া তিনি দেখেন' ইত্যাদি।

যারাই আল্লাহর গুণাবলীকে মানবীয় গুণাবলীর মত ধারণা করে, তারাই আসলে 'তা'ত্বীল'-এর সমস্যায় পড়ে। মহান আল্লাহকে মানবীয় গুণ থেকে পবিত্র ঘোষণা করতে গিয়ে কিতাব ও সুন্নাহর স্পষ্ট উক্তিকে রদ ক'রে ফেলে। সুতরাং তারা এক সঙ্গে দু'টো অপরাধের শিকার হয়; প্রথমতঃ তামসীল বা তাশবীহ এবং দ্বিতীয়তঃ তা'ত্বীল। তারা আসলে আল্লাহ সম্পর্কে এমন কথা বলে, যা তাদের জানা নেই। অথচ মহান আল্লাহ বলেন,

{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} (١١) سورة الشورى

অর্থাৎ, তাঁর মত কোন কিছু নেই। আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। *(সূরা শূরা ১১)*

লক্ষণীয় যে, তিনি সবকিছু শোনেন ও সবকিছু দেখেন। কিন্তু তাঁর মত কোন কিছু নেই। মানুষ-সহ প্রায় সকল জীবও শোনে ও দেখে। যেন আল্লাহ বলতে চাচ্ছেন, আমিও শুনি ও দেখি। জীব শোনে ও দেখে বলে তোমরা আমার শোনা ও দেখাকে খণ্ডন করো না। বরং বিশ্বাস কর যে, আমি শুনি ও দেখি। তবে তা কোন জীবের শোনা ও দেখার মত নয়। প্রত্যেক জীবের শোনা ও দেখার ক্ষমতা বিভিন্ন ধরণের আছে। আমার সে ক্ষমতার কোন নজীর নেই, কোন দৃষ্টান্ত নেই।

পক্ষান্তরে যারা বলে, 'না, না, যে গুণ মানুষের আছে, তা কোনভাবেই আল্লাহর থাকতে পারে না।' তারা তাদের এই ধারণায় দাবী করে যে, তারা আল্লাহ থেকে বেশী জানে। নাউযু বিল্লাহি মিন যালিক।

ওরা মানুষের মত ধারণা ক'রে মহান আল্লাহকে গুণহীন মনে করে। একই সময়ে তারা তাদের এই ধারণায় মহান আল্লাহকে জড়পদার্থ অথবা অস্তিত্বহীন ধারণা করে! এটা কি আরো খারাপ নয়।

৮। তা'বীল (অপব্যাখ্যা করা) ঃ

আয়াত ও সহীহ হাদীসের স্পষ্ট অর্থকে ভিন্ন কোন অসঙ্গত ও বাতিল অর্থে পরিবর্তন করাকে বলা হয়। যেমন, 'আল্লাহ আরশে সমারূঢ় আছেন। এর অর্থ এই করা যে, তিনি সার্বভৌম ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের অধিকারী।'

'আল্লাহর হাত' মানে তাঁর কুদরত। 'চোখ' মানে তত্ত্বাবধান ইত্যাদি।

৯। ইল্‌হাদ (বক্রপথ অবলম্বন) ঃ

إلحاد (ইলহাদ) এর অর্থ হল এক দিকে ঝুঁকে পড়া। আর এর থেকে 'লাহাদ' এসেছে। লাহাদ ঐ কবরকে বলা হয় যার একদিক খনন করা হয়। দ্বীনের মধ্যে ইলহাদ হল, বক্রপথ অবলম্বন করা বা ধর্মত্যাগী হওয়া।

আল্লাহর নামসমূহে বক্রপথ অবলম্বন করা তিনভাবে হতে পারে।

(ক) আল্লাহর নামের পরিবর্তন করা, যেমন মুশরিকরা করত। উদাহরণ স্বরূপ মহান আল্লাহর সাত্তিক নাম 'আল্লাহ' থেকে তারা তাদের এক মূর্তির নামকরণ করেছিল 'লাত', আল্লাহর গুণবাচক নাম, 'আযীয' হতে 'উয্‌যা' নামকরণ করেছিল।

(খ) আল্লাহর নামে মনগড়া অতিরিক্ত বা সংযোজন করা, যার আদেশ তিনি দেননি। যেমন খুদা, গড, ভগবান, জগদ্‌পিতা, বিধাতা পুরুষ ইত্যাদি।

(গ) তাঁর নাম কম ক'রে দেওয়া; যেমন, তাঁকে একটি নির্দিষ্ট নামেই ডাকা এবং অন্যান্য গুণবাচক নামে ডাকাকে খারাপ মনে করা। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

(ঙ) মহান আল্লাহর এমন গুণবাচক নামে আখ্যায়ন করা অথবা এমন গুণ বর্ণনা করা, যাতে তাঁর ত্রুটি প্রকাশ পায়। যেমন ইয়াহুদীরা বলেছিল, 'আল্লাহ ফকীর। আল্লাহ ব্যয়কুণ্ঠ, আল্লাহর হাত বাঁধা' ইত্যাদি।

(ঘ) আল্লাহর নামসমূহে 'বক্রপথ অবলম্বন' করার একটি অর্থ এটাও হতে পারে যে, তার তা'বীল (অপব্যাখ্যা) করা অথবা তা অর্থহীন বা নিষ্ক্রিয় ক'রে দেওয়া অথবা তার উপমা বা সদৃশ বর্ণনা করা। *(আয়সারুত তাফাসীর)* যেমন মু'তাযিলাহ, মুআত্তিলাহ, মুশাব্বিহাহ ইত্যাদি পথভ্রষ্ট দলগুলোর আচরণ। বরং উপরি উক্ত বিরোধীদের সকল পদ্ধতিই মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলীতে বক্রপথ অবলম্বন করার শামিল।

মহান আল্লাহ এসব থেকে দূরে থাকার ও বাঁচার আদেশ ক'রে বলেছেন,

{وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَـا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} (١٨٠) سورة الأعراف

অর্থাৎ, উত্তম নামসমূহ আল্লাহরই। সুতরাং তোমরা সে সব নামেই তাকে

ডাকো। আর যারা তাঁর নাম সম্বন্ধে বক্রপথ অবলম্বন করে, তাদেরকে বর্জন কর, তাদের কৃতকর্মের ফল তাদেরকে দেওয়া হবে। *(সূরা আ'রাফ ১৮০ আয়াত)*

সুতরাং আমরা আহলে সুন্নাহর অনুসরণ ক'রে কোন 'ইলহাদ' বা 'তা'বীল'-এর ধারে পাশে যাব না। মহান আল্লাহ নিজের ব্যাপারে যা বলেছেন, তার ব্যাপারে যদি আমরা কোনও কারণে সন্দেহ পোষণ ক'রে তাঁর উক্তির অপব্যাখ্যা করি, তাহলে বিনা ইলমে তাঁর ব্যাপারে মুখ খোলার পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ব। যেহেতু অপব্যাখ্যা হয় নিছক মনের ধারণাকে ভিত্তি ক'রে। আর ধারণা ক'রে মহান আল্লাহর কিছু 'আছে' বা 'নেই' বলার দুঃসাহসিকতা আমরা প্রদর্শন করতে পারি না।

সুতরাং সলফদের মত আমাদের উচিত এই যে, বিনা দলীলে আমরা কুরআন-সুন্নাহর স্পষ্ট উক্তির অপব্যাখ্যা করার জন্য ধানাই-পানাই করব না। বরং স্পষ্ট অর্থকেই মেনে নেব; যেমন এ কথাও মেনে নেব যে, তাঁর গুণাবলী শুনতে মানবীয় লাগলেও আসলে তা কোন কিছুর সদৃশ নয়।

এ পদ্ধতিতে কুরআন ও সুন্নাহর প্রতি আমাদের আদব বজায় থাকবে এবং মহান আল্লাহরও প্রকৃত কদর করা হবে।

আমরা তা'বীল বা দূর ব্যাখ্যা করব না দু'টি কারণে ঃ-

প্রথম এই যে, মহান আল্লাহ তা'বীল করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন,

{هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ} (٧) سورة آل عمران

অর্থাৎ, তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন; যার কিছু আয়াত সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন, এগুলি কিতাবের মূল অংশ; যার অন্যগুলি রূপক; যাদের মনে বক্রতা আছে, তারা ফিতনা (বিশৃংখলা) সৃষ্টি ও ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যা রূপক তার অনুসরণ করে। বস্তুতঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা সুবিজ্ঞ তারা বলে, 'আমরা এ বিশ্বাস করি। সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে আগত।' বস্তুতঃ বুদ্ধিমান লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করে। *(সূরা আলে ইমরান ৭ আয়াত)*

সুতরাং আমরা সেই বক্রতা থেকে বেঁচে যাব।

আর দ্বিতীয় এই যে, তা'বীল হল নিছক ধারণাপ্রসূত সমাধান। আর মহান আল্লাহর ব্যাপারে ধারণাপ্রসূত সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করা নিশ্চয় মহা অপরাধ। যা এক প্রকার বক্রতা এবং মহান আল্লাহ নিষেধও করেছেন তাঁর সম্বন্ধে (ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক) কোন অজানা কথা বলতে। তিনি বলেন,

{قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ}

অর্থাৎ, বল, 'আমার প্রতিপালক নিষিদ্ধ করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতাকে, পাপাচারকে ও অসংগত বিদ্রোহকে এবং কোন কিছুকে আল্লাহর অংশী করাকে, যার কোন দলীল তিনি প্রেরণ করেননি এবং আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলাকে (নিষিদ্ধ করেছেন), যে সম্পর্কে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই।' *(সূরা আ'রাফ ৩৩ আয়াত)*

পক্ষান্তরে মানুষকে ভ্রষ্ট করার জন্য শত্রু শয়তানই তাঁর সম্বন্ধে অজানা কথা বলতে প্ররোচনা যোগায়। তিনি বলেন,

{ وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (١٦٨) إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ } (١٦٩) سورة البقرة

অর্থাৎ, শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিঃসন্দেহ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সে তো কেবল তোমাদেরকে মন্দ ও অশ্লীল কার্যের নির্দেশ দেয় এবং সে চায় যে, আল্লাহ সম্বন্ধে যা জান না, তোমরা তা বল। *(সূরা বাক্বারাহ ১৬৮- ১৬৯ আয়াত)*

মহান আল্লাহ আমাদেরকে সতর্ক ক'রে বলেন,

{وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً } (٣٦) سورة الإسراء

অর্থাৎ, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই সেই বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়ো না। নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় ওদের প্রত্যেকের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হবে। *(সূরা বানী ইস্রাঈল ৩৬ আয়াত)*

هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

সমাপ্ত

হে আল্লাহ!

'যা কিছু শুনেছি যা কিছু বুঝেছি
তার চেয়ে তুমি উপরে,
প্রভু! তার চেয়ে তুমি উপরে,
আমার কল্পনা, আমার ধারণা
পারে না তোমারে ধরিতে
প্রভু! পারে না তোমারে ধরিতে।
জীবন আমার আসিবে ফুরায়ে
হইবে অসার লেখনী,
তবুও যে আমি তেমনি অক্ষম
তব গুণগান করিতে।
প্রভু! তব গুণগান করিতে।।'

--শায়খুল হাদীস মওলানা আব্দুর রউফ শামীম (রঃ)